তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীসঃ প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার

(এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক

এম.ফিল. গবেষক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

রেজিঃ নং- ৪৩/২০০৯-১০

ও

প্রভাষক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০।

465880

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ডিসেম্বর, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্ত উপস্থাপিত **'তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীসঃ প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের নিমিত্ত অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষ উপস্থাপন করিনি।

465380

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক

(মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক)
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
রেজিঃ নং-৪৩/২০০৯-২০১০
ও
প্রভাষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১১০০।

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Muhammad Shafiqur Rahman
Proffessor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh.
Mobile-88o1552464011
Tel-9670966

الدكتور محمد شفيق الرحمن
الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية
جامعة داكا
داكا- ١٠٠٠، بنغلاديش
الهاتف- ٨٨٠١٥٥٢٤٦٤٠١١
التلفون- ٩٦٧٠٩٦٦

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল. গবেষক মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক-এর এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত **'তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীস: প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। আমি এ পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখেছি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। গবেষক তা সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপনে দক্ষতা ও পারঙ্গমতার পরিচয় দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের পূর্ণাঙ্গ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের নিমিত্ত উপস্থাপন করা হয়নি। এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করছি।

১১.১২.১২

(অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান)
তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ ও অপরিমেয় কৃপায় **"তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীসঃ প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার"** শীর্ষক এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করে উপস্থাপন করতে পেরে তাঁর নিকট বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দ্বীনের নুন্যতম খেদমত হিসেবে কবুলিয়্যাতের মর্যাদায় এ কর্মটুকু অভিষিক্ত হোক আল্লাহ তা'আলার নিকট কায়মনোবাক্যে এ কামনা করছি।

সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান-এর প্রতি যার নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি। শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় অভিসন্দর্ভটির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, অধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এজন্য আমি তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। সেই সাথে তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার প্রপিতামহ গাজী জাহীদ মোহাম্মদ, তদ্বীয় পুত্র আমান উদ্দীন এবং উত্তরসূরী আমার দাদা মরহুম মৌলভী ছেরাজ উদ্দীন ও ছোট দাদা মরহুম মাওলানা আসলাম দেওবন্দীকে যাঁরা আমাদের পরিবারের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পিতা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী আল-হাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ শামছুল হক এবং আমার পরম শ্রদ্ধেয়া আম্মা নূর জাহান বেগম, বড় ভাই মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, বড় বোন মোসাম্মৎ ফেরদাউদ আক্তার ও ছোট বোন তাহমিনা আক্তারসহ পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি যাঁরা আমার শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা এবং অপরিমেয় সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আমি স্বকৃতজ্ঞ চিত্তে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁদের সুস্থতা, সুখ-শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মৌকরা দরবার শরীফের মরহুম পীর আল-হাজ্জ মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ (র.) কে যাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় দক্ষিণ কুমিল্লা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে 'ইলম্ দ্বীনের প্রসার ঘটেছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে যতকিঞ্চিত আলো দিয়ে আমাদেরকেও সৌভাগ্যেবান করেছেন। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মহান শিক্ষক হিসেবে যাদের সাহচর্য পেয়েছি সেসব আলোকবর্তিকাকে। ঝাটিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মন্তলী উচ্চ বিদ্যালয়ে যে

Dhaka University Institutional Repository

সকল শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করেছি তাঁদের কয়েকজন ইতোমধ্যে ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাকামে মাহ্মুদে আসীন করুন। বিশেষত ভক্তির সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল-হাজ্জ মাওলানা বাহাউদ্দীন, প্রভাষক, মৌকরা দারুস সুন্নাত ফাযিল মাদ্রাসা, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা- কে যাঁর নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিকতায় আরবী ভাষা আমার নিকট সহজ সরল ও সাবলীল হয়ে উঠেছে মাতৃভাষার মতো। স্মরণ করছি মৌকরা দরবার শরীফের বর্তমান পীর পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল-হাজ্জ মাওলানা নেছার উদ্দীনসহ মৌকরা দারুস সুন্নাত ফাযিল মাদ্রাসা, মরকটা ইসলামিয়া মাদ্রাসা, চন্দ্রগন্জ কারামতিয়া কামিল মাদ্রাসা এবং দারুল 'উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলীকে। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁদের উত্তম প্রতিদান কামনা করি।

আমার গবেষণার কাজে আমাকে অনেকেই নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল বাকী, অধ্যাপক ড. মোঃ ছানা উল্লাহ, ড. মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দীন, ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদসহ বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকবৃন্দ। গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে তাঁরা যে সহযোগিতা করেছেন এ জন্য আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি অভিসন্দর্ভটি রচনায় পবিত্র কুরআন ও হাদীস সংশ্লিষ্ট এবং ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে বহুল পরিচিত অতি প্রাথমিক ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলীর সাহায্য নিয়েছি। আমি যথাস্থানে সে-সব গ্রন্থাবলীর লেখকের সম্পূর্ণ নাম ও তাঁদের মূল্যবান গ্রন্থাবলীর পূর্ণনাম অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে উল্লেখ করেছি। আমি ঐসব গ্রন্থাগারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষত তাফসীর ও হাদীসের বিশিষ্ট গবেষক ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর মূল্যবান গবেষণা আমার গবেষণা কর্মের অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছে। তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েও আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে বাধিত করেছেন। আমি তাঁর প্রতি বিনয় ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যেসব সুধীজন আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

(মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক)

তারিখ, ঢাকা
০৯ ডিসেম্বর, ২০১২ ইং

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয় ও শব্দ সংক্ষেপ

সা.	সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
ড.	ডক্টর (পিএইচ.ডি/ডক্টর অব ফিলসফী)
প্রাগুক্ত	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
লি.	লিমিটেড
রা.	রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু
র./রহ.	রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হি.	হিজরী
খৃ.	খৃষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দ
দ্র.	দ্রষ্টব্য
তা.বি.	তারিখ বিহীন
পৃ.	পৃষ্ঠা
সং	সংস্করণ
ইং	ইংরেজী
অনূ.	অনূদিত
অনু.	অনুবাদ
ইফাবা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
P.	Page
PP.	Pages
Vol.	Volume
ed.	Edition
Ibid	Ibiden (ঐ)
op.cit	open cito (প্রাগুক্ত)
Ltd.	Limited

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নম্বর
• ঘোষণা পত্র		I
• প্রত্যয়ণ পত্র		II
• কৃতজ্ঞতা স্বীকার		III- IV
• সংকেত পরিচয় ও শব্দ সংক্ষেপ		V
• সূচীপত্র		V- V III
• ভূমিকা		০১-০২
প্রথম অধ্যায়	**তাফসীর আল-বায়দাভী ও সমকালীন তাফসীর সাহিত্য**	০৩-৩০
	ক. ইমাম আল-বায়দাভীর (র.) জীবনী খ. তাফসীর আল-বায়দাভী পরিচিতি গ. রচনা পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য বিচার ঘ. সমকালীন তাফসীর সাহিত্য	
দ্বিতীয় অধ্যায়	**তাফসীর শাস্ত্রে সূরান্তে হাদীস সন্নিবেশিত করার প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসীর আল-বায়দাভী**	৩১-৪৯
	ক. সূরান্তে হাদীস সন্নিবেশিত সমকালীন কয়েকটি তাফসীর ও তাঁদের বৈশিষ্ট্য ১. আল-কাশ্‌ফু ওয়াল বয়ান আন তাফসীরিল কুরআন ২. মা'আলিমুত তানযীল ৩. আল-ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ ৪. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৫. আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন ৬. আন-নকাতু ওয়াল উয়ূন ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম ৭. যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর ৮. আল-কাশ্‌শাফ আন হাকায়িকিত তানযীল ওয়া উয়ূনিল আকাবীল ফী উজুহিত তা'বীল ৯. তাফসীরু মাফাতীহিল গায়ব ১০. মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুত তা'বীল ১১. লুবাত তা'বীল ফী মা'আনীত তানযীল ১২. হাশিয়া শায়খ যাদহ্ আলা তাফসীরিল বায়দাভী খ. আল-বায়দাভী কর্তৃক সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীস: একটি পর্যালোচনা	
তৃতীয় অধ্যায়	**হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি**	৫০-১০১
	১. বর্ণনাকারী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা ২. সনদ পদ্ধতি আবশ্যকীকরণ ৩. হাদীস বর্ণনার নীতিমালা গ্রহণ	

Dhaka University Institutional Repository

	এক. রিওয়ায়াত পদ্ধতি দুই. দিরায়াত পদ্ধতি ৪. হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন চরিত রচনা ৫. রিজাল বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রণয়ন ৬. হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান ৭. হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ৮. হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অভিযাত্রা ৯. হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলী রচনা ১০. জাল হাদীস প্রতিরোধ ১১. জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রণয়ণ ১২. 'ইলমু 'ইলালিল হাদীস ১৩. 'ইলাল বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রণয়ন ১৪. মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক হাদীসের বিভাজন ১৫. সাহীহ্ হাদীসের সংখ্যা যাচাই ও মতামত প্রদান	
চতুর্থ অধ্যায়	**তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীসঃ বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার (আল-ফাতিহা–আশ্-শু'আরা)**	**১০২-১৪১**
	১. সূরাহ্ আল- ফাতিহা ২. সূরাহ্ আল-বাকারাহ্ ৩. সূরাহ্ আল-ইমরান ৪. সূরাহ্ আন-নিসা ৫. সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্ ৬. সূরাহ্ আল-আনআম ৭. সূরাহ্ আল-আরাফ ৮. সূরাহ্ আল-আনফাল৯. সূরাহ্ আত-তাওবাহ ১০. সূরাহ্ ইউনুস ১১. সূরাহ্ হুদ ১২. সূরাহ্ ইউসুফ ১৩. সূরাহ্ আর-রাদ ১৪. সূরাহ্ ইবরাহীম ১৫. সূরাহ্ আল-হিজর ১৬. সূরাহ্ আন-নাহল ১৭. সূরাহ্ বনি ইসরাইল ১৮. সূরাহ্ আল-কাহফ ১৯. সূরাহ্ মারিয়াম ২০. সূরাহ্ ত্বা হা ২১. সূরাহ্ আল-আম্বিয়া ২২. সূরাহ্ আল-হাজ্ব ২৩. সূরাহ্ আল-মুমিনুন ২৪. সূরাহ্ আন-নূর ২৫. সূরাহ্ আল-ফুরকান ২৬. সূরাহ্ আশ-শুআরা	
পঞ্চম অধ্যায়	**তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীসঃ বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার (আল-নামল- আন-নাস)**	**১৪২-২১১**
	২৭. সূরাহ্ আন-নমল ২৮. সূরাহ্ আল-কাসাস ২৯. সূরাহ্ আল-আনকাবুত ৩০. সূরাহ্ আর-রুম ৩১. সূরাহ্ লুকমান ৩২. সূরাহ্ আস-সাজদাহ্ ৩৩. সূরাহ্ আল-আহযাব ৩৪. সূরাহ্ আস-সাবা ৩৫. সূরাহ্ আল-ফাতির ৩৬. সূরাহ্ ইয়াসিন ৩৭. সূরাহ্ আস-সাফফাত ৩৮. সূরাহ্ সোয়াদ৩৯. সূরাহ্ আয-যুমা র ৪০. সূরাহ্ আল-মুমিন ৪১. সূরাহ্ হামিম সাজদাহ ৪২. সূরাহ্ আশ-শূরা ৪৩. সূরাহ্ আয-যুখরুফ ৪৪. সূরাহ্ আদ-দুখান ৪৫. সূরাহ্ আল-জাসিয়াহ্ ৪৬. সূরাহ্ আল-আহকাফ ৪৭. সূরাহ্ মুহাম্মদ ৪৮. সূরাহ্ আল-ফাতহ ৪৯. সূরাহ্ আল-হুজুরাত ৫০. সূরাহ্ ক্বাফ ৫১. সূরাহ্ আয-যারিয়াত ৫২. সূরাহ্ আত-তুর ৫৩. সূরাহ্ আন-নাজম ৫৪. সূরাহ্ আল-ক্বমর ৫৫. সূরাহ্ আর-রাহমান ৫৬. সূরাহ্ আল-	

Dhaka University Institutional Repository

	ওয়াকিয়াহ্ ৫৭. সূরাহ্ আল-হাদিদ ৫৮. সূরাহ্ আল-মুজাদিলাহ্ ৫৯. সূরাহ্ আল-হাশর ৬০. সূরাহ্ আল-মুমতাহানা ৬১. সূরাহ্ আস-সাফ ৬২. সূরাহ্ আল-জুমুআহ্ ৬৩. সূরাহ্ আল-মুনাফিকুন ৬৪. সূরাহ্ আত-তাগাবুন ৬৫. সূরাহ্ আত-ত্বালাক ৬৬. সূরাহ্ আত-তাহরীম ৬৭. সূরাহ্ আল-মুলক ৬৮. সূরাহ্ আল-ক্বলম ৬৯. সূরাহ্ আল-হাক্কাহ ৭০. সূরাহ্ আল-মাআরিজ ৭১. সূরাহ্ নূহ ৭২. সূরাহ্ আল-জ্বিন ৭৩. সূরাহ্ মুযাম্মিল ৭৪. সূরাহ্ মুদাসসির ৭৫. সূরাহ্ আল-কিয়ামাহ্ ৭৬. সূরাহ্ আল-ইনসান ৭৭. সূরাহ্ আল-মুরসালাত ৭৮. সূরাহ্ আন-নাবা ৭৯. সূরাহ্ আন-নাযিয়াত ৮০. সূরাহ্ আবাসা ৮১. সূরাহ্ আত-তাকবির ৮২. সূরাহ্ আল-ইনফিতার ৮৩. সূরাহ্ আত-তাতফিক ৮৪. সূরাহ্ আল-ইনশিকাক ৮৫. সূরাহ্ আল-বুরুজ ৮৬. সূরাহ্ আত-তারিক ৮৭. সূরাহ্ আল-আলা ৮৮. সূরাহ্ আল-গাশিয়াহ ৮৯. সূরাহ্ আল-ফজর ৯০. সূরাহ্ আল-বালাদ ৯১. সূরাহ্ আশ-শামস ৯২. সূরাহ্ আল-লাইল ৯৩. সূরাহ্ আদ-দুহা ৯৪. সূরাহ্ আল-ইনশিরাহ ৯৫. সূরাহ্ আত-তীন ৯৬. সূরাহ্ আল-আলাক ৯৭. সূরাহ্ আল-ক্বাদর ৯৮. সূরাহ্ আল-বাইয়্যিনাহ৯৯. সূরাহ্ আল-যিলযাল ১০০. সূরাহ্ আল-আদিয়াহ ১০১. সূরাহ্ আল-কারিয়াহ ১০২. সূরাহ্ আত-তাকাছুর ১০৩. সূরাহ্ আল-আসর ১০৪. সূরাহ্ আল-হুমাযাহ ১০৫. সূরাহ্ ফীল ১০৬. সূরাহ্ আল-কুরাইশ ১০৭. সূরাহ্ আল-মাউন ১০৮. সূরাহ্ আল-কাওসার ১০৯. সূরাহ্ আল-কাফিরুন ১১০. সূরাহ্ আন-নাসর ১১১। সূরাহ্ লাহাব ১১২. সূরাহ্ আল-ইখলাস ১১৩. সূরাহ্ আল-ফালাক ১১৪. সূরাহ্ আন-নাস	
ষষ্ঠ অধ্যায়	**উপসংহার**	**২১২-২১৪**
	গবেষণার ফলাফল/ উপসংহার	
• **গ্রন্থপঞ্জী**		**২১৫-২২২**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পবিত্র আল-কুর'আনুল কারীম মানব জাতির হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার পবিত্র কুর'আনের মর্মার্থ সরাসরি হৃদয়ঙ্গম করা সর্বসাধারণ্যে সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। তাই আল-কুর'আন অবতরণের কাল থেকেই সূত্রপাত ঘটেছে ইলমুত্-তাফসীরের। আল-কুর'আন অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা, শব্দ ও আয়াত, উপমা ও গূঢ়ার্থ, জিজ্ঞাসা ও জবাব ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে গড়ে উঠা একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের নাম 'তাফসীর'। ইলমুত্ তাফসীরের ক্রমবিকাশের পরিক্রমায় পবিত্র হাদীসের মাধ্যমে তাফসীর তথা তাফসীর বিল মা'ছূর (তাফসীর বির রিওয়ায়াহ) ও বুদ্ধিভিত্তিক তাফসীর (তাফসীর বির-রায়) দু'টি স্বতন্ত্র ধারা। আল-কুর'আনের রচনাশৈলী বর্ণনা, ব্যাপক তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন এবং দূর্বোধ্য বিষয়কে সাধারণ্যে সহজ, সরল ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ইমাম কাযী নাসির উদ্দিন আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-বায়দাভী র. (মৃ. ১২৮৯ খৃ.) -এর তাফসীর 'আনওয়ারুত্-তানযীল ফি আস্‌রারিত্-তা'বীল' গ্রন্থখানা তাফসীর বির রিওয়ায়াহ ও তাফসীর বির রায় দু'টি ধারার অনন্য মিশ্রণে একটি অসাধারণ সৃষ্টি কর্ম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্যতম মুসলিম মনীষী 'আল্লামা বায়দাভী (র.) আল-ইমাম মাহমুদ ইবন আ'মর আল-যমখশারী (র.)-এর 'আল-কাশ্‌শাফ আ'ন হাক্বায়িকি গাওমামিযি আত্-তানযিল ওয়া 'উয়ূনিল আল-আক্বাঈল ফি বুযুহিত-তা'বীল'-গ্রন্থে উপস্থাপিত মু'তাযিলা 'আকিদার বিভিন্ন যুক্তিখন্ডন করে আহলুস্-সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে যৌক্তিক সমাধান স্বরূপ বিশ্ববাসীর সামনে তাঁর গ্রন্থখানা উপস্থাপন করেন। তাঁর সুবিখ্যাত এ গ্রন্থখানার গুরুত্বের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। উপরন্তু এর উপর নির্ভর করে আরো বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে।

আল-কুর'আনের তত্ত্ব, তথ্য ও মর্ম উদ্ধারের বাস্তবোচিত চিন্তা এবং গবেষণায় নিবেদিতপ্রাণ কাযী বায়দাভী (র.) প্রতিটি সূরার তাফসীর শেষে সূরার ফযিলত ও তেলাওয়াতের ফযিলত উল্লেখ করেছেন। ফযিলত ও মাহাত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীসের অবতারণা করেছেন। যদিও হাদীসবিশারদগণের অনেকেই এ জাতীয় অধিকাংশ হাদীসকে সনদের দিক থেকে দূর্বল (যা'ঈফ) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আলোচ্য তাফসীরগ্রন্থের প্রতিটি সূরান্তে ব্যবহৃত হাদীসসমূহের সনদ যাচাই-বাচাইয়ের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে বাংলাভাষাসহ কোন ভাষাতেই তেমন উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণাধর্মী কাজ হয়নি। ফলে বায়দাভীর ব্যবহৃত হাদীসসমূহের গুরুত্ব-মাহাত্বের আলোচ্য দিকটি বোদ্ধামহল বিশেষতঃ বাংলাভাষাভাষি শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষক ও কৌতুহলীদের অজানাই রয়ে গেছে। অধিকন্তু হাদীসসমূহের আবেদন মানবজাতির সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক উন্নয়নে অতীব গুরুত্ববহ। তাই উল্লেখিত বিষয়ে গবেষণা করার গুরুত্ব অত্যধিক। এমতাবস্থায় উপর্যুক্ত পর্যালোচনার আলোকে 'আল্লামা বায়দাভীর তাফসীরের প্রতিটি সূরা শেষে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার' বিষয়ে কাজ করা অত্যন্ত প্রয়োজন বিধায় এ শিরোনামে গবেষণা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। আলোচ্য গবেষণা বাংলা ভাষায় কুর'আনের তাফসীরের ক্ষেত্রে নবতর সংযোজনের ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে পরিগণনের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

গবেষণা কর্মটি সর্বমোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। গবেষণায় ইসলামের অতি প্রাথমিক উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ইসলামে অতি প্রাথমিক ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থাবলীকে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ইমাম আল-বায়দাভীর (র.)-এর জীবনী, তাঁর তাফসীর পরিচিতি, তাফসীরের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং সমকালীন তাফসীর সাহিত্যের একটি সাধারণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এতে মূলত ইমাম আল-বায়দাভীর জন্ম পূর্ববর্তী এক শতাব্দী, জীবনকাল ও পরবর্তী এক শতাব্দীর তাফসীর সাহিত্য ও তাফসীরবিদগণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

তুলে ধরা উদ্দেশ্য। এতে 'তাফসীর আল-বায়দাভী ও সমকালীন তাফসীর সাহিত্য' সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উক্ত অধ্যায়ে তাফসীর আল-বায়দাভীর বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলীর সূত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুরূপ কয়েকটি তাফসীরের বৈশিষ্ট্যাবলী তুলনামূলক বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বনে আলোচিত হয়েছে। বিশেষত ইমাম আল-বায়দাভী তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি গ্রন্থটিতে প্রত্যেক সূরান্তে হাদীস সন্নিবেশিত করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা যে সমসাময়িক তাফসীর গ্রন্থাবলীর অনুসরণ তা তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। কেননা, পবিত্র আল-কুর'আনের ব্যাখ্যাকালীন তাফসীরবিদগণ সমকালীন পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। তাফসীর রচনার অনন্য শর্তারোপের পাশাপাশি তাফসীরকারগণের পরস্পরকে অনুসরণ ও অনুকরণও ঘটেছে। তদ্রুপ আল-বায়দাভী আল-ইমাম মাহমুদ ইবন আ'মর আল-যমখশারীর 'আল-কাশ্‌শাফ আ'ন হাক্বায়িকি গাওমামিযি আত্-তানযিল ওয়া 'উয়ুনিল আল-আক্বাঈল ফি বুযুহিল তা'বীল', ইমাম আবূ ইসহাক আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইব্‌রাহীম আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.)-এর 'আল-কাশ্‌ফ ওয়াল বায়ান' এবং ইমাম আবূল হাসান 'আলী ইবন আহমদ আল-ওয়াহিদী আন-নিশাপপুরী-এর 'আল-ওয়াসীত্ব ফী আত-তাফসীরিল-কুরআনিল-মাজীদ' গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন। বিশেষত তিনি উক্ত তাফসীরবিদগণের উত্তরসূরী হয়ে তাঁর তাফসীরে সূরার ফযিলত সর্ম্পকিত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের পদ্ধতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও পদ্ধতিসমূহের সাবলীল বর্ণনার মাধ্যমে পরবর্তীতে তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রত্যেক সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের একটি কার্যকর দিক আলোকপাত করা হয়েছে। চতূর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণার মূল কেন্দ্রীয় বিষয় 'তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীস: প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার' করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে তাফসীর ও হাদীসের গ্রন্থাবলী থেকে তাফসীর বায়দাভীর সংক্ষেপে উপস্থাপিত হাদীসসমূহের পরিপূর্ণ সনদ ও মতন অনুসন্ধান করা হয়েছে। সনদ ও মতনের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে 'আলীমগণের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।

সর্বোপরি উক্ত গবেষণা অভিসন্ধর্ভে ইমাম বায়দাভীর তাফসীরের বৈশিষ্ট্য, তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর বৈচিত্রময় চিন্তা-চেতনা ব্যাখ্যা করা এবং বিশেষত তাঁর তাফসীরের প্রতিটি সূরা শেষে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের উল্লেখ এবং পরিপূর্ণ সনদ ও মতন সংগ্রহ করে বিশ্লেষণধর্মী ও বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনার মাধ্যমে বিশুদ্ধতা ও সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে। হাদীসসমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিচার–বিশ্লেষণ করে জনসাধারণ্যে হাদীসসমূহের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের উদ্দেশ্যে সহজ. সরল ও সাবলীল ভাষায় তার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও সূরা সমূহ পাঠ বা অধ্যয়নের ফযিলত বর্ণনার মাধ্যমে তিনি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন তা বর্ণনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

তাফসীর আল-বায়দাভী ও সমকালীন তাফসীর সাহিত্য

ক. ইমাম আল-বায়দাভীর জীবনী

ইমাম আল-বায়দাভীর পুরো নাম ইমাম কাযী[১] আবূল খায়ের[২] আবূ সাঈদ[৩] নাসির উদ্দীন[৪] আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আস-সিরাজী[৫] আল-বায়দাভী[৬] আল-ফারসী[৭] আশ-শাফি'ঈ[৮] (র.)। তিনি ৫২৮ হি. থেকে ৬২৮ হি. সনের মধ্যবর্তী কোন সময়ে প্রাচীন পারস্যের সিরাজ নগরীর সফীদ তথা বায়দা নামক পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন।[৯] তিনি ৬৮৫ হিজরী[১০] অথবা ৬৯১ হিজরী[১১]

---

১ আল-কাযী অর্থ বিচারক। তিনি সিরাজ নগরীর প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ফলে তাঁর নামের পূর্বে এ উপনামটি সংযুক্ত হয় এবং তাফসীরকারকদের মধ্যে আল-কাযী বলে তাকেই বুঝানো হয়।

২ আবুল ফালাহ আব্দুল হাই ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আল-'ইমাদ আল-'আকরী আল-হাম্বলী র., *শারারাতুয-যাহব ফী আখবারি মান যাহাবা,* (দামেস্ক: দারু ইবন কাছীর, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খৃ.) খ. ৫, পৃ. ৩১৩; তাজুউদ্দীন আবূ নাসির আব্দুল ওহাব ইবন 'আলী ইবন আব্দুল কাফী আস্-সুব্কী, *তাবাকাত আশ-শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা,* (কায়রো: দারু হিজর লিত-তাবা'আ ওয়ান-নাশার ওয়াত-তাওযী'ঈ, ১৪১৩ হি.) খ. ৫, পৃ. ৫৯।

৩ ড. মুহাম্মদ মোস্তফা আয-যুহাইলী, *আল-কাযী আল-বায়দাভী,* দামেস্ক: দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ খৃ., পৃ. ৩৬।

৪ নাসির উদ্দীন অর্থ সহযোগিতাকারী। তাঁকে এ নামে উপাধী দেয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়-
لانه نصر الدين بمولفاته المفيدة النافعة للامة. و قيل لقبه لإستقامته على الحق و عدم مجاراة الحكام فى القضاء حينما كان قاضى التضاة بشيراز
অর্থাৎ কেননা, তিনি তাঁর জাতির জন্য কল্যাণকর রচনাসমগ্রের মাধ্যমে দ্বীনকে সহযোগিতা করেছেন। বলা হয়, তাঁর এ উপাধীর কারণ হচ্ছে তিনি সত্য-ন্যায়ের প্রতি অবিচল ছিলেন এবং সিরাজ নগরীর বিচারক থাকাকালীন শাসকদের প্রভাবহীন ছিলেন। দ্র: ড. মুহাম্মদ মোস্তফা আয-যুহাইলী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৮।

৫ এটি তাঁর নিজ শহর সিরাজের প্রতি সম্পর্কিত করে বলা হয়।

৬ نسبة الى بلدة كبيرة بفارس كان هذا الشيخ قاضيا لهذا البلد দ্র: শিহাবুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ ইয়াকূত ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামবী আর-রুমী আল-বাগদাদী, *মু'জামুল বুলদান,* (বৈরূত: দারু ছাদির, ১৩৯৭ হি./ ১৯৯৩ খৃ.) পৃ. ৭৯; তাজুউদ্দীন আবূ নাসির আব্দুল ওহাব আস্-সুব্কী, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ৩৩৮।

৭ তাঁর জন্ম শহর আল-ফারিস-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে তাকে আল-ফারেসীও বলা হয়। অবশ্য ইতিহাসবিদগণ তাঁকে ফারসী সাহিত্যিক হিসেবে সনাক্ত করেছেন। দ্র: ড. মুহাম্মদ মোস্তফা আয-যুহাইলী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৩।

৮ এটি তাঁর মাযহাবের প্রতি সংশ্লিষ্ট করে বলা হয়।

৯ 'আলেমগণ তাঁর জন্মসন নিয়ে মতভেদ করেছেন। কারো কারো মতে মৃত্যু ঠিক একশত বছর পূর্বে তিনি পারস্যের সিরাজ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সে বিবেচনায় তাঁর জন্ম সন ৫৮৫ হিজরী। তবে 'আলেমগণ ৬২৮ হি. কে তাঁর জন্মসন হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন। বলা হয় যে, তিনি হিজরী সপ্তম শতকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। দ্র: মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী, *যাফরুল মুহাসসিলীন ফী আহওয়ালিল মুসাননিফীন,* (করাচী: দারুল ইশা'আত, ১৯৮৬) পৃ. ৩৫।

১০ 'আলেমগণ তাঁর মৃত্যু সন নিয়েও মতভেদ করেছেন। কারো কারো মতে তিনি তিনি তিবরীয নগরীতে ৬৮৫ হি. সনে ইন্তিকাল করেন। দ্র: মৌলভী মুস্তাফা ইবন আব্দুল্লাহ আল-কুসতুনতানী হাজ্জী খলীফা, *কাশফুন যুনূন আন আসামিয়াল কুতুবি ওয়াল ফুনূন,* (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২খৃ.) খ. ১, পৃ. ১৮৬; ইসমাঈল পাশা বাগদাদী, *হাদীয়্যাতুল 'আরিফীন,* (বৈরূত: দারু এহয়া আত-তুরাসিল আরাবী, ১৯৫১) খ. ১, পৃ. ২৬২-২৬৩; আল-হাফিজ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আবি বকর আস-সুয়ুতী, *বাগিয়্যাতুল ওয়া'আত,* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৮ খৃ.) খ. ২, পৃ. ৫২০।

১১ 'আলেমগণের কারো কারো মতে তাঁর মৃত্যু সন ৬৯১ হিজরী। দ্র; ড. মুহাম্মদ মোস্তফা আয-যুহাইলী, *আল-কাযী আল-বায়দাভী, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা ৬৯২ হিজরী[১২] বা ৭১৯ হিজরীতে[১৩] তিবরীয নগরীতে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।[১৪]

তিনি একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা সম্পন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠেন। তিনি পিতা উমর ইবন মুহাম্মদের[১৫] নিকট থেকে দ্বীনের প্রাথমিক জ্ঞান শিক্ষা করেন। তখন হিজাজ ছিল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মূলকেন্দ্র। তিনি হিজায সফর করে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অতপর বায়দা এবং তিবরীয শহরের পণ্ডিতগণের নিকট থেকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর পিতার সাথে সিরাজ নগরীতে আগমণ করেন এবং মুহাম্মদ আল-কাতহাতাঈর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জীবনী গ্রন্থাকারগণ ইমাম বায়দাভীর শিক্ষকগণের আর কারও নাম উল্লেখ করেননি। তবে তাঁর নিকট অনেকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তম্মধ্যে আহমদ ইবনুল হাসান আল-জারবারদী (মৃ. ৭৩৪ হি.), কামালুদ্দীন আল-মুরাগী (মৃ. ৭২২ হি.), আবদুর রহমান আল-ইসফাহানী (র.) এবং যায়নুদ্দীন আল হানাফী (র.) অন্যতম।

আবূল হাসান আত-তিবরিযী বলেন, তিনি বায়দা নগরীর কাযী ছিলেন এবং তাঁর পিতার মৃত্যুর পর সিরাজ নগরীর প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন।[১৬] তিনি সমকালীন ইরানীয় 'আলেমগণের মাঝে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ সংকলনের পাশাপাশি অনেক মৌলিক গ্রন্থের রচনা করেন। তিনি একাধারে একজন বিশিষ্ট মুফাসসির ও মুহাদ্দিস। কর্মজীবনে তিনি পিতার মত সিরাজ নগরীর প্রধান বিচারক ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইমাম, অভিজ্ঞ তার্কিক ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত তাঁর স্তুতি রচনা করেছেন। উমর রিযা কাহালাহ বলেন,

هو قاض علم بالفقه و التفسير و الأصولين والعربية و المنطق و الحديث لم يعرف أنه مؤرخ و إنما هو قاضى و فقيه أصولى و مفسر تجول فى ايران.

"তিনি এমন একজন বিচারক যিনি ফিকহ, তাফসীর, (এতদসংক্রান্ত) দু'টি উসূল, আরবী সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা এবং হাদীসের জ্ঞান রাখতেন। তিনি ইতিহাসবিদ কিনা জানা যায় না। তবে তিনি এমন বিচারক, ফকীহ, উসূলবিদ ও মুফাসসির যিনি ইরানে বিখ্যাত ছিলেন।"[১৭]

ইবন 'আসূর বলেন,

كان البيضاوى ناشيا على تلك الطريقة الفقهية الشافعية المخططة على منهج الجمع بين عناصر الثقافة الإسلامية تخطيطا

"ইমাম বায়দাভী (র.) ইসলামী তমুদ্দুন বা সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার মাঝে ঐক্যে প্রক্রিয়ার উপর রচিত শাফিঈ ফিকহ পদ্ধতির অগ্রনায়ক ছিলেন।"[১৮]

---

১২ কারো কারো মতে তাঁর মৃত্যু সন ৬৯২ হিজরী। দ্রঃ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন আস'আদ আল-ইয়াফি'ঈ, *মারআতুল জিনান*, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.) খ. ৪, পৃ. ৪৬৪।

১৩ কারো কারো মতে তাঁর মৃত্যু সন ৭১৯ হিজরী। দ্রঃ ইসমাঈল পাশা আল-বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৬২২-৬২৩।

১৪ আল-হাফিজ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আবি বকর আস-সুয়ূতী, *বুগয়াতুল উ'আত*, (কায়রোঃ মাকতাবাতুস সা'আদাহ, ১৩২৬ হি.) খ. ২, পৃ. ২৮২; হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৮৭।

১৫ উমর ইবন মুহাম্মদ তৎকালীন পণ্ডিত ব্যক্তিরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মানুষের মাঝে সুপরিচিতি ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি সিরাজ নগরীর বিচারক ছিলেন। আল-খাওয়াজিমী সম্রাজ্যের (৫৯৫ হি.-৬১৮ হি.) অধীনে বিচারকাজ পরিচালনা করতেন।

১৬ তাজুউদ্দীন আবূ নাসির আব্দুল ওহাব আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৫৯।

১৭ উমর রিযা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, (বৈরূতঃ মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খৃ.) খ. ২, পৃ. ২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূল ফিদা ইবন কাছীর (র.) বলেন,

هو القاضى الإمام العلامة ناصرالدين عبد الله بن عمر الشيرازى قاضيها و عالمها وعالم أذربيجان و تلك النواحى

তিনি আল-কাযী আল-ইমাম আল-আল্লামা নাসির উদ্দীন আবদুল্লাহ ইবন উমর আশ-সিরাজী। উক্ত নগরীর বিচারক ও প্রসিদ্ধ 'আলেম। তাছাড়া আজারবাইজান এবং ঐ অঞ্চলেরও 'আলেম।"[১৯]

তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। তবে বিভিন্ন মাযহাবের মতপাথর্ক্যের ভিত্তি জ্ঞান পর্যাপ্ত পরিমাণ জানা ছিল। তিনি বিভিন্ন দল উপদলের মতপাথর্ক্যে ব্যাপারে পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি নিজেও ইজতিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত হন। তাঁর রচিত দুর্লভ সম্পদরাজীই সে সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হচ্ছে-

১. نظام التواريخ ২. شرح مرصاد الأفهام إلى مبادى الأحكام لإبن حاجب ৩. شرح التنبيه
৪. للشيرازى منهاج الوصول و غير ذالك ৫. الغاية القصوى فى دراية الفتوى

তবে তাঁর রচনাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ হচ্ছে তাফসীর শাস্ত্রে রচিত গ্রন্থ "আনওয়ারুত তানযীল ফী আসরারিত তা'বীল"। এ গ্রন্থের জন্য প্রসিদ্ধি ও সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

খ. তাফসীর আল-বায়দাভী পরিচিতি

ইমাম আল-বায়দাভী (র.) রচিত 'আনওয়ারুত তানযীল ফী আসরারিত তা'বীল' তাফসীর গ্রন্থটি 'তাফসীর আল-বায়দাভী' হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। গ্রন্থটি একাধারে যেমন তাফসীর তেমনি তা'বীলও বটে। তাফসীর শব্দটি তা'বীলের সমপর্যায়ের। তবে তাফসীর তা'বীল থেকে আম বা ব্যাপক অর্থবোধক। ব্যবহারগত দিক থেকে তাফসীর সাধারণত শব্দ ও শাব্দিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। আর তা'বীল হল শুধু ভাবার্থ বিশ্লেষণ, আবার তা'বীল শব্দটি ঐশী গ্রন্থাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে তাফসীর ঐশীগ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।[২০]

ড. শারবাসী সহ অধিকাংশ উলামা এ মতামতকে উত্তম ও সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে আল্লামা সাবূনীর মতে এ দু'য়ের মধ্যকার বৈপরিত্য সম্পর্কই অধিক শক্তিশালী। যেমন তিনি বলেন, তাফসীর হল, আল-কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট অর্থ যা আল্লাহর উদ্দেশ্যের সাথে স্পষ্ট নির্দেশিত। আর তা'বীল হল- আয়াতে কারীমার নিগূঢ় ও গোপনীয় অর্থ, যা উদঘাটন করতে চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন হয়।[২১]

ইমাম আল-বায়দাভীর (র.) রচিত 'আনওয়ারুত তানযীল ফী আসরারিত তা'বীল' গ্রন্থটি একাধারে যেমন আল্লাহর উদ্দেশ্যের সাথে স্পষ্ট নির্দেশিত অর্থবোধক বা তাফসীর তেমনি চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে নিগূঢ় ও গোপনীয় অর্থ উদঘাটিত হওয়ায় তা তা'বীলও।

---

১৮ মুহাম্মদ আল-ফাযিল ইবন 'আশূর, *আত-তাফসীর ওয়া রিজালুহু,* (তিউনিসিয়া:সদারু সাহনুন, ১৯৯৭ খৃ.) পৃ. ১৩২।

১৯ তাজুউদ্দীন আবূ নাসির আব্দুল ওহাব আস্-সুব্কী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৫, পৃ. ৫৯।

২০ আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানি, *তানযীহুল কুরআন আনিল মাতা'ইন,* মুকাদ্দামাতুত তাফসীর, (কুয়েত: দারুদ দাওয়াহ, ১৪০৫ হি.) পৃ. ৪০২; শায়খ মুহাম্মদ আবদুল আযীম যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন,* (কায়রো: এহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, ১৯৮০ খৃ.) খ. ২, পৃ. ৩।

২১ মুহাম্মদ আলী সাবূনী, *আত তিবয়ান ফী উলূমিল কুরআন* (দামেস্ক: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১ খৃ.), পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যাখ্যা লেখা বা টিকা সংযোজন হয় যে ক'টি গ্রন্থের উপর তন্মধ্যে তাফসীরে বায়দাভী অন্যতম। এ গ্রন্থের উপর প্রায় ৭০ টি হাশিয়া ও টীকা গ্রন্থ পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ কয়েকটির মধ্যে আল্লামা মহিউদ্দিন আস-সিরওয়ানী (মৃ. ১০৬৩ হি.), আল্লামা জামালউদ্দিন কিরমানী (মৃ. ৯৩৩ হি.)-এর হাশিয়া, শায়খ যাদা (মৃ. ৯৫১ হি.)-এর হাশিয়া, আল্লামা ইসামুদ্দিন আল-ইসফারায়নী (মৃ. ৯৫১ হি.)-এর হাশিয়া, আবদুল হাকীম আল শিয়ালকোটি (মৃ. ১০৬৭ হি.)-এর হাশিয়া, মুহাম্মদ বাহা উদ্দিন আল-আমিলী (মৃ. ১০৩১ হি.)-এর হাশিয়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী (র.) বলেন, কেউ অত্যন্ত গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারবে যে, তাফসীরে কাশশাফের পর বায়দাভী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর। বাদশাহ শাহজাহান ও আলমগীরের সময়ে মানুষ কুরআন কারীমের সাথে তাফসীর বায়দাভীও মুখস্ত করতেন।[২২]

গ. রচনা পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য বিচার

১. হাদীসের সাহায্যে তাফসীরকরণ

ইমাম বায়দাভী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের এক আয়াতের মাধ্যমে অপর আয়াতের তাফসীরের সর্বোত্তম পদ্ধতিটি অবলম্বন করেছেন। অতপর তিনি তাফসীরের ক্ষেত্রে হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন। উদাহরণস্বরূপ সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতের[২৩] তাফসীরে হাদীস উল্লেখ করেছেন-

وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى الأية روى أنه عليه السلام أخذ بيد عمر رضى الله عنه و قال هذا مقام ابراهيم فقال عمر افلا نتخذه مصلى فقال لم أومر بذالك فلم تغب الشمس حتى نزلت و قيل المراد به بركعتى الطواف لما روى عن جابر أنه عليه السلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام ابراهيم فصلى خلفه ركعتين و قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى[২৪]

অনুরূপ পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের[২৫] তাফসীরের ক্ষেত্রেও-

الم•ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ واعلم أن الأية تحمل أوجها من الإعراب أن يكون الم مبتداء على أنه اسم للقران أو السورة أو المقدر بالمؤلف.... و فى قرأة أبى الشعشاء مرفوع بلا التى بمعنى بيس و فيه خبره ولم يقدم[২৬]

২. তাফসীরে কাশশাফের অনুসরণ

অনুসরণ শব্দটির আরবী আত-তাকলীদ। আকীদা বা ফিকহের ক্ষেত্রে তাকলীদ বা অনুসরণের যে ভাব প্রতিফলিত হয়ে আসছিল, তা তাফসীরের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। কোন এক মুফাসসির তা

---

২২ মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

২৩ আল-কুরআন, ২:১২৫।

২৪ ইমাম কাযী নাসিরুদ্দীন আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আল-বায়দাভী (র.) (কাযী আল-বায়দাভী (র).), *আনওয়ারুত্-তানযীল ফী আস্‌রারিত্-তা'বীল (তাফসীর আল-বায়দাভী)*, (কায়রো: মাকতাবা আত্-তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১০৯।

২৫ আল-কুরআন, ২:১-২

২৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুসরণের মাঝে নিজেদের কৃতিত্ব বলে ধারণা করতে থাকেন। অন্যদিকে অনেকের কাজ তাফসীর গ্রন্থের শরাহ বা ব্যাখ্যা বা হাশিয়া বা টিকা লিখনের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন। ইবন জারীর তাবারী (র.), ইমাম রাযী (র.) এবং আল্লামা যামাখশরী (র.)-এর পরে তাফসীরের যেসব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই উপরোল্লিখিত তাফসীর থেকেই গৃহিত তথ্য সমৃদ্ধ এবং সেগুলোরই সারসংক্ষেপ।

সেগুলোর পর এমন তাফসীর খুব কমই লেখা হয়েছে যার স্বতন্ত্র কোন ভিত্তি রয়েছে। এমনকি ধীরে ধীরে তাফসীর প্রণয়নের সাধারণ নিয়মই দাড়িঁয়ে যায় যে, তাফসীরে যা কিছু লেখা হোক উল্লিখিত তাফসীরের যে কোন একটির সনদ অনুসারে লেখতে হবে। কুরআনের কোন অনুবাদ কিংবা তা কোন তাফসীর প্রামাণ্য হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট বলে মনে করা হতে থাকে যে, প্রতি বিষয়ের সনদ তাফসীরের পূর্ববর্তী কোন না কোন গ্রন্থে পাওয়া যাবে। কাজেই মুতআখখিরীন বা পরবর্তী যুগে কুরআন মাজীদের যেসব তরজমা বা তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে, সে সবের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যের কথা যদি উল্লেখ করা যায় তাহলে সম্ভবত তা হচ্ছে, এসব তরজমা বা তাফসীরের প্রতি পূর্ববর্তী তাফসীরের সমর্থন রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউই সেই সীমানা অতিক্রম করতে সাহস করেননি, যা ইবন জারীর তাবারী, ইমাম রাযী, ইমাম সুয়ূতী, ইমাম যামাখশরী ও ইমাম শাওকানী নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন।[২৭]

ইমাম বায়দাভী (র.) স্বীয় গ্রন্থে তাফসীরে কাশশাফের অনেক বর্ণনাই সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রহণ করেছেন। বিশেষত আরবী ব্যাকরণ ও বালাগাতের বিভিন্ন মাসআলার সমাধান গ্রহণ করেছেন। তবে হ্যাঁ, মু'তাযিলাগণের দর্শন সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয়, তা পরিত্যাগ করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপরীতে মু'তাযিলা মতবাদের অনুকূল মতামতও তিনি বর্ণনা করেছেন। যেমন ইয়াদুল্লাহ বা আল্লাহর হাত প্রসঙ্গ আলোচনায় লক্ষ্যনীয়।[২৮] তবে তাঁর তাফসীর রচনায় তাফসীরে কাশ্‌শাফের অনুসরণ সংক্রান্ত যে সব বিষয় রয়েছে তম্মধ্যে প্রত্যেক সূরার শেষে সে সূরার ফযীলত সম্পর্কে এবং তা পাঠকারীর প্রতিদান প্রসঙ্গে যে সমস্ত হাদীস উল্লিখিত হয়েছে, তা তিনি তাঁর কিতাবেও সরাসরি উল্লেখ করেছেন। যা অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন মাওযূ' বলে ধারণা করেন।

৩. তাফসীরে মাফাতিহিল গায়ব-এর সাথে সম্পর্ক

তিনি তাঁর তাফসীর রচনায় দার্শনিক ও তার্কিক আলোচনায় ইমাম রাযী (র.) (মৃ. ৬০৬ হি.) রচিত 'মাফাতিহুল গায়ব' থেকেও সাহায্য নিয়েছেন। যেমনিভাবে রাগিব আল-ইস্পাহানীর তাফসীর থেকে বিভিন্ন শব্দের মূলতত্ত্ব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বকথা, রহস্য ও ইশারা ইঙ্গিত ব্যাখ্যায় সহায়তা নিয়েছেন।[২৯] আর এ কারণেই সাহাবী (র.) এবং তাবিঈগণের কিছু হাদীস তাঁর গ্রন্থে সংযোজন করেছেন, যদিও

---

২৭ মাওলানা আমীন আহসান ইসলামী, *কুরআন গবেষণার মূলনীতি*, অনু. সৈয়দ মোহাম্মদ জহীরুল হক, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ১৬০।

২৮ ইমাম বায়দাভী (র.) ইয়াদুল্লাহ বা আল্লাহর হাত প্রসঙ্গ সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা আল-মায়েদার ৬৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন যা নিম্নরূপ-(আল-কুরআন, ৫:৬৪)
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

২৯ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

এর মধ্যে কিছু কিছু সমালোচিত আছে।[৩০] তিনি ইমাম রাযীর মত অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন।

৪. 'ইলমে কিরা'আতের বর্ণনার প্রতি গুরুত্বারোপ

তিনি মাঝে মাঝে কিরা'আতের বর্ণনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তাতে মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিক ও বহু বর্ণনা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের বর্ণনার পাশাপাশি দুর্লভ একক বর্ণনাকেও উল্লেখ করেছেন। তিনি অধিকাংশ সময় প্রসিদ্ধ যে সব ক্বারীর ক্বিরআতকে উল্লেখ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন- নাফি' আল-মাদানী (মৃ. ১৬৯ হি.), ইবন কাছীর আল-মক্কী (মৃ. ১২০ হি.), আবূ আমর আল-বসরী (মৃ. ১৫৪ হি.), ইবন আমের আশ-শামী (মৃ. ১১৮ হি.), 'আছিম (মৃ. ১২৭ হি.), হামযা (মৃ. ১৫২ হি.), আল-কাসাঈ (মৃ. ১৮৯ হি.) এবং আবূ মুহাম্মদ ইয়াকূব ইবন ইসহাক আল-হাযরামী আল-বাসরী (মৃ. ২০৫ হি.)। যেমন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের[৩১] তাফসীরের ক্ষেত্রে-

وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ قرأ نافع و أبو عمرو و حمزة البزى و أبو بكر حيث وقع بتسكين الطاء وهما لغتان فى جمع خطوات وهى ما بين قدمى الخاطى و قرى بضمتين و همزة جعلت ضمة الطاء كأنما عليها و بفتحتين على أنه جمع خطوة و هى المرة من الخطو.[৩২]

৫. আরবী ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ

তাফসীর শাস্ত্রে আরবী ব্যাকরণের আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। যিনি আরবী ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, তাঁর তাফসীরে ব্যাকরণের বিভিন্ন নীতিমালা ও শাখা-প্রশাখা বহুল আকারে আলোচনা করে কুরআনের আলোকে তাফসীর করেন। ইমাম বায়দাভীও তাঁর তাফসীর গ্রন্থে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের[৩৩] তাফসীরের ক্ষেত্রে-

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رفعه بالإبتداء و خبره لله و أصله النصب و قد قرى به و انما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد و ثباته له دون تجدده و حدوثه و هو من المصادر التى تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستمل معها[৩৪]

৬. আরবী কবিতা ব্যবহার

'ইলমে তাফসীরে প্রাচীন আরবী শব্দের দুর্বোধ্য অর্থ নিরূপণে আরবী কবিতার দ্বারস্থ হওয়া তাফসীরবিদগণের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইমাম বায়দাভীও তাফসীরে কাশশাফের অনুসরণে মাঝে মাঝে আরবী কবিতা ব্যবহার করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের[৩৫] তাফসীরের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয়-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قال الشاعر: والله اسمك سمى مباركا * اثرك الله به استاركا[৩৬]

---

৩০ ড. সুবহী আস-সালিহ, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন,* (বৈরূতঃ দারুল ইলমিম লিল্ মালায়ান, ১৯৬৫ খৃ.) পৃ. ২৯৩।

৩১ আল-কুরআন, ২:১৬৮।

৩২ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ১২৬।

৩৩ আল-কুরআন, ১:২।

৩৪ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ১৩।

৩৫ আল-কুরআন, ১:১।

৩৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের[৩৭] তাফসীরের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয়-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ذكر فيه البيضاوى شعر امرئ القيس:

تطاول ليلك بلاثمد * ونام الخلى و لم ترقد

وبات و باتت له ليلة * كليلة ذى العائر الارمد

وذالك من نبأ جائنى * وخبرته عن الى الأسود[৩৮]

৭. ফিকহী মাসায়েলের উল্লেখ

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও তাবিঈগণের যুগেই বিধি-বিধান চয়নমূলক তাফসীরের উদ্ভব। তবে তাঁদের মাঝে কুরআনের উপর নিজস্ব মত চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা ছিল না। পরবর্তীযুগে উম্মাহর মাঝে মাযহাবী চেতনা প্রকট হওয়ার প্রেক্ষাপটে তা তাফসীর রচনার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। ইমাম বায়দাভী আয়াতে আহকামের তাফসীরের সময় ফিকহী মাসায়েলকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি আহলুস সুন্নাহ এবং মুতাযিলাগণের মতামত উল্লেখ করে আহলস সুন্নাহর মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে শাফিঈ মাযহাবের রায়কেও অধিক গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়। যেমনটি তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটির[৩৯] তাফসীরে পেশ করেছেন-

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ اى على كل من الذى له سعة و المقتر الضيق الحال ما يطيقه و يليق به و يدل عليه قوله عليه السلام لأنصارى طلق إمراته المفوضة قبا ان يمسها متعها بقلنسوبك و قال أبؤ حنيفة رضى الله عنه هى درع و ملحفة و خمار على حسب الحال الا أن يقل مهر مثلها عن ذالك فلها نصف مهر المثل، مفهوم الأية يقتضى تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التى لم يمسها الزوج و الحق بها الشافعى رحمه الله تعالى فى قوليه الممسوسة المفوضة و غيرها قياسا و هو مقدم على المفهوم[৪০]

৮. ভাষাগত আলোচনা

তাফসীর শাস্ত্রে ভাষাশৈলী নির্বাচন ও ভাষালংকার ব্যঞ্জন একটি অনন্য ধারা। এতে পবিত্র কুরআনের শব্দ ও বাক্যের বৈশিষ্ট্য ও কারুকার্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এরূপ তাফসীরের মধ্যে যামাখশারীর তাফসীরে নিসন্দেহে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইমাম বায়দাভীও কাশশাফের এ ধারার অনুসরণ থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি বিভিন্ন শব্দের মূল ধাতুগত ব্যাখ্যা ও সে সব শব্দের সূক্ষ্ম ও গোপন তত্ত্বগুলোতে ইমাম রাগিব ইসফাহানীর গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন। তবে নিজস্ব মতামতের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাতে আরো গভীরতা-প্রসারতা এনেছেন।[৪১]

---

৩৭ আল-কুরআন, ১:৫।

৩৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৪-১৫।

৩৯ আল-কুরআন, ২:২৩৬।

৪০ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৬৩।

৪১ মহিউদ্দীন শায়খ যাদহ, *হাশিয়া শায়খ যাদহ আলা তাফসীরিল বায়দাভী*, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৯) খ. ১, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

৯. দার্শনিক ও যুক্তিতর্ক

সাহাবী ও তাবিঈগণের যুগে তাফসীর ছিল অনেকটা বর্ণনামূলক। তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফাসসিরের নিজ বুদ্ধির ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু তাবিঈগণের যুগের শেষের দিকে মুসলিম সমাজে মুতাযিলা নামে একটি দার্শনিক গোষ্ঠির উদ্ভব ঘটে। তারা আকল বা যুক্তি-বুদ্ধিকে সব কিছুর ব্যাখ্যার মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে সে চেতনায় তারা বর্ণনামূলক ধারার পরিবর্তে বুদ্ধিভিত্তিক তাফসীর করা শুরু করেন। তবে তাফসীরকারকগণ দর্শন ও যুক্তি বিদ্যায় বিভিন্ন ব্যক্তিগণের কথাবার্তাগুলো আল-কুরআনের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেছেন এবং সেগুলো যথাসম্ভব খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তখন তাঁদের তাফসীরে মূল তাফসীরের তুলনায় যুক্তি ও দার্শনিক দিকটি প্রাধান্য লাভ করেছে। আল্লামা রাযীর (মৃ. ৬০৬ হি.) 'মাফাতিহুল গাইব' গ্রন্থটিকে এ পর্যায়ের তাফসীর বলে মনে করা যায়। তবে তাফসীরে বায়দাভীও এ ধারায় সিক্ত হয়েছে।

১০. আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আক্বীদার সমর্থন

ইমাম বায়দাভী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে মূলত তাঁর আশ'আরী চিন্তা-চেতনার বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আক্বীদার সমর্থনে দার্শনিক যুক্তিসমূহ তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ভ্রান্ত আকীদা খণ্ডন করে আশ'আরী আকীদার যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন। যেমন তিনি তাওহীদ (একত্ববাদ),[৪২] ঈমান (বিশ্বাস),[৪৩] সিফাতুল কালাম (বক্তব্যের গুণাগুণ),[৪৪] আল-ক্বাযা ওয়াল ক্বাদর (বিচার ও ভাগ্য),[৪৫] খালিকুন লি আফ'আলিল 'ইবাদ (বান্দার কর্মের স্রষ্টা),[৪৬] রুয়াতুল্লাহ (আল্লাহর দর্শন),[৪৭] ইসবাতু আযাবিল কবর ওয়াশ-শাফা'আত (কবরের শাস্তি সাব্যস্ত হওয়া, সুপারিশ করা),[৪৮]

---

৪২ ইমাম বায়দাভী (র.) তাঁর তাওহীদ সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা আল-কাসাসের ৮৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ-

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

৪৩ ইমাম বায়দাভী (র.) ঈমান সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা বাকারার ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ-

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

৪৪ ইমাম বায়দাভী (র.) সিফাতুল কালাম সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা ত্বাহার ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ-

فلمَّا أتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى

৪৫ ইমাম বায়দাভী (র.) আল-ক্বাযা ওয়াল ক্বাদর (বিচার ও ভাগ্য) সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা আন'আমের ১১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ-

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

৪৬ ইমাম বায়দাভী (র.) খালিকুন লি আফ'আলিল 'ইবাদ (বান্দার কর্মের স্রষ্টা) সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা আলে-ইমরান ১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন যা নিম্নরূপ-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

৪৭ ইমাম বায়দাভী (র.) রুয়াতুল্লাহ (আল্লাহর দর্শন) সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা আন'আমের ১০৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ-

لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

৪৮ ইমাম বায়দাভী (র.) ইসবাতু আযাবিল কবর ওয়াশ-শাফা'আত সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা নাজমের ২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ-

Dhaka University Institutional Repository

ওয়া আল-'আফবি (ক্ষমা) এবং 'ইসমাতুল আম্বিয়া (নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গে),[৪৯] আর-রিযক (খাদ্য),[৫০] আসহাবুল ক্বাবায়ির (কবীরা গুনাহকারী প্রসঙ্গে),[৫১] আল-আরশ ওয়াল-কুরসী,[৫২] আল-জান্নাহ ওয়া আল-জাহান্নাম[৫৩] এবং কারামাতুল আওলিয়া (ওলীগণের অলৌকিক ক্ষমতা)[৫৪] ইত্যাদি বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁর মতামত আলোকপাত করেছেন।

১০. সনদ সংক্ষেপণ ও ইসরাঈলী বর্ণনার সন্নিবেশ

সনদ উল্লেখ করা এবং না করা এ দু'ধারার পাশাপাশি 'ইলমে তাফসীরে আরেকটি ধারা শুরু হয় সনদ সংক্ষেপণ[৫৫] যা পূর্ববর্তী কোন তাফসীরকারকের অনুসরণে করা হয়। তখন তাফসীরকারকগণ পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের বিস্তারিত সনদ উল্লেখ না করে বর্ণনাসূত্রের ধারাক্রমের এক বা একাধিক বর্ণনাকারী উল্লেখ করেন। এতে পূর্ববর্তী তাফসীরের মাসূরের স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয়। সহীহ্ বর্ণনার সাথে য'ঈফ বা মাওযূ' বর্ণনার সংমিশ্রণ হতে থাকে এবং ইসরাঈলী রিওয়ায়েত অনুপ্রবেশ ঘটার পথ খুলে যায়। তাফসীরে বায়দাভীতে প্রতিটি সূরান্তে যেসব হাদীস সংকলন করা হয়েছে তা তাফসীরে কাশ্শাফের অনুসরণেই করা হয়েছে। ফলে সনদের সংক্ষেপন ও কাশ্শাফের অনুসরণের মাধ্যমে য'ঈফ ও মাওযূ' তাফসীরে বায়দাভীতে সন্নিবেশিত হয়ে পড়ে। তবে ইমাম বায়দাভী কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসরাঈলী রিওয়ায়েতকে বর্ণিত (روى) ও কথিত (قيل) শব্দের ব্যবহার করেছেন।[৫৬] মূলত এর মাধ্যমে তিনি এসব বর্ণনাকে দুর্বল করেছেন। কিন্তু এটি যে একেবারে সঠিক, তা তিনি অকাট্যভাবে বলেননি। 'বলা হয়' অভিধায় অনেক বক্তব্য নিয়ে এসেছে যা কথাগুলোর দুর্বলতার

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى

৪৯ ইমাম বায়দাভী (র.) ওয়া আল-'আফবি (ক্ষমা) এবং 'ইসমাতুল আম্বিয়া (নবীদের নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গে) সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা বাকারার ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন যা নিম্নরূপ-

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

৫০ ইমাম বায়দাভী (র.) আর-রিযক (খাদ্য) সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা বাকারার ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ-

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

৫১ ইমাম বায়দাভী (র.) আসহাবুল ক্বাবায়ির (কবীরা গুনাহকারী প্রসঙ্গে) সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা আন-নজমের ৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ-

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

৫২ ইমাম বায়দাভী (র.) আল-আরশ ওয়াল-কুরসী সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা আল-আরাফের ৫৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

৫৩ ইমাম বায়দাভী (র.) আল-জান্নাহ ওয়া আল-জাহান্নাম সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা মু'মিনূনের ৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ-

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

৫৪ ইমাম বায়দাভী (র.) কারামাতুল আওলিয়া (ওলীদের অলৌকিক ক্ষমতা) সংক্রান্ত আক্বীদা সূরা আলে ইমরানের ৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ-

قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ

৫৫ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩১।

৫৬ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (কায়রো: মাকাতাবাতু ওয়াহবাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ.) খ. ১, পৃ. ২৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

দিকে ইংগিত জ্ঞাপন করে। যেমনটি তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটির[৫৭] তাফসীরে পেশ করেছেন-

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ روى أنها بعثت منذر بن عمرو فى وفد و أرسلت معهم غلمانا على زى الغلمان و حقا فيه درة عذراء و جزعه معوجة الثقب و قالت ان كان نبيا ميز بن الغلمان و الجوارى و ثقب... وجهها و الغلام كما ياخذه يضرب به وجهه ثم رده الهدية[৫৮]

১১. নতুন চিন্তা ও গবেষণার দ্বার উন্মোচন

তিনি আল-কুরআনের শব্দ চয়নের গোপন বেদ, উপমা, রূপকতার মূল রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। সেজন্য তাঁর তা'বীর বা ব্যাখ্যা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে। চিন্তা-গবেষণার নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

১২. প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা

পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে মানব সমাজের চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পবিত্র কুরআনের চলমান প্রবাহ বিরাজমান থাকে এবং তাফসীরে কুরআন এমনই রূপ লাভ করে যাতে প্রাকৃতিক জগতে তাদের জ্ঞানগত চাহিদা পূরণ হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পবিত্র কুরআন সে দিকগুলোর আলোকপাত করেছে তাতে অলৌকিকত্ব ফুটে উঠেছে। এসব আয়াত নিয়েও কোন কোন মুফাসসির অনেক আলোচনা করেছেন। ইমাম বায়দাভীও এ ধারা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি স্বীয় তাফসীরে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়েও আলোচনা করেছেন।[৫৯]

পরিশেষে 'কাশ্‌ফুয যুনূন' গ্রন্থাকারের ভাষায় বলতে গেলে এ তাফসীর গ্রন্থটি বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায় এক সমৃদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ। যা তিনি আরবী ব্যাকরণ ও বালাগাহ, শব্দ ও বাক্যগত শৈলীর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলী কাশ্‌শাফ গ্রন্থের সারমর্মই বর্ণনা করেছেন। যুক্তিবিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত আলোচনা তাফসীরে কাবীরের সাহায্য নিয়েছেন। অনুরূপভাবে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ আলোচনায় ইমাম রাগিব ইস্পাহানীর তাফসীর থেকে সাহায্য নিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি সঠিক জ্ঞানগত চিন্তা-ভাবনা তাতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৬০]

বায়দাভী তাফসীরটি 'আলীমগণের নিকট ব্যাপকহারে সমাদৃত হয়। এটি অধ্যয়নে এতই ব্যাপকতা লাভ করে যে, এর উপর প্রায় সত্তরটির মত ভাষ্য ও টীকা লেখা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে দীনি প্রতিষ্ঠানে এখনো এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করানো হয়।

সর্বোপরি, অতিরঞ্জনমুক্ত শাব্দিক বিশ্লেষণ, ব্যাকরণগত আলোচনা, বিরল উপস্থাপনা, ভ্রান্তমতবাদ খণ্ডনে দলীলে আকলী নাকলী প্রদর্শন, ইতিহাস-দর্শন, বালাগাত, ফিকহ ইত্যাদি বহু শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সমাহার- এসব বৈশিষ্ট্য উক্ত তাফসীরটিকে অনন্য মর্যাদায় সমাসীন করেছে। মোটকথা তাঁর

---

৫৭ আল-কুরআন, ২৭:৩৫।

৫৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২১২।

৫৯ মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী, *প্রাগুক্ত*, করাচী, ১৯৮৬, পৃ. ৩৫।

৬০ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩০-২৩১; ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩১০।

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীরের বর্ণনামূলক উদ্ধৃতি, তাত্ত্বিক অনুধাবন এক অপূর্ব তাফসীর সমাহার বা সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ তাফসীরটি একটি উৎকৃষ্ট তাফসীর বলে বিবেচিত হয়।

ঘ. সমকালীন তাফসীর সাহিত্য

১. তাফসীরে ইবন মারদুওয়াইহ[৬১]

তাফসীরে ইবন মারদুওয়াইহ হাফিয আবূ বকর আহমাদ ইবন মূসা আল-ইসফাহানী (র.) এর ঐতিহাসিক তাফসীর গ্রন্থ। তিনি ৪১০ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

২. আল-হাকাইক ফিত তাফসীর[৬২]

আবূ আবদুর রহমান মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আস সালামী সূফী আন নিশাপুরী (র.) আল-হাকাইক ফিত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৪০২ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

৩. দুররাতু তানযীর ওয়া গুররাতুত তা'বীল

দুররাতু তানযীর ওয়া গুররাতুত তা'বীল নামক তাফসীর গ্রন্থটি আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইন আবদুল্লাহ (র.) আল-খতীব আল-ইসকাফী প্রণয়ন করেন। এতে তিনি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে আয়াতে মুতাশাবিহাত সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি ৪০২ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

৪. আল-কাশ্ফু ওয়াল বায়ান

আল-কাশ্ফু ওয়াল বায়ান তাফসীর গ্রন্থটি আহমদ ইবন ইবরাহীম আস সা'লাবী আন্ নিশাপুরী (র.) রচনা করেন। গ্রন্থটি তাফসীর বিল মাসূর বা রিওয়ায়েত ভিত্তিক রচিত এবং চার খণ্ডে প্রকাশিত। ইমাম সা'লাবী ৪২৭ হি. সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৫. তাফসীরে আবী মানসূর[৬৩]

আবদুল কাহির ইবন তাহির আল-বাগদাদী (র.) উপরোক্ত তাফসীর গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি ৪২৯ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

৬. আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন[৬৪]

শায়খ আবুল হাসান আলী ইবন ইবরাহীম ইবন সাঈদ আল-হাওফী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ইরাব, শাব্দিক ব্যাখ্যা ও ভাবার্থ ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থটি বৃহদাকারের হওয়ায় তা দশ ভলিয়্যুমে প্রকাশিত। তাফসীরকারক ৪৩০ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

৭. আত-তাফসীরিল জামি লি উলূমিত তানযীল[৬৫]

আত-তাফসীরিল জামি লি উলূমিত তানযীল নামক তাফসীর গ্রন্থটি আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন আম্মার (র.) কর্তৃক রচিত। তিনি ৪৩০ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

৮. আল-কিফায়া[৬৬]

---

৬১ উমর রিযা কাহ্হালা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২২৯-২৩০।

৬২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৩।

৬৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৩।

৬৪ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৪১।

৬৫ *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৪১।

৬৬ *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি আবূ আবদুল্লাহ ইসমাঈল ইবন আহমাদ আদ্ দরীর আন-নিশাপুরী (র.) রচনা করেন। তিনি ৪৩০ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৯. তাফসীরে আবী যার[৬৭]
তাফসীরে আবী যার নামক গ্রন্থটি হাকিম আল্লামা আবদ ইবন আহমাদ আল-হারবী আল-মালিকী (র.) প্রণয়ন করেন। তিনি ৪৩৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১০. আল-ইবানাতু ফী মা'আনিয়্যিল কুরআন[৬৮]
১১. আল-ইজাজ ফী নাসিখিল কুরআন ওয়াল মানসূখিহি[৬৯]
১২. আল-ঈদাহ ফী নাসিখিল কুরআন ওয়া মানসূখিহি[৭০]
১৩. মুশকিলু ইরাবিল কুরআন
উল্লিখিত তাফসীরের চারটি গ্রন্থ শায়খ আবূ মুহাম্মদ মাক্কী ইবন আবূ তালিব আল-কায়সী (র.) রচনা করেন। তিনি ৪৩৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

১৪. তাফসীরুল জুওয়াইনী
ইমাম আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আন-নিশাপুরী আশ-শাফিঈ (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটির রচনাকারী। তিনি উক্ত তাফসীরে প্রত্যেকটি আয়াতের তাফসীর দশ দিক থেকে তুলে ধরেছেন। তিনি ৪৩৮ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৫. তাফসীরুল বূনী[৭১]
শায়খ শরফুদ্দীন আল-বুনী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৪৪০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

১৬. তাফসীরুল কুরআন
ইসমাঈল ইবন আলী সাম্মান আল-মু'তাযিলী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি দশ খণ্ডে[৭২] প্রকাশিত। তিনি ৪৪৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১৭. আন্-নুকাত ওয়াল উয়ূন[৭৩]
তাফসীরুল মাওয়ারদী হিসেবে খ্যাত তাফসীর গ্রন্থটি ইমাম আবুল হাসান আলী ইবন হাবীব আল-মাওয়ারদী আশ-শাফিঈ (র.) (মৃ. ৪৫০ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি ছয়টি খণ্ডে প্রকাশিত।

১৮. আল-বয়ান ফী উলূমিল কুরআন[৭৪]

---

৬৭ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৪১।
৬৮ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২।
৬৯ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০৬।
৭০ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২১০।
৭১ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৫১।
৭২ উমর রিযা কাহ্হালা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৭১।
৭৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৮।
৭৪ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল-বয়ান ফী উলূমিল কুরআন খ্যাত তাফসীর গ্রন্থটির রচয়িতা আবূ আমির ফযল ইবন ইসমাঈল আল-জুরজানী (র.)। তিনি ৪৫৮ হিজরী সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৭৫]

১৯. আত্-তিবয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন
উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি আবু জাফর ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-তূসী (র.) রচনা করেন। তিনি ৪৬০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

২০. আল-বায়ান ফী তা'বীলাতিল কুরআন
আল-বায়ান ফী তা'বীলাতিল কুরআন নামক গ্রন্থটি হাফিয আবূ উমর ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদিল বির আল-কুরতুবী (র.) রচনা করেন। তিনি ৪৬৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

২১. তাফসীরে কুশায়রী[৭৬]
ইমাম আবুল কাসিম আবদিল কারীম ইবন হাওয়াযিন আশ-শাফিঈ (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। তিনি হিজরী ৪৬৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

২২. আল-বাসীতু ফিত তাফসীর[৭৭] (ষোল খণ্ডে প্রকাশিত)
২৩. আল-ওসীত ফিত তাফসীর (চার খণ্ডে মানসূর ও রায় উভয় ভিত্তিতে রচিত)
২৪. আল-ওয়াজীয ফিত তাফসীর[৭৮]
২৫. বাসাইরু যাবিত তামযীয ফী লাতাইযিল কিতাবিল আযীয
আবুল হাসান আলী ইবন আহমাদ আল-ওয়াহিদী আন-নিশাপুরী (র.) উপরোক্ত চারটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৪৬৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

২৬. জামিউত তা'বীল লি মুহকামিত তানযীল[৭৯]
গ্রন্থটি আবূ মুসলিম মুহাম্মদ ইবন আলী ইসফাহানী আল-মু'তাযিলী রচনা করেন। তিনি ৪৬৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

২৭. তাজুত তারাহুম ফী তাফসীরিল কুরআন লিল আ'আজিম[৮০]
শায়খ ইমাম আবুল মুযাফফার শাহপুর ইবন তাহির ইবন মুহাম্মদ আল-ইসফারাঈনী (র.) তাফসীরগ্রন্থটির রচনাকারী। তিনি ৪৭১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।[৮১]

২৮. তাফসীর ফাতিহাতিল কিতাব
২৯. আল-মু'তাদিদ ফী শারহি ইজাযিল কুরআন লিল ওয়াসিতী[৮২]
৩০. আশ শারহুস সাগীর লি ইজাযিল কুরআন লিল ওয়াসিতী[৮৩]

---

৭৫ উমর রিযা কাহ্হালা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৬২১।
৭৬ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৫৭।
৭৭ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৪৫।
৭৮ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০০২।
৭৯ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৭৬।
৮০ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৬৮।
৮১ উমর রিযা কাহ্হালা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮২১।
৮২ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১২০।
৮৩ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ আবদুল কাহির ইবন আবদুর রহমান জুরজানী (র.) উক্ত তিনটি তাফসীর রচনা করেন। তিনি ৪৭৪ হিজরী সনে ইন্‌তিকাল করেন।

৩১. তাফসীরে ইমামিল হারামাইন[৮৪]
আবুল মা'আলী আল জুওয়াইনি (র.) উক্ত তাফসীরটি রচনা করেন। তিনি ৪৭৮ হিজরী সনে ইন্‌তিকাল করেন।

৩২. তাফসীরে আবী মা'শার[৮৫]
আবদুল কারীম ইবন আবদুস সামাদ আত-তাবারী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৪৭৮ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন।

৩৩. তাফসীরুল কাযওয়ীনী[৮৬]
আবদুস সালাম ইবন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল-কাযওয়ানী (র.) উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন।[৮৭] তিনি ৪৮৩ হিজরী সনে ইন্‌তিকাল করেন।

৩৪. তাফসীরুল হুলুয়ানী
আবূ আবদুল্লাহ সালামান ইবন আবদুল্লাহ (র.) রচিত তাফসীর গ্রন্থ। তিনি ৪৯৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৩৫. আল-বুরহান ফী মুশকিলাতিল কুরআন[৮৮]
আবুল মা'আলী আযীযী ইবন আবদুল মালিক সায়দালাহ তাফসীর গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি ৪৯৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৩৬. তাফসীরে শীরাযী[৮৯]
আবূ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব ইবন মুহাম্মদ আশ-শাফিঈ আশ-শীবাসী (র.) প্রায় এক লক্ষ কবিতার সন্নিবেশ ঘটিয়ে উক্ত তাফসীরটি রচনা করেন। তিনি ৫০০ হি. সনে ইন্‌তিকাল করেন।

৩৭. আল-বুরহান ফী তাওজীহি মুতাশাবিহি লিমা ফীহি হুজ্জাতি মিনাল হুজ্জাতি ওয়াল বয়ান[৯০]
তাজুল কুবরা হিসেবে প্রসিদ্ধ শায়খ বুরহানুদ্দীন আবুল কাসিম মাহমাদ ইবন হামযা ইবন নাসর আল কিরমানী আল-মুকরী আশ-শাফিঈ (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি এতে আয়াতে মুতাশাবিহ উল্লেখ পূর্বক এর উল্লেখের কারণ, উপকারিতা ও হিকমত আলোচনা করেছেন। তিনি ৫০০ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন।

---

৮৪ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১২০।
৮৫ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১২০।
৮৬ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১২০।
৮৭ আল-হাফিজ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল মুফাস্‌সিরীন*, (কায়রো: মাকাতাবাতু ওয়াহবাহ, ১৩৯৬ হি.) পৃ. ১৯।
৮৮ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৪১।
৮৯ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৪১।
৯০ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. আল-বাদী ওয়াল বয়ানুল 'আন গাওয়ামিদিল কুরআন
হাসান ইবন ফাতহ ইবন হাযার আল-হামাদানী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে রচিত।[৯১] গ্রন্থাকার ৫০০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৩৯. তাফসীরুল খাতীব আত-তিবরীযি
আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন আলী উক্ত তাফসীরটি রচনা করেন। তিনি ৫০২ হি. ইন্তিকাল করেন।

৪০. তাহকীকুল বয়ান ফী তা'বীলিল কুরআন[৯২]
৪১. জামিউত তাফসীর
৪২. আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন
৪৩. আল-বুরহান ফী মুতাশাবিহাতিল কুরআন
ইমাম রাগীব আল-ইসফাহানী (র.) উক্ত চারটি তাফসীর গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ৫০২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৪৪. লুবাতুত্ তা'বীল
৪৫. আল-বুরহান ফী মুতাশাবিহিল কুরআন
আবুল কাসিম বুরহানুদ্দীন আল-কিরমানী (র.) উক্ত গ্রন্থ দু'টি রচনা করেন। তিনি ৫০৫ হিজরীতে রচনা করেন।

৪৬. ইয়াকুতুত তা'বীল ফী তাফসীরিত তানযীল[৯৩]
হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল গায্যালী আত্-তুসী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি চল্লিশ খণ্ডে রচিত। তিনি ৫০৫ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

৪৭. তাফসীরু সূরাতি ইউসুফ
৪৮. আত্-তা'রীফ ওয়াল ইলাম ফী মা আবহামা ফীল কুরআন মিনাল আসমায়ি ওয়াল ইসলাম
৪৯. আল-ইদাহু ওয়াত তাবঈন লিমা আবহামা মিন তাফসীরিল কিতাবিল মুবীন
উক্ত তিনটি গ্রন্থ আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ আল-খাসআমী আস্-সুহায়লী (র.) রচনা করেন। তিনি একজন ঐতিহাসিক ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি ৫০৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৫০. ম'আলিমুত তানযীল
আল-হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাভী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থখানা রচনা করেন। গ্রন্থটি তাফসীর বিল মাসূর রিওয়ায়েত ভিত্তিক তাফসীর যা আট খণ্ডে রচিত। তিনি ৫১০ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

---

৯১ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৬।
৯২ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৩৭।
৯৩ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫১. তাফসীরে ইবন আবী জামারাহ[৯৪]
ইমাম হাফিয আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ আল-আয্‌দী আল-আন্দালুসী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৫২৫ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন।

৫২. জামিউল আসরার[৯৫]
শায়খ আবদুল মহসিন ইবন সুলাইমান আশ-কাওরানী (র.) সূরা আরাফ পর্যন্ত তাফসীর করে উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি তা সুলতান ৪র্থ মুরাদকে উপহার দেন। এটি একটি সূফী ধারার তাফসীর। তিনি ৫৩৪ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৫৩. আল-বয়ান ফী শাওয়াহিদিল কুরআন[৯৬]
আবুল হাসান আলী ইবন হাসান আল-বাকূলী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন।

৫৪. আল-ঈদাহু ফীত তাফসীর[৯৭]
৫৫.ইরাবুল কুরআন
৫৬.তাফসীরু বিল ফারেসিয়্যাহ
আবুল কাসিম ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ আল-ইস্ফাহানী (র.) (মৃ. ৫৩৫ হি.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থগুলো রচনা করেন। এটি বড় ধরনের একটি তাফসীর যা চার ভলিয়্যুমে রচিত।

৫৭. আল-জামি[৯৮]
৫৮.আল-মুতামাদ
৫৯.কিতাবুত তাফসীর[৯৯]
ইমাম হাফিয আবুল কাসিম ইসফাহানী (র.) রচিত তিনটি গ্রন্থের প্রথমটি ত্রিশ খণ্ডে রচিত বৃতৎ এক তাফসীর। তৃতীয় তাফসীরটি ইসফাহানী ভাষায় রচিত। তিনি ৫৩৫ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন।

৬০. আত-তায়সীর ফিত তাফসীর[১০০]
নাজমুদ্দীন আবূ হাফস উমর ইবন মুহাম্মদ আন নাসাফী আল-হানাফী আস্ সামারকান্দী (র.) উক্ত বৃহদাকার তাফসীরটি রচনা করেন। তিনি ৫৩৭ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন।

৬১. আল-কাশ্‌শাফ আন হাকায়িকিত তানযীল ওয়া উয়ূনিল আকাবীল ফী উজূহিত তা'বীল
জারুল্লাহ মাহমুদ ইবন উমার আয-যামাখশারী (র.) মু'তাযিলী চেতনার সংমিশ্রণে ভাষাগত আলোচনা প্রধান বিখ্যাত এ তাফসীরটি প্রণয়ন করেন। তিনি ৫৩৮ হি. সনে ইন্‌তিকাল করেন।

---

৯৪ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৭।
৯৫ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫৩৪।
৯৬ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৬৩।
৯৭ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২১১।
৯৮ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২১১।
৯৯ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২১১।
১০০ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫১৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬২. তাফসীরু আবীল বাকা[১০১]
আবদুল্লাহ ইবন হুসাইন উকবারী (র.) উক্ত তাফসীরটি প্রণয়ন করেন। তিনি ৫৩৮ হি. সনে ইন্‌তিকাল করেন।

৬৩. তাফসীরে খাওয়ারিযীমী
আবূল হাসান আলী ইবন উরাক আল-হানাফী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থখানা রচনা করেন। তিনি হিজরী ৫৩৯ সনে ইনকিতাল করেন।

৬৪. আনওয়ারুল ফাজরী ফী তাফসীরিল কুরআন
আবূ বকর ইবনুল আরাবী (র.) উক্ত শিরোনামে একটি তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থটি আশি খণ্ডে রচিত বলে জানা যায়। তবে বর্তমানে বিলুপ্ত। তিনি ৫৪৩ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন।

৬৫. তাফসীরে বায়হাকী[১০২]
আবুল মাহাসিন মাসউদ ইবন আলী (র.) তাফসীরে বায়হাকীর তাফসীরকারক। তিনি ৫৪৪ হিজরী সনে ইন্‌তিকাল করেন।

৬৬. তাফসীরে আলাঈ[১০৩]
মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান আল-বুখারী আল-হানাফী (র.) এক হাজারের খণ্ডের চেয়ে বেশি সম্বলিত উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন।

৬৭. আল-মুহাররারুল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল আযীয[১০৪]
ইবনুল আতিয়া হিসেবে প্রসিদ্ধ মুফাসসির আবদুল হক ইবন গালিব আল-আন্দালুসী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি তাফসীর বিল মাসূর তথা রিওয়ায়েত ভিত্তিক যা দশ খণ্ডের বিশাল তাফসীর ভাণ্ডার। তিনি ৫৪৬ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন।

৬৮. আন-নাসিখ ওয়াল মানসূখ
ইমাম ইবন হাযম হিসেবে প্রসিদ্ধ তাফসীরকারক আলী ইবন আহমাদ ইবন সাঈদ ইবন হাযম যাহেরী আন্দলুসী (র.) প্রায় চারশত ভলিয়্যুমে আশি হাজার পৃষ্ঠার বিশাল তথ্য ভাণ্ডার রূপে রচনা করেন। তিনি ৫৪৬ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন।

৬৯. ইজাযুল বায়ান ফী মা'আনিয়্যিাল কুরআন[১০৫]
নাজমুদ্দীন আবুল কাসিম মাহমুদ ইবন আবিল হাসান আন-নিশাপুরী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি জুমামুল গারাইব গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে ঐ তাফসীরে দশ হাজারেরও বেশি শিক্ষনীয় বিষয় সন্নিবেশিত করেছেন।[১০৬] তিনি ৫৫০ হি. সনে ইন্‌তিকাল করেন।

---

১০১ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫১৯।
১০২ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫১৯।
১০৩ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৫৮।
১০৪ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৬২৩।
১০৫ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০৫।
১০৬ উমর রিযা কাহ্‌হালাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

৭০. আত্-তাফসীর আল-কাবীর

আলী ইবন উমর আল হারালী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন।[১০৭] তিনি ৫৫৮ মতান্তরে ৫৫১ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

৭১. তাফসীর হুজ্জাতিল আকাদিল

আলী ইবন মুহাম্মদ আল-খাওয়ারিযমী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৫৬০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৭২.তাফসীরে সাম'আনী[১০৮]

ইমাম আবূল মাযাফ্ফর মানসূর ইবন মুহাম্মদ আল মারউযা আশ্-শাফিঈ (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৫৬২ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

৭৩. তাফসীরে ইবন আবী মারয়াম[১০৯]

নসর ইবন আবূ আশ্-শীরাযী উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। তিনি ৫৬৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৭৪. তাফসীরে আবিল হাসান[১১০]

আলী ইবন আবদুল্লাহ আল আনসারী আল মালিকী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। তিনি ৫৬৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৭৫. ইয়াম্বুউল হায়াত ফিত তাফসীর[১১১]

আবু আবদুল্লাহ ইবন যুফার ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আস্-সাকলী (র.) এ তাফসীরখানা রচনা করেন। তিনি ৫৬৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

৭৬. তাফসীরে ইবন হাকীম[১১২]

আবল মুযাফ্ফার মুহাম্মদ ইবন আস্'আদ (র.) নামক তাফসীরকারক উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি ৫৬৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৭৭. তাফসীর ইবনুদ্ দিহান[১১৩]

সাঈদ ইবন মুবারক (র.) এ তাফসীরটি রচনা করেন। তিনি ৫৬৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৭৮. আল-বাসাইর ফিত তাফসীর[১১৪]

যহীরুদ্দীন আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ আন-নিশাপুরী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ফারসী ভাষায় কয়েক ভলিয়্যুমে বৃহদাকারে তাফসীরটি রচনা করেন যা ৫৭৭ হিজরীতে সমাপ্ত করেন।

---

১০৭ *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৮০।

১০৮ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৪৯।

১০৯ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৭।

১১০ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৭।

১১১ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০৫২।

১১২ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৭।

১১৩ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৮।

১১৪ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. তাফসীরুল উত্তাবী

ইমাম আবূ নাসর আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আল-হানাফী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৫৮৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৮০.তাফসীরুত তাফাসীর[১১৫]

নাসিরুদ্দীন আলী ইবরাহীম ইবন ইসমাঈল আল-গযনবী আল-হানাফী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। দুই খণ্ডে রচিত নব নব চিন্তাধারার চমৎকার একটি তাফসীর। তিনি ৫৮২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

৮১. আসবাবুন নুযূল[১১৬]

শায়খ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন শু'আইব আল-মাযান দারানী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৫৮৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৮২. আত্-তিবয়ান ফী মাসায়িলিল কুরআন[১১৭]

আবূল খায়ের আহমাদ ইবন ইসমাঈল আত্-তালকানী (র.) তাফসীরটি রচনা করেন। তিনি ৫৯০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৮৩. যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর

৮৪. আল-মুগনী ফিত তাফসীর

৮৫. তাযকিরাতুল আরীব ফি তাফসীরিল গারীব

৮৬. তায়সীরুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন

৮৭. তাযকিরাতুল মুনতাবিহ উয়ূনিল মুশতাবিহ

উক্ত পাঁচটি তাফসীর গ্রন্থ প্রখ্যাত তাফসীরকারক আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবনুল জাওযী রচনা করেন। তিনি ৫৯৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৮৮. তাফসীরে নু'মানী[১১৮]

যহীরুদ্দীন আবূ আলী আল-হাসান ইবনুল হুজায়রী আন-নু'মানী আলী আশ-শাফিঈ (র.) উক্ত তাফসীরগ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৫৯৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৮৯. তাফসীরুল ইরাকী

আলামুদ্দীন ইবন আবদুল কারীম ইবন আলী আশ-শাফিঈ (র.) উক্ত তাফসীরটি প্রণয়ন করেন। তিনি ৬০৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৯০. তাফসীর সূরাতিল ইখলাস

৯১. তাফসীরুল ফাতিহা[১১৯]

৯২. ইজাযুল কুরআন

---

১১৫ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৬৬।

১১৬ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৭৭।

১১৭ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৪১।

১১৮ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৬০।

১১৯ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

৯৩. আল-বুরহান ফী কিরাতিল কুরআন
৯৪. মাফাতীহুল গায়ব
উক্ত পাচঁটি তাফসীরের গ্রন্থাকার প্রসিদ্ধ তাফসীরকারক ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন উমর আর-রাযী আশ-শাফিঈ (র.)। তিনি ৬০৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

৯৫. তাফসীর ইয্যুদ্দীন
আবদুল আযীয ইবন আবদুস সালাম আশ্-শাফিঈ (র.) উক্ত তাফসীরটি প্রণয়ন করেন। তিনি ৬০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৯৬. আস্ইলাতুল কুরআন ওয়া উজুবাতুহা[১২০]
শায়খ শামসুদ্দীন আবূ বাকর মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বাকর। তিনি তাতে পবিত্র কুরআন থেকে বারশত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন যা শায়খ যাকারিয়া ইবন আহমাদ আল আনসারী সংক্ষেপণ ও সংযোজন করে এর কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। তিনি ৬০৯ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

৯৭. আত্-তিবয়ান ফী ইরাবিল কুরআন[১২১]
আবূল বারক আবদুল্লাহ্ ইবনুল হুসাইন আল উকবারী উক্ত তাফসীরটি রচনা করেন। তিনি ৬১৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৯৮. আল-বয়ান ফীমা উফহিমা মিনাল আসমা ফিল কুরআন[১২২]
আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আয-যুহরী (র.) তাফসীর গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। তিনি ৬১৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৯৯. তাফসীরে নাজমুদ্দীন[১২৩]
আহমদ ইবন উমর আল খুয়কী আল কাবরী আশ-শাফিঈ (র.) কর্তৃক বার খণ্ডে তাফসীরকৃত গ্রন্থ। তিনি ৬১৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১০০. আল ইরশাদ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম[১২৪]
ইবন বাররিজান হিসেবে প্রসিদ্ধ শায়খ ইমাম আবুল হাকাম আবদুস সালাম ইবন আবদুর রহমান আল-লাখরী আল আশবেলী (র.) উক্ত তাফসীরটি প্রণয়ন করেন। তাফসীরটি ইশারী ও আসয়ার বর্ণনামূলক। এটি বার খণ্ডে মুদ্রিত। তাফসীরকার ৬২৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১০১. তাফসীরে ইবনল আরাবী[১২৫]
শায়ক মহিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী আত্-তাঈ আল আন্দালুসী (র.) সূফী মতবাদ নির্ভর উক্ত তাফসীরটি রচনা করেন। তিনি ৬২৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

---

১২০ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯২।
১২১ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৪১।
১২২ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৬৩।
১২৩ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৫৯।
১২৪ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৬৯-৭০।
১২৫ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

১০২. মাতলাউল মা'আনী মানাউল আবানী[১২৬]
ইমাম হুসসামুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন উসমান মুহাম্মদ আল উলয়াবাদী (র.) উক্ত তাফসীরখানা রচনা করেন। তিনি ৬২৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

১০৩. আল-বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন[১২৭]
মু'আফী ইবন ইসমাঈল ইবনুল হুসায়ন ইবন সাফয়ান আল-মুওসিলী আল-ইরাকী (র.) মাদরাসায়ে সালেহিয়ার শিক্ষক থাকা অবস্থায় ৬০৩ হিজরী সনে উক্ত তাফসীরটি রচনা করেন। তিনি ৬৩০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

১০৪. নিহায়াতুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন[১২৮]
আবূ মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল মাআফী ইবন ইসমাঈল আশ-শাফিঈ আল-মাওসিলী (র.) উক্ত তাফসীরটি ছয় খণ্ডে রচনা করেন। তিনি ৬৩০ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

১০৫. মিফতাহুল বাবিল মুকাফ্ফাল লি ফাহমিল কিতাবিল মুনায্যাল
আবুল হাসান আলী ইবন আহমাদ ইবনুল হাসান আল হারাল্লী আত্-তাহযীব (র.) তাফসীর গ্রন্থটি রচনা কনে।[১২৯] তিনি ৬৩৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১০৬. তাফসীরে সাখাবী
আলামুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ আল মিসরী আশ-শাফিঈ (র.) চার খণ্ডে সূরা কাহাফ পর্যন্ত তাফসীর করেন। তিনি ৬৪৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১০৭. আল-বুরহান ফী ইজাযিল কুরআনিল মাজীদ
১০৮. নিহায়াতু তা'মীল ফী আসরারিত তানযীল[১৩০]
জালালুদ্দীন আবদুল ওয়াহিদ ইবন আবদুল করীম আল আনশারী আশ-শাফিঈ যামলকানী তাফসীর দু'টি রচনা করেন।[১৩১] তিনি ৬৫১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

১০৯. তাফসীরে সিবত ইবনুল জাওযী
শামসুদ্দীন আবুল মুযাফ্ফার ইউসুফ ইবন কুযাগলী (র.) তা রচনা করেন। তিনি ৬৫৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১১০. বাদাইউল কুরআন[১৩২]
যকী উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবন আবদিল ওয়াহিদ আল কায়রোনী আল-মিসরী (র.) তাফসীরটি প্রণয়ন করেন। তিনি ৬৫৪ হিজরীতে ইনতিকার করেন।

---

১২৬ *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৭২।
১২৭ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৬৩।
১২৮ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯৮৭।
১২৯ ইবন হাজার আল-আসকালানী, *লিসানুল মীযান*, (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.) খ. ৪, পৃ. ২০৪।
১৩০ উমর রিযা কাহ্হালাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৩৩।
১৩১ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯৮৭।
১৩২ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩০।

Dhaka University Institutional Repository

১১১. তাফসীরুল মুরাইয়সী[১৩৩]
শাফুফুদ্দীন আবুল ফাদল মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আশ-শাফিঈ (র.) বিশ খণ্ডে উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৬৫৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১১২. বিহারুল কুরআন[১৩৪]
আবূ উবায়দা মা'মার ইবনুল মুসান্না আল-বাসরী (মৃ. ২১০ হি.) ও শায়খ ইযযদ্দীন আবদুল আযীয ইবন আবদুস সালাম (র.) (মৃ. ৬৬০ হি.) তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন।

১১৩. তাফসীরে ইবন আবদুস সালাম[১৩৫]
শায়খুল ইসলাম ইযযুদ্দীন আবদুল আযীয ইবন আবদুস সালাম আল-মিসরী আশ-শাফিঈ (র.) তা প্রণয়ণ করেন।

১১৪. মাতালিউ আনওয়ারিত তানযীল[১৩৬]
১১৫. রুমূযুল কুনুয ফী তাফসীরিল কিতাবিল আযীয
আবদুল্লাহ ইবন রিযকুল্লাহ আল-হাম্বলী (র.) তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি সনদসহ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৬৬১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১১৬. আল-মুরশিদুল ওজীয ই'লা উলূমি তাতায়াল্লাকু বিল কিতাবিল আযীয
১১৭. ইবরাযুল মা'আনী
আবুল কাসিম শিহাবুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন ইসমাঈল আল-মাকদাসী আদ্-দামেশকী (র.) তা রচনা করেন। তিনি ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস, গবেষক সুলভ চিন্তা-চেতনায় তা রচনা করেন। তিনি ৬৬৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১১৮. তাফসীরে সূরাতিল ইনসান[১৩৭]
আল্লামা গিয়াসউদ্দীন মানসূর ইবন মুহাম্মদ আশ-শীরাযী (র.) তা রচনা করেন। তিনি ৬৬৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১১৯. আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন
ইমাম মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী (র.) চব্বিশ খণ্ডে উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৬৭১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১২০. ঈযাযুল বয়ান ফী কাশফি বাদি আসরারিল কুরআন
আল-খুওয়ানী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৬৭২ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

১২১. তাফসীর সূরাতিল ইনসান ও সূরাতিল ফাতিহা
সাদরুদ্দীন আল-কানাভী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি হিজরী ৬৭৩ সনে ইন্তিকাল করেন।

---

১৩৩ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩০।
১৩৪ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০০।
১৩৫ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৮।
১৩৬ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৮।
১৩৭ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

১২২. তাফসীরে রোদায়ন[১৩৮]
কাযী তাকীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন আল-হামাভী আশ-শাফিঈ (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৬৮০ হি. সনে মৃত্যুবরণ করেন।

১২৩. আত্-তাবসিরাহ ফিত তাফসীর
ইমাম মুয়াফ্ফাকুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন ইউসুফ আল-কাওয়াশী আল-মাওসিলী বৃহদাকারে তাফসীর করে নিজেই তা সংক্ষিপ্ত করেন। তিনি ৬৮০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১২৪. তালখীসু ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীয
আহমাদ ইবন ইউসুফ ইবন হাসান ইবন রাফি' আশ্-শায়বানী আল-মাওসূলী আল-কাওয়াশী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৬৮০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১২৫. তাফসীরে কাবীর
ইবনুল মুনীর সিকান্দারী হিসেবে প্রসিদ্ধ আহমাদ ইবন মানসূর উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৬৮৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১২৬. আল-ইনতিসাফ ফী শারহিল কাশ্শাফ
ইমাম নাসিরুদ্দীন আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবনুল মুনীর আল-ইসকান্দারী আল-মালিকী (র.) তাফসীরটি রচনা করেন। এটি তাফসীরে কাশ্শাফে বর্ণিত মু'তাযিলা আকীদার খণ্ডনমূলক। তাফসীরকারক ৬৮৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১২৭. তাফসীর বুরহানদ্দীন
আবুল মাআলী আহমাদ ইবন নাসির ইবন তাহির আল হুসায়নী আল-হানাফী (র.) সাত খণ্ডে উক্ত তাফসীরটি রচনা করেন। তিনি ৬৮৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১২৮. তাফসীরুদ দাবীরী
সাঈদুদ্দীন আবদুল আযীয ইবন আহমদ আল-হানাফী উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৬৯৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

১২৯. আকালিমুত তা'লীম[১৩৯]
কাযী মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন খালীল আল-খেওয়াঈ (র.) উক্ত তাফসীরটি প্রণয়ন করেন। তিনি এ গ্রন্থটিতে সাতটি বিষয় লিখেছেন যে সাতটি বিষয়ে তাঁর তাফসীরটিই অন্যতম। তিনি ৬৯৩ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৩০. আত-তাফসীরু ফী ইলমিত তাফসীর
আবদুল আযীয ইবন আহমদ আদ-দীনারী (র.) উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি ৬৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

---

১৩৮ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৮।
১৩৯ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৩১. তাফসীরে ইবন সায়্যিদিল কুল[১৪০]
আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ আল কিফতী উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি সূরা মারইয়াম পর্যন্ত তাফসীর করেন। তিনি ৬৯৭ হি. সনে মৃত্যুবরণ করেন।

১৩২. তাফসীর
জামালুদ্দীন ইবনুল নাকীব আল-বালখী (র.) এটি তাফসীর করেন। তিনি ৬৯৮ হি. সনে মৃত্যুবরণ করেন।

১৩৩. আত্-তাহরীরু ওয়াত-তাহবীরু লি আকওয়ালি আইম্মাতিত-তাফসীর ফী মা'আনিয়্যি কালামিস সামিয়্যিল বাসীর[১৪১]
আল্লামা জালালুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান ইবনুল নকীব আল-মুকাদ্দাসী আল-হানাফী (র.) হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাফসীর গ্রন্থটি পঞ্চাশ খণ্ডের বৃহদাকারের জ্ঞানভাণ্ডার। তিনি ৬৯৮ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৩৪. আল-বুরহান ফী তানাসুবি সুআরিল কুরআন[১৪২]
আবূ জাফর আহমাদ ইবন ইবরাহীম ইবনুয যুবাইর আল-গারনাথী (র.) (মৃ. ৭০৮ হি.) উক্ত তাফসীরগ্রন্থটি রচনা করেন।

১৩৫. মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকাইকুত তা'বীল
আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আন্-নাসাফী (র.) তিন খণ্ডে উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৭০১ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৩৬. ইজাযুল বুরহান ফী ইযাজিল কুরআন[১৪৩]
আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন আহমাদ আল-জাযরী আল-খাযরাজী[১৪৪] (র.) উক্ত তাফসীরখানা রচনা করেন। তিনি ৭০৯ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৩৭. ফাতহুল মান্নান ফী তাফসীরিল কুরআন[১৪৫]
আল্লামা কুতুবদ্দীন মাহমুদ ইবন মাসউদ আশ্-শীরাযী (র.) উক্ত তাফসীর গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি চল্লিশ ভলিয়্যুমে গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৭১০ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৩৮. তাফসীরুর রহমান ওয়া তায়সীরুল মান্নান[১৪৬]
আয়নুদ্দীন আলী ইবন আহমাদ ইবন আলী ইবন আহমাদ আল-উমারী আল-হাম্বলী (র.) উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থটি ইজাযুল কুরআন সম্পর্কিত আলোচনা সমৃদ্ধ। তিনি ৭১০ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

---

১৪০ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৩৪।
১৪১ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৫৮।
১৪২ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৫৮।
১৪৩ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০৫।
১৪৪ উমর রিযা কাহ্হালাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১।
১৪৫ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১২৩৫।
১৪৬ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৯. তাফসীরুর রাশীদা
খাজা রশীদুদ দীন ফাদদুল্লাহ আল-হামাদানী (র.) এটি রচনা করেন। তিনি ৭১৮ হি. ইন্তিকাল করেন।

১৪০. আল কাফীল বি মা'আনিত তানযীল[১৪৭]
কাযী ইমাদ আল-কিন্দী আন-নাহবী (র.) বড় বড় তেইশ খণ্ডে মু'আতিযিলা মতবাদ খণ্ডন করে উক্ত তাফসীরটি রচনা করেন। তিনি ৭২০ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৪১. তাফসীর
মুহাম্মদ ইবন আলী আল-জুযামী (র.) তা রচনা করেন। তিনি ৭২৩ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৪২. তাফসীর
রুকুনুদ্দীন বায়বারস আল মানসূরী (র.) উক্ত তাফসীরটি রচনা করেন। তিনি ৭২৭ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৪৩. আল-বুরহান ফী উজাযিল কুরআন[১৪৮]
কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন যামলাকানী আশ-শাফীঈ (র.) তা প্রণয়ন করেন।

১৪৪. গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান
নিযামুদ্দীন নিশাপুরী (র.) সাত খণ্ডে তা রচনা করেন। তিনি ৭২৮ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৪৫. ফাতহুর কাদীর ফিত তাফসীর[১৪৯]
ইবন জায়বার আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়ালী আল-মুকাদ্দাসী (র.) উক্ত তাফসীরখানি রচনা করেন। তিনি ৭২৮ হি. সনে মৃত্যুবরণ করেন।

১৪৬. তাফসীর ইবনল মুনীর[১৫০]
শারাফুদ্দীন আবদুল ওয়াহিদ (মৃ. ৭৩৩ হি.) তা রচনা করেন।

১৪৭. নাজমুল কুররা ফী তা'বীলাতিল কুরআন
আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আস সিমানানী[১৫১] (মৃ. ৭৩৬ হি.) উক্ত তাফসীরখানি রচনা করেন।

১৪৮. তাফসীর সিমনানী
আবুল আব্বাস আহমাদ তা রচনা করেন। তিনি রায় নগরীর বিচারক ছিলেন। ১৩ খণ্ডে বৃহদাকারে তিনি উক্ত তাফসীরখানি রচনা করেন। তিনি ৭৩৭ হি. ইন্তিকাল করেন।

---

১৪৭ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৫০২।
১৪৮ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩০।
১৪৯ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৪১।
১৫০ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৩৪।
১৫১ উমর রিযা কাহ্হালাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৪৯. তাফসীরে খাযিন
আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ আল বাগদাদী (র.) বৃহৎ চার খণ্ডে উক্ত তাফসীরটি প্রণয়ন করেন। তিনি ৭৪১ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৫০. তাফসীরে ইসকান্দারী[১৫২]
হুসাইন ইবন আবু বাকর আল মালিকী (র.) দশ খণ্ডের বিশাল তাফসীর ভাণ্ডারটি রচনা করেন। তিনি ৭৪১ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৫১. আল-মজীদু ফী ইরাবিল কুরআনিল মাজীদ[১৫৩]
আবূ ইসহাস ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ আস সাফাকাসী (র.) উক্ত তাফসীরটি প্রণয়ন করেন। তিনি ৭৪২ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৫২. ফতুহুল গাইব ফীল কাশফি আন কানাইল রায়ব
শরফুদ্দীন হুসাইন ইবন মুহাম্মদ আত-তায়্যবী (র.) তা রচনা করেন। তিনি তা কাশ্‌শাফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে চার খণ্ডে সমাপ্ত করেন।

১৫৩. আদ-দুররুল লাকীত মিনাল বাহরিল মুহীত
আহমাদ ইবনুল কাদির ইবন মাতুম (মৃ. ৭৪৯ হি.) তা রচনা করেন।

১৫৪. তাফসীরে ইসফাহানী[১৫৪]
আল্লামা শামসুদ্দীন আবুস সানা মাহমুদ ইবন আবদুর রহমান আশ শাফিঈ (র.) ইলমে তাফসীরে মোট তেইশটি মৌলিক বিষয়ে আলোচনা সমৃদ্ধ এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৭৪৯ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৫৫. বাহজাতুল আরীব মিম্মা ফী কিতাবিল্লাহিল আযীয মিনাল গারীব[১৫৫]
শায়খ আলাউদ্দীন আলী ইবন উসমান ইবনুত তুরকিমানী আল মায়দানী আল হানাফী (মৃ. ৭৫০ হি.) উক্ত তাফসীরটি প্রণয়ন করেন।

১৫৬. আত-তিবয়ান ফী আকসামিল কুরআন[১৫৬]
১৫৭. আমসালুল কুরআন
১৫৮. আত তাফসীরুর কায়্যিম
১৫৯. বাদাই'উত তাফসীর আল-জামি'
ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযী হিসেবে খ্যাত প্রখ্যাত তাফসীর ও হাদীস বিশারদ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর আদ দামেশকী উক্ত গ্রন্থসমূহের রচনাকারী।

১৬০. আল-বাহরুল মুহীত

---

১৫২ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৩৪।
১৫৩ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১২২।
১৫৪ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৪৩।
১৫৫ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৫৬।
১৫৬ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ হায়ান মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হায়ান আল আন্দলুসী দশ খণ্ডের তাফসীরের এক বিশাল ভাণ্ডার রচনা করেন।

১৬১. তুহফাতুর আরীব মিম্মা ফিল কুরআন মিনাল গরীব[১৫৭]
আবূ হায়ান মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হায়ান আল আন্দলুসী আক্ষরিকভাবে বিন্যস্ত তাফসীরের এ ভাণ্ডারটি রচনা করেন। তিনি ৭৫৪ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৬২. আদ-দুররুল মাসুন ফী উলূমিল কিতাবিল মাকনূন
আবূল আব্বাস আহমাদ ইবন ইউসুফ আস-সামীন (র.) সাত খণ্ডে মাকনূন কেন্দ্রীয় ব্যাকরণের আলোকে উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৭৫৬ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৬৩. আদ দুরুরুন নাযীম ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম
১৬৪. আল-ইকনা ফী তাফসীরি কাওলিহি তা'আলা মা লিয যালিমীনা মিন হামীমিন ওয়ালা শাফীঈন ইউতা[১৫৮]
শায়খ তাকী উদ্দীন সুবকী (র.) তা রচনা করেন। তিনি ৭৫৬ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৬৫. আস সাবিকুল লাহিক[১৫৯]
শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী (র.) তা রচনা করেন। তা তাফসীরে ইবন নাককাস হিসেবে প্রসিদ্ধ যা উদ্ধৃতিহীন বলে দাবী করা হয়।

১৬৬. তাফসীরে ইবন আকীল[১৬০]
আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আল-মিসরী (র.) উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন। তাফসীরটি সূরা আলে-ইমরানের শেষ পর্যন্ত। তিনি হিজরী ৭৬৯ সনে ইন্তিকাল করেন।

১৬৭. তাফসীরে সিরাজুদ্দীন[১৬১]
আবূ হাফস উমর ইবন ইসহাক আল-হিন্দী আল-হানাফী (র.) তা রচনা করেন। তিনি ৭৭৩ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৬৮. আত তিবয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন[১৬২]
খিদির ইবন আবদুর রহমান আল-আযাদী (র.) তা রচনা করেন। তিনি ৭৭৩ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

১৬৯. তাফসীরুল কুরআনুল আযীম
ইসমাঈল ইবন উমর আদ-দামেশকী (র.) তা রচনা করেন। তিনি তাফসীর বিল মাসূর রিওয়ায়েত ভিত্তিক তা প্রণয়ন করেন। তিনি ৭৭৪ হি. সনে তা রচনা করেন।

---

১৫৭ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৬১।
১৫৮ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৩৯।
১৫৯ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৯।
১৬০ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৯।
১৬১ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৪৮।
১৬২ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৪১।

Dhaka University Institutional Repository

১৭০. তাফসীরে আকমালুদ্দীন[১৬৩]
মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ আল বাবরাতী আল-হানাফী (র.) তা রচনা করেন। তিনি ৭৮৬ হি. সনে ইন্‌তিকাল করেন।

১৭১. আত তিবয়ান ফী মুবহামাউল কুরআন[১৬৪]
কাযী বুরহানুদ্দীন ইবন জামআ আদ-দামেশকী দশ খণ্ডে তা রচনা করেন।[১৬৫] তিনি হি. ৭৯০ সনে তা রচনা করেন।

১৭২. আত তাসহীল লি উলুমিত তানযীল
মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন জুযাই আল-কালবী (র.) চার খণ্ডে তা রচনা করেন। তিনি ৭৯২ হি. সনে ইন্‌তিকাল করেন।

১৭৩. আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন[১৬৬]
বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আয-যারকাশী (র.) তা প্রণয়ন করেন। তিনি তাতে আল কুরআন সম্পর্কিত সাতচল্লিশটি বিষয় আলোচনা করেন। তিনি ৭৯৪ হি. সনে ইন্‌তিকাল করেন।

১৭৪. কাশফুত তানযীল ফী তাহকীকিত তা'বীল
আবূ বকর ইবন আলী আল মিসরী আল-হানাফী (র.) দুই খণ্ডে তা রচনা করেন। তিনি ৮০০ হি. সনে ইন্‌তিকাল করেন।

১৭৫. উয়ূনুত তাফসীর[১৬৭]
শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন মাহমুদ সিওয়াসী (র.) উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি ৮০৩ হি. সনে ইন্‌তিকাল করেন।

ইমাম আল-বায়দাভীর ৫২৮ হি. থেকে ৬২৮ হি. সনের মধ্যবর্তী কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬৮৫ হিজরী অথবা ৬৯১ হিজরী কিংবা ৬৯২ হিজরী বা ৭১৯ হিজরীতে তিবরীয নগরীতে ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর জন্ম পূর্ববর্তী এক শতাব্দী, জীবনকাল ও পরবর্তী এক শতাব্দীর তাফসীর সাহিত্য ও তাফসীরবিদগণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে 'তাফসীর আল-বায়দাভী ও সমকালীন তাফসীর সাহিত্য' সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা উপরিউক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উক্ত অধ্যায়ে আলোচিত তাফসীর আল-বায়দাভীর বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলীর সূত্রে পরবর্তী অধ্যায়ে অনুরূপ কয়েকটি তাফসীরের বৈশিষ্ট্যাবলী তুলনামূলক বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বনে আলোচিত হবে। বিশেষত ইমাম আল-বায়দাভী তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি গ্রন্থটিতে প্রত্যেক সূরান্তে হাদীস সন্নিবেশিত করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা যে সমসাময়িক তাফসীর গ্রন্থাবলীর অনুসরণ তা তুলে ধরা হবে।

---

১৬৩ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৪১।
১৬৪ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৪১।
১৬৫ উমর রিযা কাহ্‌হালা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৬।
১৬৬ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৪০।
১৬৭ *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাফসীর শাস্ত্রে সূরান্তে হাদীস সন্নিবেশিত করার প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসীর আল-বায়দাভী

আকীদা বা ফিকহের ক্ষেত্রে তাকলীদ বা অনুসরণ তাফসীরের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত ও প্রসারিত হতে দেখা যায়। কোন এক মুফাসসির তার পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুসরণের মাঝে নিজেদের কৃতিত্ব বলে ধারণা করতে থাকেন। অন্যদিকে অনেকের কাজ তাফসীর গ্রন্থের শরাহ বা ব্যাখ্যা বা হাশিয়া বা টিকা লিখনের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন। ইবন জারীর তাবারী (র.), ইমাম রাযী (র.) এবং আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর পরে তাফসীরের যেসব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই উপরোল্লিখিত তাফসীর থেকেই গৃহিত তথ্য সমৃদ্ধ এবং সেগুলোরই সারসংক্ষেপ।

ইমাম আল-বায়দাভী (র.)ও তাঁর গ্রন্থটি রচনায় পূর্ববর্তী তাফসীর গ্রন্থাবলীর অনুসরণ করেছেন। বিশেষত তিনি গ্রন্থটিতে প্রত্যেক সূরান্তে হাদীস সন্নিবেশিত করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা সমসাময়িক তাফসীর গ্রন্থাবলীরই অনুসৃতি। নিম্নে সমকালীন কয়েকটি তাফসীরগ্রন্থের পরিচিতি ও উহাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে ইমাম বায়দাভী (র.) সমসাময়িক কালে রচিত তাফসীরে সূরান্তে হাদীস সংকলনের প্রাসঙ্গিকতা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে-

ক. সূরান্তে হাদীস সন্নিবেশিত সমকালীন কয়েকটি তাফসীর ও তাঁদের বৈশিষ্ট্য

১. আল-কাশ্‌ফু ওয়াল বয়ান আন তাফসীরিল কুরআন (الكشف و البيان عن تفسير القران)

ইমাম আবূ ইসহাক আহমাদ ইবন ইবরাহীম আস সা'লাবী আন নিশাপুরী (র.) 'আল-কাশ্‌ফু ওয়াল বয়ান আন তাফসীরিল কুরআন' (الكشف و البيان عن تفسير القران) নামক ঐতিহাসিক তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি হাফিয, কুরআন বিষেশজ্ঞ, ভাষাবিদ, সুসাহিত্যিক ও ওয়ায়েজ ছিলেন। ইবন খাল্লিকান বলেন,

الثعلبي النيسابوري المفسر المشهور كان أوحد زمانه في علم التفسير الكبير

"তিনি ইলমে তাফসীরে তাঁর যুগে একক ছিলেন এবং এমন একটি তাফসীর রচনা করেন যা অন্য তাফসীরের তুলনায় উঁচু মানের।"[১৬৮] তিনি হিজরী ৪২৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কারো মতে, তিনি সে বছরের ২৩ মহররম ইন্‌তিকাল করেন।[১৬৯] তাঁর তাফসীর সনদ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সমসাময়িক যুগে লিখিত তাফসীরসমূহের উপর এটার প্রাধান্য ছিল। তাঁর এ তাফসীরটি আল-আযহার পাঠাগারে অসম্পূর্ণ হস্তলিখিত অবস্থায় পাওয়া যায়, যা প্রথম থেকে সূরা ফুরকান পর্যন্ত চার খণ্ডে রচিত।

তাফসীরের শুরুতে তিনি একটি ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন। তাতে তিনি তাফসীরের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি তাঁর ছোট বেলার অধ্যয়ন, তাফসীর গবেষণার স্মৃতিচারণ করেছেন। এরপর তিনি যাঁদের উৎসাহে তাফসীর রচনা করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। অতপর তিনি তাফসীর রচয়িতাগণের বিভিন্ন দলের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তিনি পূর্ববর্তী যে সব আলীম হতে তাফসীর বর্ণনা করেছেন, তাঁদের ধারাবাহিক সনদ উল্লেখ

---

১৬৮ আবূল আব্বাস শামছুদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবি বকর ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান,* (বৈরূত: দারু ছাদির, ১৯৭২, খ. ১, পৃ. ৭৯।

১৬৯ ইবন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। তাঁর তাফসীর সম্পর্কে উয়াকুত মুজামুল উদাবা গ্রন্থে বলেন, "আবূ ইসহাক সা'লাবী (র.) এমন একটি তাফসীর রচনা করেন, যা বিভিন্ন আয়াতের মর্মার্থ, ইশারা ইঙ্গিত, ব্যাকরণ, কিরাআত, পণ্ডিতগণের বৈচিত্র্যময় বাণী অন্তর্ভূক্ত করে।"[১৭০]

ইমাম সা'লাবী (র.) তাফসীর করতে গিয়ে সনদ সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তীগণের থেকে বিভিন্ন মতামতের উপর ভিত্তি করে তাফসীর করেছেন। তবে তিনি মাঝে মাঝে সনদ সংক্ষিপ্ত করেছেন। এ সনদের বিস্তারিতরূপ কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। তিনি আরবী শব্দের বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন অর্থ বর্ণনায় আরবী কবিতাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। তিনি আরবী ব্যাকরণ সংক্রান্ত মাসআলাগুলো এড়িয়ে যাননি; বরং বিস্তারিত এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ফিকহী মাসআলাসমূহ দলীল-প্রমাণসহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। যখন আয়াতে আহকাম এসেছে, তখন তিনি আহকাম সংক্রান্ত বিভিন্ন উক্তি, মতবিরোধ প্রমাণাদির বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন এবং যুক্তিপূর্ণভাবে মাসআলাটির নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে এ রিওয়ায়েতের সনদগুলো পর্যালোচনা করেছেন।

তাঁর তাফসীর গ্রন্থের প্রতিটি সূরার শেষে সূরার ফযিলত সম্পর্কে নূন্যতম একটি করে হলেও হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। ইমাম ইবন তাইমিয়া তাঁর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, "সা'লাবী তাঁর তাফসীরে যে সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করেছেন, তার মধ্যে সাহীহ, যঈফ ও মওযূ সবই রয়েছে।"[১৭১] ইমাম সা'লাবী (র.) এর জন্যে যথেষ্ঠ সমালোচিত হয়েছেন। ইমাম ইবন তাইমিয়া মাজমূ'উ ফাতাওয়াতে বলেন, "সা'লাবী নিজে খুব পূর্ণবান, ধর্মালম্বী ও বিদআতমুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অন্ধকারে কাঠ সংগ্রহকারীর মত সাহীহ, দুর্বল, মাওযূ যাই পেয়েছেন তাই সংকলন করেছেন।"[১৭২] ড. যাহাবী আরো বলেন, আসলে সা'লাবী দুর্বল হাদীস থেকে সহীহ্ হাদীস বা তথ্যকে আলাদা করার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না, যার কারণে তাঁর তাফসীরে প্রচুর মাওযূ' খুব সহজে স্থান পেয়েছে।[১৭৩]

২. **আল-ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ** (الوسيط في تفسير القران المجيد)

আল্লামা ইমাম আবূল হাসান আলী ইবন আহমাদ আল-ওয়াহিদী আন-নিশাপুরী আশ-শাফিঈ (র.) আল-ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ (الوسيط في تفسير القران المجيد) গ্রন্থটি রচনা করেন। হামাদান ও রায় নগরী দ্বয়ের মাঝে সাওয়াহ্ নামক স্থানে তাঁর বংশের লোকজন ব্যবসা করতেন। সে পরিবেশেই নিশাপূরে আনুমানিক ৩৯৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সর্বসম্মতভাবে ৪৬৮ হিজরীতে প্রায় ১৭০ বছরে সেখানেই ইন্তিকাল করেন।[১৭৪] জন্ম, শৈশব, পেশাগত দায়িত্ব ও মৃত্যুর সব কিছু নিশাপূরে হলেও জ্ঞান অর্জনের জন্য তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা তিনি ভ্রমণ করেছেন। তাঁর ওস্তাদগণের সংখ্যা প্রচুর বলে স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ 'আল-বাসীত'-এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। তাঁদের নিকট থেকে তাফসীর, হাদীস, বালাগাত, নাহ্ব, সর্ফ্, আরবী সাহিত্য, কিরাআত ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর

---

১৭০ শিহাবুদ্দীন ইয়াকুত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা,* (বৈরূতঃ দারুল ফিকহ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খৃ.) খ. ৫, পৃ. ৩৭।

১৭১ শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবন আব্দুল হালিম ইবন আব্দুস সালাম (ইমাম ইবন তাইমিয়া), *মাজমূ'উ ফাতাওয়া,* (রিয়াদঃ আর রুআসাতুল আম্মাহ, তা.বি.) খ. ১৩, পৃ. ৩৮৬।

১৭২ ইমাম ইবন তাইমিয়া, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৩, পৃ. ৩৮৬।

১৭৩ মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ২৩৮-২৪৪।

১৭৪ শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আহমদ আদ-দাউদী, *তাবাকাতুল মুফাসসিরীন,* (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.) খ. ১, পৃ. ৩৯৫; ইবন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ৩০৪।

Dhaka University Institutional Repository

বড় শায়খ হলেন, ইমাম আল্লামা আবূ ইসহাক আস-সা'লাবী (মৃ. ৪২৭ হি.)। আল্লামা ওয়াহিদী (র.) শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি তাফসীর, উসূলে তাফসীরসহ ব্যাকরণ, সাহিত্য, আকীদা, সীরাত ইত্যাদিতে প্রায় ২০ টির অধিক গ্রন্থের লেখক। তাঁর জীবনীকারগণ এগুলোর ভাষা, তত্ত্ব ও তথ্য, গুণগত মান, সূক্ষ্মতার বিচারে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আল্লামা ওয়াহিদী (র.) তাফসীর আল-ওয়াসীত গ্রন্থটি চার খণ্ডে ১৯৯৪ খৃ. বৈরূতের দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত হয়।

এ তাফসীরটি তাফসীর বিল মাসূর প্রধান ও তা রায়ের সংমিশ্রণে রচিত। বৃহৎ তাফসীর গ্রন্থাবলীর মাঝে মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। এটির অনেক স্থানে সনদসহ তাফসীর বিল মাসূরের আলোকে তাফসীর করা হয়। যাতে কুরআনের আয়াত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবা ও তাবিঈগণের বাণী উদ্ধৃতি পেশ করা হয়। তবে তাবে-তাবিঈন ও তাঁদের পরবর্তী সময়ের প্রসিদ্ধ মুফাসরিসগণের কথাও স্থান পেয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তাফসীর ব্যতীত অন্যদের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনদ বাদ দিয়ে তিনি সরাসরি বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবন আব্বাস (রা.), কাতাদাহ, যাজ্জাজ, ইবনুল আম্বারী প্রমুখের মতামত ঘনঘন ব্যবহার করেছেন। তিনি যদিও ভূমিকাতে তাফসীর বির রায়ের পক্ষে মত দেননি, কিন্তু তাঁর মূল তাফসীরে তাফসীর বিল মাসূরের পাশাপাশি নিজের মতামতের ভিত্তিতেও তাফসীর করেছেন। আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনায় অনেক রিওয়াত করেছেন। ভাষাবিদ ও বালাগত পণ্ডিতগণের বিভিন্ন মতামতের আলোকে কুরআনের বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। ভাবার্থ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কখনো কখনো ফিকহী মাসাইলের আলোচনা করেছেন। এতে শাফিঈ মাযহাবের প্রতি ঝুঁকে গিয়েছেন। কখনো কখনো নাহব, সারফ তথা ব্যাকরণের আলোচনা করেছেন। অন্যান্য মুফাসসিরগণের ন্যায় ইলমু কিরআতের প্রসঙ্গও এনেছেন।

আল্লামা ওয়াহিদী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে প্রতি সূরার ফযিলত বর্ণনায় অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে বুখারী মুসলিমের বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। মোটকথা গ্রন্থটিতে তাফসীর বির মা'সূর ও তাফসীর বির রায় তথা রিওয়ায়েত ও দিরায়াত উভয় ধরনের তাফসীরের সমাহার ঘটানো হয়েছে। তবে এতে সমালোচনা ব্যতীত অনেক ইসরাঈলী বর্ণনা এসেছে। তাছাড়া অনেক মাওযূ' বর্ণনাও এতে আছে বলে অভিযোগ আছে।

৩. মা'আলিমুত তানযীল (معالم التنزيل)

বাগাভী উপনামে পরিচিত তার নামের সাথে معالم التنزيل নামক তাফসীরটি 'তাফসীরে বাগাভী' নামে অভিহিত। আবূ মুহাম্মদ আল-হোসাইন ইবন মাসউদ ইবন মুহাম্মদ আল-ফাররা আল-বাগাভী (র.) এ তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী ইমাম বাগাভী (র.) ছিলেন আল্লাহভীরু, বিলাস-বিমুখ ও পরহেযগারীতে প্রসিদ্ধ। পবিত্রতা ছাড়া কখনো পাঠ দান করতেন না। তাঁর উপাধী ছিল 'মহিউস সুন্নাহ ও রুকুনুদ্দীন'। এ মহা মনীষী ৫১০ হিজরীতে[১৭৫] মতান্তরে ৫১৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৭৬]

আল্লামা বাগাভী (র.) একাধারে তাফসীরে হাদীসে ও ফিকহ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ইমাম হিসেবে ভূষিত ছিলেন। তাজুস সুবকী (র.) তার সম্পর্কে বলেন, "তিনি ছিলেন উচ্চস্তরের ইমাম, আল্লাহভীরু, পার্থিব বিমুখ, ইসলামী আইনজ্ঞ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির। বিদ্যা ও কর্মে সমন্বয়কারী। তিনি

---

১৭৫ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫।

১৭৬ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন, মুআলিমুত তানযীল, শারহুস সুন্নাহ, আল-মাসাবীহ, তাহযীব ইত্যাদি।[১৭৭] তাঁর তাফসীর গ্রন্থ মুআলিমুত তানযীল মিসরে আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর তাফসীর সম্পর্কে ইবন তাইমিয়া (র.) বলেন, বাগাভীর তাফসীর সা'লাবী হতে সংক্ষিপ্ত হলেও ইহা মাওযূ' ও বিদ্'আত (বাতিল ফির্কার আকীদা ও মতামত) মুক্ত।[১৭৮] 'কাশফুয যুনূন' গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে যে, উক্ত তাফসীরটি মধ্যপন্থী, যা সাহাবী (রা.) তাবিঈ ও পরবর্তীগণের থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।"[১৭৯]

তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল প্রাঞ্জল ভাষায় তাফসীর করেছে॥ তিনি পূর্ববর্তী তাফসীরকারগণের থেকে সহযোগিতা নিয়েছেন। তিনি সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, "ইবন আব্বাস বলেন, মুজাহিদ বলেন।" তিনি অর্থের বিশ্লেষণে মাঝে মাঝে নাহ্বী আলোচনার অবতারণা করেছেন। কিন্তু তা একেবারেই সীমিত পরিসরে। অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বৈয়াকরণিক আলোচনায় যেখানে প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন সেখানে ইমাম বাগাভী (র.) তা অনেকাংশে বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করেছেন বলা যায়। তিনি ঐতিহাসিক কাহিনী উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি কিছু কিছু ইসরাঈলী বর্ণনার স্থান দিয়েছেন। তবে যা ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, তা পরিহার করেছেন।

তাঁর ব্যবহৃত হাদীসগুলো যার নিকট থেকে গৃহীত, তার বিস্তারিত সনদ গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর উপর নির্ভর স্বীকৃত বলে তাফসীরের ক্ষেত্রে কোন বর্ণনাকেও অনেকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে থাকেন। কারণ সনদ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি সাবধানতা অবলম্বন করতেন বলে জনশ্রুতি আছে। গ্রন্থের শুরুতেই তিনি যাদের থেকে তাফসীর বর্ণনা করেছেন তাদের সনদ বর্ণনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থে কালবী ও অন্যান্য দুর্বল রাবীর বর্ণনাও কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাফসীর করতে গিয়ে তিনি তাঁদের বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন মন্তব্য রাখেননি। কোন কোন সময় তিনি পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের বর্ণনায় তাঁদের বিরোধপূর্ণ বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এক রিওয়ায়েতকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেননি। কোনটা সহীহ্ বা বিশুদ্ধ, কোনটা যঈফ বা দুর্বল তা নিরূপণ করেননি। বিভিন্ন আয়াত ও সূরাসমূহের ফযীলত তথা মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় এর সংক্ষিপ্ত রিওয়ায়েতগুলো উল্লেখ করেছেন।

৪. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (تفسير القران العظيم)

'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম', আল্লামা ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন আমর ইবন কাসীরের এক অমর ও অবিস্মরণীয় অবদান। মানকূলাত তথা রিওয়ায়েতভিত্তিক তাফসীরসমূহের মধ্যে তাফসীরে ইব্ন কাসীরই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর। তিনি ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার বসরা শহরের এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবুল হাদস শিহাবুদ্দীন আমর (র.) সেখানকার খতীবে আযম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবুল ওহাব সমসাময়িক কালের একজন খ্যাতনামা আলীম, হাদীসবেত্তা ও তাফসীরকারক ছিলেন।[১৮০] তিনি তাঁর ভাইয়ের সাথে বিদ্যা অর্জনের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। ৭০৬ হিজরীতে তঁর ভাইয়ের সাথে বিদ্যা অর্জনের জন্য তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র

---

১৭৭ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৫।

১৭৮ ইমাম ইবন তাইমিয়া, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৩, পৃ. ৩৮৬।

১৭৯ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৩৭।

১৮০ আবূল ফিদা 'ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর আদ্-দামিস্কী, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (তাফসীরে ইবন কাসীর)*, বঙ্গানু, ইফাবা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খৃ.) খ. ১, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

বাগদাদে এবং ৭১৩ হিজরীতে দামেশকে গমণ করেন। অতপর শায়খ ইবন তাইমিয়া (র.), শায়খ বুরহানুদ্দীন ইবন আব্দুর রহামন দায়ারী (র.) ও শায়খ কামালুদ্দীন ইবন কাযী শাহাবা ইবন আসাকির, আমুদী (র.) সহ বহু আলেমের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। পরবর্তীতে দামেশকের বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। যেমন মাদ্রাসায়ে নজীবিয়্যা, সালিহিয়া, ফাদিলিয়া ইত্যাদিতে শায়খুল হাদীস ছিলেন। মোট কথায় তিনি মুসলিম জাহানের তৎকালীন সেরা মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকীহবৃন্দের নিকট থেকে বিপুল অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে তৎকালীন সমগ্র মুসলিম জাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমামের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।[১৮১]

তিনি তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। হাফিয হুসাইনী (র.) বলেন, "তিনি হাদীসের অনন্য হাফিয, প্রখ্যাত ইমাম, অসাধারণ বাগ্মী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।"[১৮২] এ প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ৭৭৪ হিজরীতে ১৫ই শাবান মোতাবেক ১২৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দামেশকে ইহধাম ত্যাগ করে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন।[১৮৩] তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁরই পরম শিক্ষক শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার কবরের পার্শ্বে তথা দামেশকের বাবুন নসরের বহির্স্থিত সূফীয়া নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়।[১৮৪]

তাফসীর বিল মা'সূরের উপর রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ও সাবলীল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তাফসীরই হল 'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম'। ইমাম ইবন কাসীর (র.) তাঁর তাফসীরের শুরুতে অত্যন্ত মূল্যবান একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা প্রদান করেছেন, যাতে তিনি তাফসীর করার বিভিন্ন শর্ত ও প্রয়োজনীয় দিকগুলো তুলে ধরেছেন। তাঁর ঐ মতামতগুলো ইমাম ইবন তাইমিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি কোন আয়াতের তাফসীর করতে প্রথম কুরআনের অন্য স্থানে আসা সমার্থবোধক আয়াতসমূহকেই যথাসম্ভব ব্যবহার করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস, অতপর সাহাবীগণের আসার বা বাণীসমূহ ও পরিশেষে তাবিঈগণের মন্তব্যগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। তিনিও পূর্ববর্তী তাফসীরসমূহ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি চয়ন করেছেন।

তিনি সম্ভবত নির্ভরযোগ্য মনে করে কিছু কিছু সনদ সংক্ষিপ্তও করেছেন। প্রয়োজনীয় হাদীস ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বর্ণনার সূত্র বর্ণনাকারীর চরিত্র, দোষ-ত্রুটি[১৮৫] ও হাদীসের স্তর ও শ্রেণীভেদের প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিশ্লেষিত হয়েছে। তিনি তাফসীরে ইবন জারীরসহ বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত ইসরাঈলী আজগুবী কাহিনী ও জাল হাদীসভিত্তিক অলীক উপাখ্যানসমূহের সমালোচনা করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করে বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে নির্ভরযোগ্য ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এদিক দিয়ে তাঁর গ্রন্থটি একক বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত। তিনি সূরার নামকরণের প্রেক্ষাপট, ইলম কিরআত, আরবী ব্যাকরণগত দিক ও আরবী কবিতার উল্লেখ ইত্যাদির সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর তাফসীরে।

রিওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যান্য তাফসীরকারকগণের মধ্যে ইমাম ইবন কাসীর (র.) একই ব্যাপারে আগত একাধিক রিওয়ায়েতকে সন্নিবেশিত করে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

---

১৮১ ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৫৩।

১৮২ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৫৩।

১৮৩ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৯।

১৮৪ ইবন আল-'ইমাদ আল-'আকরী আল-হাম্বলী র., *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ২৩২।

১৮৫ *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বল বর্ণনা স্থান পেয়েছে বলে কেউ কেউ অভিমত দিয়েছেন।[১৮৬] ইমাম ইবন কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থের সূরার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর তাফসীরের শেষে ফাযাইলুল কুরআন নামক একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। তাঁর তাফসীর সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী বলেন, "তিনি মুহাদ্দিসসুলভ পর্যালোচনা করে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।"[১৮৭]

৫. আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন (الجواهر الحسان فى تفسير القران)
আবূ যায়েদ আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন মাকলূফ আস-সা'আলাবী (র.) আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন الجواهر الحسان فى تفسير القران তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি আলজেরিয়ার রাজধানীর সন্নিকটে ওয়াদী ইয়াসার নামক স্থানে ৭৮৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাঁর নিজ শহরসহ বাজায়া, তিউনিস, মিসর ও মক্কা-মদীনা সফর করেন এবং রিওয়ায়েত পর্যটক খিতাবে ভূষিত হন। মালিকীর মাযহাবের অনুসারী এ তাফসীরকারক ইমামুল উম্মাহ ও হুজ্জাত খেতাবে ভূষিত হন। নেক আমলধারী নির্লোভ নির্মোহ আলিমে দ্বীন, অন্যতম ওলী ও বুযুর্গ ব্যক্তি হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। এ মহান ব্যক্তি অনেক মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করে গিয়েছেন। ৮৭৫ মতান্তরে ৮৭৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আলজেরিয়া শহরেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১৮৮]

ইমাম সা'লাবীর রচিত তাফসীরটি চার খণ্ডে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম তাতে গ্রন্থের শুরুতে একটি দীর্ঘ সূচনা ও শেষে সংক্ষিপ্ত একটি উপসংহার টেনেছেন। শুরুতে তিনি তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি তাফসীরে ইবন আতিয়্যাহর পদ্ধতির অনুসরণ করছেন। তারপর অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ও মুহাককিক মুফাসসিরগণের তাফসীর থেকে মতামত নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক নিয়মে কোন মত নিতে এর যথাযথ উৎস ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছেন। ভূমিকায় আল-কুরআনের মাহাত্ম্য এর তাফসীর ও বাক্য বিন্যাস রীতির মাহাত্ম্য এবং এ ব্যাপারে উলামার মতানৈক্য, মুফাসসিরগণের স্তরসমূহ, আল-কুরআনের ব্যবহৃত অনারবী শব্দগুলো, কুরআনের নাম, সূরা ও আয়াত ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইমাম সা'আলাবী তাঁর তাফসীরে পূর্ববর্তীগণের নিকট থেকে সংকলিত তাফসীর বিল মা'সূরের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এবং তাফসীর করা হয়েছে তারতীব সহকারে। তিনি বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিসের বর্ণিত সহীহ্ ও হাসান হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি সাহাবী ও তাবিঈ ও আলীমগণের মতামত উপস্থাপন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে অনেক অশুদ্ধ ঘটনাকে সংক্ষেপ করেছেন, যা আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। ইমাম মালিকের মুয়াত্তা হতেও কিছু কিছু বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। যখন পূর্ববর্তীগণের থেকে বর্ণনা করেছেন, তখন সনদ ছাড়াই তিনি বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারকগণের

---

১৮৬ মান্নাউল কাত্তান, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন,* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযি') পৃ. ৩৭৬-৩৭৭।

১৮৭ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মা'রিফুল কুরআন,* বঙ্গানুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৯ হি./ ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ৫২।

১৮৮ আবূল খায়ের শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান আস-সাখাবী, *আদ-দুউল লামি লি আহলিল কারনিত তাসি',* (কায়রো: মাতবাআ কুদসী, ১৩৫৫ হি.) খ. ৪, পৃ. ১৫২; ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহবী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

মত সা'আলাবীও কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। আর এতে কিছু যঈফ বা দুর্বল বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। তবে তিনি এগুলোর সমালোচনাও করেছেন।

৬. **আন-নকাতু ওয়াল উয়ূন** (النكت و العيون فى تفسير القران الكريم)

কাযী আবূল হসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীব আল-মাওয়ারদী আল-বাসরী আশ-শাফিঈ (র.) আন-নকাতু ওয়াল উয়ূন النكت و العيون فى تفسير القران الكريم বা تفسير الموارددى তাফসীরুল মাওয়ারদী তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৩৬৪ হি. সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন আব্বাসীয় খিলাফতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় স্বর্ণযুগ বিরাজ করছিল। তাঁর বংশের লোকজন গোলাপ জলের ব্যবসা করতো। এজন্যে তাকে মাওয়ারদী বলা হতো। বাল্যকাল থেকেই বাসরায় প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করেন আল্লামা আবূল কাসিম সুমায়রী (মৃ. ৩৮৬ হি.) -এর নিকট থেকে। অতপর বাগদাদে গমন করে হাদীস, তাফসীর ও ফিকহের উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। বিশেষ করে আবূ হামিদ আল-ইসফারায়নী (মৃ. ৩৮৬ হি.) -এর দরবারে গমন করে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এ ছাড়া জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে তিনি পার্শ্ববর্তী অনেক শহর ভ্রমণ করেছিলেন।

তাঁর রচনাবলী অধ্যয়ন করলে বুঝা যায়, তিনি হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ আমর ইবনুস সালাহের বর্ণনা মতে মাওয়ারদী মুতাযিলা মাযহাবের অনুসারী ছিলেন বলে অভিযোগ আছে। তবে তিনি তা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করতেন।[১৮৯] আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবীর মতে, তাঁর তাফসীরে কিছু কিছু মত এমন এসেছে, যা বাহ্যত মুতাযিলাগণের চিন্তাধারার সাথে মিলে যায়। যেমন সূরা কামারের ৪৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।[১৯০] তবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী, ইবন হাজার আল-আসকালানী (র.) সহ অনেক মুহাদ্দিস তাঁকে সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এমনকি ইবন হাজার আসকালানী (র.) বলেন, "মুতাযিলা নামে তাঁকে অভিহিত করা উচিত নয়।"[১৯১]

তাঁর চিন্তা-চেতনায় সমসাময়িক অবস্থা অনুসারে মুতাযিলাগণের মুক্তচিন্তাধারার কিছু প্রভাব থাকলেও তিনি যামাখশারীর মত কট্টর মুতাযিলা ছিলেন না বা তাদেরকে সমর্থনও করেননি। তাঁর তাফসীরটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতামতের প্রতিফলন। সমসাময়িক রাজা-বাদশাহগণ তাঁকে বেশ সম্মান করতেন। তাঁর মাঝে ইখলাস ছিল। তিনি একাধিক শহরে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। যে জন্য তাঁকে কাযী উপাধি দেয়া হয়। ৪২৯ হিজরীতে তাঁকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছিল। এ মহামনীষী ৪৫০ হিজরীতে রবিউল আউয়াল মাসেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর ছাত্র খতীব আল-বাগদাদী মনীনার মসজিদে তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান এবং বাগদাদের বাবে হারব কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন যা বিশ্ববিখ্যাত হওয়ার সম্মানে ভূষিত। তন্মধ্যে তাফসীরে মাওয়ারদী পবিত্র কুরআনের পুরাতন তাফসীর গ্রন্থের অন্যতম। এ অমুল্য রত্ন তাফসীরটির বিভিন্ন দিক রয়েছে যা একে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত করেছে। আয়াতে কুরআনের যে স্থানগুলো সাধারণত বোধগম্যে কঠিন মনে হয়েছে, সে স্থানসমূহেরই তিনি তাফসীর করেছেন।

---

১৮৯ ইবন হাজার আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৬০।

১৯০ ইমাম শামছুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরূতঃ মু'আসসাতুর রিসালা, ১৪০৬ হি.) খ. ১৩, পৃ. ৪৭৫।

১৯১ ইবন হাজার আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

আর যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাধারণ পাঠে বোধগম্য, তার অতিরঞ্জন কোন আলোচনা তাতে স্থান দেয়া হয়নি। তাফসীরের শুরুতে সাতটি পরিচ্ছেদে একটি ভূমিকায় তাফসীরে কুরআন সম্পর্কিত কিছু জ্ঞানগর্ব আলোচনা করেছেন। নির্দিষ্ট আয়াতে কুরআনে সালাফে সালিহীন ও তাঁদের পরবর্তী যুগের মুফাসসিরগণের বাণীসমূহ একত্রিত করেছেন। আয়াতের বিভিন্ন শব্দসমূহের আভিধানিক দিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। একই আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বাণীগুলো বা নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলোর সংখ্যা উল্লেখ করেছেন এবং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছেন। তিনি শুধু অন্যদের থেকে বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং নিজস্ব মতামতও প্রদান করেছেন। কিছু কিছু স্থানে বিভিন্ন কথার মধ্যে একটিকে যুক্তি প্রদর্শনমূলক প্রাধান্য দিয়েছেন। ফিকহী আলোচনায় ইমাম শাফিঈর কথাই বেশি বেশি নিয়ে এসেছেন। তিনি নিজেই শাফিঈ মাযহাবের একজন বড় ইমাম ছিলেন। তবে মাঝে মাঝে ইশারায় আবূ হানিফা, মালিক, দাউদ আয যাহিরীর কথাও এনেছেন। তবে আহমদ ইবন হাম্বলের কথা আনেননি। কারণ তাবারীর মতে, তিনি আহমদ ইবন হাম্বলকে ফকীহ মনে না করে মুহাদ্দিস মনে করতেন।[১৯২]

তিনি ইলম ক্বিরআতের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে যে সব উৎসের সাহায্য নিয়েছেন তন্মধ্যে ইবন খাওয়াইহ-এর আল কিরাআতুশ শাআযযাহ, আবূ আলী আল হাসান ইবন আহমাদ আল-ফারাসীর আল হুজ্জাহ ফী ইলাহিল কিরাআতিস সাবা', আবুল ফাতহ উসমান ইবন জুনার, কিতাবুর মুহতাসিব ফী তাইঈনি ওজুহি শাওয়াযিল কিরাআত। এমনিভাবে মাক্কী ইবন আবী তালিব আল-কায়সী ও আবূ আমর উসমান ইবন সাঈদ আদ দানীর গ্রন্থাদি থেকেও সহায়তা নিয়েছেন।

তাফসীর বির মাসূর থেকে সহায়তা নিতে তাফসীরে তাবারী, মুকাতিল ইবন হাইয়্যান, সীরাতবিদ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক প্রমুখের সহায়তা নিয়েছেন। ভাষাগত ও ব্যাকরণগত আলোচনা করেছেন। এতে কিসাঈ, ফাররা, আখফাশ, সা'লাব, মুবাররাদ, যাজ্জাজ, আবূ উবায়দা, খলীল ইবন আহমাদ, সীবুওয়াইহ, আমর ইবনুল আলা প্রমুখের রচনাবলী থেকে সহায়তা নিয়েছেন। তাফসীরের ভাষা সংক্ষিপ্ত, সাবলীল কারুকার্যপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তবে তা সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু এসব বর্ণনার উপর কোন মন্তব্য করেননি। যেমন সূরা বাকারায় হারূত-মারূতের বর্ণনায়।[১৯৩]

৭. **যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর** (زاد المسير فى علم التفسير)

প্রখ্যাত এ তাফসীরটির রচয়িতা আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-জাওযী আল-কুরশী আল-বাগদাদী। তিনি ৫০৮ হিজরীতে বাগদাদ নগরীর 'দারবে হাবীব' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অতি ছোট সময় তাঁর পিতা ইনতিকালের পর তাঁর মামা ও মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। অল্প সময়ে কুরআনুল কারীম তাজবিদসহ হিফয করার পর বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে ইলম হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী সমসাময়িক বড় বড় আলীমগণের নিকট অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের সংখ্যা ৮৭ বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইলম ফিকহ, তর্ক শাস্ত্র, উসূল ইত্যাদি বিষয়ে আবূ বকর আদ্দী নূরী ও কাযী আবূ ইয়ালার নিকট থেকে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সে যুগে প্রসিদ্ধ ওয়ায়েয আবুল হাসান যাগওয়ানীর নিকট থেকে ওয়ায শিক্ষা করেন। অল্প বয়স থেকে তিনি

---

১৯২ কাযী আবূল হসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীব আল-মাওয়ারদী আল-বাসরী আশ-শাফিঈ (র.), *আন-নকাতু ওয়াল উয়ূন (তাফসীরে মাওয়ারদী)*, (বৈরূত: মুআস্সাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা, তা.বি.) খ. ১, পৃ. ৮।

১৯৩ আল-মাওয়ারদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ায-নসীহত অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করেন।[১৯৪] তাঁর ওয়ায শুনার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামত। তিনি একাধারে ওয়ায়েয, ফকীহ, তার্কিক, হাফিয, মুফাসসির, সুসাহিত্যিক ও দাঈ ছিলেন। তিনি ৫৯৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৯৫] বিদআতের প্রচণ্ড বিরোধী হিসেবে খ্যাত আল্লামা ইবনুল জাওযী আকীদা, আখলাক, তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস, ফিকহ, ওয়ায-নসীহত ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে অতি মূল্যবান প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলেন, মাত্র তের বছর বয়স থেকেই লেখালেখি শুরু করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০০ টি। তন্মধ্যে ১৯২ টির সন্ধান পাওয়া যায়। ইলম তাফসীর ও উলূমুল কুরআনে বেশ ক'টি মূল্যবান রচনা রেখে যান। তন্মধ্যে আল-মুগনী ফিত তাফসীর, যাদুর মাসীর ফী ইলমিত তাফসীরিল কুরআন, তাযকিরাতুল আরীব ফী তাফসীরিল গারীব, তায়সীরুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, গারীবুল গারীব, নুযহাতুল উয়ূনিন নাওয়াযির ফিল ওজূহ ওয়ান নাযাইর, আল-ইশারাতু ইলাল কিরআহ আল-মুখতারাহ, তাযকিরাতুল মুনতাবাহ ফী উয়ূনিল মুশতাবাহ, ফুনূনুল আফনান ফী 'উয়ূনী উলূমিল কুরআন, ওয়ারাদুল আগসান ফী ফুনূনিল আফনান, উমদাতুর রাসিখ ফী মারিফাতিল মানসূখ ওয়ান নাসিখ উল্লেখ্য।

তাঁর রচিত ঐ ধরনের গ্রন্থাবলীর মাঝে যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর তাফসীরের ক্ষেত্রে এক অসাধারণ গ্রন্থ। আল্লামা ইবন আল জাওযী দাবী করেছেন যে পুরো তাফসীর গ্রন্থে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এগুলো কিছু কিছু এমন বড় যে, মানুষ তা মনে রাখার ব্যাপারে নিরাশভাব অনুভব করছে। কিছু কিছু এমন ছোট যা দ্বারা আসল উদ্দেশ্য জানা যায় না। মধ্যম পর্যায়ের যেগুলো আছে সেগুলোও অল্প উপকারী ও বিক্ষিপ্ত। কেননা তাতে জটিলতা ব্যাখ্যা করা হয়নি। আবার যা ব্যাখ্যা করার মত নয় তা ব্যাখ্যায়িত। তখন তিনি সহজবোধ্য সংক্ষিপ্ত তাফসীর রচনা করেন। যার নাম 'যাদুল মাসীর'।[১৯৬]

তিনি তাঁর তাফসীরের সূচনায় তাফসীর বিষয়ে এক নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লেখেন। যাতে ইলম তাফসীরের মহাত্ম্য, তাফসীর ও তা'বীলের মাঝে পার্থক্য, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত, তাঁর পূর্ববর্তী লেখকের গ্রন্থাবলীর বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ-এর তাফসীর ইত্যাদি বিষয় স্থান লাভ করেছে। এতে উল্লেখ করেন যে, পূর্বে লিখিত তাফসীর গ্রন্থসমূহে ইলম তাফসীরের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অনুসরণ করা হয়নি। যেমন আয়াতের ভাবার্থ ফুটিয়ে তোলা, নাসিখ-মানসূখ, নাযিল হওয়ার কারণ, মাক্কী-মাদানী চিহ্নিত করা, আয়াতের হুকুম বর্ণনা ও বিভিন্ন আপত্তির জওয়াব ইত্যাদি। তিনি দাবী করেছেন যে, এর প্রত্যেকটি বিষয় তাঁর তাফসীরে স্থান পেয়েছে।[১৯৭]

তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারা তাফসীর শুরু করেছেন। শাব্দিক ব্যাখ্যা না করে আয়াতের শানে নুযূল দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে সকল আয়াতের সকল শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়নি। আয়াতের মূলভাব জ্ঞাপক কোন অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এ ক্রমধারা ও ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে বিভিন্ন মুফাসসিরগণের বক্তব্য এনেছেন। এ বক্তব্যগুলোর প্রায় অধিকাংশই সাহাবা (রা.), তাবিঈ, তাবে-তাবিঈগণের সাথে সংশ্লিষ্ট করে

---

১৯৪ আল-হাফিজ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ,* (কায়রো: দারুদ দায়ায়ন লিত তুরাস, ১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খৃ.), খ. ১৩, পৃ. ৩১-৩২; ইবন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ১৪০।

১৯৫ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯৮৭।

১৯৬ আবুল ফরজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর (যাদুল মাসীরের ভূমিকা),* (দামেস্ক: আল মাকতাব আল ইসলামী, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খৃ.) পৃ. ৩।

১৯৭ ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ এগুলো তাঁদের মতামত। কিন্তু তিনি কোন গ্রন্থের বরাতে এগুলো পেয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বলেননি। সম্ভবত তিনি তাফসীর বিল মা'সূরের সংক্ষিপ্ত সংকলনের চেষ্টা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন মতামতের প্রাধান্য দেননি। মাঝে মাঝে কিছু কিছু নিজস্ব মতের প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এর সমর্থনে তাঁর দৃষ্টিতে সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল কুরআনের একই আয়াত বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে এসেছে। তাই উক্ত মুফাসসির ঐসব আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রথম এক স্থানে উল্লেখ করে পরবর্তীতে ইশারা দিয়ে বলে দিয়েছেন, এ আয়াতের তাফসীর অমুক সূরার অমুক আয়াতে করা হয়েছে। এ দিক দিয়ে পুনরুক্তি বর্জিত এক তাফসীর বলে একে আখ্যা দেয়া যায়। আয়াতের শানে নুযূল, কিরাআত পাঠ রীতি, নাসিখ-মানসূখ আলোচনা, সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছেন। মাঝে মাঝে অন্য আয়াত উল্লেখ করেও তাফসীর করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাফসীরে তাবারী, ইবন কুতাইবা, ইবনুল আম্বারী প্রমুখের মত বেশি গ্রহণ করেছেন। তিনি বক্তব্য উল্লেখ করে এর প্রবক্তার নাম নির্দেশ করেছেন। কিছু মুনকার হাদীস ও ইসরাঈলী রিওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন বলে প্রকাশক কৃর্তক মন্তব্য করা হয়।[১৯৮] তিনি প্রচুর আরবী কবিতার ব্যবহার করেছেন।

তিনি মাঝে মাঝে বিশেষ সূরা বা আয়াতের ব্যাখ্যা কয়েকটি ফসল বা অনুচ্ছেদে ভাগ করে উপস্থাপন করেছেন। এক অনুচ্ছেদে ফযীলত অন্য অনুচ্ছেদে শানে নুযূল ও আরেক অনুচ্ছেদে আয়াতের ব্যাখ্যা ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। তাফসীরটিতে রিওয়ায়েত ও দিরায়াতের সম্মিলন ঘটিয়ে সালাফে সালেহীনের মতামতের ভিত্তিতে সহজলভ্য ও স্পষ্ট আকারে তাফসীর পরিবেশন করেছেন।

৮. আল-কাশ্‌শাফ আন হাকায়িকিত তানযীল ওয়া উয়ূনিল আকাবীল ফী উজুহিত তা'বীল
(الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل)

আল্লামা আবূল কাসিম মাহমুদ ইবন উমর ইবন মুহাম্মদ ইবন উমর আয-যামাখশারী উক্ত তাফসীরটি প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কার বায়তুল্লাহর সন্নিকটে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাঁর উপাধি হয় 'জারুল্লাহ'। তিনি হিজরী ৪৬৭ সনে খুরাসানের খাওয়ারিযম অঞ্চলের যামাখশার জনপদে এক সম্ভ্রান্ত মু'তাযিলী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন অতিমাত্রায় ইবাদাতগুযার আলীম ছিলেন। পিতার নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা নেয়ার পর বুখারা, বাগদাদ, খুরাসান ও হিজাযের প্রসিদ্ধ মাশাইখের নিকট জ্ঞানার্জন করেন। যেখানেই যেতেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন ও প্রাধান্য বিস্তার করতেন।

তিনি মুতাযিলী আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। জানা যায়, তিনি নিজেকে মুতাযিলী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। সমকালীন এক প্রথিতযশা মু'তাযিলী ইমাম, অসাধারণ পণ্ডিত, বিদগ্ধ মুফাসসির অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিধানবেত্তা, সাহিত্যিক, দার্শনিক আল্লামা যামাখশারী অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করে সুতীক্ষ্ণ ও সুবিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার ও সাহিত্য কীর্তি রেখে গেছেন। তাঁর রায়কে ভাষাবিদরা দলীল হিসেবে পেশ করে

---

১৯৮ মুহাম্মদ যুহায়ের আশ-শাওয়েশ, *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, (দামেস্ক: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৩৮৪ হি./ ১৯৬৪ খৃ.), পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন।[১৯৯] আল্লামা যামাখশারী ৫৩৮ হিজরীর ৮ই যিলহজ্জের রাতে খাওয়ারিযমের জুরজানিয়্যাতে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।[২০০]

তিনি ৫২৬ হিজরীতে মক্কায় গমন করার পর ইবন ওয়াহহাসের প্রেরণায় মাত্র দু'বছরে তথা ৫২৮ হিজরীর ২রা রবিউস সানী এ গ্রন্থটি রচনা করেন।[২০১] গ্রন্থটির পদ্ধতিগত দিক বিবেচনা করলে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি আক্বীদাগত দিকে মুতাযিলী আক্বীদাকে ভাষ্য চাতুর্যে ও কারুকার্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাকে যুক্তিযুক্ত করার সতত আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি তাফসীর শুরু করেছেন এ বলে যে, الحمد لله الذى خلق القران "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি কুরআন সৃষ্টি করেছেন।" এ ধরনের বলার কারণ হচ্ছে, মু'তাযিলাগণের আক্বীদা মতে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টবস্তু। পরে জনগণ থেকে আড়াল করার জন্য خلق শব্দের পরিবর্তে جعل শব্দ ব্যবহার করেন। কেননা এর অর্থও সৃষ্টি করা।[২০২]

অপূর্ব শব্দ চয়ন, উপমার যথার্থ প্রয়োগ তথা অলংকারপূর্ণ বাগরীতি অনুসরণের মাধ্যমে আল-কুরআনের প্রায় প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, শব্দের উৎপত্তিগত তথা নির্গমন উৎস ও ভাষাগত শৈলী এবং নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে। যাতে এ গ্রন্থটি শুধু তাফসীর সাহিত্যেই নয়; বরং আরবী সাহিত্যের জগতেও এক বিরাট সম্পদ। ফলে আল-কুরআনের বালাগাত তথা ভাষাগত নৈপুণ্য ও রচনাশৈলীর কারুকার্য রহস্য উদ্ঘাটনে এ গ্রন্থটি এক নতুন সংযোজন। তার পূর্বে এভাবে সুবিন্যস্ত আকারে কেউ কোন তাফসীরগ্রন্থ রচনা করেননি বলে দাবি করা যায়। কুরআনের ভাষালংকারমূলক অলৌকিকত্ব উদঘাটনের বিষয়ে অনেকেই লিখেছেন। তবে আল্লামা যামাখশারী এ ধারার নতুন মাত্রার প্রবর্তক। তিনি আল-কুরআনের শব্দের রূপকার্থ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেছেন। নিজের মতামতের স্বার্থে আয়াতে মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। বহুল পরিমাণ আরবী কবিতা ব্যবহার করেছেন।

অনেক ইসরাঈলী রিওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি সেসব বর্ণনার তেমন কোন সমালোচনা করেননি। তবে এমন পন্থায় বা বাক্য ব্যবহার করেছেন যাতে এটার দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিতবহ হয়। তিনি কিছু কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ও বিভিন্ন আয়াত এবং সূরার ফলিযত বর্ণনায় অনেক মাওযূ' উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী আলীমগণ তাঁর এ বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

৯. তাফসীরু মাফাতীহিল গায়ব (تفسيير مفاتيح الغيب)

এ প্রসিদ্ধ তাফসীরের লেখক হলেন, আবু আবদুলাহ মুহাম্মদ ইবন্ উমর ইবন হুসায়ন ইবন হাসান ইবন আলী আত-তামীমী আল বিকরি আত-তবিরাসতানী আর-রাযী (র)। তাঁর উপাধি ইমাম ফখরুদ্দিন। তবে তিনি ইবনুল খতীব আশ শাফিঈ ও ইমাম রাযী নামে পরিচিত। তিনি ২৫শে রমযান, ৫৪৪ হিজরী,[২০৩] মোতাবেক ১১৪৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর পারস্যে রায় নামক স্থানে

---

১৯৯ ড. মুজীবুর রহমান, *আল্লামা যামাখশারী*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ১; ইবন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

২০০ ইবন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪; ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৮; ড. মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

২০১ আল্লামা মাহমূদ ইবন উমর আয-যামাখশারী, *আল-কাশ্শাফ আন হাকায়িকিত-তানযীল ওয়া 'উয়ূনিল-আক্বাবীল ফী উয়ূযূহিত-তা'বীল*, (বৈরূত: দারুল মারিফা, তা.বি.), তাফসীরে কাশশাফের সমাপনী বক্তব্য দ্র.।

২০২ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৮।

২০৩ ইবন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৫২।

Dhaka University Institutional Repository

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন প্রসিদ্ধ আলীম ও খতিব ছিলেন। পিতার নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা নেওয়ার পর সে যুগে বড় বড় আলিমের নিকট থেকে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। এ লক্ষ্যে খাওরিযম, বুখারা, সমরকন্দ ইত্যাদি এলাকাতে গমন করেন। আনুমানিক ৫৮২ হিজরি/১১৮৫ ঈসায়ীতে তিনি গজনী ও পাঞ্জাবে চাকুরি গ্রহণ করেন। অবশেষে বর্তমান আফগানিস্তানের হিরাতে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। এখানে তিনি গজনীর সুলতানগণ এবং খাওয়ারিযম শাহ আলাউদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। শেষ বয়সে শাহ আলাউদ্দিনের রাজধানী জুরজানিতেও শিক্ষকতা করেন। হিরাতে তাঁর জন্য একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেখানে বিশ্বের আনাচে-কানাচে থেকে ছাত্র এসে হাজির হতো।

ফখরুদ্দিন রাযী (র.) শুধু একজন তাফসীরকারক ছিলেন না; বরং তার যুগে তিনি একজন সুবক্তা, ওয়ায়িজ, দাঈ, তার্কিক, বালাগাত শাস্ত্রবিদ, আকাঈদের পণ্ডিত ও অভিধানবেত্তা ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি সমসাময়িকযুগের একক ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তাঁকে শায়খুল ইসলাম উপাধিতেও ভুষিত করা হয়। তাঁর ১০০টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উক্ত তাফসিরটি অধিক পরিচিত। আজীবন তিনি জ্ঞানার্জন, বিতরণ, লেখালেখি ও দাওয়াহ বিষয়ে সাধনা করেছেন। অতঃপর এই জগদ্বিখ্যাত আলীম ৬০৬ হিজরী সনে কাররামিয়া সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনায় বিষপ্রয়োগে শাহাদাত বরণ করেন। ৬২ বছর বয়সে ইহজগত ত্যাগ করে পরপারের যাত্রী হন। তাঁকে হিরাতের মুযদাখান জনপদের পাহাড়ে সমাহিত করা হয়।[২০৪]

আলোচ্য তাফসীরটি বড় বড় আট খণ্ডে সমাপ্ত। আর এটা 'আলীম সমাজের নিকট সমাদৃত ও অধিক গ্রহনীয়। এ তাফসীরখানাই পরবর্তীতে তাফসীরে কাবীর (تفسير الكبير) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হাজ্জী খলিফা (র.) উল্লেখ করেন, জালালুদ্দিন সুয়ূতী ও মাফাতিহুল গায়ব নামে একটি তাফসীর লিখেছিলেন যা তিনি সুরাহ সাব্বাহ (سبح) থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে ছিলেন। ইবনুল আরাবীও ঐ নামে এক গ্রন্থ লিখেন।[২০৫] যে জন্য রাযীর তাফসীরকে 'তাফসীরে কাবীর' বলাই অধিক নিরাপদ। এ তাফসীরটি কুরআনের একটি বিস্তৃত ভাষ্য। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে অবিরাম কলম চালিয়ে তিনি সুবিশাল ও বিস্তৃত ভাষ্যের তাফসীরখানা রচনা করেন। ৫৫৯ হিজরীতে তিনি এ তাফসীর লেখা শুরু করেন এবং প্রথম থেকে সূরা আল ফাত্হ পর্যন্ত লিখেন, তারপর আর লিখতে পারেননি।[২০৬] বিশিষ্ট কাযী ইবন শোহবাহ বলেন, ফখরুদ্দিন রাযী (র.) তাফসীরটি শুরু করেছিলেন বটে তবে শেষ করতে পারেননি। আলামা ইবন খালিকানও 'ওয়াফিতুল আয়ান' গ্রন্থে অনুরূপ বলেছেন। তবে প্রশ্ন হল তাহলে কে এই তাফসীরটি পরিপূর্ণ করেছেন? আর ফখরুদ্দিন (র.) তার এই তাফসীরের মধ্যে কুরআনের কোন স্থান থেকে কোন স্থান পর্যন্ত তাফসীর করেছেন?

আসল কথা এই জটিলতার সঠিক সমাধান আসেনি। এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন ইবন হাজার আসকালানী (র.) আদ দুয়ারুল কামিনাতু ফী আয়ানিল মিয়াজিস সামিনাহ' গ্রন্থে বলেন, আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলীব হাযম মাক্কী নাজমুদ্দীন আল-মাখযুমি কমুলী, ফখরুদ্দীন রাযী (র)-এর অসম্পূর্ণ তাফসীর সম্পূর্ণ করেন। 'কাশফুয যুনূন' গ্রন্থকার বলেন, আলামা কমুলী তা শেষ করেননি। বরং অসম্পূর্ণ কাজ শিহাব উদ্দীন খলীল

---

২০৪ ইবন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২।

২০৫ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭৫৬-৫৭।

২০৬ ইবন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ন করেন।[২০৭] তাফসীরের শেষের কিছু অংশ অন্যের লেখার পরও গোটা তাফসীরের আলোচনা তাফসীরের সাথে সংযুক্ত অংশের অসাধারণ সাদৃশ্য রয়েছে। আলোচনার ধারা ও পদ্ধতিতে তেমন কোন পার্থক্য করা যায় না। বহুল প্রচলিত এ তাফসীরটি অনেক সংস্থা অনেকবার ছাপিয়েছে। ১৯৮১/১৪০১ হিজরীতে বৈরুতের দারুল ফিকর থেকে ১৬ খণ্ডে ছাপা হয়।

আলামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) তাঁর তাফসীরে কুরআন কারীমের এক আয়াতের সহিত অন্য আয়াত, এক সূরার সাথে অন্য সূরার পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রাসঙ্গিক যে মিল রয়েছে তা বিশদভাবে বর্ণনা করেন। এমনকি তিনি উভয় সূরার মধ্যকার অথবা উভয় আয়াতের মধ্যকার সম্পর্কের একটি দিক আলোচনা করে ক্ষান্ত হননি; বরং সম্পর্কের অনেকগুলো দিকনির্দেশ করেছেন।

তিনি তাঁর তাফসীর রচনায় তাঁর যুগের আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন, যেমন তিনি অনেক দার্শনিক তত্ত্ব পেশ করেছেন এবং অনেক তত্ত্বের প্রতিবাদ করেছেন, এমনকি মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং জ্ঞানগত দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে আল্লাহ প্রদত্ত আইন–কানুনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। ফখরুদ্দীন রাযী (র.) মু'তাযিলা মতবাদ ও অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদসমূহের দর্শনকে প্রাঞ্জল যুক্তি ও অকাট্য দলীল–প্রমাণের ভিত্তিতে ভুল প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। অনুরূপভাবে ধর্ম অস্বীকারকারী ও ধর্মত্যাগীদের বিভিন্ন সন্দেহকে যুক্তি–তর্কের ভিত্তিতে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন।[২০৮] তাঁর এই তাফসীর গ্রন্থটি শুধু একটি তাফসীর গ্রন্থ নয়, এটা যুক্তিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও বটে। কেননা তিনি ছিলেন প্রকৃত জ্ঞান–বিজ্ঞানের একজন মহান সাধক। তাই আমরা তাঁর গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গ্রহ–নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী, পশু–পাখি, লতাগুল্ম এবং মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশদ বিবরণ দেখতে পাই।

তিনি পবিত্র কুরআনের আহকাম সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ফকীহগণের মাযহাবের উপর গুরুত্বের সঙ্গে আলোকপাত করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে দলীল–প্রমানের ভিত্তিতে শাফিঈ মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা তিনি ছিলেন সেই মাযহাবেরই একজন মুকালিদ বা অনুসারী। এতদ্ব্যতীত তিনি তা করতে গিয়ে আল–মাসাইলূল উসূলিয়াহ বা ফিকহ শাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালা এবং আল মাসায়েলুন নাহুবিয়া ওয়াল বালাগিয়াহ বা ব্যাকরণ ও ভাষালংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়েরও আলোচনা করেছেন। যদিও তা প্রকৃত ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার তুলনায় অনেক কমই বলে মনে হয়।

অনেক কবিতার বিশেষ বিশেষ পংক্তির উদ্ধৃতিতে বিভিন্ন আয়াত বা শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। তাফসীর কর্মটিকে কয়েকটি মাস'আলা শিরোনামে বিভক্ত করেছেন। পাশ্ববর্তী বিষয়ের আলোচনায় দীর্ঘ সূত্রিতা লক্ষনীয়। যে বিষয়ের আলোচনা করেন, তা বিস্তারিত তথ্যবহুল ও গবেষণামুলক চিন্তা–চেতনায় করেছেন। সর্বোপরি তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের উপরই বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এ কারণেই আবু হাইয়্যান (র.) তাঁর তাফসীর 'আল– বাহরুল মুহীত' গ্রন্থে উলেখ করেন যে, 'ইমাম রাযী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে তাফসীরের জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন বিষয়ও আলোচনা করেছেন। তাই কোন কোন

---

২০৭ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫৬।

২০৮ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০২।

Dhaka University Institutional Repository

পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন যে, এ গ্রন্থে তাফসীর ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।[২০৯] তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করা হয়, তিনি যখন বিরুদ্ধবাদীগণের মত উল্লেখ করতেন, তখন খুব সুন্দরভাবে বিস্তারিত উল্লেখ করতেন। কিন্তু তা খন্ডন করার সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করতেন। এতে বিভিন্ন সংশয় ও ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়।[২১০]

এতদসত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে, এ তাফসীর গ্রন্থ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, যুক্তিবাদীগণের মনের খোরাক সংগ্রহ করে দিয়েছে। তিনি মানব সমাজে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আল-কুরআনের অধীনস্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইমাম রাযী (র.) ছিলেন, 'কালাম শাস্ত্রের' ইমাম। এ কারণেই তাঁর তাফসীরে যুক্তি, কালাম শাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা এবং বাতিল পন্থীগণের বিভিন্ন মতবাদ খন্ডনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বস্তুত কুরআনের মর্মার্থ উদঘাটনের দিক থেকে এটি একটি অতুলনীয় তাফসীর গ্রন্থ। এ তাফসীরে যে হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে কুরআনের মর্মবাণীর বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়েছে, তা অতি চমৎকার। তৎকালীন চাহিদা মাফিক যেহেতু ইমাম রাযী (র.) কালাম শাস্ত্রীয় আলোচনা ও বাতিল পন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদসমূহ খন্ডনের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই তাঁর তাফসীর অধিক দীর্ঘায়িত হয়েছে।

মূলত এর মর্যাদা তাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থ্যাৎ কুরআনের ভাবার্থ উদঘাটনের দিক থেকে এ তাফসীরের গুরুত্ব অনেক উর্ধ্বে। অবশ্য বিশেষ দু'-একটি স্থানে এ তাফসীরে জমহুর ওলামায়ে উম্মাতের অনুসৃত মতের বিপরীত মত ব্যক্ত হয়েছে। আট খণ্ডের এই বিশাল গ্রন্থে সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করার মত নয়।

মোট কথা, এ তাফসীরটি ইমাম রাযীর সুক্ষ্ম দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে রচিত একটি বিশাল তাফসীর। বর্ণিত আছে, তিনি সূরাতুল ফাতিহা হতে দশ হাজার মাস'আলা বের করার কথা দাবি করতেন। এ সূরার তাফসীর এতই দীর্ঘ করেন যে, তাঁর সে দাবিটা ছিল যথার্থ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন পথ বাদ না থাকায় আলীমগণের মধ্যে এটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ কারণে ইবন খালিকান (র)-এর প্রশংসা করে বলেন, (إنه أى الفخر الرازى جمع فيه كل غريب و غريبة) "তিনি (ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে অসংখ্যা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্বোধ্য পূর্ণ বিষয় একত্রিত করেছেন।"[২১১]

১০. মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুত তা'বীল (مدارك التنزيل و حقائق التاويل)

ইমাম আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আন-নাসাফী (র.) 'মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুত তা'বীল' (مدارك التنزيل و حقائق التاويل) নামক তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ফিকহ ও উসূল শাস্ত্রের মূল কিতাবুল্লাহ ও হাদীস শাস্ত্রে প্রচুর পারদর্শী ছিলেন। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তম্মধ্যে ফিকহের ক্ষেত্রে কানযুদ দাকাইক, উসূলে ফিক্হে মানার এবং আকীদা ও ধর্মতত্ত্বে 'উমদাহ' ও উপরোক্ত তাফসীরটি বিশ্বনন্দিত ও সমাদৃত

---

২০৯ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৩।

২১০ ইবন হাজার আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৪২৭।

২১১ ইবন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। হিজরী সপ্তম দশকের শেষদিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭০১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে কুর্দিস্থানের আয়যাজ নামক স্থানে দাফন করা হয়।[২১২]

তাঁর রচিত এ তাফসীর গ্রন্থটি তাফসীরে বায়দাভী ও তাফসীরে কাশ্‌শাফ থেকে সংক্ষেপকৃত একটি তাফসীর গ্রন্থ। এক্ষেত্রে তিনি তাফসীরে কাশশাফের মু'তাযিলী দর্শন ত্যাগ করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসরণ করেছেন। তিনি ই'রাব ও কিরাআতের বিভিন্ন দিক অতি সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করেছেন এবং কির'আতের ক্ষেত্রে সাত ক্বারীর মুতাওয়াতির কিরা'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আয়াতুল আহকামের ক্ষেত্রেও তিনি সংক্ষিপ্তাকারে আল মাসায়িলুল ফিকহিয়্যাহ তথা ফিকহী মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে বিভিন্ন মাযহাবের রায় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি হানাফী মাযহাবকে বিভিন্নভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

খুব অল্প সংখ্যক ইসরাঈলী রিওয়ায়েত তিনি গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে কিছু কিছু ইসরাঈলী রিওয়ায়েতের সমালোচনা করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা করেননি তিনি তাঁর তাফসীরে 'কাশ্‌শাফ' গ্রন্থাকারের মত বালাগাত, সূক্ষ্ম গোপন অর্থের উন্মোচন করেছেন। এক্ষেত্রে 'কাশ্‌শাফ' গ্রন্থাকার যে আহাদীসু মাওযূয়াহকে সূরার ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন, ইমাম নাসাফী তা পরিত্যাগ করেছেন।[২১৩] তবে তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদ উল্লেখ করেননি। সনদবিহীন তাফসীরের মধ্যে তাফসীরে নাসাফী এক বিস্ময়কর নাম। কুরআন, হাদীস, সাহাবা কিরাম ও তাবিঈগণের ভাষ্য অবলম্বনে এ তাফসীর গ্রন্থটির স্বীকৃতি সর্বজনীন।

১১. লুবাত তা'বীল ফী মা'আনীত তানযীল (لباب التأويل فى معانى التنزيل)

আলাউদ্দিন আবূল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন উমর ইবন খলীল আল-বাগদাদী আশ-শাফিঈ উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি ইমাম খাযিন হিসেবে পরিচিতি। তিনি হিজরী ৬৮০ মতান্তরে ৬৭৮ সনে জন্ম এবং হিজরী ৭৪১ সনে হালব নামক শহরে ইন্‌তিকাল করেন।[২১৪]

গ্রন্থের শুরুতে তিনি একটি মূল্যবান ভূমিকা সংযোজন করেন। এতে কুরআন অধ্যয়নের মাহাত্ম্য, বুদ্ধিভিত্তিক তাফসীরের সর্তকতা, তাফসীর ও তা'বীলের অর্থ ইত্যাদি বিষয় স্থান লাভ করে। তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থ মা'আলিমুত তানযীল লিল বাগবী-এর সংক্ষিপ্ত রূপ বলে বিবেচিত হয়। তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে পূর্ববর্তী তাফসীরকারকগণের বর্ণিত বিষয়াবলীকে অর্ন্তভূক্তিসহ সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। তাঁর তাফসীরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা হাদীসের বর্ণনা সমৃদ্ধ একটি তাফসীর গ্রন্থ এবং এ ক্ষেত্রে তিনি সনদের উল্লেখ করেননি। আইন-কানূন সম্পর্কিত আয়াত এবং তাঁর দলীল-প্রমাণ তাফসীর বিল মা'সূরের আলোকে করা হয়েছে। তা ঐতিহাসিক কাহিনী দ্বারা সমৃদ্ধ।[২১৫] তবে এতে অনেক সময় তিনি ইসরাঈলী রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, তার মধ্যে যে সমস্ত ভ্রান্তি রয়েছে তা উন্মোচন করা। ফলে দীর্ঘ কিসসা আলোচনা করে তার

---

২১২ ইবন হাজার আসকালানী, *আদ-দুরারুল কামিনাহ,* (হায়দারাবাদ: ইসলামিক সেন্টার, ১৩৮৮ হি.) খ. ২, পৃ. ২৪৭।

২১৩ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩০৪-৩০৭; হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ৪২৯।

২১৪ শায়খ মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী, *আত-তিবয়ান ফী উলূমিল কুরআন,* (দামেস্ক: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৪০১ হি./১৯৮১ খৃ.) পৃ. ১৯৩; ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩১০-৩১৩।

২১৫ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩১০-৩১৩; শায়খ মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্বলতা অথবা মিথ্যা হওয়ার বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন। তিনি বিভিন্ন আয়াত ও সূরার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

১২. হাশিয়া শায়খ যাদহ্ আলা তাফসীরিল বায়দাভী (حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوى)
আল্লামা মহিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবন মুসলিহ উদ্দীন মুস্তাফা আল-কাওজাভী আল-হানাফী শায়খ যাদহ আল-মুদাররি আর-রুমি (র.) তাফসীর আল-বায়দাভীর উপর যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন তা হাশিয়া শায়খ যাদহ্ আলা তাফসীরিল বায়দাভী (حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوى) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আল্লামা শায়খ যাদহ তাফসীরে বায়দাভীর গোপন ভাণ্ডার খুলে ধরেছেন তাঁর মূল্যবান হাশিয়া তথা ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে। আল্লামা হাজ্জী খলীফা (র.) এর সম্পর্কে বলেছেন, هى اعظم الحواشى فائدة و أكثرها نفعا و أسهلها عبارة "হাশিয়া গ্রন্থসমূহের মাঝে এটা সবচেয়ে বেশি উপকারী, অধিক উপযোগী এবং সহজতর সাবলীল ভাষায় রচিত।"[২১৬] গ্রন্থটি প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠকের জন্য রচনা করেছিলেন। অতপর এটির আরো পরিমার্জন ও কলেবর বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ছাপানোর সময় উভয়টার মাঝে সমন্বয় করা হয়েছে। শায়খ যাদহ (র.) তাঁর হাশিয়াতে তাফসীরে বায়দাভীর ভাষায় যেখানে অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত, কিংবা ইশারায় বলা হয়েছে, নতুবা তিনি ও অন্যরা অন্য মত পোষণ করেছেন, সে সব স্থানে ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে দলীল উল্লেখ নেই, সেখানে দলীল পেশ করেছেন। যেখানে মূল তাফসীরে "জনৈক বলেছেন" বলা হয়, সেখানে এর প্রবক্তার নাম উল্লেখ করেছেন।

ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রে বায়দাভী যেখানে শাফিঈ মাযহাবের পক্ষ নিয়েছেন সেখানে দলীল থাকলে তা উল্লেখ করেছেন। তখন মনে হয়েছে, তিনি এর সমর্থক অন্যথায় অন্য কোন মত আরো অধিক দৃঢ় হলে, সেস্থানে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন। মাঝে মাঝে কৌশলে হানাফী মাযহাবের পক্ষও নিয়েছেন। এ মাযহাবের দলীলগুলোও উল্লেখ করেছেন। যেমন (قروء) শব্দের ব্যাখ্যায় হায়িয অর্থ নেয়ার ব্যাপারে হানাফীগণের বক্তব্যের পক্ষ নিয়েছেন বলে মনে হয়েছে।[২১৭]

মোট কথা, এটি তাফসীরে বায়দাভীর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ হলেও এর আলোচনা এতই মূল্যবান হয়েছে, যা একটি স্বতন্ত্র তাফসীর চেতনার মর্যাদায় নিয়ে গিয়েছে। এটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ হওয়ার কারণে এর আলোচনা প্রবাহ থেকে ভাববিচ্যুতি অনুভব করতে পারেন। কিন্তু মূল তাফসীরের সাথে মিলিয়ে নিয়ে অধ্যয়ন করলে এতে অনেক মূল্যবান আলোচনা উপভোগ করবেন। এ বৃহৎ গ্রন্থটি ইলম তাফসীরে এক বিশাল সংযোজন। এজন্য এটির সুনাম বিশ্বময় প্রচারিত হয়েছে এবং 'আলেমগণের নিকট সমাদৃত হয়েছে।

খ. আল-বায়দাভী কর্তৃক সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীস: একটি পর্যালোচনা

আল-কুর'আনের তত্ত্ব, তথ্য ও মর্ম উদ্ধারের বাস্তবোচিত চিন্তা এবং গবেষণায় নিবেদিতপ্রাণ ইমাম কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বায়দাভী (র.) তাঁর সমসাময়িক তাফসীরকারগণের সাথে পদ্ধতিগত সাদৃশ্য অটুট রেখেছেন। তাঁর তাফসীরগ্রন্থে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদীস প্রয়োগ করেন। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, তিনি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের প্রসঙ্গে এবং বিভিন্ন আয়াত ও সূরার ফযিলত বর্ণনায় সর্বমোট এক হাজার একান্নটি হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। নিম্নে তাফসীর আল-বায়দাভীতে বিভিন্ন সূরার তাফসীরে যে পরিমাণ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব তুলে ধরা হল:

---

২১৬ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৮৮।

২১৭ মহিউদ্দীন শায়খ যাদহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

সূরার নাম	হাদীসের সংখ্যা	সূরার নাম	হাদীসের সংখ্যা	সূরার নাম	হাদীসের সংখ্যা
১. সূরাহ্ আল- ফাতিহা	১৮	৩৯. সূরাহ্ আয-যুমার	৮	৭৭. সূরাহ্ আল-মুরসালাত	২
২. সূরাহ্ আল-বাকারাহ্	২১৫	৪০. সূরাহ্ আল-মুমিন	৫	৭৮. সূরাহ্ আন-নাবা	৪
৩. সূরাহ্ আল-ইমরান	১১৯	৪১. সূরাহ্ হামিম সাজদাহ	১	৭৯. সূরাহ্ আন-নাযিয়াত	১
৪. সূরাহ্ আন- নিসা	৯৩	৪২. সূরাহ্ আশ-শূরা	৫	৮০. সূরাহ্ আবাসা	৩
৫. সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্	৫৭	৪৩. সূরাহ্ আয-যুখরুফ	৩	৮১. সূরাহ্ আত-তাকবির	১
৬. সূরাহ্ আল-আনাম	৬১	৪৪. সূরাহ্ আদ-দুখান	৪	৮২. সূরাহ্ আল-ইনফিতার	১
৭. সূরাহ্ আল-আরাফ	১৫	৪৫. সূরাহ্ আল-জাসিয়াহ্	১	৮৩. সূরাহ্ আত-মুতাফ্ফিফীন	৪
৮. সূরাহ্ আল-আনফাল	২১	৪৬. সূরাহ্ আল-আহকাফ	২	৮৪. সূরাহ্ আল-ইনশিকাক	৩
৯. সূরাহ্ আত-তাওবাহ	৫২	৪৭. সূরাহ্ মুহাম্মদ	২	৮৫. সূরাহ্ আল-বুরুজ	৩
১০. সূরাহ্ ইউনুস	৫	৪৮. সূরাহ্ আল-ফাতহ	৬	৮৬. সূরাহ্ আত-তারিক	১
১১. সূরাহ্ হুদ	৮	৪৯. সূরাহ্ আল-হুজুরাত	৯	৮৭. সূরাহ্ আল-আলা	৪
১২. সূরাহ্ ইউসুফ	১২	৫০. সূরাহ্ ক্বাফ	২	৮৮. সূরাহ্ আল-গাশিয়াহ	১
১৩. সূরাহ্ আর-রাদ	৬	৫১. সূরাহ্ আয-যারিয়াত	১	৮৯. সূরাহ্ আল-ফজর	৩
১৪. সূরাহ্ ইবরাহীম	৩	৫২. সূরাহ্ আত-তুর	৩	৯০. সূরাহ্ আল-বালাদ	১
১৫. সূরাহ্ আল-হিজর	৭	৫৩. সূরাহ্ আন-নাজম	৪	৯১. সূরাহ্ আশ-শামস	১
১৬. সূরাহ্ আন-নাহল	৭	৫৪. সূরাহ্ আল-ক্বমর	৪	৯২. সূরাহ্ আল-লাইল	১
১৭. সূরাহ্ বনি ইসরাইল	২৯	৫৫. সূরাহ্ আর-রাহমান	৩	৯৩. সূরাহ্ আদ-দুহা	২
১৮. সূরাহ্ আল-কাহফ	১৯	৫৬. সূরাহ্ আল-ওয়াকিয়াহ্	৪	৯৪. সূরাহ্ আল-ইনশিরাহ	৩
১৯. সূরাহ্ মারিয়াম	১০	৫৭. সূরাহ্ আল-হাদিদ	১	৯৫. সূরাহ্ আত-তীন	৩
২০. সূরাহ্ ত্বা হা	৫	৫৮. সূরাহ্ আল-মুজাদিলাহ্	৫	৯৬. সূরাহ্ আল-আলাক	২
২১. সূরাহ্ আল-আম্বিয়া	৭	৫৯. সূরাহ্ আল-হাশর	৩	৯৭. সূরাহ্ আল-ক্বাদর	২
২২. সূরাহ্ আল-হাজ্ব	১২	৬০. সূরাহ্ আল-মুমতাহানা	৩	৯৮. সূরাহ্ আল-বাইয়্যিনাহ	১
২৩. সূরাহ্ আল-মুমিনুন	৮	৬১. সূরাহ্ আস-সাফ	২	৯৯. সূরাহ্ আল-যিলযাল	১
২৪. সূরাহ্ আন-নূর	১০	৬২. সূরাহ্ আল-জুমুআহ্	৪	১০০. সূরাহ্ আল-আদিয়াহ	১
২৫. সূরাহ্ আল-ফুরকান	৬	৬৩. সূরাহ্ আল-মুনাফিকুন	১	১০১. সূরাহ্ আল-কারিয়াহ	১
২৬. সূরাহ্ আশ-শুআরা	৬	৬৪. সূরাহ্ আত-তাগাবুন	১	১০২. সূরাহ্ আত-তাকাছুর	২
২৭. সূরাহ্ আন-নমল	৩	৬৫. সূরাহ্ আত-ত্বালাক	৫	১০৩. সূরাহ্ আল-আসর	১
২৮. সূরাহ্ আল-কাসাস	৩	৬৬. সূরাহ্ আত-তাহরীম	৩	১০৪. সূরাহ্ আল-হুমাযাহ	১
২৯. সূরাহ্ আল-আনকাবুত	৬	৬৭. সূরাহ্ আল-মুলক	১	১০৫. সূরাহ্ ফীল	১
৩০. সূরাহ্ আর-রুম	৯	৬৮. সূরাহ্ আল-ক্বলম	৩	১০৬. সূরাহ্ আল-কুরাইশ	১
৩১. সূরাহ্ লুকমান	৭	৬৯. সূরাহ্ আল-হাক্কাহ	১	১০৭. সূরাহ্ আল-মাউন	১
৩২. সূরাহ্ আস-সাজদাহ্	৮	৭০. সূরাহ্ আল-মাআরিজ	২	১০৮. সূরাহ্ আল-কাওসার	৫
৩৩. সূরাহ্ আল-আহযাব	২১	৭১. সূরাহ্ নূহ	১	১০৯. সূরাহ্ আল-কাফিরুন	২
৩৪. সূরাহ্ আস-সাবা	১	৭২. সূরাহ্ আল-জ্বিন	২	১১০. সূরাহ্ আন-নাসর	৪
৩৫. সূরাহ্ আল-ফাতির	৫	৭৩. সূরাহ্ মুযাম্মিল	৩	১১১. সূরাহ্ লাহাব	২
৩৬. সূরাহ্ ইয়াসিন	৫	৭৪. সূরাহ্ মুদাসসির	৪	১১২. সূরাহ্ আল-ইখলাস	৩
৩৭. সূরাহ্ আস-সাফফাত	৮	৭৫. সূরাহ্ আল-কিয়ামাহ্	৩	১১৩. সূরাহ্ আল-ফালাক	৫
৩৮. সূরাহ্ সোয়াদ	৭	৭৬. সূরাহ্ আল-দাহার	৪	১১৪. সূরাহ্ আন-নাস	১

আল-বায়দাভী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসসমূহ সিহাহ আস-সিত্তাহ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের আল-মুসনাদগ্রন্থ, ইমাম হাকিম নিশাপূরীর আল-মুসতাদরাকগ্রন্থ এবং ইবন হিব্বানের আস-সাহীহগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আল-মুনাদী উক্তগ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে মারফু', মাওকূফ

Dhaka University Institutional Repository

ও মাকতু' মিলে প্রায় এক হাজার পঞ্চান্নটি হাদীস রয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন। তন্মধ্যে পাঁচশত ষাটটি হাদীস 'ক্বাওলী', একশত নব্বইটি 'ফি'লী ও তিনশত পঞ্চাশটি মাওকূফ হাদীস রয়েছে।[২১৮]

আল্লামা বায়দাভী (র.) সমকালীন তাফসীরবিদগণের অনুসরণে বিশেষত তাফসীর আল-কাশ্‌শাফ অনুসরণে প্রতিটি সূরার তাফসীর শেষে সূরার ফযিলত ও তেলাওয়াতের ফযিলত উল্লেখ করেছেন। ফযিলত ও মাহাত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীসের অবতারণা করেছেন। নিম্নোল্লোখিত স্নারণিতে সূরাহ্ অনুযায়ী তা বর্ণিত হল:

সূরার নাম	হাদীসের সংখ্যা	সূরার নাম	হাদীসের সংখ্যা	সূরার নাম	হাদীসের সংখ্যা
১. সূরাহ্ আল- ফাতিহা	৯	৩৯. সূরাহ্ আয-যুমার	২	৭৭. সূরাহ্ আল-মুরসালাত	১
২. সূরাহ্ আল-বাকারাহ্	৪	৪০. সূরাহ্ আল-মুমিন	১	৭৮. সূরাহ্ আন-নাবা	১
৩. সূরাহ্ আল-ইমরান	২	৪১. সূরাহ্ হামিম সাজদাহ	১	৭৯. সূরাহ্ আন-নাযিয়াত	১
৪. সূরাহ্ আন- নিসা	১	৪২. সূরাহ্ আশ-শূরা	১	৮০. সূরাহ্ আবাসা	১
৫. সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্	১	৪৩. সূরাহ্ আয-যুখরুফ	১	৮১. সূরাহ্ আত-তাকবির	১
৬. সূরাহ্ আল-আন'আম	১	৪৪. সূরাহ্ আদ-দুখান	১	৮২. সূরাহ্ আল-ইনফিতার	১
৭. সূরাহ্ আল-আরাফ	১	৪৫. সূরাহ্ আল-জাসিয়াহ্	১	৮৩. সূরাহ্ আত-তাতফিক	১
৮. সূরাহ্ আল-আনফাল	১	৪৬. সূরাহ্ আল-আহকাফ	১	৮৪. সূরাহ্ আল-ইনশিকাক	১
৯. সূরাহ্ আত-তাওবাহ	১	৪৭. সূরাহ্ মুহাম্মদ	১	৮৫. সূরাহ্ আল-বুরুজ	১
১০. সূরাহ্ ইউনুস	১	৪৮. সূরাহ্ আল-ফাতহ	১	৮৬. সূরাহ্ আত-তারিক	১
১১. সূরাহ্ হুদ	১	৪৯. সূরাহ্ আল-হুজুরাত	১	৮৭. সূরাহ্ আল-আলা	১
১২. সূরাহ্ ইউসুফ	১	৫০. সূরাহ্ ক্বাফ	১	৮৮. সূরাহ্ আল-গাশিয়াহ	১
১৩. সূরাহ্ আর-রাদ	১	৫১. সূরাহ্ আয-যারিয়াত	১	৮৯. সূরাহ্ আল-ফজর	১
১৪. সূরাহ্ ইবরাহীম	১	৫২. সূরাহ্ আত-তুর	১	৯০. সূরাহ্ আল-বালাদ	১
১৫. সূরাহ্ আল-হিজর	১	৫৩. সূরাহ্ আন-নাজম	১	৯১. সূরাহ্ আশ-শামস	১
১৬. সূরাহ্ আন-নাহল	১	৫৪. সূরাহ্ আল-ক্বমর	১	৯২. সূরাহ্ আল-লাইল	১
১৭. সূরাহ্ বনি ইসরাইল	১	৫৫. সূরাহ্ আর-রাহমান	১	৯৩. সূরাহ্ আদ-দুহা	১
১৮. সূরাহ্ আল-কাহফ	২	৫৬. সূরাহ্ আল-ওয়াকিয়াহ্	১	৯৪. সূরাহ্ আল-ইনশিরাহ	১
১৯. সূরাহ্ মারিয়াম	১	৫৭. সূরাহ্ আল-হাদিদ	১	৯৫. সূরাহ্ আত-তীন	১
২০. সূরাহ্ ত্বা হা	১	৫৮. সূরাহ্ আল-মুজাদিলাহ্	১	৯৬. সূরাহ্ আল-আলাক	১
২১. সূরাহ্ আল-আম্বিয়া	১	৫৯. সূরাহ্ আল-হাশর	১	৯৭. সূরাহ্ আল-ক্বাদর	১
২২. সূরাহ্ আল-হাজ্ব	১	৬০. সূরাহ্ আল-মুমতাহানা	১	৯৮. সূরাহ্ আল-বাইয়্যিনাহ	১
২৩. সূরাহ্ আল-মুমিনুন	৩	৬১. সূরাহ্ আস-সাফ	১	৯৯. সূরাহ্ আল-যিলযাল	১
২৪. সূরাহ্ আন-নূর	১	৬২. সূরাহ্ আল-জুমুআহ্	১	১০০. সূরাহ্ আল-আদিয়াহ	১
২৫. সূরাহ্ আল-ফুরকান	১	৬৩. সূরাহ্ আল-মুনাফিকুন	১	১০১. সূরাহ্ আল-কারিয়াহ	১
২৬. সূরাহ্ আশ-শুআরা	১	৬৪. সূরাহ্ আত-তাগাবুন	১	১০২. সূরাহ্ আত-তাকাছুর	১
২৭. সূরাহ্ আন-নমল	১	৬৫. সূরাহ্ আত-ত্বালাক	১	১০৩. সূরাহ্ আল-আসর	১
২৮. সূরাহ্ আল-কাসাস	১	৬৬. সূরাহ্ আত-তাহরীম	১	১০৪. সূরাহ্ আল-হুমাযাহ	১
২৯. সূরাহ্ আল-আনকাবুত	১	৬৭. সূরাহ্ আল-মুলক	১	১০৫. সূরাহ্ ফীল	১
৩০. সূরাহ্ আর-রুম	১	৬৮. সূরাহ্ আল-ক্বলম	১	১০৬. সূরাহ্ আল-কুরাইশ	১
৩১. সূরাহ্ লুকমান	১	৬৯. সূরাহ্ আল-হাক্বক্বাহ	১	১০৭. সূরাহ্ আল-মাউন	১
৩২. সূরাহ্ আস-সাজদাহ্	১	৭০. সূরাহ্ আল-মাআরিজ	১	১০৮. সূরাহ্ আল-কাওসার	১
৩৩. সূরাহ্ আল-আহযাব	১	৭১. সূরাহ্ নূহ	১	১০৯. সূরাহ্ আল-কাফিরুন	১

[২১৮] ইমাম যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, *আল-ফাতহুস সামাবী ফী তাখরীযি আহাদীসিল বায়দাভী*, (বৈরূতঃ দারু এহইয়াইত-তুরাসিল-আরাবী, ১৪১৮ হি.), পৃ. ১১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. সূরাহ্ আস-সাবা	১	৭২. সূরাহ্ আল-জ্বিন	১	১১০. সূরাহ্ আন-নাসর	১
৩৫. সূরাহ্ আল-ফাতির	১	৭৩. সূরাহ্ মুযাম্মিল	১	১১১. সূরাহ্ লাহাব	১
৩৬. সূরাহ্ ইয়াসিন	১	৭৪. সূরাহ্ মুদাসসির	১	১১২. সূরাহ্ আল-ইখলাস	১
৩৭. সূরাহ্ আস-সাফফাত	২	৭৫. সূরাহ্ আল-কিয়ামাহ্	১	১১৩. সূরাহ্ আল-ফালাক	১
৩৮. সূরাহ্ সোয়াদ	১	৭৬. সূরাহ্ আল-ইনসান	১	১১৪. সূরাহ্ আন-নাস	১

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইমাম আল-বায়দাভী তাঁর তাফসীরগ্রন্থ 'আনওয়ারুত-তানযীল ফী আসরারিত-তা'বীল'-এ প্রত্যেক সূরার শেষে সূরার ফযিলত সম্পর্কে নুন্যতম একটি হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। গবেষণার অনুসন্ধানে দেখা গেছে তিনি পবিত্র কুরআনের প্রত্যকটি সূরার শেষে সূরার ফযিলত ও মহাত্ব সম্পর্কে যে সব হাদীস উল্লেখ করেছেন তা সর্বমোট একশত একত্রিশটি। তবে তিনি হাদীসসমূহের পরিপূর্ণ মতন বা মূল ভাষ্য সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করেননি। উক্ত গবেষণায় পরবর্তী অধ্যায়ে যথাস্থানে সে সব উদ্ধৃত হাদীসসমূহের পরিপূর্ণ সনদ ও মতন সংগ্রহ করে বিশুদ্ধতা ও সঠিকতা যাচাই করা হবে। এটাই উক্ত গবেষণা কর্মের মূল লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি

হাদীস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমগ্র মানব জাতির নিকট প্রচার করাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি আপনার প্রতি এ উপদেশ বাণী অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনি আপনার উপর অবতীর্ণ এ গ্রন্থ তাদের নিকট ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করতে পারেন। যেন তারা এ নিয়ে চিন্তা করে।'[২১৯] আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত এ দায়িত্বটি পালনে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্দেশনা লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সরাসরি যে সব প্রত্যাদেশ প্রদান করেছেন তার সংকলনই পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগেই তাঁর সাহাবীরা মুখস্ত ও লিখে রাখার মাধ্যমে সংরক্ষণ করেন। ফলে পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন উঠেনি। পবিত্র কুরআনের সংকলনের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই তাঁর হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। তথাপি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগেই অনেক সাহাবী তাঁর পবিত্র বাণীও লিখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের সমসাময়িক কালেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকলে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে হাদীসের বর্ণনার বিশুদ্ধতা অক্ষুন্ন রাখতে 'আলীমগণ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে থাকে। বর্তমান অধ্যায়ে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের প্রকৃতি ও পদ্ধতি আলোচনা করা হবে। এতে গবেষণার মূল দিক তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীসের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের পদ্ধতি ও মাধ্যম সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১.বর্ণনাকারী সর্ম্পকে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র কুরআন কোন বক্তব্য যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ইমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ পরিবেশন করে, তবে তা তোমরা যাচাই কর, যাতে অজ্ঞতা বশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হও'।[২২০] উপরিউক্ত আয়াতে সংবাদ পরিবেশনকারীকে যাচাই ছাড়া তার পরিবেশিত সংবাদ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে যেমন সাক্ষ্যদাতার দোষ-গুণ পর্যলোচনা করা বৈধ তদ্রুপ হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার জন্য তাদের বর্ণনার দোষ-গুণ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করা বৈধ। পবিত্র কুরআনের এ নির্দেশের পাশাপাশি হাদীস থেকে এর বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

২১৯ আল-কুরআন, ১৬: ৪৪।

২২০ আল-কুরআন, ৪৯: ৬।

Dhaka University Institutional Repository

'আয়িশার (রা.)-এর মনে হাদীসের কোন মতনের ব্যাপারে কিছু সংশয়ের উদ্রেক হলে তিনি সত্যতা ও যথার্থতা পবিত্র কুরআনের আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। এ ছাড়া তিনি হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য হাদীস বর্ণনাকারীর অবস্থা তথা তাঁর স্মরণশক্তি, আচার-আচরণ ঠিক আছে কিনা তা জানার চেষ্টা করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদা 'আয়িশা (রা.) 'উরওয়াহ্ ইবন যুবায়রকে বললেন, হে ভাগিনা! আমার কাছে খবর এসেছে এবার নাকি 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর আমাদের সাথে হজ্জে যেতে আগ্রহী। তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে দ্বীনী বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে 'ইলম বিষয়ে কোন কিছু শ্রবণ করেছেন কিনা? অতঃপর 'উরওয়া (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস শুনিয়ে দিলেন,[২২১]

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه و سلم يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ، فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ،

'উরওয়া বলেন, আমি যখন হাদীসটি 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলাম, তখন তিনি এটাকে অস্বীকার করে বললেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর কি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন? 'উরওয়া বললেন, হ্যাঁ। আবার সামনের বছরে হযরত 'আয়িশা (রা.) আমাকে 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমরের সাথে সাক্ষাৎ করে 'ইলম সংক্রান্ত উক্ত হাদীস সম্পর্কে পুনরায় জিজ্ঞেস করতে বললেন। আমি তার সাথে পূনরায় সাক্ষাৎ করলে তিনি উক্ত হাদীস হুবহু শুনিয়ে দিলেন। এরপর আমি বিষয়টি হযরত 'আয়িশা (রা.) কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, আমার মনে হয়, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর সত্যই বলেছেন। কেননা তিনি প্রথমবারে যা বলেছিলেন দ্বিতীয়বারেও তাই বলেছেন। এতে কম বেশি করেননি।[২২২] এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, হযরত 'আয়িশা (রা.) প্রথমবারে যখন তিনি একই শব্দে উক্ত হাদীস বলেছেন তখন তিনি আয়িশা (রা.) তাঁর স্মৃতি শক্তি সুরক্ষিত আছে মনে করে হাদীসটির যথার্থতা অনুধাবন করেছেন।[২২৩] হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের আদালত কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জারাহ তা'দীলের কোন সুযোগ নেই। তবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের স্মৃতিশক্তি জনিত কিছু লঘু ত্রুটি থাকতে পারে সেজন্য মুহাদ্দিসগণ তাঁদের এবং বর্ণিত হাদীসটি অধিক সতর্কতার সাথে সমালোচনার মানদণ্ডে যাচাই করেছেন।[২২৪]

---

২২১ ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, (জিদ্দাহ: মাকতাবাতুস সালাম, ১৯৮৫ খৃ.) পৃ. ২২।

২২২ ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *ই'লমুল মুয়াক্কি'ঈন*, (বৈরূত: দারুল কিতাব আল 'আরাবী, ১৯৮৫ খৃ.) খ. ১, পৃ. ৪৩।

২২৩ মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন* (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৪০৪ হি./ ১৯৮৪ খৃ.) পৃ. ৭২।

২২৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবী ও তাবি'ঈযুগে হাদীস চর্চার উর্বর ক্ষেত্র গড়ে উঠে। রাসূলুল্লাহর (সা.) ওফাতের পর সাহাবীগণ ইসলামের আলো নিয়ে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা সেসব অঞ্চলে হাদীস চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। যখন মিথ্যার ব্যাপকতা শুরু হল তখন হাদীস শোনামাত্রই লোকেরা সাহাবীগণের শরণাপন্ন হতে লাগলো। শ্রুত হাদীস কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা তা তারা সাহাবীগণের কাছ থেকে সত্যায়ন করে নিত। এরূপভাবে কনিষ্ঠ তাবি'ঈ বয়োজৈষ্ঠ্য তাবি'ঈ থেকে, তাবি' তাবি'ঈ থেকে হাদীসের সত্যতা যাচাই তরে নিতেন। তাবি'ঈ পরবর্তী যুগে জ্ঞানীগণের মধ্যে হাদীস মুখস্থ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। হাদীসের ইমামগণ বিপুল পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করতে লাগলেন। এ পর্যায়ে তারা সাহীহ্, দুর্বল এমনকি জাল হাদীসও মুখস্থ করেন যাতে করে বিশুদ্ধতা নিরূপণে সংশয়ের সৃষ্টি না হয়। এ প্রসঙ্গে সুফইয়ান ছাওরী বলেন,[২২৫]

إني لأروي الحديث علي ثلاثة أوجه أسمع الحديث من الرجل اتخذه دينا و أسمع من الرجل أقف حديثه و أسمع من الرجل لا أعبا بحديثه و أحب معرفته

'আমি তিনভাবে হাদীস রিওয়ায়াত করেছি। আমি এমন বর্ণনাকারী থেকে হাদীস শ্রবণ করি, যার হাদীসকে আমি দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছি; এমন বর্ণনাকারী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছি যার হাদীসের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছি এবং এমন বর্ণনাকারীর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছি, যার হাদীসে আমি সন্তুষ্ট না হয়ে তা জানার আগ্রহ প্রকাশ করি।

হাকিম নিশাপুরী বলেন, 'হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন, তাঁরা হলেন, আবূ বকর (রা), 'আলী (রা), যায়দ ইবন ছাবিত (রা) প্রমুখ। তাঁরা হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিয়ে বর্ণনাকারীগণের সমালোচনাও বলেছেন।'[২২৬] এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁরা হলেন, ইবন আব্বাস (মৃত্যুঃ ৬৮ হি.), উবাদাহ ইবনুস সামিত, (মৃত্যুঃ ৩৪ হি.) আনাস ইবন মালিক (মৃত্যুঃ ৯৩ হি.) প্রমুখ। সাহাবীগণের পরবর্তী তাবি'ঈগণের যুগে হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন তাঁরা হলেন, ইবন সীরীন (মৃত্যুঃ ১১০ হি.) সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিাব (মৃত্যুঃ ৯০ হি.) প্রমূখ। অতঃপর দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তাবি'ঈগণের শেষ যুগে এ বিষয়ে যাঁরা গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন, ইমাম আবূ হানাফী (মৃত্যুঃ ১৫০ হি.) আল আ'মাশ (মৃত্যুঃ ১৪৮ হি.), আল আওযায়ী (মৃত্যুঃ ১৫৬ হি.) ইবনুল মুবারক (মৃত্যুঃ ১৮১ হি.) ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান (মৃত্যুঃ ১৮৯ হি.) হাম্মাদ (মৃত্যুঃ ১৯৭ হি.) ইয়াযীদ ইবন হারূন (মৃত্যুঃ ২০৬ হি. আবূ দাউদ আত তায়ালিসী (মৃত্যুঃ ২০৪ হি.) 'আব্দুর রাযযাক ইবনস হাম্মাদ (মৃত্যুঃ ২১১ হি.) প্রমূখ।[২২৭] এ সকল বিদগ্ধ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করছেন। তাঁদের মহান প্রচেষ্টার ফলে হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান একটি নতুন শাস্ত্র হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ শুরু হয়।

---

২২৫ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফাইয়াহ ফী 'ইলমির-রিওয়ায়াহ,* (হায়দারাবাদঃ দায়িতারুল মা'আরিফ আল-'উসমানিয়্যাহ, ১৩৫৭ হি.), পৃ. ৪০২।

২২৬ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *'ইলমু রিজালিল হাদীস,* (লাক্ষ্ণৌঃ মাকতাবাতুল ফিরদাউস, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ১৩৯।

২২৭ *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪২-১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয আয্ যাহাবী এ প্রসংগে লিখেছেন যে, হাদীসের হাফিযগণ হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ে ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম যিনি গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি হলেন ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'ঈদ আল কাত্তান। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আমি তার মত কোন অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি।[২২৮]

মুহাদ্দিসগণ বর্ণনার এই রীতিকে তাঁরা দ্বীনের অংশ হিসেবে ধার্য করেন। সাহাবীগণের যুগের শেষ দিকে এই রীতি কঠোর ভাবে প্রযুক্ত হয়। এ মর্মে ইবন 'আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন[২২৯]

إنا كنا مرة سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ابتدرته أبصارنا و أصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب و الذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف

'আমরা যখনই কোন ব্যক্তিকে বলতে শুনতাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তখনই আমাদের দৃষ্টি তার প্রতি পড়তো এবং কান লাগিয়ে মনযোগ সহকারে তার কথা শুনতাম। অতঃপর লোকেরা যখন চড়াই- উতরাইয়ে আরোহণ করলো তখন আমরা যা কিছু জানি তাছাড়া আর কিছুই তাদের থেকে গ্রহণ করিনি।' অতঃপর মিথ্যা যখন ছড়িয়ে পড়লো তখন তাবি'ঈনগণ হাদীছের সনদ চাইতে লাগলেন। আবুল 'আলিয়া বলতেন,[২৩০]

كنا نسمع الحديث من الصحابة فلا مرضي حتي نركب اليهم فلنسمع منهم

'আমরা সাহাবীগণের সূত্রে হাদীস শুনতাম, কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে বাহনের পিঠে চড়ে তাঁদের নিকট চলে যেতাম এবং তাঁদের মুখ থেকেই তা আবার শুনতাম।'

অকাট্য যুক্তি ও সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া তাঁরা কারো কথা বা হাদীস গ্রহণ করতেন না। পরবর্তীকালে হাদীস অভিজ্ঞানের পরিমন্ডলে এটিই হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞানের রূপ নেয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় রিজাল শাস্ত্রের ভিত রচিত হয়। কেননা হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে বর্ণনাকারীগণের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই এবং তাঁদের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য এ অভিজ্ঞান ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। মুহাদ্দিসগণ জারাহ্ ও তা'দীলের বৈধতা প্রমাণ করতে গিয়ে সুন্নাহ্ থেকে অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা ফাতিমা বিনত কায়স রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মু'আবিয়া (রা.) ও আবূ জাহম (রা.) নামক দু'ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ة أما معاوية قصعلوق لا مال له

---

২২৮ ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আয-যাহাবী (শামছুদ্দীন আয-যাহাবী), *মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির-রিজাল*, (দারুল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ.) খ. ১ পৃ. ২।

২২৯ ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয ফী 'উলূমিল হাদীস*, (বৈরূতঃ মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ২০০১ খৃ.), পৃ. ২৫১; ড. মুস্তাফা সিবাঈ, *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশরী'ইল ইসলামী* (বৈরূতঃ আল- মাকতাবা আল-ইসলামী, ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ৯১।

২৩০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

'আবূ জাহম তার স্কন্ধ থেকে লাঠি রাখেনা এবং মু'আবিয়া তা সে তো নিঃস্ব, তার কোন সম্পদ নেই।'[২৩১]

২. সনদ পদ্ধতি আবশ্যকীকরণ

রাসূলুল্লাহর (সা.) ইন্তিকালের পর হাদীস বর্ণনায় সাহাবীগণ পরস্পর সংশয়-সন্দেহ পোষণ করতেন না। তাবি'ঈগণ সাহবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীস নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। খিলাফতের সমাপ্তির শেষ পর্যায়ে বিশেষত কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার পর মুসলিম সমাজে শী'আ মতবাদের সৃষ্টি হয়। এ সময় শী'আ ও খারিজীগণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এভাবে মুসলিম সমাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক দল উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। এ প্রত্যেক দল উপদল তাদের মতাদর্শকে প্রচার ও প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে থাকে এবং জাল হাদীস রচনায় প্রবৃত্ত হয়।[২৩২] যুগ পরিক্রমায় এ সমস্যা বৃদ্ধি পায়। এমন এক সন্ধিক্ষণে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের মধ্যে বিজ্ঞ আলীমগণ হাদীস বর্ণনায় সত্যাসত্য যাচাই শুরু করেন। তারা সনদ ও বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবগত না হওয়া পর্যন্ত তারা কোন হাদীস গ্রহণ করতেন না। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত তাবি'ঈ ইবন শিরিন বলেন,

لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلي أهل السنة فؤخذ حديثهم و ينظر أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

'পূর্ববর্তীরা বর্ণনাকারীগণের সর্ম্পকে প্রশ্ন করতেন না। যখন বির্তক শুরু হল তখন তারা বলতে শুরু করলেন যে, আমাদেরকে বর্ণনাকারীগণের নাম বল। অতঃপর আহলুস সুন্নাহর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করা হয় এবং আহলুল বিদআতের হাদীস বর্জন করা হয়।"[২৩৩]

ফলে হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ইলমুল ইসনাদের সূত্রপাত ঘটে এবং দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকতা লাভ করে। এ সময় মুহাদ্দীসগণ সনদ ব্যতীত হাদীস গ্রহণ করতেন না। তাঁরা সনদকে হাদীসের অংশ মনে করতেন। এ ভাবেই হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সনদের উপরই নির্ভরশীল হতে থাকে।[২৩৪] এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দীস শুবা (র.) বলেন, "যে হাদীসের শুরুতে কোন শব্দ নেই, সে হাদীস ঐ খাদ্যের অনুরূপ, যা ভক্ষণ করলে ক্ষুধা নিবারণ হয়না। তিনি আরও বলেন, সনদ ছাড়া হাদীসের উদাহরণ এমন ব্যক্তির মত, যে বিস্তীর্ণ ময়দানে লাগামহীন উট নিয়ে বিচরণ করছে।

---

২৩১ মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমদ ইবন হিব্বান ইবন মা'আজ ইবন মা'বাদ ইবন সা'ঈদ ইবন সাহিদ (ইবন হিব্বান), *কিতাবুল মাযরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন,* (হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩৯০ হি.) খ. ১, পৃ. ১৮।

২৩২ ড. 'উজাজ আল খতীব, *আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন,* (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ১৩৯১ হি./১৯৭১ খৃ.) পৃ. ৩২৩।

২৩৩ ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ,* (সৌদি আরব: দারুস-সালাম, ১৯৯১ খৃ.) পৃ. ১০।

২৩৪ আকরাম জিয়া আল-'উমরী, *বুহুছুন ফী তারিখীন সুন্নাহ আল-মুশার্‌রাফাহ,* (মাদীনা: মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪১৫ হি.) পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং এ ব্যক্তির জন্য যেমন লাগামহীন উটকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা অসম্ভব, অদ্রূপ সনদহীন হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করাও মুহাদ্দীসের পক্ষে অসম্ভব।"[২৩৫]

তাবি'ঈগণের যুগে সনদের উপর ব্যাপকভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। কেউ কোন হাদীস বর্ণনা করতে চাইলে তাকে সর্বপ্রথম উক্ত হাদীসের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। এতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কোনরূপ খারাপ মনে করতেন না। যেমন এক ব্যক্তি সুফইয়ান ইবন উয়ায়নার নিকট্ আগমণ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হজ্জের সময় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার পূর্বে কোন মহিলার ঋতুস্রাব হলে সে কি করবে? তদুত্তরে সুফইয়ান বললেন, তাওয়াফ ব্যতিত সে হজ্জের সকল কাজ করবে। লোকটি বললো, এরূপ কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। তা হল, বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে আয়িশার (রা.) ঋতুস্রাব হলে রাসূল (সা.) তাঁকে তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ সম্পাদন করতে নির্দেশ দেন। লোকটি বলল, এ হাদীসের সনদ আপনার জানা আছে কি? সুফইয়ান বললেন, হ্যাঁ, সনদটি এরূপ....লোকটি সনদ শ্রবণ করে সুফইয়ানের প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। এতে সুফইয়ান খারাপ মনে করেননি; বরং খুশী হয়েছিলেন।[২৩৬]

এ যুগে সনদের প্রতি যে গুরুত্বারোপ করা হত, তা নিমোক্ত ঘটনা থেকেও সহজে বুঝা যায়। বর্ণিত আছে যে, একবার খলীফা মামূন মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ আল-আল আনসারীর নিকট এক হাজার দিরহাম বসরার ফকীহগণের মধ্যে বন্টনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। হিলাল ইবন মুসলিম তা সাথীদের মধ্যে বন্টন করতে চাইলেন। আর আনসারীও তা নিজ সহচরগণের মধ্যে বন্টন করতে মনস্থ করলেন। ফলে উক্ত দিরহাম বন্টন নিয়ে উভয়ের মাঝে মতানৈক্য হয়। আনসারী হিলালকে এ বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন করতে বললেন। তিনি ইবন মাস'উদের (রা.) নিকট একটি হাদীস যুক্তি হিসেবে পেশ করলে আনসারী তাঁকে বললেন, তোমার কাছে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন, হিলাল ইবন মুসলিম চুপ করে রইলেন। আনসারী বললেন, তুমি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের কথাটি বারবার উচ্চারণ করে থাক কিন্তু তুমি জান না, এটি কে রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছে? তুমিও তোমার ফিকহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা দূরুত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এরপর মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ আল-আনসারী উক্ত এক হাজার দিরহাম স্বীয় সহচর ফকীহগণের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।[২৩৭]

মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলনের যুগে সনদের সত্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করেন। মুহাদ্দিসগণের অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ইতিহাস ও সিয়ারবেত্তাগণও ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদ ব্যবহার করেন। যেমন ইবন ইসহাকের আস-সীরাহ গ্রন্থ, ওয়াকিদীর আল-মাগাযী গ্রন্থ,

---

২৩৫ ইবন হিব্বান, *কিতাবুল মাযরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯।

২৩৬ আল-হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবন আল-খতীব 'আলী আল-বাগদাদী (আল-খতীব 'আলী আল-বাগদাদী), *আল-কিফাইয়াহ ফী 'ইলমির-রিওয়ায়াহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৩-৪০৪।

২৩৭ আল-হাসান ইবন আব্দুর রহমান আর-রামাহারমাযী, *আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বায়নার রাবী ওয়াল ওয়া'ঈ*, (দামিস্কঃ দারুল ফিকর, ১৩৯১ হি.) খ. ১, পৃ. ১২-১৩; আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ ওয়া যাইলুহু ওয়াল-মুসতাফাদু*, (মিসরঃ মাতবা'আতসি সা'আদাহ, ১৩৪৯ হি.) খ. ৫, পৃ. ৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইবন সা'দের আত-তাবাকাত গ্রন্থ, তাবারীর তারীখুল-উমাম ওয়াল-মুলূক গ্রন্থ, খলীফ ইবন খাইয়্যাতের ইতিহাস গ্রন্থেও সনদের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে যেমন খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে সনদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা হয়নি।[২৩৮] সুতরাং সনদ প্রক্রিয়ায় হাদীসের বর্ণনা পদ্ধতি মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। কেননা সনদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাদীসকে বিকৃতি ও ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা সনদ দ্বারাই মুসলিম জাতিকে বিশেষায়িত করেছেন; যা অপর কোন জাতিকে করেননি।[২৩৯]

৩. হাদীস বর্ণনার নীতিমালা গ্রহণ

হাদীস বর্ণনায় বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং দুর্বল সনদের হাদীসকে চিহ্নিতকরণের জন্য হাদীস বর্ণনাকারীগণের চরিত্র, নৈতিকতা, ধার্মিকতা, আচার-অভ্যাস ও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখে ইমামগণ হাদীস সংকলনে দু'ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এক. রিওয়ায়াত পদ্ধতি। দুই. দিরায়াত পদ্ধতি।

এক. রিওয়ায়াত পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহর (সা.) বাণী বর্ণনা, সংরক্ষণ এবং লিখে রাখার পদ্ধতি সম্বলিত জ্ঞানকে রিওয়ায়াত বলা হয়। মুহাম্মদ আব্দুল 'আযীম আয-যারকানীর মতে,

هو يقوم علي النقل المحرر الدقيق لكل ما أضيف إلي النبي صلي الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة و لكل ما أضيف من ذالك إلي الصحابة و التابعين

'রাসূলুল্লাহর (সা.) বাণী, কর্ম, মৌন সম্মতি, তাঁর চারিত্রিক বিশ্লেষণ এবং সাহাবী ও তাবি'ঈর কথা, কর্মকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করাকে 'রিওয়ায়াত' বলা হয়।[২৪০] জালালুদ্দীন আস সুয়ুতি বলেন, সুন্নাহকে তার বাহকের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে বর্ণনা করার নাম 'রিওয়ায়াত'। অর্থাৎ রাসূলের (সা.) হাদীসকে তাঁর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে তা যথার্থ মধ্যস্থতার দ্বারা বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলা হয়। এ পদ্ধতি দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। ১. أداء الحديث ২. تحمل الحديث। এ পদ্ধতি দুটি একটি অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটির অবর্তমানে অপরটি অস্তিত্বহীন। أداء الحديث এর অর্থ হল, হাদীস রিওয়ায়াত করা এবং তা যথাযতভাবে পৌঁছে দেয়া। আর হাদীস বর্ণনার অনুসৃত পদ্ধতিকে تحمل الحديث বলা হয়। [২৪১] 'হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ যাচাই ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ

---

২৩৮ আকরাম জিয়া আল-'উমরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

২৩৯ আবূ মুহাম্মদ 'আলী ইবন সা'ঈদ ইবন আহমদ ইবন হাযম আল-আন্দালুসী (ইবন হাযম), *আল-ফিসাল ফীল মিলাল ওয়াল নিহাল*, (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৩৯৫ হি.) খ. ২, পৃ. ৮৪।

২৪০ মুহাম্মদ আব্দুল 'আযীম আয-যারকানী, *আল মানহালুল হাদীস ফী 'উলূমিল হাদীস*, (কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, ১৩৬৬ হি.) পৃ. ৩৫।

২৪১ প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ শাবান, *কাওয়াইদুল মুহাদ্দিসিন*, (কায়রো: দারুস্সালাম, ২০০৫) পৃ. ৩৮-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

রিওয়ায়াত পদ্ধতির আওতায় হাদীস বর্ণনাকারী ও বর্ণনাধারা বা সনদ বিষয়ে কিছু শর্তারোপ করেছেন। নিম্নে তিনটি ভাগে সেগুলো সর্ম্পকে সংক্ষিপ্তসারে বিবৃত হল:

ক) হাদীস বর্ণনাকারীর শর্তাবলী

খ) হাদীস বর্ণনার পদ্ধতিগত বিশুদ্ধতা

গ) সনদ সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

ক. হাদীস বর্ণনাকারীর শর্তাবলী

হাদীস বর্ণনাকারীগণের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী অত্যাবশ্যক। এই শর্তাবলীর মধ্য থেকে একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকলে তিনি হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন না। যেমন,

১. **ইসলাম:** হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কথা ও কাজে অমিল, লোকভয়ে কিংবা সুবিধা লাভের আশায় বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় বেশভূষার আস্ফালন, কিন্তু তাঁর অন্তস্থরূপ সম্পূর্ণরূপে বহিস্থরূপের পরিপন্থী ও অসংগতিপূর্ণ, এরূপ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কখনই খাঁটি মুসলিম হতে পারে না। তাঁকে হতে হবে নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারী। শিরক বা অংশীবাদিত্বের ছোঁয়া থেকে হবেন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।[২৪২]

২. **বুদ্ধিমান হওয়া:** জ্ঞান মানুষের এমন এক সুপ্ত প্রতিভার নাম, যা দ্বারা মানুষ তার অভিষ্ট লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার অবলম্বন খুঁজে পায় এবং এরই মাধ্যমে সে ভাল-মন্দ, সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হয়। এ জন্য হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান হতে হবে। জ্ঞানহীন ব্যক্তি, পাগল অথবা ছোট শিশু হাদীস বর্ণনাকারী হতে পারে না। তাই তাদের হাদীস বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হবে।[২৪৩]

৩. **সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা:** হাদীস বর্ণনাকারীকে সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। কেননা সত্যবাদিতা মানুষকে আদর্শবাদী হওয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। আর ন্যায়পরায়ণতাকে 'আদালত' বলা হয়ে থাকে। যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে খোদাভীরু ও মনুষ্যত্ব অবলম্বন করতে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত বলা

---

২৪২ হাফিজ আহমাদ মোল্লাজিউন, *নূরুল আনওয়ার*, (দেওবন্দ: আল মাকাতাবাতু রাহীমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৮৩-১৮৪; মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আস-সান'আনী, *তাওযীহুল আখবার লি তানকীহিল আছার*, (বৈরূত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৬৬ হি.) খ. ২, পৃ. ১৫৫; ইবন সুবকী, *জাম'উল জাওয়ামি'*, (মিশর: মাকতাবাতু 'ঈসা আল-বাবী, তা.বি.) খ. ২, পৃ. ১৪৬; ইবন হাযম আন-আন্দালুসী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, (কায়রো: মাকতাবাতু আসিমা, তা.বি.) খ. ২, পৃ. ৭৩; আল-ইছনুবী, *নিহায়াতুস সুউল ফী শারহি মিনহাজিল উসূল*, (কায়রো: মাকতাবাতু সা'আদাহ, তা.বি.) খ. ২, পৃ. ২৯৫; ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, ১৩৮।

২৪৩ তাকী উদ্দীন আবুল বাকা' মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আব্দুল 'আজীজ ইবন নাজ্জার (ইবনুন নাজ্জার), *আল-কাওকাবুল মুনীর*, (রিয়াদ: মাকতাবাতু 'আবিকান, ১৪১৮ হি./ ১৯৯৭ খৃ.) পৃ. ৩৮০-৩৮২।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এ মানবীয় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও মুরুওয়াতের[২৪৪] অনুসারী হতে এবং মিথ্যামুক্ত জীবন-যাপনে অনুপ্রাণিত করে। হাদীস বর্ণনাকারী যদি সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ না হন, তাহলে তাঁর বর্ণিত হাদীস সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হবে না। এই জন্য সিহাহ্ সিত্তাহ্র ইমামগন হাদীস গ্রহণীয় হওয়ার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীকে অবশ্যই সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণে গুণান্বিত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।[২৪৫]

হাদীস বর্ণনাকারীর 'আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস ঐকমত্য পোষণ করেন। বর্ণনাকারী ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে বর্ণনা পরস্পর মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) হলেও হাদীস বর্ণনাকারীর 'আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত হাদীস 'আমলযোগ্য হবে না। সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণাতার ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) সাক্ষ্য দিয়েছেন।[২৪৬]

৪. **যাবিত তথা যথার্থ সংরক্ষক হওয়া:** যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখন তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে, তাকে যাব্ত বা সংরক্ষণ শক্তি বলা হয়। আর এগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে যাবিত বলা হয়। হাদীসের ইমামগণ হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই যাবিত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। যাব্ত দু'প্রকার ضبط الصدر ও ضبط الكتاب। প্রথমটির অর্থ হল, শায়খ বা হাদীস শিক্ষাদানকারীর শব্দ হুবহু স্মরণ রাখা। আর দ্বিতীয়টির অর্থ হল, যে গ্রন্থে শায়খের শব্দাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বর্ণনাকারীর সে গ্রন্থ বর্ণনা করার সময় হুবহু শব্দাবলী মনে রাখা।[২৪৭] হাদীস বর্ণনার জন্য বর্ণনাকারীর মধ্যে এ গুণের উপস্থিতি অতীব প্রয়োজন। এ গুণ যার মধ্যে নেই, তিনি হাদীস বর্ণনা করতে পারবেন না। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন্ ব্যক্তির হাদীসকে কখন পরিত্যাগ করা হয়? তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, "যখন বর্ণনাকারীর স্মৃতিতে ভ্রম প্রবল হবে, তখন তাঁর হাদীস পরিত্যক্ত হবে। যেমন, স্মৃতিশক্তি দুর্বলতার কারণে কাছীরের রিওয়ায়াতকে মুহাদ্দিসগণ বর্জন করেছেন।"[২৪৮]

---

২৪৪ 'মুরওয়াত' বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কাজ থেকে বিরত থাকাকে বুঝায়। যেমন হাট-বাজর এবং চলাফেরার সময় পানাহার করা, রাস্তাঘাটে প্রসাব পায়খানা করা ইত্যাদি। এছাড়া দাবা, লুডু, তাস খেলাও 'আদালতের পরিপন্থী। ও'বা ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি নাজিয় নামক জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করি। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ ইসহাক তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছিলেন। আমি তাকে হাদীস গ্রহণ করা অপছন্দ মনে করে ফিরে আসি। দ্রঃ ইবনুন নাজ্জার, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৮৫-৩৯০।

২৪৫ যাইনুদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন মূসা ইবন 'উসমান আল-হামিযী (আল-হামিযী), *শুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসাহ*, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ হি./১৯৮৪ খৃ.) পৃ. ৫৩-৫৪।

২৪৬ 'আবদুল্লাহ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি.) খ. ৩, বাবু মানাকিবিস সাহাবা অধ্যায় দ্রঃ, পৃ. ৩০৮।

২৪৭ ড. আবূ শাহবাহ, *দিফা'উন 'আনিস সুন্নাহ*, (মিশরঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৮৮ খৃ.) পৃ. ৩১।

২৪৮ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণঃ প্রকৃতি ও পদ্ধতি, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫. **ফিস্‌কমুক্ত হওয়াঃ** সত্যের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়াকে ফিস্‌ক বলা হয়। কথা, কর্ম ও বিশ্বাস সবটার মধ্যে ফিস্‌ক পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু মুহাদ্দিসগণ ফিস্‌ক দ্বারা الفسق في العمل বুঝিয়েছেন। হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই ফিসকের যাবতীয় অসৎ আচরণ থেকে মুক্ত থাকতে হবে।[২৪৯]

৬. **মুদাল্লিস না হওয়াঃ** মুদাল্লিস বলা হয় এমন বর্ণনাকারীকে, যিনি সনদে ত্রুটি গোপন রেখে হাদীস বর্ণনা করেন। এর উদাহরণ হল, একবার সুফইয়ান ইব্‌ন 'উয়ায়নাহ্‌ হাদীস বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, قال الزهري তখন একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি স্বয়ং হাদীসটি ইমাম যুহ্‌রী থেকে শ্রবণ করেছেন কি? আবারও ইবনু 'উয়ায়নাহ্‌ বললেন, قال الزهري। প্রশ্নকারী দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি নিজে হাদীসটি ইমাম যুহ্‌রী থেকে শ্রবণ করিনি; বরং 'আব্দুর রাজ্জাক থেকে শুনেছি, তিনি মা'মার থেকে, মা'মার যুহ্‌রী থেকে عن বা قال শব্দ যোগে তাঁর রিওয়ায়াত করা মুদাল্লাস বর্ণনা হিসেবে পরিগণিত হবে।[২৫০]

৭. **বিদ'আতী না হওয়াঃ** বিদ'আতের অর্থ হল, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অথবা নিজে ব্যাখ্যা করে দ্বীনের ব্যাপারে এমন কোন নতুন বিষয়ে বিশ্বাস করা, প্রথা উদ্ভাবন করা বা প্রচলন করা, ইসলামী শরী'আতে যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বা কোন অনুমোদন নেই।[২৫১] এই বিদ'আতপন্থী ব্যক্তির হাদীস প্রত্যাখ্যাত। হাদীসের ইমামগণ বিদ'আতপন্থী বর্ণনাকারী থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করেননি। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار

'প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রান্তিকর, আর প্রত্যেক ভ্রান্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।'[২৫২]

মুদাল্লাস হাদীসের প্রকারগুলোর মধ্যে একটি অপরটির তুলনায় গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক হলেও ইমাম বুখারীর নীতিমালায় তা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। তিনি মুদাল্লাস রিওয়ায়াতকে কখনও গ্রহণ করেননি।[২৫৩]

---

২৪৯ আল-হাফিজ আবু আমর 'উসমান ইবন মূসা আল-কুরদী ইবন-সালাহ (ইবন সালাহ), *আল-মুকাদ্দামাহ,* (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.) পৃ. ১৮৫।

২৫০ ইবন সালাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৮৫।

২৫১ মোল্লা 'আলী ক্বারী, *মিরকাতুল মাফাতিহ,* (মিশরঃ আল-মাকাতাবাতুল মাইমানিয়্যাহ, ১৩০৯ হি.) খ. ১, পৃ. ১১২।

২৫২ 'আবদুল্লাহ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ৪৪।

২৫৩ ড. মোল্লা খাতির, *মাকানাতুস সাহীহাইন,* (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুল 'আরাবিয়্যাহ আল হাদীসাহ, ১৪০২ হি.), পৃ. ১০৪; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

খ) হাদীস বর্ণনার পদ্ধতিগত বিশুদ্ধতা

এ পদ্ধতিকে উসুলুল হাদীসের পরিভাষায় طرق تحمل الحديث বলা হয়।

মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণের আটটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারীগণের হাদীস বর্ণনাকালে তাঁর উর্ধ্বতন উস্তাদ থেকে এ আটটি পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতির অবশ্য গ্রহণ করতে হবে। এ পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ

১. আস-সিমা (السماع)

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। শিক্ষক হাদীস পড়বেন অথবা মুখস্ত বলবেন আর শিষ্য তা শুনবেন, একেই সিমা' বলা হয়। এ ক্ষেত্রে হাদীস শ্রবনকারী শিষ্যের প্রখর ধী-শক্তি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। তবে শিষ্যের বয়স কত হতে হবে এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত মুহাদ্দিস কাজী আয়াজ বলেন, কমপক্ষে তাকে পাঁচ বছর বয়সী হওয়া আবশ্যক। আহলুল হাদীসগণ এ মত প্রদান করেছেন। এ ছাড়া ইবনুস সালাহও এ মতের সমর্থন দিয়েছেন। এ মর্মে আহলুল হাদীসগণ নিম্নোক্ত হাদীস দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন।[২৫৪]

عن محمد بن الربيع قال عقلت من النبي صلي الله عليه و سلم مجة مجها في جهي و انا ابن خمس سنين من لدو

এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে, শ্রবণকারী মোটামুটি বুঝলেই চলবে। তবে পাঁচের উর্ধ্বে বয়সসীমা পৌঁছেছে, কিন্ত বোদ্ধা নয়, তাহলে তাঁর সিমা' গ্রহণ হবে না।[২৫৫]

২. আল-ক্বিরাআত (القراءة)

ক্বিরাআত বা পঠন পদ্ধতি হচ্ছে, ছাত্র হাদীস পড়বে এবং শিক্ষক তা চুপ করে শুনবেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক থেকে ছাত্রের হাদীস বর্ণনা করা বৈধ এবং উক্ত শ্রুত হাদীস বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত। কেননা এ পদ্ধতিতে যদি হাদীস বর্ণনা বিশুদ্ধই না হত, তাহলে শিক্ষক হাদীস পাঠকালে চুপ থাকতেন না।[২৫৬] যদি পাঠকারী ছাত্র তাঁর মুখস্ত থেকে অথবা কিতাব থেকে না পড়ে; বরং অপর কোন ব্যক্তিকে শায়খের নিকট পড়তে শুনে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে এ ধরনের পঠন অবশ্যই শিক্ষকের মুখস্ত থাকা প্রয়োজন।[২৫৭]

---

২৫৪ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ, প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ১৭।

২৫৫ ড. মুহাম্মদ আল-সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন নববী মুস্তালাহুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু* (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ২০২-২০৩।

২৫৬ ড. মুহাম্মদ আল-সাব্বাগ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০৫।

২৫৭ ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফী 'উলূমুল হাদীস ওয়া মুতালাহুহু,* (বৈরূতঃ দারুল 'ইলম লিল মালাইয়্যীন, ১৯৮৪) পৃ. ৯; আহমদ মুহাম্মদ শাকির, *আল-বা'য়িছুল হাছীছ শরহু ইখতিছারি 'উলূমিল হাদীস,* (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ.) পৃ. ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

পঠন পদ্ধতি অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের নিকট স্বীকৃত একটি নিয়ম। হাসান (র.), সুফিয়ান সাওরি (র.), ইমাম মালিক (র.), ইমাম বোখারী (র.) প্রমুখের নিকট এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা অথবা গ্রহণ করা বৈধ। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে হযরত দিমাম ইবনে ছা'লাবার হাদীস দলিল হিসেবে উপস্থিত করেন। হাদীসটি নিম্নরূপ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و سلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و سلم فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و سلم: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ "

আহলে নজদ থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আগমন করল। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার গুনগুনানির শব্দ শুনছিলাম। কিন্তু তিনি যা বলছিলেন, আমরা তা ঝুঝতে পারছিলাম না। অতঃপর তিনি যখন রাসূলের (সা.) নিকট এলেন, তখন বুঝা গেল যে, তিনি ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছেন। রাসূল (সা.) বললেন দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা।[২৫৮]

৩. ইজাযাত (الإجازة)

শিক্ষক ছাত্রকে তাঁর নিকট থেকে শ্রুত বিষয় অথবা তাঁর রচিত কোন গ্রন্থ রিওয়ায়াত করার অনুমতি প্রদান করাকে 'ইজাযাত' বলা হয়। এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণণা করা বৈধ কি না এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যাহিরিয়াগণের মতে, ইজাযাত পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণণা করা বৈধ নয়। ইমাম হাযম আল আন্দালুসিও এ মত পোষণ করেন।[২৫৯] ইমাম শাফে'ঈ থেকে এ বিষয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। একটি বৈধতার পক্ষে, অপরটি অবৈধতার পক্ষে।[২৬০] খতিব আল-বাগদাদী বলেন, ইমাম শাফে'ঈ হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ইজাযাত পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল হওয়া অপছন্দ মনে করতেন। শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, ইবরাহিম আল হারাবী, আল মাওয়ার্দী, আবূ শায়খ মুহাম্মদ ইবন্ 'আবদিল্লাহ আল ইস্পাহানি প্রমুখ ইজাযাত পদ্ধতিকে অবৈধ বলে মনে করতেন।[২৬১] ইবনুস সালাহ বর্ণনা করেন যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস ইজাযাত পদ্ধতি জায়েজ মনে করে এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করাকে বৈধ মনে করতেন। তারা নিজেদের মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেন

---

২৫৮ ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০।

২৫৯ ড. মুহাম্মদ আল-সাব্বাগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।

২৬০ ইবন হাযম, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, (বৈরূতঃ দারুশ শুরুক, তা.বি.) খ. ২, পৃ. ১৪৭।

২৬১ আহমদ মুহাম্মদ শাকির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ان النبي صلي الله عليه و سلم كَتَبَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ كِتَابًا وَخَتَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَوَجَّهَهُ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى نَاحِيَةِ نَخْلَةَ، وَقَالَ لَهُ: " لا تَنْظُرْ فِي الْكِتَابِ حَتَّى تَسِيرَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ انْظُرْ فِيهِ "

রাসূলুল্লাহ (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে জাহাসের জন্য একটি চিঠি লিখলেন এবং তা মোহরাঙ্কিত তাঁর জনৈক সহপাঠীর হাতে দিয়ে বললেন, এ চিঠির প্রতি দৃষ্টি দেবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি দু'দিনের পথ অতিক্রম করবে। তারপর তুমি এতে যা লেখা আছে তা পড়বে।[২৬২] এ হাদীসটি ইজাযাত পদ্ধতির অনুমোদন প্রদান করে। এ হাদীসের আলোকে বলা যায়, শায়খের নিকট যখন ছাত্রের বিশ্বস্ত তা ও নির্ভরযোগ্যতা স্পষ্ট হয়, কেবল তখনই শায়খ হাদীস বর্ণনার 'ইজাযাত' দিয়ে থাকেন।[২৬৩]

৪. আল মুনাওয়ালাহ (المناولة)

শিক্ষক ছাত্রকে কিতাব অথবা সহীফা দিয়ে তাঁর থেকে বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করাকে 'মুনাওয়ালাহ' বলা হয়।[২৬৪] 'মুনাওয়ালাহ' পদ্ধতি 'ইজাযাত' অপেক্ষা উত্তম পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। মুহাদ্দিসগণ মুনাওয়ালাহ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ মনে করেন।[২৬৫] খতিব আল বাগদাদী এবং শামসুদ্দিন আয-যাহাবী এ পদ্ধতির অনুমোদনের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন।

قال حميد بن زنجويه : لما رجعنا من مصر ، دخلنا على أحمد بن حنبل ، فقال : مررتم بعمرو بن أبي سلمة ؟ فقلنا : وما عنده خمسون حديثا ، والباقي مناولة . قال : كنتم تنظرون في المناولة ، وتأخذون منها.

'হুমায়িদ ইবনে যানজাবুবিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা মিসর থেকে ফিরে এসে আহমাদ ইবনে হাম্বলের নিকট গমন করলাম। তিনি বললেন, তোমরা আবু হাফস 'উমর ইবনে আবী সালামার নিকট গমন করেছ কি? আমরা বললাম, তাঁর কাছে কি আছে? তাঁর কাছে তো মাত্র পঞ্চাশটি হাদীস রয়েছে, আর অবশিষ্ট মুনাওয়ালাহ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস। তিনি তদুত্তরে বললেন, তোমরা উক্ত মুনাওয়ালাহ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ কর।[২৬৬]

৫. আল মুকাতাবা (المكاتبة)

লিখন পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করাকে মুকাতাবা বলা হয়। ড. মুহাম্মদ আস সাব্বাগ এর পরিচয় প্রদানে বলেন,

و هي ان يكتب الشيخ بخطه او يكلف غيره بأن يكتب عنه لبعض حديثه الشخص حاضرين يديه يتلقي العلم عليه او الشخص غائب عنه ترسل الكتابة اليه

---

২৬২ ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৫।

২৬৩ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফাইয়াহ ফী 'ইলমির-রিওয়ায়াহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৫।

২৬৪ ড. নূরুদ্দীন আল-'আতার, *মানহাজুন নাকদ ফী 'উলূমিল হাদীস*, (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.) পৃ. ২১৭।

২৬৫ ড. নূরুদ্দীন আল-'আতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯; ড. মুহাম্মদ আল-সাব্বাগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫।

২৬৬ ইমাম আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির-রিজাল, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৬২; আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফাইয়াহ ফী 'ইলমির-রিওয়ায়াহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

'নিজ হাতে শাইখ হাদীস লিখে দেয়া অথবা কাউকে তার পক্ষ থেকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য কিছু হাদীস লিখে দেয়ার দায়িত্ব কারও উপর অর্পণ করা, অথবা এমন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে কিছু হাদীস লিখে দেয়ার জন্য কাউকে আদেশ করা, যিনি তাঁর কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন। এরূপ পদ্ধতিকে আল মুকাতাবা বলা হয়।[২৬৭] এ পদ্ধতিতে হাদীস রিওয়ায়াত করা বৈধ। কেননা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে ইজাযাত অপেক্ষা এর গুরুত্বও কম নয়। কেননা, পূর্ববর্তী 'আলীমগণ এ পদ্ধতিতে كتب إلي فلان قال اخبرنا فلان তাদের হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তাঁরা এভাবে উল্লেখ করাকে সনদের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করতেন। তাই হাদীস গ্রন্থে সনদের মধ্যে এ ধরনের বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়।[২৬৮]

৬. আল ওয়াজাদাহ (الوجادة)

সনদ সহকারে কোন শাইখের স্বরচিত কোন হাদীস অথবা হাদীস গ্রন্থ কোন ব্যক্তির লাভ করাকে ওয়াজাদাহ বলে। এ ক্ষেত্রে প্রাপক ব্যক্তি এ বলবে যে,[২৬৯] وجدت بخط فلان-حدثنا فلان। মোট কথা, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা সিমা ও ইজাযাহ এবং মুনাওয়ালা পদ্ধতি ব্যতিরেকেই কোন সহীফা থেকে হাদীস গ্রহণকালে আল ওয়াজাদাহ শব্দটি প্রয়োগ হয়ে থাকে।

মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমত্যে এটি হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি সমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ কি না এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। একদল মুহাদ্দিস এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণণা করা অবৈধ বলে মনে করেন। অপর এক দলের মতে, যদি বর্ণনাকারী লেখকের লিখন শনাক্ত করতে পারেন তাহলে এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করাতে কোন দোষ নেই।[২৭০] প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুস সালাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, মালেকী মাযহাবের অধিকাংশ মুহাদ্দিস এবং ফকীহগণের মতে হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। তবে ইমাম শাফে'ঈ ও তার মাযহাবের অনেক 'আলীম এ পদ্ধতিকে জায়েজ বলেছেন। পরস্পর বিরোধপূর্ণ মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধনে এ কথা বলা যেতে পারে যে, যদি বর্ণনাকারী উক্ত পুস্তিকার লেখা সম্পর্কে দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেন, তাহলে উক্ত লেখকের উদ্বৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করা যেতে পারে।[২৭১]

৭. আল ই'লাম (الإعلام)

ছাত্রকে বর্ণনাকারীর এভাবে অবগত করাকে ই'লাম বলা হয় যে, এ হাদীস অথবা এ গ্রন্থ তিনি অমুকের কাছ থেকে শ্রবণ করেছেন কিন্তু তিনি তাকে এটি রিওয়ায়াত করার অনুমতি দেননি।[২৭২]

---

২৬৭ ড. মুহাম্মদ আল-সাব্বাগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬।

২৬৮ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফাইয়াহ ফী 'ইলমির-রিওয়ায়াহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৫।

২৬৯ মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *কাওয়াইদুত তাহদীছ*, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি.) পৃ. ২০৪।

২৭০ ড. *নূরুদ্দীন আল-'আতার, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।

২৭১ আল-হাকিম নিশাপূরী, *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস*, (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুত-তিজারী, তা.বি,) পৃ. ১৬০; ড. মুহাম্মদ আল-সাব্বাগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯।

২৭২ ড. *নূরুদ্দীন আল-'আতার, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ ফকীহ মুহাদ্দিসের মতে, এ পদ্ধতিতে হাদীস করাও বৈধ। আর রামাহারমাযী এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[২৭৩] মুল কথা হল এই যে, ইজাযাত পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত। কেননা এতে সামগ্রিক অর্থে ইখবার রয়েছে। তদ্রুপ আল ই'লাম এর মধ্যেও ইজাযাত অপেক্ষা ইখবারের অর্থ শক্তিশালী। যেমন মুহাদ্দিসের উক্তি هذا سماع من فلان দ্বারা তাই বুঝা যায়।[২৭৪]

৮. আল ওসিয়্যাহ (الوصية)

মুহাদ্দিস কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু অথবা সফরের সময় এ মর্মে ওসিয়্যাহ করা যে, সে উক্ত কিতাব তার হয়ে বর্ণনা করবে। হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি সমূহের মধ্যে ওসিয়্যাহ একটি দুর্বল পদ্ধতি। কোন কোন মুহাদ্দিস একে ইজাযাত পদ্ধতি বলে উল্লেখ করেন। কেননা এটি উপদেশ দানকারী শায়খের পক্ষ থেকে উপবিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হাদীস বর্ণনা করার একটি অনুমতি। অপরদিকে কেউ কেউ একে ই'লাম পদ্ধতির নিকটতম বলে উল্লেখ করেছেন।[২৭৫]

গ. সনদ সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য মুহাদ্দিসগণ সনদ সহীহ্ হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সনদে বর্ণিত বর্ণনাকারীগণ যদি বিশ্বস্ত না হন তাহলে তাঁর বর্ণিত হাদীস কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এজন্য তাঁরা সনদ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্তারোপ করেছেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. **মুত্তাসিল সনদ বা বর্ণনাসূত্র অবিচ্ছিন্ন হওয়া:** হাদীসের সনদ মুত্তাসিল হওয়া বলতে বুঝায়, সনদে উল্লিখিত বর্ণনাকারীগণের নাম ধারাবাহিকতাভাবে বর্ণিত হওয়া, কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা না থাকা। কেননা এতে হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রশ্নে সন্দেহের অবকাশ থাকে। সনদের কোন স্তর থেকে যে কোন বর্ণনাকারীর অপসারণ হওয়া হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।[২৭৬] আর পর্যাক্রমে বর্ণনাকারীর অপসারণ হলে সংশ্লিষ্ট হাদীসকে মুনকাতি',[২৭৭] মুরসাল[২৭৮] ও মুদাল্লাসসহ[২৭৯] বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। হাদীসের এ প্রকারগুলো অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

---

২৭৩ আল-হাকিম নিশাপূরী, *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫৬।

২৭৪ ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২১৯-২২০।

২৭৫ আবুল খায়ের শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীস,* (জিদ্দাহ: দারুল মানাহিজ, ১৪২৬ হি.) পৃ. ২৩২।

২৭৬ আবুল হাসানাত মুহাম্মদ 'আব্দুল হাই লাখনবী, *যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী,* (বৈরূত: দারু ইবন হাযম, ১৯৯৭ খৃ.) পৃ. ৩৭৫।

২৭৭ মুনকাতি': যে হাদীস মুত্তাসিল নয় এবং যার সনদ থেকে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে তাকে মুনকাতি' বলা হয়। দ্র. ড. নূরুদ্দীন আল-'আতার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৬৭।

২৭৮ মুরসাল: যে হাদীসের সনদের শেষ থেকে তাবি'ঈদের পর কোন সাহাবী বর্ণনাকারী অপসারিত হয়েছে তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়। দ্র.: ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *নুখবাতুল ফিকার,* (কায়রো: মাতবা'আতুল

Dhaka University Institutional Repository

২. **عنعنة পদ্ধতিতে বর্ণনা:** এপদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনার সময় বর্ণনাকারীর সংগে তাঁর উর্ধ্বতন শায়খের সাক্ষাৎ হওয়া অপরিহার্য। ইমাম বুখারীর মতে, যে বর্ণনাকারী সমসাময়িক এবং عن শব্দ যোগে শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাঁর রিওয়ায়াতকে السماع বা শ্রবণ হিসেবে ধরে নেয়া হবে, তবে বর্ণনাকারী مدلس হতে পারবে না। আর বর্ণনাকারী সমসাময়ীক না হলে عن শব্দযোগে তার রিওয়ায়াত মুরসাল অথবা মুনকাতি'হবে। কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে عن শব্দ যোগেও সমসাময়ীক বর্ণনাকারীর রিওয়ায়াত سماع হিসেবে ধরে নিতে হলে উভয়ের মধ্যে কমপক্ষে একবার সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[২৮০]

৩. **হাদীসের বিশুদ্ধতার উপর সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য হওয়া:** মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণকালে উক্ত হাদীসের উপর সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন। সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যদি উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সংশয় পোষন করেন তাহলে তাঁরা সেই হাদীস গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। কেননা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করলে সেই হাদিসের যথার্থতার উপর মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সংশয়ের অবকাশ থাকে। এজন্য ইমামগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের ক্ষেত্রে ঐক্যমত্যের শর্তারোপ করেছেন।[২৮১]

৪. **রিওয়ায়াতকৃত হাদীস শায ও 'ইল্লাত থেকে মুক্ত হওয়া:** কোন বিশ্বস্ত বণনাকারীর রিওয়ায়াত অপর কোন বিশ্বস্ত বণনাকারীর রিওয়ায়াতের বিরোধী হলে তাকে শায বলা হয়।[২৮২] আর 'ইল্লাত বলতে, হাদীস বর্ণনার পরস্পর এবং মতনে এমন কিছু সুপ্ত ত্রুটিকে বুঝানো হয়ে থাকে, যা হাদীসের বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করে; কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীস ত্রুটিমুক্ত মনে হয়।[২৮৩]

উপরিউক্ত নীতিমালার মানদন্ডে হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন কোনটি সাহীহ, কোনটি হাসান, কোনটি য'ঈফ। এরই ধারাবাহিকতায় হাদীসের পরিভাষা নামে একটি অভিজ্ঞানের জন্ম হয় যা পরবর্তীকালে 'উলূমুল হাদীস নামে খ্যাত। এর মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপিত হয়।

কাহিরাহ, তা.বি.), পৃ. ৫০; আবুল হাসানাত মুহাম্মদ 'আব্দুল হাই লাখনবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭; জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

২৭৯ মুদাল্লাস: বর্ণনাকারীর এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনাকে মুদাল্লাস বলা হয়, যার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে অথচ তিনি তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন নি অথবা তার সমকালীন এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেনি। এ ক্ষেত্রে তিনি এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাতে মনে হয় তিনি তাঁর থেকে শ্রবণ করেছেন। দ্র.: ড. মুহাম্মদ আল-সাব্বাগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯।

২৮০ আবুল হাসানাত মুহাম্মদ 'আব্দুল হাই লাখনবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

২৮১ আল-হাযিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

২৮২ ড. মাহমুদ তহ্হান, *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, (সৌদী আরব: মাকতাবাতুস ছারওয়াহ, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১১৭।

২৮৩ ইবন সালাহ, *'উলূমুল হাদীস*, (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮১ খৃ.), পৃ. ৮১; ড. হামযাহ 'আব্দুল্লাহ আল-মালীবারী, *আল-হাদীসুল মা'লূল কাওয়া'ইদ ওয়া দাওয়াবিত*, (আলজেরিয়া: মাকতাবাতু দারিল হুদা, তা.বি.), পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. দিরায়াত পদ্ধতি

দিরায়াত শব্দের অর্থ হল, পৃথক করা, অনুসন্ধান করা। সর্বোপরি হাদীসের সনদের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিরূপক প্রক্রিয়াকে দিরায়াত বলা হয়।[২৮৪] উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় এটি এমন এক পদ্ধতির নাম, যার মাধমে হাদীসকে ঐতিহাসিক সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, স্মৃতিশক্তি, পাণ্ডিত্য, চরিত্র, সার্বিক আচার-আচরণ প্রভৃতি বিষয় যাচাই করা হয়।[২৮৫] মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীসের সনদ বর্ণিত বর্ণকারীগণের চরিত্র চুলচেরা বিশ্লেষণ করাকেও 'ইলমুদ দিরায়াত বুঝায়। এ প্রসঙ্গে জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী বলেন[২৮৬]

علم يعرف منه حقيقة الرواية و شروطها و أنواعها و أحكامها و حال الرواة و شروطهم و أصناف المرويات و ما يتعلق بها

'এটি এমন একটি বিদ্যার নাম যা দ্বারা রিওয়ায়াতের প্রকৃত অবস্থা, এর শর্তাবলী, প্রকারভেদ, হুকুম, বর্ণনাকরীগণের অবস্থা, তাদের শর্তাবলী এবং রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের প্রকরণ সম্পর্ক জানা যায়।'

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, এ পদ্ধতি হাদীস বর্ণনাকারীর সাথে যেমন সংশ্লিষ্ট তেমনি হাদীসের মতনের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই-বাছাইয়ের সাথেও সংশ্লিষ্ট। নিম্নে সংক্ষেপে বিধৃত হল:

ক. হাদীস বর্ণনাকারীর গুণাগুণ পর্যালোচনা

এ পদ্ধতি হাদীস বর্ণনাকারীগণের গুনাবলী 'আদালত, বিশ্বস্ততা, দ্বীনদারী, স্মৃতিশক্তি, শিষ্টাচার প্রভৃতি বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁদের বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে যাচাই করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য হাদীসের সনদ ও বর্ণনাকারীগণের প্রতি মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

খ. মতনের যথার্থতা যাচাই-বাছাই

মুহাদ্দিসগণ সহীহ্ হাদীস নিরূপণে হাদীসের মূল ভাষ্যের যথার্থতা যাচাই করেন। আরবী ভাষার ভাববঙ্গি ও বর্ণনাধারা সর্ম্পকে পারদর্শী হওয়ায় তাঁরা হাদীসের মতনের বিশুদ্ধতা নিরূপণে সক্ষম হয়েছেন। হাদীস শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করার কারণে হাদীসের শব্দাবলী সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের এমন দক্ষতা জন্মে যে, তাঁরা শুনামাত্রই বলে দিতে পারেন, কোন্‌টি হাদীসের শব্দ আর কোন্‌টি হাদীসের শব্দ নয়, হাদীসের শব্দ কি হওয়া উচিত ও কি হওয়া অনুচিত। আল-বলকীনী (রহ.) বলেন, এর একটি প্রমাণ এই যে, যদি কোন একটি লোক একাধারে কয়েক বছর একজন লোকের সান্নিধ্যে থাকে, সে জানতে পারবে যে, ঐ লোকটি কি পছন্দ করে। এরপর অপর একজন লোক বললো, সে ঐ জিনিসটি অপছন্দ করে।

---

২৮৪ ড. মুহাম্মদ আল-সাব্বাগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬।

২৮৫ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

২৮৬ আল-হাফিজ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আবি বকর আস-সুয়ুতী (জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী), *তাদরীবুর রাবী*, (মদীনা মুনাওয়ারাহ: আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯২ হি.) খ. ২, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ সেটি তার পছন্দের জিনিসটি হলে শুনামাত্রই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝে নেবে সে মিথ্যা বলেছে।[২৮৭] মুহাদ্দিসগণ মতনের বস্তুনিষ্ঠতা নিরূপণের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের প্রতি সুক্ষ্মদৃষ্টি নিবন্ধ করেন তা হল নিম্নরূপ:

১. **হাদীসের ভাষ্য সাবলীল হওয়া:** হাদীসের মূলভাষ্য তথা মতন সাবলীল হওয়ার বিষয়কে মুহাদ্দিসগণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন একজন বিশুদ্ধ আরবী ভাষী। তাঁর ভাষার শব্দগুলো যদি আরবী ভাষার ব্যবহার রীতির পরিপন্থী হয় অথবা এমন নিম্নস্তরের হয়, যা কোন বাকপটু বাগ্মী ব্যবহার করতে পারে না, তাহলে বুঝতে হবে এটি রাসূলুল্লাহর (সা.) ভাষ্য নয়। তদুপরী এরূপ শব্দাবলীকে রাসূলের (সা.) ভাষ্য হিসেবে গণ্য করাই জাল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এ প্রসংঙ্গে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবন হাজার আল-'আসকালানীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

محل هذا إن وقع التصريح بانه من لفظ النبي صلي الله عليه و سلم

"দুর্বল ও নিম্নস্তরের শব্দাবলীকে রাসূলুল্লাহ (সা.) ভষ্য হিসেবে গণ্য করাই হাদীস জালকরণের সুস্পষ্ট প্রমাণ।"[২৮৮]

২. **হাদীসের বক্তব্য জ্ঞানের বিপরীতে না হওয়া:** হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বক্তব্য বাহ্যিক জ্ঞান বিরোধী হবে না বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী বলেন,[২৮৯]

كل حديث رأيته تخالفه العقول و تناقضه الأصول و تباينه النقول فاعلم أنه موضوع

"হাদীস যদি জ্ঞান বিরোধী এবং নীতি বহির্ভূয় হয় এবং নকল-এর পরিপন্থী হয়, তাহলে তা জাল হাদীস হিসেবে মনে করবে।"

৩. **হাদীসের ভাষ্য বিবেক সম্মত হওয়া:** হাদীসের মূলভাষ্য ও অর্থ বিবেক বহির্ভূত না হওয়া। মুহাদ্দিসগণ এরূপ হাদীসকে রাসূলের (সা.) বাণী হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। যেমন,

إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا و صلت عند المقام ركعتين

"নূহের কিসতী সাতবার কা'বা তাওয়াফ করে মাকামে ইবারাহীমে দু'রাকা'ত নামায পড়লো।"

হাদীসটির অর্থ বিবেক সম্মত নয়। কারণ নৌকার কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করা এবং মাকামে ইবরাহীমে নামায আদায় করা বিবেকবর্জিত। বাস্তবে বিষয়টি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।[২৯০]

৪. **আখলাক ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের বিরোধী হবে না:** মুহাদ্দিসগণের মতে, হাদীস নৈতিকতার সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী হবে না বলে মনে করেন। তাঁরা গবেষণা ও

---

২৮৭ ড. মুস্তাফা সিবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

২৮৮ ড. মুস্তাফা সিবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

২৮৯ ড. মুস্তাফা সিবাঈ, *প্রাগুক্ত*, ৯৯।

২৯০ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনার মাধ্যমে এটিকে বিশুদ্ধতা নিরূপণের নিয়ম হিসেবে স্থির করেন। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে একটি উদ্ভট বক্তব্য উপস্থাপিত হল:

النظر إلي الوجه الحسن يجلي البصر

"সুন্দর চেহারার প্রতি তাকানো দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে।" হাদীসটির অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এটি কোন হাদীস হতে পারে না।

৫. **পঞ্চ ইন্দ্রিয়লবদ্ধ জ্ঞানের পরিপন্থী না হওয়া:** হাদীসের আবেদন ইন্দ্রিয়লবদ্ধ জ্ঞানের পরিপন্থী হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় যত কথা বলেছেন, কর্ম সম্পাদন করেছেন এবং বিষয় অনুমোদন দিয়েছেন সবগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মত ছিল। তাই মুহাদ্দিসগণ বর্ণিত হাদীস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাস্তব অবস্থার বিপরীত না হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন।[২৯১]

৬. **নবী জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর বিরোধী না হওয়া:** হাদীস অবশ্যই নবী জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর বিরোধী হবে না। যদি কোন হাদীসের বক্তব্য রাসূলুল্লাহর (সা.) যুগের ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী হয়, তা হাদীস হিসেবে পরিগণিত হবে না। বুঝতে হবে যে, নিশ্চয়ই এতে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটেছে।

৭. চিকিৎসা ও হিকমতের প্রমাণ বহির্ভূত হবে না।

৮. এমন নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আহবানমূলক হবে না, সকল মানুষ যা থেকে নিজকে মুক্ত ঘোষণা করে।

৯. হাদীস আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের গুনাবলী বিষয়ে মৌলিক বিশ্বাসের দিক থেকে জ্ঞান বিরোধী ও বিবেক বর্জিত হবে না।[২৯২]

১০. আল্লাহর নিয়ম-নীতি ও রীতি পদ্ধতির বিরুধী হবে না।

১১. হাদীসে জ্ঞান বহির্ভূত বক্তব্য থাকবে না।

১২. কুরআন, মুতাওয়াতির সুন্নাহ অথবা এ দু'টি থেকে উৎসারিত নিয়ম-নীতি, ইজমা' অথবা দ্বীনের অবশ্যম্ভাবী জ্ঞানের পরিপন্থী হবে না।

১৩. হাদীস বর্ণনাকারী যদি বিশেষ কোন মত-পথের অনুসারী হন এবং সে দিকে মানুষকে আহ্বান জানান, এমন হাদীস গ্রহণ করা হবে না।

১৪. হাদীসে এমন ঘটনার বর্ণনা থাকবে না, যা জনসম্মুখে ঘটেছে। অথচ ঘটনাটি মাত্র একজন বর্ণনাকারীই বর্ণনা করেছেন।

১৫. হাদীসে কোন ছোট আমলের বড় সওয়াব ও কোন সাধারণ গোনাহের অধিক আযাবের কথা অন্তর্ভুক্ত হবে না।[২৯৩]

উপরিউক্ত নীতিমালার মানদন্ডে হাদীস সহীহে উত্তীর্ণ হয়। কোনটি বানোয়াট বক্তব্য হওয়ায় অপসৃত হয়। এর মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপিত হয়।

---

২৯১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৪।

২৯২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪।

২৯৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪. হাদীস বর্ণনাকারীগণের জীবন চরিত বিষয়ক অভিজ্ঞান রচনা

সহীহ্ হাদীস নিরূপণে মহাদ্দিসগণ বর্ণনাকারীগণের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য 'ইলমু রিজালিল' বা জীবন চরিত নামে একটি অভিজ্ঞানের রচনা করেন। এ অভিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুহাম্মদ ইবন জা'ফার আল-কাত্তানী বলেন,

هو علم يعرف به رواة الحديث من أنهم رواة الحديث

"যে শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে বর্ণনাকারীগণের জীবন চরিত সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়, তাকে 'ইলমু রিজালিল হাদীস' বলা বলা।[২৯৪] নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (মৃত্যুঃ ১৩০৭ হি.) 'ইলমু রিজালিল হাদীসকে হাদীসের অর্ধেক জ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে এটি হচ্ছে হাদীসের সনদে উল্লিখিত সাহাবী, তাবি'ঈ তথা সকল বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কিত জ্ঞান। হাদীসের দু'টি অংশ রয়েছে, একটি সনদ অপরটি মতন। সনদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীগণের সার্বিক অবস্থা জানা যায়। এ জন্যই একে জ্ঞানের অর্ধেক বলা হয়েছে।[২৯৫] ড. তাকী উদ্দীন নদবীর মতে[২৯৬],

و الذين وهبوا حياتهم منذ العصر النبوي علي حفظ أقوال النبي صلي الله عليه و سلم و رواية أحاديثه و كل ما يتعلق بحياته أدوها التي ضبطوا بعدهم و كتبوها يسمون رجال الحديث

"যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে তাঁর সমুদয় বাণী এবং তাঁর জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সংরক্ষণ এবং বর্ণনায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, মুহাদ্দিসগণ তাঁদেরকে রিজালুল হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ বলেন, যে অভিজ্ঞান হাদীস বর্ণনাকারীগণের জীবনেতিহাস তথা তাঁদের জন্ম-মৃত্যু, শিক্ষক-ছাত্র, বিদ্যা অর্জনের জন্য ভ্রমণ এবং সমসাময়িক যুগের বিদ্যা চর্চাকেন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করে, তাকে 'ইলমু রিজালিল হাদীস' বলা হয়।[২৯৭] যুগ পরিক্রমায় সহস্র মনীষী হাদীস বর্ণনাকারীগণের পরিচয় লাভ এবং তাঁদের মানগত স্থান নিরূপণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, এতদ্দেশ্যে তাঁরা বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরান্তরে কখনও পদব্রজে আবার কখনও উটের পিঠে আরোহণ হয়ে হাদীস বর্ণনাকারীগণের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সম্পর্কে সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আর যাঁরা তাঁদের সমকালীন ছিলেন না, তাঁদের সম্পর্কে সমসাময়িক অথবা তাঁদের পূর্বর্তীগণের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এভাবে 'ইলমে হাদীসের গৌরবান্বিত এ শাখাটির গোড়া পত্তন হয়।[২৯৮]

---

২৯৪ আল-কাত্তানী, *আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফা* (করাচীঃ মাকতাবাতু নূর মুহাম্মদ আত তিজারিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৬৯; 'আযীয আয-যূরকানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০-১২।

২৯৫ নবাব সিদ্দিক হাসান ভূপালী, *আল-হিত্তাহ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ৮৬।

২৯৬ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

২৯৭ ড. মুহাম্মদ আল-সাব্বাগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০।

২৯৮ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪২৫ হি.), পৃ. ২৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস অভিজ্ঞানে 'ইলমু রিজালিল হাদীসের' গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ অভিজ্ঞান বৈ হাদীসের বিশুদ্ধতা মূল্যায়ন করা অসম্ভব। কেননা হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য সর্বপ্রথম হাদীসের সনদ তথা বর্ণনাসূত্র যাচাহ করা অতীব প্রয়োজন। আর সনদ যাচাই করার অর্থই হল, এর রিজাল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া। বর্ণনাকারীগণের স্মরণশক্তি, বিশ্বস্ততা, স্বভাব-চরিত্র নাম, উপাধি, আল্লাহভীরুতা, জন্মস্থান এক কথায় তাঁদের বিস্তারিত জীবন-চরিত সম্পর্কে জানা। জাল হাদীস থেকে সহীহ্ হাদীস বাছাই করার জন্য মুহাদ্দিসগণ আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে এ প্রক্রিয়ার প্রমাণ- স্বরূপ উপস্থাপন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ। কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসলে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।'[২৯৯]

হাদীস সংকলনের যুগ থেকেই এ অভিজ্ঞানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ এ অভিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হিসেবে যেমন আল-কুরআন থেকে আয়াত পেশ করেছেন তেমনি তাঁরা হাদীস থেকেও এর গুরুত্ব প্রমাণের জন্য হাদীস উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, হাদীস বর্ণনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সমালোচনা ও যথাযোগ্য মর্যাদাদান সম্পর্কে কথা বলা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিপুল সংখ্যক সাহাবী এবং তাবি'ঈ থেকে প্রমাণিত। ইসলামী শরী'আতকে মিথ্যা ও জালিয়াতির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা এটাকে বৈধ বলেছেন। লোকদেরকে নিছক আঘাতদান বা দোষী প্রমাণের উদ্দেশ্যে নয়।[৩০০] এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবন সারীন (মৃত্যু:৬৫৪ হি.)–এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "নিশ্চয় এ অভিজ্ঞান দীনের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ, তা ভাল করে দেখ।"[৩০১]

জীবন চরিত অভিজ্ঞান রচনায় পৃথিবীতে মুসলিমরা শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। এ প্রসঙ্গে ইসলামী চিন্তাবিদ শিবলী নু'মানী বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের এ গৌরবের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাবে না। তারা নিজেদের রাসূলুল্লাহর (সা.) জীবনেতিহাস ও ঘটনাবলীর এক-একটিক্ষুদ্র অংশকে এমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন আজ পর্যন্ত অন্য কোন ব্যক্তির জীবনেতিহাস এরূপ বিশুদ্ধ পন্থায় পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতেও করার সম্ভাবনা নেই।[৩০২]

রিজাল শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীসের সনদের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও এর বস্তুনিষ্ঠাতা যাচাই করার কারণে হাদীস কাল্পনিক কাহিনী ও মিথ্যাচারিতা থেকে যেমন মুক্তি পেয়েছেন তেমনি কালের গহ্বরে বিলীন হওয়া থেকেও তা রক্ষা পায়। এ প্রসঙ্গে প্রাচ্যবিদ স্মিথের উদ্ধৃতি ইসলামী বিশ্বকোষে এভাবে

---

২৯৯ আল-কুরআন, ৪৯:৬।

৩০০ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮।

৩০১ ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।

৩০২ আল্লামা শিবলী নু'মানী, *সিরাতুন নবী*, (করাচি: দারুল ইশা'আত, ১৯৮৪ খৃ.) খ. ১, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত হয়েছে, 'এখানে পূর্ণদিনের আলো বিরাজমান, যা প্রতিটি বস্তুর উপর পতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছতেও সক্ষম হয়েছে। এতে শুধু ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তকের অবস্থাই ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেনি;বরং এতে এমন ব্যক্তিবর্গের বিষয়াদি সংরক্ষিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহর (সা.) সাথে যাঁদের কোন না কোন সম্পর্ক ছিল।' তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অন্য কোন জাতির বর্ণনাপঞ্জিতে বা ইতিহাস ভান্ডারে এ শাস্ত্রের (রিজাল শাস্ত্র) মত এক দশমাংশও খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৩০৩]

হাদীসের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য রিজাল অভিজ্ঞানের গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তা দু-একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। যেমন 'উফায়র ইবন করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে একটি মসজিদে মিলিত হলাম। তিনি সেখানে বলতে লাগলেন, حدثنا شيخكم الصالح 'আমাদের নিকট তোমাদের শায়খ হাদীস বর্ণনা করেছেন।' একথা যখন তিনি পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, তাঁর নাম বলুন, যাতে আমরা তাঁকে চিনতে পারি। তিনি বললেন উক্ত শায়খের নাম হল খালিদ ইবন মা'দান। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কোন বছর তার সাথে দেখা করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, ১০৮ হিজরীতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি বললাম, তাঁর সঙ্গে আপনার কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল? তিনি বললেন, আর্মেনিয়ার যুদ্ধে। আমি বললাম, হে শায়খ! আল্লাহকে ভয় করুন, মিথ্যা বলবেন না। খালিদ ইবন মা'দান ১০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিভাবে তার মৃত্যুর চার বছর পর তার সঙ্গে আপনি দেখা করলেন?[৩০৪]

মুহাদ্দিসগণ রিজাল অভিজ্ঞানের বাস্তব কার্যকারিতা বুঝাতে গিয়ে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রমূলক একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। একবার ইয়াহুদীরা একটি পত্র প্রকাশ করে। তাতে লেখা ছিল যে, রাসূল (সা.) খাইবারের ইয়াহুদীদের জিযিয়া মওকূফ করেছেন। এতে হযরত আলী (রা.) মু'আবিয়া (রা.) সা'আদ ইবন মায়ায (রা) সহ কতিপয় সাহাবীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত ছিল। পত্রটি মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট নিয়ে যাওয়া হলে তারা বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হন। অতঃপর বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আবূ বকর আল-খতীব-এর সমীপে পত্রটি পেশ করা হলে, তিনি এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বললেন, পত্রে সাক্ষী হিসেবে যে হযরত মু'আদ ইবন মায়াযের (রা) সাক্ষ্য দেয়ার কথা যে উল্লেখ করা হয়েছে এটিও মিথ্যা। কেননা তিনি খাইবার যুদ্ধের দু'বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেন। আবূ বকর আল-খতীবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ইয়াহুদীদের এই পত্রের সত্যতা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।[৩০৫]

ইমাম হাকিম নিশাপূরী লিখেছেন যে, একবার মুহাম্মদ ইবন হাতিম আল-কিস্‌সী আমাদের মাঝে আগমন করলেন এবং 'আব্দ ইবন হুমায়দ সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি তাঁকে উক্ত বর্ণনাকারীর জন্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'আব্দ ইবন হুমায়দ ২০৬ হিজরীতে

---

৩০৩ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২১ হি.) খ. ৩, পৃ. ১৩০।

৩০৪ আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীছ, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৮২-২৮৩; আল-খতীব আল-বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯ ।

৩০৫ আস-সুয়ূতী, *নাযমুল 'ইকয়ান ফী আ'য়ানিল আ'য়ান*, (বৈরূত: মাকতাবা আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.) পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

জন্মগ্রহণ করেন। এরপর আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, এই শায়খ 'আব্দ ইবন হুমায়দ থেকে তাঁর মৃত্যুর তের বছর পর হাদীস শ্রবণ করেছেন। সুতরাং 'আব্দ ইবন হুমায়দ থেকে তাঁর হাদীস শোনার বিষয়টি সর্বৈব মিথ্যা।[৩০৬]

ইমাম আল-সাখাবী স্বীয় ইতিহাস الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ গ্রন্থে এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্তের অবতারণা করে বলেন, এ সমস্ত ঘটনা রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে।[৩০৭] এ জন্যই যুগে যুগে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের সনদে বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি জ্ঞান লাভের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁরা সব সময়ই হাদীস বর্ণনাকারীগণের জন্ম, মৃত্যু জন্মস্থান এবং কখন কে, কিভাবে, কার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে রিজাল অভিজ্ঞান। প্রণীত হয়েছে এ বিষয়ে অসংখ্যা গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে বর্ণনাকারীগণের জীবন বৃত্তান্ত এবং তাদের রিয়ায়াতকৃত হাদীস সংখ্যা। এ অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তনের পেছনে যে মূল উদ্দেশ্য কাজ করেছে সেটি হল, রাসূলুল্লাহর (সা.) সুন্নাহর লালন এবং যথার্থভাবে এর বস্তুনিষ্ঠতা নিরূপণ ও মিথ্যাচারিতার হাত থেকে একে রক্ষা করা।[৩০৮]

৫. রিজাল বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রণয়ন

রিজাল অভিজ্ঞানের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে অসংখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ এ সকল গ্রন্থকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। যেমন এক: সাধারণ গ্রন্থাবলী: এতে সাহাবী, তাবি'ঈ, সকল শ্রেণীর বর্ণনাকারীর জীবন চরিত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দুই: বিশেষ গ্রন্থাবলী: এতে বর্ণনাকারীগণের বিশেষ বিশেষ দিককে কেন্দ্র করে গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। যেমন শুধু সাহাবীগণের জীবন, বিশ্বস্ত ও দুর্বল বর্ণনাকারী, মুদাল্লিস ও মুরসাল বর্ণনাকারীগণের জন্ম-মৃত্যু, নাম, উপনাম, উপাধি এবং বিশেষ বিশেষ হাদীস গ্রন্থের বর্ণনাকারীগণের নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলী ছয়টি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা উপস্থাপিত হল:

এক: সাধারণ গ্রন্থাবলী প্রণয়ন

দুই: আসহাবুর রাসূল (সা.)-এর জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী রচনা

তিন: রাবীগণের নাম বিষয়ক রচিত গ্রন্থাবলী

চার: সিকাহ ও য'ঈফ রাবীগণের জীবনী অবলম্বনে গ্রন্থাবলী প্রণয়ন

পাঁচ: দ'ঈফ রাবীগণের জীবনী গ্রন্থ রচনা

ছয়. রাবীগণের নাম, উপাধি ও উপনাম সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী প্রণয়ন

নিম্নে প্রত্যেক প্রকার গ্রন্থাবলী কিছু প্রসিদ্ধ রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আলোচিত হল:

---

৩০৬ আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীছ, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৮৩।

৩০৭ আস-সাখাবী, *আল-ই'লান বিত তাওবীখ লিমান যাম্মাত তারীখ* (বাগদাদ: প্রকাশনী বিহীন, ১৩৮২ হি.), পৃ. ১৬।

৩০৮ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

এক: সাধারণ গ্রন্থাবলী প্রণয়ন

১. তারীখুর রুওয়াত (تاريخ الرواة)

এটি ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন (মৃত্যু: ২৩৩ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থকার এতে হাদীস বর্ণনাকারীগণের জীবনী তাঁদের নামের ক্রমধারা অনুযায়ী সাজিয়েছেন। ড. আহমাদ মুহাম্মদ নূর সাইফ এ গ্রন্থের নাম তারীখুর রুওয়াতের পরিবর্তে শুধু তারীখ বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মক্কাস্থ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর সম্পাদনায় চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৩০৯]

২. তাযকিরাতুল হুফফায (تذكرة الحفاظ)

এটি হাফিজ শামসুদ্দীন আয যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হি.) প্রণয়ন করেন। তিনি এ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী তাবি'ঈ, তাবি'তাবি'ঈ এবং তাঁদের যুগ থেকে নিজ যুগ পর্যন্ত প্রায় ২১ স্তর পর্যন্ত রাবীগণের জীবন-চরিত আলোচনা করেছেন।[৩১০] ইমাম আয যাহাবী এ গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থটি প্রণয়নে অনুসৃত নীতিমালা উল্লেখ করে বলেন,[৩১১]।

هذه تذكرة بأسماء معدلي جملة العلم النبوي و من يرجع الي اجتهادهم في التوثيق و التوثيق و التزييف

"এটি 'ইলমুন নববীর ধারক ব্যক্তিবর্গের নামের স্মরণিকা এবং এতে ঐ সমস্ত মনীষীগণের নাম উল্লিখিত হয়েছে, যাঁরা হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের ইজতিহাদের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন।" এ অধ্যয়ন করলে তাঁর এ নীতির প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি যে সমস্ত বর্ণনাকারী হাদীসের হাফিযগণের কোন স্তরের পর্যায়ভূক্ত হননি, তাঁদের শুধু নাম উল্লেখ করেছেন, কোন জীবনী উল্লেখ করেননি। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম চার খণ্ডে ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।[৩১২]

৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (سير أعلام النبلاء)

এটিও হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রচনা করেন। গ্রন্থটির নামের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সালাহ্ উদ্দীন আস-সাফাদী গ্রন্থটিকে তারীখুন নুবালা বলে উল্লেখ করেছেন।[৩১৩] তাজজুদ্দীন সুবকী কিতাবুন নুবালা, ইবনু নাসিরুদ্দীন, ইবন হাজার আল-'আসকালানী এবং সাখাবী সিয়ারু নুবালা বলে উল্লেখ করেন।[৩১৪] আবার কেউ কেউ একে আ'ইয়ানুন নুবালা বলে উল্লেখ করেছেন।[৩১৫] তবে তৃতীয় সুলতান আহমাদ-এর লাইব্রেরীতে গ্রন্থকারের নিজ

---

৩০৯ ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

৩১০ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬।

৩১১ আল-হাফিয শামছুদ্দীন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, (হায়দারাবাদ: দারুল মা'রিফ আল-'উসমানিয়্যাহ, ১৩৭৪ হি) খ. ১, পৃ. ১।

৩১২ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬-৮৭।

৩১৩ সালাহ্ উদ্দীন খলীল ইবন আইবেক আস-সাফাদী, *আল-ওয়াফী বিল ওয়াফিয়াত*, (বৈরূত: দারু এহয়াইত-তুরাস, ১৪২০ হি./ ২০০০ খৃ.) খ. ২, পৃ. ১৬৩।

৩১৪ শামছুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯১।

৩১৫ ইবন হাজার আসকালানী, *আদ-দুরারুল কামিনাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬; আস-সাখাবী, *আল-ই'লান বিত তাওবীখ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

হাতে লেখা যে কপিটি (যার নং- ২৯১০/অ) সংরক্ষিত ছিল, তাতে সিয়ারু আ'লামিন নুবালা লেখা ছিল।[৩১৬] সুতরাং ঐতিহাসিকগণের নিকট এ নামটিই যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে।[৩১৭]

তিনি এ গ্রন্থকে তাবাকাতে-এর ধারানুযায়ী সাজিয়েছেন।[৩১৮] সম্ভবতঃ তিনি পুরো গ্রন্থকে ৪০টি তাবাকাতে বিভক্ত করেন। পরবর্তীকালে মুসলিম লেখকগণ জীবনী গ্রন্থ রচনায় তাঁর এই বিন্যাস পদ্ধতি অনুসরণ করেন।[৩১৯] গ্রন্থটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এর প্রতি পৃষ্ঠায় ইমাম আয-যাহাবীর পাণ্ডিত্যের ছাপ পরিদৃষ্ট হয়। তিনি এতে অসংখ্যা লোকের জীবনী সন্নিবেশিত করণে বিশেষ পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। গ্রন্থটি শু'আইব আল-আরনাউত ও হুসাইন আল-আসাদের সম্পাদনায় বৈরুতের মুয়াসসাতুর রিসালাহ্ প্রকাশনা থেকে মোট ২৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৩২০]

৪. তাবাকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ)

এটি জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যুঃ ৯১১ হি.) প্রণয়ন করেন। তিনি গ্রন্থটি হাফিয আয-যাহাবীর তাবাকাত গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপ করে প্রণয়ন করেন। এতে আয-যাহাবীর পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট রিজাল শাস্ত্রবিদগণের জীবনী সংযুক্ত হয়েছে।[৩২১] গ্রন্থটি চব্বিশটি তাবাকাতে বিভক্ত। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবন হাজার আল-'আসকালানীর (মৃত্যুঃ ৮৫২ হি.) জীবনী আলোচনার মাধ্যমে শেষ তাবাকাতটি সম্পন্ন হয়েছে। এটি সর্বপ্রথম মুহাম্মদ 'উমার (মৃত্যুঃ ১৩৯৩ হি.) এর সম্পাদনায় কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।[৩২২]

৫. কিতাবুল ওয়াফী বিল-ওয়াফাইয়াত (كتاب الوافي بالوفيات)

এটি সালহ্ উদ্দীন আস-সাফাদী (মৃত্যুঃ ৭৯৩ হি.) প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি রিজাল বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। গ্রন্থকার আস-সাফাদী এটি নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজিয়েছেন। আস-সাফাদী তার সমসাময়িক যুগের রিজাল শাস্ত্রবিদগণের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আ'ওয়ানুন নাস্‌র ওয়া আ'য়ানুল 'আসর নামে স্বতন্ত্র আরেকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যা খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।[৩২৩]

৬. আত্ তারীখুল কাবীর (التاريخ الكبير)

এটি ইমাম বুখারী (মৃত্যুঃ ২৫৬ হি.), রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে তাঁর নিজ যুগ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার হাদীস বর্ণনাকারীর জীবনী আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি

---

৩১৬ শামছুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯১।

৩১৭ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯১।

৩১৮ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯৩।

৩১৯ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯৭-৯৮।

৩২০ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

৩২১ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফ্ফায*, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.) পৃ. ২।

৩২২ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

৩২৩ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

আত্ তারীখুল আওসাত এবং আত্ তারীখুস্ সাগীর নামে আরো দুটি স্বতন্ত্র গন্থ রচনা করেন। ইবনু হাজার আল-'আসকালানী বলেন, ইবন কাসিম আস-সিলাহ নামে ইমাম বুখারীর আত- তারীখুল কাবীরের একটি পরিশিষ্ট লিখেছেন। কিন্তু আস্ সাখাবী ইবন হাজারের এই উদ্ধৃতিকে অস্বীকার করে মন্তব্য করেন যে, আস-সিলাহ্ গ্রন্থটি ইবনুল কাসিমের নিজস্ব একটি গ্রন্থ, যা তিনি কিতাবুয যাহিরের পরিশিষ্ট হিসেবে লিখেছিলেন। ইমাম আদ দারাকুতনী এবং ইবন মুহিবুদ্দীন ইমাম বুখারীর আত-তারীখ গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেছেন। এ ছাড়া ইবনু আবী হাতিমও (মৃত্যুঃ ৩২৭ হি.), আল বুখারীর আত-তারীখ গ্রন্থের উপর আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৩২৪]

৭. আত্ তাবাকাতুল কুবরা (طبقات الكبرى)

এটি মুহাম্মদ ইবন সা'দ (মৃত্যুঃ ২৩০ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি তাবাকাতু ইবন সা'দ নামে প্রসিদ্ধ। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে রচয়িতার সময়কাল পর্যন্ত যাঁরা হাদীস রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদের জীবন আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। ইবন সা'দ এ গ্রন্থে ছয়শত জন মহিলাসহ চার হাজার দুইশত পঞ্চাশ জনের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর পূর্ববর্তী হাদীসবেত্তাগণের গ্রন্থাবলী থেকে বিশেষতঃ আল ওয়াকিদী এবং ইবন কালবীর গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। ইবনু সা'দ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনী আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থটি সূচনা করেছেন। এর পর স্তরভিত্তিক জীবনী আলোচনা করেছেন। এগুলোকে তিনি আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিন্যস্ত করেন। প্রতিটি অংশে জীবনীগুলোকে সময়ানুক্রম অনুসারে, কখনও কখনও বংশানুক্রমে সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থে সাহাবীগণের জীবনী সম্পর্কিত নিবন্ধগুলো প্রায়ই দীর্ঘতর; কিন্তু অন্যান্যদের জীবনী খুবই সংক্ষিপ্ত। এমনকি কোথাও কোথাও শুধু নাম লিখা হয়েছে। গ্রন্থটি নয় খণ্ডে বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৩২৫]

দুইঃ আসহাবুর রাসূল (সা.)-এর জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী রচনা

এ জাতীয় গ্রন্থসমূহে শুধু সাহাবীগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁদের নাম, ইসলাম গ্রহণের সময় ও স্থান, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য কাল, হাদীস শিক্ষা ও ইন্তিকাল ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এ সব তথ্য জানা না থাকলে বর্ণিত হাদীসের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। এ বিষয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী নিম্নরূপঃ

১. উস্দুল গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবাহ্ (اسد الغابة في معرفة الصحابة)

ইযযুদ্দীন ইবনুল আছীর (মৃত্যুঃ ৬৩০ হি.) গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থে তিনি ৭,৫০০ সাহাবীর জীবন চরিত আলোচনা করেছেন। এতে স্বতন্ত্র ভাবে মহিলা সাহাবীগণের জীবনালেখ্যের বিবরণ

---

৩২৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৩১; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

৩২৫ *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৮৬; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

এসেছে।[৩২৬] এ গ্রন্থকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে অনেকেই এর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইমাম যাহাবী (রা.) তাজরীদু আসমা'ঈস-সাহাবা নামে উসদুল-গাবাহ্-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন করেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া আল-কুদ্সী আল-হানাফী (র.) দুরারুল-আছার ওয়া গুরারুল আখবার এবং মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-ফাযারী (মৃত্যুঃ ৭০৯ হি.) রচিত সংকলনটি উসদুল-গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস্-সাহাবাহ-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন।[৩২৭]

২.আল-ইসতী'আব (الإستيعاب)

এটি ইব্ন 'আবদিল বার্র আল-কুরতুবী (মৃত্যুঃ ৪৬৩ হি./ ১০৭১ খ্রী.) রচনা করেন। আবূল ওয়ালীদ আল-বাযী তাঁকে পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 'হাফিযুল-হাদীস' বলে আখ্যায়িত করেন। এ গ্রন্থে সকল সাহাবীর নাম অন্তর্ভূক্ত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এতে অনেক সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে। এ গ্রন্থে তিনহাজার পাঁচশ সাহাবীর জীবনী আলোচিত হয়েছে। ইমাম নববী একে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইব্ন 'আবদিল বার্র এ গ্রন্থ প্রণয়নে মূসা ইব্ন 'উকবা, মুহাম্মদ ইব্ন-ইসহাক এবং মুহাম্মদ ইব্ন 'উমার আল-ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়াতের উপর নির্ভরশীল হয়েছেন। এছাড়াও তিনি ইব্ন আবী খায়সামার কিতাবুত-তারীখ, ইমাম বুখারীর আত-তারীখুল কাবীর, আবূল 'আব্বাস মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আস-সাররাজ-এর কিতাবুত তারীখ, ইমাম তাবারীর আয-যাইলুল মুযায়্যাল, ইমাম দূলাবীর কিতাবুল মাওলিদ ওয়াল ওয়াফাত, আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-জারুদীর কিতাবুল আহাদ এবং আবূ জা'ফার আল-'উকাইলী,ইব্ন আবী হাতিম আর রাযী ও ইমাম বাগাবীর সাহাবীগণের জীবনী সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন।[৩২৮] ইব্ন 'আবদিল বর্র এ গ্রন্থে শুধুমাত্র এমন সাহাবীর জীবনী লেখা থেকে ক্ষান্ত হননি, যাঁর সাহচর্য ও সংসর্গ বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে; এমনকি যে সমস্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর একবার মাত্র সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তাঁদেরও জীবনী তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১৩১৮ হিজরীতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩১৮ হিজরীতে আল-ইসাবা গ্রন্থের পাদটীকায় সন্নিবেশিত হয়ে মিশর থেকে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৩২৯] কোন কোন মনীষীর দৃষ্টিতে এ গ্রন্থে সকল সাহাবীর জীবনী সন্নিবেশিত না হওয়ায় অনেকেই এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেছেন। তাদের মধ্যে ইব্ন ফাত্হ আল-আন্দালুসী (মৃত্যুঃ ৫১৭ হি.) আবূল হাজ্জাজ ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাখলাদ (মৃত্যুঃ ৫৫৮ হি.) উল্লেখযোগ্য। জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করে 'আইনুল ইসাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৩৩০]

---

৩২৬ খায়রুদ্দীন আল-যিরকলী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩১৩; হাজী খলিফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮২।

৩২৭ হাজী খলিফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৮২।

৩২৮ আবূ 'উমর ইউসূফ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আবদিল বার ইবন 'আছিম আল-আন্দালুসী (ইবন 'আবদিল বার), *আদ-ইসতী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, (ভারতঃ হায়দারাবাদ, ১৩১৮ হি.) খ. ১, পৃ. ২০-২৪।

৩২৯ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।

৩৩০ ইউসুফ ইবন আলয়ান ইবন মূসা সারকীস, *মু'জামুল মাতবূ'আত আল-'আরাবিয়্যাহ ওয়াল-মু'আররাবাহ*, (ইরানঃ মাকতাবাহ আয়াতুল্লাহ আল-'উজমাহ, ১৪১০ হি.) খ. ১, পৃ. ১৫৯; ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

৩. তাজরীদু আসমাইস সাহাবা (تجريد اسماء الصحابة)

এটি হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত্যুঃ ৭৪৮ হি.) রচনা করেন। এটি মূলতঃ উস্‌দুল গাবাহ গ্রন্থের সার সংক্ষেপ। তিনি এতে উসদুল গাবাহ গ্রন্থের ত্রুটিগুলো দুরীভূত করে কিছু অতিরিক্ত নাম সংযোজন করেছেন। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১৩১০ হিজরীতে ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।[৩৩১]

৪. মা'রিফাতু মান-নাযালা মিনাস-সাহাবাতি সায়িরাল বুলদান (معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان)

এটি আলী ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ আল-মাদীনী (মৃত্যুঃ ২৩৪ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি চারখণ্ডে সমাপ্ত।[৩৩২]

৫. মা 'রিফাতুস-সাহাবাহ (معرفة الصحابة)

এটি হাফিয ইব্‌ন মান্দাহ আল-ইস্পাহানী (মৃত্যুঃ ৩৯৫ হি.) রচনা করেন। কথিত আছে যে, তাঁর এ গ্রন্থ ৪০ খণ্ডেরও উর্ধ্বে, তবে ৩৭শ ও ৪২শ খণ্ড ছাড়া অন্যান্য খণ্ডের অস্তত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।[৩৩৩] ৩৭শ খণ্ডে যে সমস্ত সাহাবী উপনামে পরিচিত, কেবল এতে তাঁদেরই জীবনী নামের ক্রমাধারানুযায়ী সুবিন্যস্ত হয়েছে। গ্রন্থকার এ খণ্ডে সাহাবীর নাম ও যিনি তাঁর থেকে রিওয়ায়াতের করেছেন তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি বর্ণিত রিওয়ায়াতেরও বিশ্লেষণ করেছেন। আবার গ্রন্থকার কোন কোন সময়ে যে সাহাবী যে শহরে অবতরণ করেছেন অথবা কোন্ সমরাভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনি উল্লিখিত সাহাবীর বংশ পরিক্রমা সম্পর্ক আলোকপাত করেননি, এ কারণেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্‌নুল আছীর এ গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা করেছেন।[৩৩৪] আর ৪২শ খণ্ডে গ্রন্থকার কেবলমাত্র মহিলা সাহাবীর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৩৩৫]

৬. মা'রিফাতুস সাহাবা (معرفة الصحابة)

এটি আবূ নু'আইম আল-ইস্পাহানী (মৃত্যুঃ ৪৩০ হি.) রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি সাহাবীগণের জীবন-চরিত বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইব্‌নুল আছীর এ গ্রন্থ সর্ম্পকে বলেন, গ্রন্থকার এতে হাদীস বেশি উল্লেখ করেছেন এবং উল্লিখিত হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন; কিন্তু হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর বংশ পরিচিত এবং তাঁর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন দীর্ঘায়িত করেননি।[৩৩৬]

৭. আল-ইসাবাহ ফী তামঈযিস সাহাবাহ (الإصابة في تمييز الصحابة)

গ্রন্থটি হাফিয ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী (মৃত্যুঃ ৮৫২ হি./ ১৪৪৮ খ্রী.) রচনা করেন। এটি সাহাবা চরিত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল-ইসতি'আব ও উসদুল গাবাহ গ্রন্থে

---

৩৩১ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৬; ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

৩৩২ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১।

৩৩৩ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

৩৩৪ ইজ্জুদ্দীন আবিল হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল করীম আল-জাযারী (ইবনুল আছীর আল-জাযারী), *উসদুল গাবাহ*, (কায়রোঃ দারুশ শা'ব, তা.বি) খ. ১, পৃ. ৫।

৩৩৫ আকরাম জিয়া আল-'উমরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০।

৩৩৬ কারিল ব্রুকলম্যান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, (দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৩) খ. ৬, পৃ. ২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এ গ্রন্থটিতে সেগুলোও সন্নিবেশিত হয়েছে। ইমাম আস্-সুয়ূতী (মৃত্যুঃ ১৫০৫ খ্রী./ ৯১১ হি.) 'আইনুল ইসাবাহ' নামে এর উপর একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া ইব্ন সা'দ (রা.) রচিত আত্-তাবাকাত গ্রন্থেও সাহাবীগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থটির আরেক নাম 'তাবাকাতুস সাহাবাহ ওয়াত্ তাবি'ঈন'।[৩৩৭]

গ্রন্থকার এতে তাঁর পূর্বসূরী লেখকগণ যে সকল সাহাবীর জীবন চরিত আলোচনা করতে অক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন, সে সকল সাহাবীগণের নামের অক্ষর অনুযায়ী ধারাবাহিকতার সাথে সুবিন্যস্ত করেছেন। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থটি ভারত থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর এটি একধিকবার ৮ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।[৩৩৮]

৮. আর-রিজালুল মুসতাবিত্তাহ্ ফী জুলাতি মান রাওয়া ফীস-সাহীহাইনে মিনাস-সাহাবা (الرجال المستبطة في جملة من روي في الصحيحين من الصحابة)

গ্রন্থটি শায়খ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ বকর আল-'আমিরী আল-'আইনী (মৃত্যুঃ ৮৯৩ হি.) প্রণয়ন করেন। এটি বর্ণনাকারীর নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজিয়েছেন। গ্রন্থকার এতে কেবল সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এরপর ইমাম বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে যে সমস্ত সনদে একমত হয়েছেন, সে সনদের অন্তর্ভূক্ত রাবীগণের স্বতন্ত্রভাবে জীবনী আলোচনা করেছেন। এরপর উভয় ইমাম যে হাদীসের সনদে ঐক্যমত হননি সে সমস্ত বর্ণনাকারীগণের জীবনী আদালাভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি সর্ব প্রথম ১৩০৩ হিজরীদে ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।[৩৩৯]

৯. হায়াতুস সাহাবাহ (حياة الصحابة)

এটি ভারতের বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইউসুফ আল-কান্দালুভী (মৃত্যুঃ ১৩৮৩ হি.) প্রণয়ন করেন। রিজাল বিষয়ে এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার এতে বিভিন্ন সিরাহ ইতিহাস ও তাবাকাত গ্রন্থরাজীতে যে সমস্ত সাহাবীগণের জীবনকথা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ বাণী উৎকলিত হয়েছে সেগুলো সুবিন্যস্তভাবে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে এতে সাহাবীগণের দা'ওয়াত, তরবিয়াত ও বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক ঘটনা মর্মস্পর্শী ভাষায় আলোচিত হয়েছেন। ফলে এটি ইসলামী দা'ওয়াত দানকারীগণের জন্য এক আদর্শ গ্রন্থ হিসেবে স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সর্বপ্রথম ভারত থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩৮৮ হিজরীতে শায়খ নাইফ আব্বাস ও মুহাম্মদ 'আলী দৌলাহ এর সম্পদনায় দামিস্ক থেকে পুনঃমুদ্রিত হয়।[৩৪০]

---

৩৩৭ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৬।

৩৩৮ ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *আল-ইসাবাহ ফী তামঈযিস-সাহাবাহ,* (মিসরঃ মুসতাফা আল-বাবী আল-হালাবী) খ. ১, পৃ. ৪; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।

৩৩৯ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।

৩৪০ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

১০. দূররুস সাজাবাহ ফী জুমলাতি মান দাখালা মিসরা মিনাস সাহাবা (در السبابة في جملة من دخل مصر من الصحابة)

এটি শায়খ হাফিয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু; ৯১১ হি.) প্রণয়ন করেন। যে সমস্ত সাহাবী মিশরে পদার্পন করেন কেবল তাদেরই জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। কলেবরের দিক থেকে গ্রন্থটি ছোট। ১৩২৭ হিজরীতে এটি মিশর থেকে হুসনুল মুহাদারা গ্রন্থের পাদটীকায় হয়ে প্রকাশিত হয়।[৩৪১]

১১. আসমাউ রিজালি সহীহিল বুখারী (أسماء رجل صحيح البخاري)

এটি আবূ নাসর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কালাবাজী (মৃত্যুঃ ১০০১ হি.) রচনা করেন। এ গ্রন্থে সহীহ্ বুখারী সনদে বর্ণিদ রাবীগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে।[৩৪২]

তিনঃ রাবীগণের নাম বিষয়ক রচিত গ্রন্থাবলী

হাদীসের সনদের বলিষ্ঠতা ও মতনের বস্তুনিষ্ঠতা নিরূপণের লক্ষ্যে যুগে যুগে হাদীস বিশারদগণ বর্ণনাকারীগণের নাম নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থগুলোকে হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞানের পরিভাষায় المؤتلف ও المختلف বলা হয়। এর অর্থ হল, লিখন পদ্ধতিতে বর্ণনাকারীগণের নামের বানান একই; কিন্তু উচ্চারণ বা পঠন পদ্ধতিতে এটি ভিন্নতর। যেমনঃ سلام ও سلام এ দুটি নামের মধ্যে একটির لام -এ তাশদীদযুক্ত হয়ে পঠিত হবে তথা سلام অর্থাৎ একটি পঠত হবে 'সাল্লাম' ও অপরটি পঠিত হবে 'সাল্লাম'। বর্ণনাকারীর নামে সন্দেহ ও সংশয় দূরীভূত করার জন্যই এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। হাদীসের হাফিয ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এই সূক্ষ্ম বিষয় সাধারণের জন্য অনুধাবনযোগ্য নয়। নামের বহুবিধ এই উচ্চারণ অনুমানের ভিত্তিতে এর সঠিকতা নির্ণয় করা দুষ্কর। কিন্তু স্মৃতিশক্তির বলিষ্ঠতা ও হাদীস বিষয়ে পারঙ্গমতার মাধ্যমে এর সঠিকতা নিরূপণ করা যেতে পারে। নামের এই জটিলতার কবল থেকে মুক্তি লাভের জন্য যুগ পরম্পরায় হাদীস বিজ্ঞানীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অসংখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থরাজী সবিশেষ উল্লেযোগ্য।

১. **কিতাবুল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ (كتاب المؤتلف و المختلف)** এটি ইমাম হাফিয আদ-দারাকুতনী (মৃত্যুঃ ৩৮৫ হি.) রচনা করেন। এটি একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ। তাইমূরিয়্যাহ লাইব্রেরীতে এর পাণ্ডলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।[৩৪৩]

২. **আল-মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফী আসমায়ি নাকালাতিল হাদীস (المؤتلف و المختلف في أسماء نقلة الحديث)** এটি হাফিয ও 'আব্দুল সর্বপ্রথম ১৩২৬ হিজরীতে এটি ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।[৩৪৪]

---

৩৪১ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

৩৪২ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৩৪৩ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **তাক'ঈদুল মুহমাল ওয়া তামঈযুল মুশকাল (تقييد المهمل و تمييز المشكل)** এটি শায়খ হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আল-গাসসানী (মৃত্যু: ৪৯৮ হি.) রচনা করেন। ভারতের বিহার প্রদেশে পাটনার খোদাবখশ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীতে এর একটি পাণ্ডুলিপি সুরক্ষিত রয়েছে।[৩৪৫]

৪. **আল-ম'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ মিনাল আসমা (المؤتلف و المختلف من الاسماء)** এটি হাফিয আবূল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল-মাকদিসী (মৃত্যু: ৫০৭ হি.) প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি লাইডেন থেকে আল-আনসাবুল মুত্তাফাকাহ নামে প্রকাশিত হয়।[৩৪৬]

৫. **আল-ইকমাল ফী রফ'ইরতিয়াব 'আনীল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ মিনাল আসমায়ি ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব (الإكمل في رفع الارتياب عن المؤتلف و المختلف من الاسماء و الكني و الانساب)**

এটি হাফিয আবূন নাসর 'আলী ইব্ন হিবাতুল্লাহ আল-বাগদাদী (মৃত্যু: ৪৮৬ হি.) রচনা করেন। এটি ভারতের হায়দারাবাদের দায়িরাতুল মা'আরিফ থেকে আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৩৪৭]

৬. **আল-মুশতাবিহ ফী আসমাইর রিজাল (المشتبه في اسماء الرجال)** এটি হাফিয আয-যাহাবী রচিত একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটি হাফিয আয-যাহাবীর পূর্বসূরী রিজাল শাস্ত্রবিদগণের গবেষণার নির্যাম। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৬১৬। এটি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লাইডেন থেকে প্রকাশিত হয়। এর পর ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে এটি কায়রো থেকে মুদ্রিত হয়।[৩৪৮]

চার: সিকাহ ও য'ঈফ রাবীগণের জীবনী অবলম্বনে গ্রন্থাবলী প্রণয়ন

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অনেকেই শুধু সিকাহ রাবীগণের জীবনী নিয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য।

ক. **কিতবুস্ ছিকাত (كتاب الثقات)**: এটি শায়খ যাইনুদ্দীন কাসিম ইব্ন কাতলুবাগা আল-হানাফী (মৃত্যু: ৮৭৯ হি.) রচনা করেন। এটি চার খণ্ডে সমাপ্ত।

খ. **কিতাবুস্ ছিকাত (كتاب الثقات)**: এটি শায়খ প্রণেতা হলেন, আবূ-হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান আল-বুস্তী (মৃত্যু: ৩৫৪ হি./৯৬৫ খ্রী.)।[৩৪৯]

গ. **কিতাবু ছিকাত (كتاب الثقات)** এর রচয়িত হলেন হাফিয আহমাদ ইব্ন 'আল-ইজলী (র.) (মৃত্যু: ২৬১ হি./ ৮৭৫ খ্রী.)।[৩৫০]

ঘ. **তাবাকাতুল হুফফায (طبقات الحفاظ)**: এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, ইব্ন দাব্বাগ (মৃত্যু: ৫৪৬ হি.)।

---

৩৪৪ আস-সাখাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১।
৩৪৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১।
৩৪৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১।
৩৪৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১।
৩৪৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১।
৩৪৯ আল-কাত্তানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।
৩৫০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. **তাযকিরাতুল হুফফায** (تذكرة الحفاظ): এর রচয়িতা হলেন, ইমাম আয-যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হি./ ১৩৪৮ খ্রী.)।

চ. **তাবাকাতুল হুফফায** (طبقات الحفاظ) এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হি./ ৮৭৩ খ্রী.)।

পাঁচ: দ'ঈফ রাবীগণের জীবনী গ্রন্থ রচনা

আবার অনেকে স্বতন্ত্রভাবে কেবল দ'ঈফ রাবীগণের জীবনীর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এবিষয়ের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল:

ক. **কিতাবুদ দু'আফা** (كتاب الضعفاء): গ্রন্থটির রচয়িতা ইবরাহীম ইবন্ ইয়া'কুব আস-সা'দী আল-জাওযানী (মৃত্যু: ২৫৯ হি./ ৮৭৩ খ্রী.)।

খ. **কিতাবুদ দু'আফা ওয়াল-মাতরূকীন** (كتاب الضعفاء و المتروكين): এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন আবূ 'উসমান সা'ঈদ ইব্ন 'আমর আল-আযদী আল- বায়যা'ঈ (মৃত্যু: ২৯২ হি./ ৯০৫ খ্রী.)।

গ. **কিতাবুদ-দু'আফা** (كتاب الضعفاء): এর প্রণেতা হলেন আবূ জা'ফার মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর ইব্ন মূসা আল-'উকাইলী (মৃত্যু: ৩২২ হি./ ৯৩৪ খ্রী.)।

ঘ. **কিতাবুল কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল** (كتاب الكامل في ضعفاء الرجل): এ গ্রনন্থটির রচয়িতা হলেন. আবূ আহমাত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্ন 'আব্দুল্লা (মৃত্যু: ৩৬৫ হি./ ৯৭৫ খ্রী.)। তিনি ইব্ন 'আদী নামে প্রসিদ্ধ। এটা খুবই নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ এর উপরই অধিকতর নির্ভর করেছেন।

ঙ. **মীযানুল ই'তিদাল** (ميزان الإعتدال): এ গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন ইমাম আয-যাহাবী (র.)।

চ. **কিতাবুদ দু'আফা ওয়াল মাকরূকীন** (كتاب الضعفاء و المتروكين): এর প্রণেতা হলেন আলী ইব্ন তুরকিমান নামে পরিচিত।[৩৫১]

ছ. **লিসানুল মীযান** (لسان الميزان): গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন হাফিয ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র.) (মৃত্যু: ৮৫২ হি./ ১৪৪৮ খ্রী.)। গ্রন্থটি আয্-যাহাবী মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি ১৩২৯ হিজরীতে ভারতের হায়দারাবাদ থেকে ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৩৫২]

জ. **তাকবীমুল লিসান ফিদ-দু'আফা** (تقويم اللسان في الضعفاء): গ্রন্থটির রচয়িতা কাসিম ইব্ন কুতলুবগা (মৃত্যু: ৮৮৯ হি./ ১৪৮৪ খ্রী.)।

ঝ. **ফাদালুল লিসান** (فضل اللسان): এ গ্রন্থের প্রণেতাও হলেন কাসিম ইব্ন কুতলুবগা (র.)।

ছয়. রাবীগণের নাম, উপাধি ও উপনাম সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী প্রণয়ন

একই নাম, লকব বা কুনিয়াতে বিভিন্ন রাবী রয়েছেন। এটা তাঁদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা ব্যাপার। এজন্য কখনো সিকাহ রাবীকে গায়রি সিকাহ এবং গায়রি সিকাহ রাবীকে সিকাহ রাবী মনে হতে

---

৩৫১ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৪-৪৪৯।

৩৫২ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

পারে। এ কারণে রিজাল শাস্ত্রবিদগণ যে রাবী তাঁর নামের সাথে পরিচিত, তাঁর লকব বা কুনিয়াত কি এবং যিনি তাঁর কুনিয়াত বা লকবের সাথে পরিচিত, তাঁর নাম কি তা অনুসন্ধান করেছেন। এ বিষয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নিম্নরূপ:

১. **আল-আসমা ওয়াল কুনা (الاسماء و الكني)**: এটি 'আলী ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-মাদীনী (মৃত্যু: ২৩৪ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি ৮ খণ্ডে সমাপ্ত।[৩৫৩]

২. **আল-আসমা ওয়াল কুনা (الاسماء و الكني)**: এটি বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাকিম নিশাপুরী (মৃত্যু: ৪০৫ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৪ খণ্ডে বিভক্ত। এতে সাহাবীগণের নাম ও কুনিয়াত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম হাফিয আল-যাহাবী গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করে সাহাবীগণের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজিয়েছেন এবং এর নাম দিয়েছেন 'আল-মুকতানা ফী সারদিল কুনা।[৩৫৪]

৩. **কিতাবুল আসমা ওয়াল আলকাব (كتاب الاسماء و الالقاب)**: এটি ইবনুল জাওযী (মৃত্যু: ৫৯৭ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি 'কাশফুন নিকাব আনীল আসমাঈ ওয়াল আলকাব' নামেও পরিচিত।

৪. **কিতাবুল কুনা ওয়াল আলকাব (كتاب الكني و الالقاب)**: এটি আবূ বকর আহমাদ ইব্ন 'আব্দির রহমান আল-ফারিসী (মৃত্যু: ৪১১ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি ১ খণ্ডে সমাপ্ত হলেও তথ্যবহুল ও ফলপ্রদ হওয়ার কারণে বেশ প্রশংসার তাবি রাখে। কোন কোন মুহাদ্দিস মনে করেন যে, ইব্ন হাজার আল-'আসকালানীর পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে এটি এককভাবে এক অনন্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ছিল।[৩৫৫]

৫. **নুযহাতুল আলবাব ফিল আলকাব (نزهة الالباب في الالقاب)**: এটি হাফিয ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র আস-সাখাবী এর পরিশিষ্ট লিখেন। উত্তরকালে এটি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়।[৩৫৬]

৬. **কাশফুন নিকাব 'আনিল আলকাব (كشف النقاب عن الالقاب)**: গ্রন্থটি হাফিয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হি.) রচনা করেন। এটি এক ফলপ্রদ গ্রন্থ। যে সমস্ত সাহাবীর লকব নিয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে, এ গ্রন্থে সে সকল মকদ্বৈততা ও সংশয় নিরসন হয়েছেন।[৩৫৭]

৬. হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান

এ অভিজ্ঞানের গোড়া পত্তনের থেকেই এর বিভিন্ন প্রশাখার উপর গবেষণার কাজ শুরু হয়। তবে তা প্রথম দিকে 'আলীমগণের মুখে মুখে বিক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে এ বিষয়ে গবেষণা ব্যাপকতা লাভ করলে 'ইলমুল-ফিকাহ ও 'ইলমুল-উসূল বিষয়ক গ্রন্থাদির সাথে সন্নিবেশিত আকারে এর লেখার কাজ আরম্ভ হয়।[৩৫৮] ধীরে ধীরে এ শাস্ত্রের পরিপক্কতা অর্জিত হয়।

---

৩৫৩ আল-কাত্তানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

৩৫৪ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

৩৫৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

৩৫৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

৩৫৭ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৮৫।

৩৫৮ ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস*, (সৌদি আরব: মাকতাবাতুস সারওয়া, ১৪০৬ হি.) পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে এ অভিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এর পরিভাষাগুলো নির্ধারিত হয়। অন্যান্য বিষয়গুলো একটি অপরটি থেকে আলাদা হয় এবং মুহাদ্দিসগণ হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি সম্বলিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন।[৩৫৯]

এ বিষয়ে সর্ব প্রথম কাযী মুহাম্মাদ আল-রামাহারমাযী المحدث الفاصل بين الراوي و الواعي নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৬০] তবে ড. মুস্তাফা আস-সিবাঈ 'আলী ইবন আল-মাদীনাকে (মৃত্যু: ২৩৪ হিজরী) এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেন।[৩৬১] হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে হাদীস সংকলনের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ শতাব্দীকে হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময় সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থও সংকলিত হয়। সিহাহ্ সিত্তাহ্ ইমাম ও অপরাপর মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে এ মূলনীতিকে বিশুদ্ধতা পরিমাপক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান কনে। অভিজ্ঞানটির সূচনার পর থেকে অদ্যাবধি একে কেন্দ্র করে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে।[৩৬২]

৭. হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন

হিজরী চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এ অভিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

১. আল- মুহাদ্দিসুল ফাসিল বায়নার রাবী ওয়াল ওয়া'য়ী (المحدث الفاصل بين الراوي و الواعي)

গ্রন্থটি হাদীস অভিজ্ঞান মূলনীতি বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ।[৩৬৩] এটি কাযী আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন 'আব্দির রহমান ইবন খাল্লাদ আল-রামাহারমাযী (মৃত্যু: ৩৬০ হি.) রচনা করেন। এটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ না হলেও প্রথম রচিত গ্রন্থ হওয়ার কারণে প্রশংসার দাবীদার। গ্রন্থটি প্রণয়নে আল-রামাহারমাযী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা তিনি গ্রন্থটি রচনার মাধ্যমেই এ অভিজ্ঞানের গোড়া পত্তন করেন।[৩৬৪]

২. 'উলূমুল হাদীস (علوم الحديث)

ইবনুস-সালাহ (মৃত্যু: ৬৪৩ হি.) গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি মুকাদ্দমা ইবন সালাহ্ নামে অধিক পরিচিত। এতে সর্বমোট ১৬৫টি মূলনীতি একত্রিত করা হয়েছে। অনেক হাদীসবেত্তা গ্রন্থটির ব্যাখ্যা, ভূমিকা ও পরিশিষ্ট লিখেছেন।[৩৬৫]

---

৩৫৯ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ. ২৮৫।

৩৬০ ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

৩৬১ ড. মুস্তফা আস-সিবায়ী, *ইসলামী শরী'আহ ও সুন্নাহ*, অনুবাদ: এ এন. এম. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৮১।

৩৬২ ড. মুস্তফা আস-সিবায়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।

৩৬৩ আল-খূলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ*, (কায়রো: 'ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি.) পৃ. ১৬০।

৩৬৪ শায়খ 'আব্দুল হক দিহলবী, *মুকাদ্দামাহ*, তাহকীক: সালমান আল-হুসাইনী নদবী (লক্ষ্ণৌ: মুআস্সাতু সাহাফা, তা.বি.) পৃ. ১০।

৩৬৫ মুফতী সাইয়্যেদ আমিমুল ইহসান, *মিযানুল আখবার*, (ঢাকা: মাকতাবায়ে রশীদিয়্যাহ, ১৯৮১) পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **মুখতাসারুল জুরজানী (مختصر الجرجاني)**

এটি প্রসিদ্ধ একটি পুস্তিকা। 'আব্দুল হাই লাখনুবী যাফরুল আমানী ফী মুকতাসারিল জুরজানী নামে এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। ১৩০২ হিজরীতে দিল্লী ও ১৩০৪ হিজরীতে লক্ষ্মৌ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[৩৬৬]

৪. **তাদুরীবুর রাবী (تدريب الراوي)**

এটি ইমাম নববী (রহ.) প্রণীত আত-তাকরীবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। জালালুদ্দীন আস- সুয়ূতী (মৃত্যুঃ ৯১১ হি.) গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি এতে হাদীসের ১৯৩টি মূলনীতি সন্নিবেশিত করেন। মিসরের কায়রোস্থ দারুল কুতুব লাইব্রেরীতে এর ৭টি হস্তলিখিত পাণ্ডলিপি বিদ্যমান রয়েছে।[৩৬৭] এটি সর্বপ্রথম মিসরের আল- খাইরিয়্যাহ প্রেস থেকে ছাপা হয়।[৩৬৮]

৫. **ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস (اختصار علوم الحديث)**

হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (মৃত্যুঃ৭৭৪ হি.) গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি এতে ৬৫টি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে মিসরের আহমাদ শাকির এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করে নাম দিয়েছেন আল বা'য়িছুল-হাছীছ শারহু ইখতিসারি 'উলূমিল হাদীস।[৩৬৯]

৬. **নখবাতুল ফিকার ফী মুসতালাহি আহলিল আছার (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)**

এটি হাফিয ইবন হাজার আল-'আসকালানী (মৃত্যুঃ ০২ হি.) প্রণীত একটি মৌলিক গ্রন্থ। এর ভাষ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি নিজেই নুযহাতুন নাযার নামে এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটি ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা এবং ১৩০১ ও ১৩০৮ হিজরীতে মিসর থেকে মুহাম্মাদ আল-বায়কূনীর রিসালাহসহ প্রকাশিত হয়।[৩৭০]

৭. **জামি'উল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল (جامع الأصول في أحاديث الرسول)**

এটি ইবনুল আছীর আল-জাযারী (মৃত্যুঃ ৬০৬ হি.) কর্তৃক প্রণীত একটি মূল্যবান হাদীস গ্রন্থ। গ্রন্থকার এ গ্রন্থের প্রথমাংশ হাদীস অভিজ্ঞানের মূলনীতি সহ 'ইলমুল-জারাহ ওয়াত-তা'দীল ও 'ইলমুল রিজাল বিষয়ে অভিজ্ঞানের মূলনীতি সহ 'ইলমুল-জারাহ ওয়াত-তা দীল ও 'ইলমুল রিজাল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর বিষিয়ে ভিত্তিক হাদীস সংকলন করেন।[৩৭১]

৮. **আল-কিফায়া ফী 'ইলমির রিওয়াইয়াহ (الكفاية في علم الرواية)**

খতীব আল-বাগদাদী (মৃত্যুঃ ৪৬৩ হি.) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি এতে হাদীসের মূলনীতি সূক্ষ্মতিসূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করেছেন। আলেপ্পোর 'উসমানিয় মাদ্রাসার লাইব্রেরী, দামিস্কের

---

৩৬৬ হাকিম নিশাপুরী, *কিতাবু মা'রিফাতি উলূমিল হাদীস* (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুত-তিরাজী, তা.বি.), পৃ. ২।

৩৬৭ ইমাম নববী, *তাদরীবুর রাবী*, (লাহোরঃ দারু নাশরিল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.) খ. ১, পৃ. ৩২-৩৩।

৩৬৮ হাকিম নিশাপুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।

৩৬৯ আহমাদ শাকির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৮।

৩৭০ হাকিম নিশাপুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।

৩৭১ ইবনুল আছীর আজ-জাযারী, *জামি'উল উসূল*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ হামিদ আল-ফাকী, (সৌদি আরবঃ দারুল ইফতা, ১৯৯৫ খৃ.) খ. ১, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

যাহিরিয়া লাইব্রেরী, মিসরের মুলাতানিয়া এবং দক্ষিণ হায়দারাবাদের আল-খাযানাতুল-আসফিয়াহ লাইব্রেরীতে এর অনেক পাণ্ডুলিপি রয়েছে।[৩৭২]

৯. নাযমুদ দুরার ফী 'ইলমিল আছার (نظم الدرر في علم الأثر)

এটি যাইনুদ্দীন আল-'ইরাকী (মৃত্যুঃ ৮০৬ হি.) রচনা করেন। এটি আলফিয়াহ্ আল-'ইরাকী সমধিত প্রসিদ্ধ। তিনি এতে হাদীসের মূলনীতিগুলো ছন্দাকারে বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বলেন, এটি ইবনুস-সালাহ্র গ্রন্থের ছন্দরূপ। অনেক হাদীসবেত্তা এর ভাষ্য লিখেছেন।[৩৭৩]

১০. 'উলূমুল হাদীস ওয়া মুস্তালাহুহু (علوم الحديث و مصطلحه)

গ্রন্থটি লেবানন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. সুবহী সালিহ প্রণয়ন করেন। এটি উসূলুল হাদীসের বৃহৎ গ্রন্থ। এত হাদীসের 'ইলম, বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়।[৩৭৪]

১১. তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস (تيسير مصطلح الحديث)

এটি সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মাদ ইবন স'য়ূদ আল ইসলামিয়্যাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মাহমুদ তহ্হান রচিত মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের খবর ও এর প্রকারভেদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ইলমুল জারাহ্ ওয়াত-তা'দীল, তৃতীয় অধ্যায়ে রিওয়ায়াত ও এর মূলনীতি এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সনদ ও হাদীস বর্ণনাকারীগণের পরিচয় আধুনিক পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।[৩৭৫]

১২. কাওয়া'ইদুত তাহদীছ (قواعد التحديث)

এটি মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন আল কাসিমী (মৃত্যুঃ ১৩৩২ হি.) রচিত একটি মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার এ গ্রন্থকে ভূমিকা, উপসংহার সহ মোট দশটি অধ্যায়ে অভিনব পদ্ধতিতে সাজিয়েছেন। মিসরের তদারু ইহয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যাহ থেকে ১৯৬১ খ্রী:/১৩৮০ হিজরীতে গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৩৭৬]

১৩. কাওয়া'ইদ ফী 'উসূমিল হাদীস (قواعد في علوم الحديث)

এটি যা'ফর আহমাদ থানভী প্রণীত একটি তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ। প্রথমে এটি ই'লাউস সুনান গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে শায়খ 'আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহর সম্পাদনায় এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করে।[৩৭৭]

১৪. আল-হাদীসুন নববী মুস্তালাহু ওয়া বালাগাতুহু (الحديث النبوي مصطلحه و بلاغته)

গ্রন্থটি ড. মুহাম্মাদ আস সাব্বাগ রচনা করেন। এটি উসূলুল-হাদীসের অত্যাধুনিক গ্রন্থ, যা পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে হাদীস সম্পর্কিত প্রাচ্যবিদগণের উত্থাপিত বিতর্ক, ইসলামী শরীআতে সুন্নাহর স্থান এবং হাদীস সংকলনের ইতিহাস, দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীসের আলংকারিক

---

৩৭২ হাকিম নিশাপুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।

৩৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৩৭৪ ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৮।

৩৭৫ ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪-৫।

৩৭৬ মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *কাওয়া'ঈদুল তাহদীছ*, (মিশরঃ 'ঈসা আল-বাবী আল হালাবী, ১৯৬১ খৃ.), ৩৬।

৩৭৭ শায়খ 'আব্দুল হক দিহলবী, *মুকাদ্দামাহ*, (লক্ষ্ণৌঃ মুআস্সাতুস সাহাফা, তা.বি.) পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

দিক, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সুন্নাহর মর্যাদা ও স্থান এবং আরবী ব্যাকরণের দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ, তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা স্থান পেয়েছে।[৩৭৮] এটি আধুনিক যুগে হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞানের সর্ববৃহৎ গ্রন্থ।

১৫. মানহাজুন নাক্দ ফী 'উলূমিল হাদীস (منهج النقد في علوم الحديث)

এটি দামিস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের তাফসীর ও হাদীস বিভাগের প্রফেসর ড. নূরুদ্দীন 'আত্বার প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হাদীসের পরিভাষা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাবীগণের শর্তাবলী, তৃতীয় অধ্যায়ে ইলমু রিওয়াইয়াতিল-হাদীস, চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীসের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে সনদ ও মতন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।[৩৭৯]

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান সম্পর্কিত মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত এ বিষয়ে আরও অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থসমূহ এ অভিজ্ঞানকে একটি ভিন্ন শাস্ত্রের রূপদান করেছে। হাদীস বিজ্ঞানীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ সাধিত হয়। ফলে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার দ্বার উদঘাটিত হয়। সাম্প্রতিক এ অভিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার উপর এমন নতুন নতুন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে, যা এ শাস্ত্রকে পূর্ণতার শীর্ষমার্গে নিয়ে যেতে সহায়তা করছে।

৮. হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অভিযাত্রা

হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বলতে 'ইলমুল জারাহ্ ওয়াত তা'দীলকে বুঝানো হয়েছে। আরবী অভিধানে الجرح শব্দটি إسم مصدر এর আভিধানিক অর্থ হল, ক্ষত, আঘাত।[৩৮০] جرح -এর জীম অক্ষরে যবর দিয়ে পড়লে এর অর্থ হবে, রসনার আঘাত। আর জীম অক্ষরে পেশ দিয়ে পড়লে এর অর্থ হবে, অস্ত্রের আঘাত। কিন্তু আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি সমার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কবির কবিতা:

جراحات السنان لها التيام ولايلتام ما جرح اللسان

'দাঁতের আঘাত সৃষ্ট ক্ষত নিরাময় করা যায়, কিন্তু কথার আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত নিরাময় যোগ্য নয়।

আর التعديل শব্দটি باب التفعيل এর مصدر। এটি আরবী অভিধানে সুবিচার, ত্রুটিমুক্ত করা, আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, সমতা বিধান করা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩৮১]

হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞানের পরিভাষায় এটি এমন এক নিয়ম পদ্ধতির নাম, যার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত গুণাগুণ ও দোষ-ত্রুটি বিশেষ পরিভাষায় বর্ণনা করা হয়।[৩৮২] হাজী খলীফা الجرح و التعديل -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

---

৩৭৮ ড. আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন নব্বী*, (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৫-৭।

৩৭৯ ড. নূরুদ্দীন আল-'আতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-২০।

৩৮০ ইবনুল মানুযূর আল-আফ্রিকী, *লিসানুল আরব*, (বৈরূত: দারু সাদির, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৪২২-৪২৩।

৩৮১ প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৪৩০-৪৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة و تعديلهم بالفاظ مخصوصة

'এটি এমন এক বিদ্যার নাম, যাতে বিশেষ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ণনাকারীগণের দোষ-গুণ আলোচিত হয়।[৩৮৩] এ প্রসঙ্গে ড. সুবহী সালিহ-এর প্রদত্ত সংজ্ঞা অধিক স্পষ্ট বরে মনে হয়। তিনি বলেন:

علم الجرح و التعديل هو علم يبحث عن الرواة من حيث ما ورد في شانهم مما يشينهم و يزكيهم بالفاظ مخصوصة

'নির্দিষ্ট শব্দাবলী দ্বারা বর্ণনাকারীগণের দোষ-ত্রুটি ও দোষ-মুক্ত হওয়া সম্পর্কে যে বিদ্যা আলোচনা করে থাকে, তাকে علم الجرح و التعديل বলে।

হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান 'উলূমুল-হাদীসের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ড. তাকীউদ্দীন নদবী এর গুরুত্ব অনুধাবন করে একে হাদীস শাস্ত্রের সুউচ্চ সিঁড়ি বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৮৪] ড. সুবহী সালিহ এ বিষয়ে হাকিম নিশাপুরীর একটি মূল্যবান উক্তি নকল করে বলেন, هو ثمرة هذا العلم و المرقات الكبيرة منه 'এটিই হল এ বিদ্যার সারনির্যাস এবং বড় সিঁড়ি।[৩৮৫]

সহীহ্ হাদীসকে দুর্বল হাদীস থেকে এবং মাকবূল হাদীসকে মারদূদ থেকে পৃথক করণের ব্যাপারে এ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। 'আলীমগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য বর্ণনাকারীগণের মধ্যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা বৈধ বলে মনে করেন। ইমাম নব্বী বলেন, প্রয়োজনে হাদীস বর্ণনাকারীগণের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা শুধু বৈধই নয় বরং ওয়াজিব। এ বিষয়ে 'আলীমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩৮৬]

৯. হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলী রচনা

এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রন্থবলী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

১. কিতাবুদ দু'আফা ওয়াল মাতরূকীন (كتاب الضعفاء و المتروكين)

এ গ্রন্থে ইমাম বুখারী হাদীস বর্ণনাকারী দুর্বল ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে নামের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুযায়ী সাজানো হয়েছে। গ্রন্থটি ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে তাঁর অন্যতম শির্ষ্য আবূ বিশর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-দুলাবী, আবূ জা'ফর শায়খ ইবন সা'ঈদ এবং আদম ইবন মূসা আল-হাওয়ারী প্রমূখ রিওয়ায়াত করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে ইমাম বুখারীর (র.) দুটি গ্রন্থ রয়েছে। একটি كتاب الضعفاء الكبير । অপরটি كتاب الضعفاء الصغير, কিন্তু كتاب الضعفاء

---

৩৮২ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫-১২৬।

৩৮৩ হাজ্জী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯০-৩৯১।

৩৮৪ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

৩৮৫ ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

৩৮৬ ইমাম আন-নব্বী, *রিয়াদুস সালিহীন*, (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.) পৃ. ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

التاريخ الكبير গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে কিনা তা জানা যায় না। আর كتاب الضعفاء الصغير তার الصغير এর সাথে ১৩২৩ হিজরীতে ভারতের হায়দ্রাবাদের হাজারিয়া প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।[৩৮৭]

২. কিতাবুদ দ'আফা ওয়াল মাতরূকীন (كتاب الضعفاء و المتروكين)

এটি ইমাম নাসাঈ (মৃত্যুঃ ৩০৩ হি.) প্রণয়ন করেন। এটি হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞাবন বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। যে সমস্ত হাদীস বর্ণনাকারী স্মৃতিশক্তির দিক দিয়ে খুবই দুর্বল এবং যারা হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে অনুসৃত শর্তাবলীর আওতাভূক্ত নন তাঁদের নাম ও পরিচয় এ গ্রন্থে উল্লিখিত রাবীগণের নাম সাজানো হয়েছে। এতে ৬৭৫ জন দুর্বল রাবী সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি ১৩২৫ হিজরীতে ভারতের এলাহাবাদ থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৩৮৮]

৩. কিতাবুদ দু'আফা ওয়াল মাতরূকীন (كتاب الضعفاء و المتروكين)

এটি ইমাম আবূল হাসান আদ-দারাকুতনী (মৃত্যুঃ ৩৮৫ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থকার এতে দুর্বল ও পরিত্যাজ্য হাদীস বর্ণনাকারী সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। দামিস্কের যাহিরিয়াহ এবং আয়া সুফিয়া মাকতাবায় এর হস্তলিখিত কপি সংরক্ষিত আছে।[৩৮৯]

৪. কিতাবুল জারাহি তা'দীল (كتاب الجرح و التعديل)

এটি আবূ হাতিম ইবন হিব্বান আল-বুসতী সংকলন করেন। এ গ্রন্থের ছিকাহ্ রাবীর পাশাপাশি অপরিচিত অনেক রাবীর বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তিনি এতে অপরিচিত ও সমালোচিত বর্ণনাকারীগণের জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখ করে তাদের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তারপর ছিকাহ্ রাবীর বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে মুদ্রিত হয়েছে।[৩৯০]

৫. লিসানুল মীযান (لسان الميزان)

এটি হাফিয ইবন হাজার আল- 'আসকালানী কর্তৃক রচিত হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ক এক তথসমৃদ্ধ গ্রন্থ। এ বিষয়ে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ও অনবদ্য গ্রন্থ। মুহাদ্দিসগণ মনে করেন যে, এ গ্রন্থের অনুরূপ আজও দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। গ্রন্থটি ১৩২৯ হিজরীতে ভারতের হায়দারাবাদ থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর বৈরুতের দারুল ফিকর থেকে ৭ খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[৩৯১]

৬. মীযানুল ই'তিদাল (ميزان الإعتدال)

এর রচয়িতা হলেন, হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত্যুঃ ৭৪৫ হি.)। এটি হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটি রচনায় আয-যাহাবী বিখ্যাত হাফিযে হাদীস ইবনু 'আদীর আল-কামিল গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। এতে দুর্বল বর্ণনাকারীর জীবনী আলোচনার পাশাপাশি কিছু ছিকাহ্ রাবীর সমালোচনা স্থান পেয়েছে। আবী বর্ণমালার ক্রমধারা অনুযায়ী গ্রন্থটি বিন্যস্ত। এটি

---

৩৮৭ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

৩৮৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

৩৮৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

৩৯০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

৩৯১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে মুদ্রিত হয়েছে। সম্প্রতি বৈরুতের দারুল-ফিকর প্রকাশনা থেকে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৯২]

৭. কিতাবুদ দু'আফা (كتاب الضعفاء)

এটি ইবনুল জাওযী (মৃত্যুঃ ৫৯৭ হি.) রচনা করেন। এটি একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী গ্রন্থটির সংক্ষেপে করেছেন এবং এর একটি পরিশিষ্টও লিখেছেন।[৩৯৩]

১০. জাল হাদীস প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের উদ্যোগ গ্রহণ

উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় জাল হাদীসকে الحديث الموضوع বলা হয়ে থাকে। আরবী অভিধানে موضوع শব্দটি وضع থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হল, তৈরী করা, গোড়াপত্তন, বাদ দেয়া ও কান কিছুকে স্লান করা ইত্যাদি।[৩৯৪] হাফিয সালাহ্ বলেন

الحديث الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع

'মাওদু' ঐ হাদীসকে বলা হয়, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জাল করা হয়েছে।

আবূ হাম্মাম মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আল-বায়দানী জাল হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

الكلام الذي اختلق بعض الناس و نسبه إلي النبي صلي الله عليه و سلم

'অসাধু লোকের মিথ্যা বাণী রচনা করে তা রাসূলের প্রতি সম্পর্ক যুক্ত করাকে জাল হাদীস বলা হয়।'[৩৯৫]

হাদীসের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হিজরী ৪০ সালে জাল হাদীস রচনার একটি চিহ্নিত সীমারেখা। এ সালে হাদীস শাস্ত্রের পরিণ্ডলে বানোয়াট ও জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অভ্যন্তরীণ হাতিয়ার হিসেবে হাদীসকে ব্যবহার করার প্রবণতা শুরু হয়।[৩৯৬] হযরত 'আলী (রা.) ও হযরত মু'আবিয়ার (রা.) মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ মুসলিম মিল্লাতে বিভক্তি সৃষ্টি করে। এতে মুসলিমদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক অংগনে এক অস্থিরতা বিরাজ করে। সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম জনতা হযরত 'আলী (রা.) পক্ষে অবস্থান নেয়। আর উমাইয়া বংশীয় লোকেরা হযরত মু'আবিয়ার (রা.) পক্ষ অবলম্বন করে। এসময় উদ্ভব হয় খারিজী সম্প্রদায়ের।[৩৯৭] তারা প্রথমে হযরত 'আলীর (রা.) একান্ত সমর্থন ছিল। পরবর্তীতে তারা খিলাফত প্রশ্নে 'আলী (রা.) ও 'মুআবিয়া (রা.) বিরোধী হয়ে উঠে। এরই সূত্র ধরে 'আলীর (রা.) নির্মম শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। তাঁর শাহাদাতের পর উমাইয়্যা খিলাফাতকালে আহলে বায়ত খিলাফাতের হকদার বলে দাবি জানায় এবং তারা উমাইয়্যা খিলাফাতের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি

---

৩৯২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

৩৯৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

৩৯৪ ইবনুল মানুযূর আল-আফ্রিকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৯৪১।

৩৯৫ আল-বায়দানী, 'ইলমু মুস্তালাহিল হাদীস (কায়রোঃ দারুল ইমাম আহমাদ, ২০০৭ খৃ.), পৃ. ৯১।

৩৯৬ ড. মুস্তাফা সিবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

৩৯৭ ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

জানায়। এভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলী মুসলিম ঐক্যকে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করে।[৩৯৮] এই প্রত্যেকটি দল উপদল নিজ নিজ চিন্তাধারাকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু তারা নিজ নিজ সব মতের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের সমর্থন পেতে সক্ষম না হয়ে মিথ্যা হাদীস বানানোর আশ্রয় নেয়।[৩৯৯]

সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত হাদীস শাস্ত্রকে জালকরণ ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুহাদ্দিসগণ যে ভূমিকা রেখেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। কাল পরিক্রমায় তাঁদের এই মহান উদ্দ্যোগ অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর জন্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য চিরকালীন গৌরব ও অহংকারের বিষয়। জাল হাদীস থেকে সহীহ্ হাদীস আলাদাকরণ এবং যাচাই বাছাইয়ের জন্য মুহাদ্দিসগণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। **মিথ্যাবাদীদের হাদীস বর্জন,** সমাজে জাল হাদীস বর্ণনাকারীগণের সম্পর্কে গণসচেতনাবোধের সৃষ্টি করেন।[৪০০]

১১. জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রণয়ণ

মুহাদ্দিসগণের উপরিউক্তি উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে হাদীস সমালোচনা অভিজ্ঞানের গোড়পত্তন হয়। সাথে সাথে মাওদূ হাদীস নিয়ে আলাদা সংকলন তৈরী করার প্রয়াস চলে। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে এ বিষয়ে প্রায় তিনশ'র উর্ধ্বে প্রামানিত গ্রন্থ রচিত হয়। নিম্নে জাল হাদীস নিয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের পরিচিত তুলে ধরা হল:

১. তাযকিরাতুল মাওযূ'আত (تذكرة الموضوعات)[৪০১]

এটি হাফিয আবূল ফদল মুহাম্মাদ ইবন তাহির আল মাকদিসী (মৃত্যু: ৫০৭ হি.) রচনা করেন।[৪০২] তিনি গ্রন্থটিতে অক্ষরের ক্রমধারা অনুযায়ী জাল হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস বিষয়ে ইমামগণের সমালোচনা বিধৃত করেছেন। গ্রন্থটি ১৩২৩ খ্রীস্টাব্দে সর্ব প্রথম মিসর থেকে প্রকাশিত হয়।[৪০৩]

২. আল মাওযূ'আত আল-কুবরা (الموضوعات الكبرى)

এটি ইবনুল জাওযী (মৃত্যু: ৫৯৭ হি.) সংকলন করেন। এটি জাল হাদীস বিষয়ক সর্ববৃহৎ গ্রন্থ যা চার খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থাকার এতে জাল হাদীস উৎকলনের পর উক্ত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।[৪০৪]

---

৩৯৮ ড. মুস্তাফা সিবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১-৯২; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০।

৩৯৯ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

৪০০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

৪০১ আল-কাত্তানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।

৪০২ ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪।

৪০৩ আল-কাত্তানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩।

৪০৪ ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **আল-বা'য়িছু 'আলাল খাল্লাস মিন হাওয়াদিসিল কাস্‌সাস (الباعث علي الخلاص من حواديث القصاص)**

এটি হাফিয যায়নুদ্দীন আল-'ইরাকী (মৃত্যু: ৮০৬ হি.) সংকলন করেন। গ্রন্থটি আস-সুয়ূতী সংক্ষিপ্ত করে নাম দেন تحذير الخواص من اكاذيب القصاص। ইমাম সুয়ূতী কর্তৃক গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত রূপ ১৩৫১ হিজরীতে মিসরে প্রকাশিত হয়।[৪০৫]

৪. **আল-লায়ালী আল মাসনূ'আহ্ ফী আহাদীসিল মাওযূ'আহ্ (اللألئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)**

এটি জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হি.) সংকলন করেন।[৪০৬] এটি মাওদূ হাদীস বিষয়ক একটি উল্লেখ্যযোগ্য সংকলন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

৫. **তানযীহুশ্ শারী'আহ্ আল- মারফূ'আহ 'আনিল আখবারিশ্ শীনী'আতিল মাওযূ'আহ্ (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة)**

এটি আবূল হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-কিনানী (মৃত্যু: ৯৬৫ হি.) সংকলন করেন। এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী যে সমস্ত মওদূ হাদীস উল্লেখ করেননি, তা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩৭৮ হিজরীতে গ্রন্থটি দুই খণ্ডে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়।[৪০৭]

৬. **আল-মাসনূ' ফী মা'রিফাতিল হাদীসিল মাওযূ' (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع)**

এটি মুহাদ্দিস 'আলী আল-ক্বারী (মৃত্যু: ১০১৪ হি.) সংকলন করেন। এ গ্রন্থে শুধুমাত্র মাওযূ' হাদীসই উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে শায়খ 'আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ এর সম্পাদনা করেন ও টিকা সংযোজন করেন। গ্রন্থটি বৈরূতে মুত্তাস্‌সাতুর রিসালাহ্ থেকে ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৪০৮]

৭. **আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ ফী আহাদীসিল মাওযূ'আহ (الفوائد المجموعة في أحاديث الموضوعة)**

এটি কাযী আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ 'আলী আশ-শাওকানী (মৃত্যু: ১২৫৫ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থ কার তাঁর পূর্বসূরী মুহাদ্দিসগণের সংকলন থেকে সাহায্য নিয়ে গ্রন্থটি সংকলন করেন। এতে মাওদূ হাদীস উল্লেখের পাশাপাশি কিছু সহীহ্ হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে এটি মিসর থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৪০৯]

৮. **আল-মাকাসিদুল আসানাহ্ ফী বায়ানি কাছীরিম মিনাল-আহাদীসিল মুশতাহারাহ্ 'আলাল আলসিনাহ্ (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علي الألسنة)**

---

৪০৫ আল-কাত্তানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩।

৪০৬ ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪।

৪০৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪।

৪০৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪।

৪০৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

এটি মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুর রহমান আস-সাখাবী (মৃত্যুঃ ৯০২ হি.) সংকলন করেন। গ্রন্থটি আরবী অক্ষরের ক্রমানুযায়ী সাজানো হয়েছে। এটি মাওদূ হাদীস বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন।[৪১০]

৯. **কাশফুল খাফা ও মুযীলুল ইলতিবাস 'আম্মা ইসতিহারা মিনাল-আহাদীস 'আল আলসিনাতিন নাস (كشف الخفاء و مزيل الإلتباس عما اشتهر من الأحاديث علي ألسنة الناس)**

এটি শায়খ ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আল-আযালুনী (মৃত্যুঃ ১১৬২ হি.) সংকলন করেন। আরবী বর্ণমালার ক্রমাধারা অনুযায়ী গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে। এটি দু'খণ্ডে সমাপ্ত মাওদূ হাদীস বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সংকলন। আলেপ্পোর আত-তুরাস আল-ইসলামী প্রকাশনালয় থেকে আহমাদ কাল্লাশ-এর সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া বৈরূতের মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ্ থেকেও গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[৪১১]

১২. 'ইলমু 'ইলালিল হাদীস

'ইলাল' এমন কিছু নীতিমালার সমষ্টি, যার মাধ্যমে হাদীসের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে। এটি উলূমুল হাদীসের একটি সূক্ষ্ম জ্ঞান শাখার নাম। এ বিষয়ে তিনিই কেবল পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারেন, যাঁকে আল্লাহ তীক্ষ্ণ মেধা, বিস্তৃত বোধশক্তি, হাদীস বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণী ক্ষমতা, ইসনাদ ও মতন সম্পর্কে পূর্ণাংগ বোধশক্তি দান করেছেন। এ শাস্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুহাম্মাদ 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী বলেন,[৪১২]

هو عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه من وصل منقطع أو رفع موقوف أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك و كل هذا مما يقدح في صحة الحديث

'যে বিদ্যা হাদীসের সনদে অন্তর্নিহিত অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও দোষণীয় কারণ, মুনকাতি'কে মুত্তাসিল, মারফ'কে মাওকূফ বানানো এবং এক হাদীসকে অন্য হাদীসের সাথে মিশ্রণ করা ইত্যাদি ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করে তাকে 'ইলালুল হাদীস বলা হয়।'

ইমাম হাকিম নিশাপুরীর মতে, 'এটি সাহীহ্, দুর্বল এবং হাদীস সমালোচনা কোন বিজ্ঞানের নাম নয়; বরং এটি এমন পদ্ধতিতে হাদীসের সুপ্ত ত্রুটি আলোচনা করে, যেখানে সমালোচনার কোন সুযোগ নেই। আর সমালোচিত হাদীস পরিত্যাজ্য। অধিকাংশ সময় হাদীসের 'ইল্লাত বা ত্রুটি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণের হাদীসে পরিদৃষ্ট হয়। বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন অথচ উক্ত হাদীসে এমন ত্রুটি রয়েছে যা তাঁদের নিকট অস্পষ্ট। তখন এই হাদীসকে মু'আল্লাল হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।'[৪১৩] মুহাদ্দিসগণ গবেষণা করে হাদীসের তিনটি স্থান বা ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেন, যেখানে ত্রুটি নিহিত থাকতে পারে।[৪১৪]

---

৪১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

৪১১ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬ ।

৪১২ আল-খূলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯।

৪১৩ আল-হাকিম নিশাপূরী, *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২-১১৩।

৪১৪ ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, *উসূলুল হাদীস* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০৬ খৃ.), পৃ. ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

এক. সনদঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাদীসের সনদে এই সুপ্ত ত্রুটি দেখা যায়। এই ত্রুটি মাওকূফ, ইরসাল ও ইনকিতা' জনিত কারণে হয়ে থাকে। যেমন البيعان بالخيار হাদীসটি ইয়া'লা ইবন 'উবায়ত আত-তানাফুসী, সুফইয়াত ছাওরী সূত্রে 'আমর ইবন দীনার থেকে, তিনি ইবন 'উমার থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটির এই সনদে একটি ত্রুটি নিহিত রয়েছে, তা হল ই'য়ালা সুফইয়ান সূত্রে হাদীস রিওয়ায়াত করেন যা সঠিক নয়; কিন্তু সুফইয়ান ছাওরীর যে সমস্ত শাগরিদ রয়েছেন, তাঁরা কেউই হাদীসটি 'আমর ইবন দীনার থেকে রিওয়ায়াত করেননি; বরং তাঁরা 'আব্দুল্লাহ্ ইবন দীনার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।[৪১৫]

দুই. মতন বা মূলভাষ্যে ত্রুটিঃ একটি উদাহরণ নিম্নরূপ

إذا استيقظ أحدكم من منامه فيغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يجعلها في الاناء فإنه لا يدري أين باتت يده ثم ليغترف بيمينه من إنائة ثم ليصيب علي شماله فليغسل مقعده

উল্লিখিত হাদীসটি ইবরাহীম ইবন তাহ্মান হিশাস ইবন হাস্সান থেকে তিনি মুহাম্মাদ ইবন শিরিন থেকে তিনি আবূ হুরাইরা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন। অপরদিতে সুহায়ল ইবন আবী সালিহ, স্বীয় পিতা থেকে তিনি আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন হাদীসের ثم ليغترف بيمينه من إنائة ثم ليصيب علي شماله فليغسل مقعده অংশটুকু ইব্রাহীম ইবন তাহমানের। তিনি এই কথাটি হাদীসের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে দিয়েছেন, যা শ্রোতার পক্ষে আলদা করা সম্ভব নয়।[৪১৬] হাদীসে বর্ণনাকারীর এরূপ নিজস্ব উক্তি যুক্ত করাকে ইদরাজ বলা হয়। যদি সুনিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে, এই উক্তিটি বর্ণনাকারীর নিজের যা হাদীসের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা, তাহলে তা 'ইল্লাত হিসেবে পরিগণিত হবে না।[৪১৭]

465380

তিন. সনদ ও মতন উভয়টি: সনদ ও মতন উভয়টিতে 'ইল্লাত হতে পারে। যেমন: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة و غيرها فقد أدرك। হাদীসটি বাকিয়া, ইউনূস থেকে তিনি যহুরী থেকে তিনি সালিম থেকে সালিম ইবন 'উমার থেকে তিনি রাসূল (সা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, হাদীসটির সনদ ও মতনে কিছু 'ইল্লাত ত্রুটি রয়েছে, তাহল, হাদীসটি ইমাম যুহরী আবূ সালামাহ থেকে তিনি আবূ হুরাইরা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন। অন্য কোন সনদে ইমাম যুহরী হাদীসটি বর্ণনা করেননি। অপরটিকে হাদীসটির মতন এরূপ নয়। মতনটি হবে من أدرك من صلاة فقد أدركها। পূর্ববর্তী মতনে صلاة الجمعة বাক্যটি রয়েছে,তা যুহ্রীর অন্য সনদে বর্ণিত হয়নি। ফলে হাদীসটির সনদ ও মতনে ব্যত্যয় ঘটেছে যা 'ইল্লাত হিসেবে ধরে নেয়া হবে।[৪১৮]

---

৪১৫ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩।

৪১৬ আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন ইদরীস (ইবন আবী হাতিম আল-রাযী), *'ইলালুল হাদীস*, (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৫ হি.) খ. ১, পৃ. ৬৫।

৪১৭ ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১।

৪১৮ ইবন আবী হাতিম আল-রাযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসের ইমামগণ এই শাস্ত্রে পুঙ্খানপুঙ্খ জ্ঞানলাভ করার জন্য হাদীস বর্ণনার যাবতীয় পদ্ধতি যেমন, শাইখের সাথে সাক্ষাৎ, শ্রবণ, পারস্পরিক পর্যালোচনা ও মুখস্থকরণ এবং মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস উপস্থাপন ইত্যাদি বিষয় একত্রিত করে এ শাস্ত্রের মানদণ্ডে যাচাই করেন। কেননা এ পদ্ধতির মাধ্যমে দুর্বল, সহীহ্ হাদীস ও দ'ঈফ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব। তাই এ বিদ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। হাফিয ইবনুস সালাহ্ বলেন,[৪১৯]

ان معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث و أدقها و أشرفها و إنما يضطلع بذالك أهل الحفظ و الخبرة و الفهم الثاقب

'হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতির জ্ঞান 'উলূমুল হাদীসের এক গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম ও সম্মান জনক 'ইলম। যিনি প্রখর ধী-শক্তি, সুঅভিজ্ঞ এবং উজ্জল বোধশক্তির অধিকারী, তিনিই এই বিষয়ে অবগতি লাভ করতে পারেন।

১৩. 'ইলাল বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রণয়ন

বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন হওয়ার কারণে এ সম্পর্কিত কম গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবুও এ বিষয়ে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য।

১. কিতাবু 'ইলালিল হাদীস (كتاب علل الحديث)

এটি ইমাম দারাকুতনী রচনা করেন। এতে সনদ ও মতনে অস্পষ্ট ত্রুটি যুক্ত হাদীস ইল্লেখ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এর ১২ খণ্ড মুদ্রিত হয়েছে এবং এর সমসংখ্যক খণ্ড এখনো মুদ্রিত হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে।[৪২০]

২. কিতাবুল 'ইলাল (كتاب العلل)

এটি বসরার মুহাদ্দিস আবূ ইয়াহ্ইয়া আল-দাব্বী (মৃত্যুঃ ৩০৭ হি.) সংকলন করেন। এটি 'ইলমুল হাদীস বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে এর রচয়িতাকে 'ইলাল শাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম বলে মনে হয়। হাদীসের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম ত্রুটি বিচ্যুতি এ গ্রন্থে দক্ষতার সাথে গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে এটি প্রকাশিত সম্প্রতি বৈরুতের দারুল ফিকর থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[৪২১]

৩. কিতাবু 'ইলালিল হাদীস (كتاب علل الحديث)

এটি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (মৃত্যুঃ ২৪১ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থকার এতে হাদীসের সূক্ষ্ম ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট হাদীস পর্যলোচনা করেছেন। দামিস্কের যাহিরিয়্যাহ লাইব্রেরীতে এর পাণ্ডলিপি রয়েছে।[৪২২]

---

৪১৯ ইবনুস-সালাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

৪২০ আল-কাত্তানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২।

৪২১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২।

৪২২ ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

৪. 'ইলালুল হাদীস (علل الحديث)

এটি হাফিয 'আবদুর রহমান ইবন আবী হাতিম (মৃত্যুঃ ৩২৭ হি.) রচনা করেন। এটি 'ইলালুল হাদীস বিষয়ক একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৩৪৩ হিজরীতে মিসর থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৪২৩]

৫. আল 'ইলালুল মুতানাহিয়াহ ফিল আহাদীসিল ওয়াহিয়াহ্ (العلل المتناهية في الاحاديث الواهية)

এট হাফিয ইবনুল জাওযী সংকলন করেন। গ্রন্থটি ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[৪২৪]

৬. কিতাবুল 'ইলাল (كتاب العلل)

এর রচয়িতা হলেন ইমাম তিরমিযী (মৃত্যুঃ ২৭১ হি.) তিনি 'ইলাল বিষয়ে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। একটি আল- 'ইলালুল কুবরা অপরটি আল- 'ইলালুস সুগরা। ইমাম তিরমিযি গ্রন্থ দু'টিতে হাদীসের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম ত্রুটিগুলো পারঙ্গমতার সাথে বিশ্লেষণ করেছেন।[৪২৫]

১৪. মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক হাদীসের বিভাজন

মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় ও এর সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম পার্থক্য নিরূপণের জন্য হাদীসসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। **এক. মাকবূল, দুই. মারদূদ**।

এক. মাকবূল

মাকবূল ঐ হাদীসকে বলা হয় যার বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা প্রাধান্য লাভ করে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, এরূপ হাদীসের উপর 'আমল করা ওয়াজিব এবং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত। এ মাকবূর হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যথাঃ সহীহ্ হাসান ও দ'ঈফ। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় াশতকে মুহাদ্দিসগণ 'হাসান' নামে হাদীসের কোন পরিভাষা ব্যবহার করেননি। পরবর্তীতে ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারীর (রহ.) যুগে এ পরিভাষাটি চালু হয়। এরপর থেকে এটি প্রসিদ্ধ লাভ করে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীস সহীহ্ ও দ'ঈফ-এ দু'প্রকারেই বিভক্ত ছিল। যা হোক উপরোক্ত তিন প্রকার (সাহীহ, হাসান ও দ'ঈফ) হাদীছকে আরো বহু প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তবে হাদীস প্রধানতঃ দুই প্রকারঃ মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) ও মারদূদ (পরিত্যাজ্য)। 'মাকবূল' ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার বর্ণনাকারীর সত্যবাতদিতা প্রাধান্য লাভ করে। অধিকাংশ 'আলীমগণের মতে, এরূপ হাদীসের উপর 'আমিল করা ওয়াজিব এবং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।[৪২৬]

---

৪২৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২।

৪২৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২।

৪২৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২।

৪২৬ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আস-সানাঈ, *মুকাদ্দামাহ বুলুগিল মারাম*, (ইসকান্দারিয়াহঃ দারু নাশরিস-সাকাফাহ, ১৩৯৬ হি,) পৃ. ৬; যুফার আহমদ আল-'উসমানী আত-তাহাবুনী, *মুকাদ্দামাতু ই'লাইস সুনান*, (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪২১ হি,/ ২০০১ খৃ,) পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাকবূল হাদীসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা: সহীহ্ ও হাসান। আবার সহীহ্ ও হাসানকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন লিযাতিহি ও লিগাইরিহি। সুতরাং সামগ্রিকভাবে মাকবূল হাদীসের প্রকার দাঁড়ায় চারটি। যথা:

১. সহীহ্ লি-যাতিহি: যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল এবং বর্ণনাকারীগণ 'আদালত ও যাবতের যাবতীয় গুণান্বিত, যা শায, 'ইল্লাত থেকে মুক্ত, তাকে সহীহ্ লি-যাতিহি বলা হয়।[৪২৭] আল-খাত্তাবী সহীহ্ হাদীসের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা উপরোক্ত সংজ্ঞার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ নয়। তাঁর মতে,

الصحيح ما اتصل سنده و عدلت نقلته

'যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল এবং বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ণ তাকে সহীহ্ হাদীস বলা হয়।[৪২৮]

ইমাম খাত্তাবী প্রদত্ত সংজ্ঞায় হাদীস বর্ণনাকারীকে যাবিত হওয়া এবং হাদীস 'ইল্লাত ও শায্ থেকে মুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, সহীহ্ হাদীসের সনদ যেমন মুত্তাসিল হওয়া প্রয়োজন তেমনি এর বর্ণনাকারীকে অবশ্যই 'আদিল ও যাবিত হওয়া প্রয়োজন। অনুরূপভাবে শায ও ইল্লাত থেকে উক্ত হাদীস হওয়াও জরুরী।[৪২৯]

২. হাসান লি-যাতিহি

ঐ হাদীসকে হাসান লি-যাতিহি বলা হয়ম যার সনদ মুত্তাসিল। তবে বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কম এবং তা শায ও 'ইল্লাত থেকে মুক্ত।[৪৩০] ইমাম তিরমিযীর মতে,

هو ما لا يكون من إسناده متهم و لا يكون شاذا و يروي من غير وجه

'হাসান ঐ হাদীসকে বলা হয় যে হাদীসের সনদে অপবাদ প্রাপ্ত কোন বর্ণনাকারী নেই এবং হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যা শায ও মু'য়াল্লাল নয়।[৪৩১]

৩. সহীহ্ লি-গাইরিহি

এটি হাসান লি-গাইরিহির অনুরূপ। বিভিন্ন সনদে এটি বণিত হওয়ায় বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তির যে ত্রুটি ছিল তা পূর্ণতা লাভ করে। এ হাদীসকে সহীহ্ লি-গাইরিহি বলার কারণ হল এই যে, এর মূল সনতে বিশুদ্ধতা অনুপস্থিত। তবে অন্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় এর বিশুদ্ধতা পূর্ণতা লাভ করেছে।[৪৩২]

৪. হাসান লি-গাইরিহি

ঐ হাদীসকে হাসান লি-গাইরিহী বলা হয়, যার বর্ণনাসূত্রে বিভিন্ন এবং বর্ণনাকারীর ফাসিকী অথবা মিথ্যাচারিতা এর দুর্বল হওয়ার কারণ নয়।[৪৩৩]

---

৪২৭ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৬৩।

৪২৮ আল-খাত্তাবী, *মাআ'লিমুস সুনান*, (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.) খ. ১, পৃ. ১১।

৪২৯ আবুল হাসানাত মুহাম্মদ 'আব্দুল হাই লাখনবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮।

৪৩০ ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯।

৪৩১ ইবন হাজার আল-'আসকালানী, শারহুন নুখবাহ, (বৈরূত: দারুল ফিকার, ১৩৯৮ হি.) পৃ. ৮।

৪৩২ ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১; আবুল হাসানাত মুহাম্মদ 'আব্দুল হাই লাখনবী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩-২০৫।

৪৩৩ ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. মারদূদ: মারদূদ ঐ মুহাদ্দিসগণ মারদূদ হাদীসকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁদের কারো কারো মতে, এটি ৪০ ভাগে বিভক্ত। মূলতঃ মারদূদ হাদীসকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, সনদের বর্ণনাকারীর অপসারণ হওয়ার দিক থেকে। দুই. বর্ণনাকারীর দোষ ত্রুটিতে অভিযুক্ত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে।

এক. সনদে বর্ণনাকারীর অপসারণ হওয়ার দিক থেকে মারদূদ হাদীসকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. মু'য়াল্লাক: সনদের মধ্যে হতে যদি কোন বর্ণনাকারী অপসারিত হয়, আর তা যদি সনদের প্রথম থেকেই বাদ পড়ে, চাই তা এক বা একাধিক বর্ণনাকারী হোক অথবা যদি সনদের সকল বর্ণনাকারী অপসারিত হয় এরূপ হাদীসকে মু'য়াল্লাক হাদীস বলা হয়।[৪৩৪] এরূপ হাদীস মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য হিসেবে গণ্য হবে।

২. আল-মুরসাল: যে হাদীসের সনদের শেষি দিকে তাবি'ঈর পরে কোন বর্ণনাকারী তথা সাহাবী অপসারিত হয়, তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।[৪৩৫] এরূপ হাদীস দুর্বল হিসেবে বিবেচিত। কেননা হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্তের প্রয়োজন তা এতে অনুপস্থিত। এজন্য অধিকাংশ মুহাদ্দিস এরূপ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.) ও ইমাম মালিকের (রহ.) মতে, মুরসাল হাদীস সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন, ইরসালকারী ব্যক্তি কেবলমাত্র পূর্ণ বিশ্বস্ততার ভিত্তিতেই ইরসাল করে থাকেন। যদি হাদীসটি তাঁর নিকট সহীহ্ বলে বিবেচিত না হতম তাজলে তিনি ইরসাল করতেন না এবং قال رسول الله صلي الله عليه و سلم বলতেন না।[৪৩৬]

৩. আল-মু'দাল: ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ থেকে পরপর দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারী অপসারিত হয়েছে।[৪৩৭] মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যে মু'দাল হাদীস দুর্বল। সনদ থেকে বেশি সংখ্যক বর্ণনাকারী অপসারিত হওয়ার এটি মুরসাল এবং মুনকাতি' অপেক্ষা অধিক নিম্নতর।[৪৩৮]

৪. আল-মুনকাতি': বর্ণনাকারী বাদ পড়ার কারণে যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়, তাকে মুনকাতি' বলা হয়।[৪৩৯] মুহাদ্দিসগণের মতে অপসারিত বর্ণনাকারী সম্পর্কে না জানার কারণে এরূপ হাদীস দুর্বল বলে গণ্য হবে। শরী'আতের কোন বিধ-নিষেধ প্রমাণের জন্য এ ধরনের হাদীসকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।

---

৪৩৪ মুফতী 'আমিমুল ইহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।
৪৩৫ ড. নূরুদ্দীন আল-'আতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯।
৪৩৬ শায়খ 'আব্দুল হক দিহলবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১।
৪৩৭ ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।
৪৩৮ ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫-৭৬।
৪৩৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আল-মুদাল্লাস: বর্ণনাকারী যে শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন তিনি তাঁর নাম উল্লেখ না করে উর্ধ্বতন কোন শায়খের নাম এমন ভাষায় বর্ণনা করেছেন, যা দ্বারা তাঁর হাদীস শ্রবণ করার ধারণা করা যায়। এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়।[৪৪০] মুহাদ্দিসগণের মতে এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। সকল অবস্থায় এ ধরনের রিওয়ায়াত পরিত্যাজ্য হবে।[৪৪১]

দুই: বর্ণনাকারী দোষ ত্রুটিতে অভিযুক্ত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে মারদূদি হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১.আল-মাওযূ' : মিথ্যা হাদীস রচনা করে তা রাসূলুল্লাহর (সা.) নামে চালিয়ে দেয়াকে মাউদূ' হাদীস বলা হয়। ইবনু হাজার আল-'আসকালানীর মতে এমন বর্ণনাকে মাউদূ' হাদীস বলা হয়, যার বর্ণনাকারী মিথ্যা হিসেবে প্রতিপন্ন।ঃ[৪৪২]

২. আল-মাতরূক: যে হাদীসের বর্ণনাকারী হাদীসের ব্যাপারে নং বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যা কথা বলেন বলে প্রমাণিত, তাঁর বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক বলা হয়।[৪৪৩] এরূপ হাদীস সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য হিসেবে গণ্য হবে। এর উপর 'আমল করা বৈধ নয়। তবে বর্ণনাকারী যদি খালেস তওবা করেন, মিথ্যা পরিত্যাগ ও সত্য অবলম্বন করেন এবং বাহ্যিক আচরণে তা প্রকাশ পায় তাহলে পরবর্তীকালে তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে এবং উক্ত হাদীসের উপর আমল করাও যেতে পারে।

৩. আল-মুনকার: কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর হাদীস অপর কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা বেশী দুর্বল হলে, উক্ত হাদীসকে আল-মুনকার বলা হয়।[৪৪৪] শরী'আতের বিধি-বিধান প্রমাণের জন্য এরূপ হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা মুহাদিসগণের ঐকমত্যে সম্পূর্নভাবে অবৈধ।

৪. আল-মা'রূফ: ঐ হাদীসকে আল-মা'রূফ বলা হয়, যা দুর্বল বর্ণনাকারীর বিপরীত বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। ইবন হাজার আল-'আসকালানীর মতে, দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের সাথে শক্তিশালী বর্ণনাকারীর হাদীসের প্রাধান্য প্রাপ্ত হাদীসকে মারূফ বলা হয়।[৪৪৫]

৫. আল-মুদরাজ: হাদীসের মতনে রাবীর পক্ষ থেকে এমন কিছু শব্দ যুক্ত করা বা জুড়িয়ে দেয়া, যা শ্রোদ শুনলে হাদীসের অংশ হিসেবে ধারণা করবে। এরূপ বর্ণনাযুক্ত হাদীসকে মুদরাজ বলা হয়।[৪৪৬]

---

৪৪০ শায়খ 'আব্দুল হক দিহলবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

৪৪১ ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

৪৪২ ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।

৪৪৩ ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

৪৪৪ আহমদ মুহাম্মদ শাকির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

৪৪৫ ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।

৪৪৬ আহমদ মুহাম্মদ শাকির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

৬. আল-মাকলূব: হাদীসের সনদ অথবা মতনে কোন শব্দকে অপর কোন শব্দ দ্বারা পরস্পর উল্লেখের মাধ্যমে পরিবর্তন করাকে মাকলূব বলা হয়।[৪৪৭]

৭. আল-মুদতারিব: যে হাদীসে বর্ণনাকারী হাদীসের সনদ বা মতনকে বিভিন্ন সময় গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন তাকে মুদতারিব হাদীস বলা হয়। ড. নূরুদ্দীন 'আতার এ হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, ঐ হাদীসকে আল-মুদতারিব বলা হয়, যা একজন অথবা একাধিক বর্ণনাকারী থেকে বিভিন্ন রিওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব নয়।[৪৪৮]

৮. আল-মুসাহ্হাফ: মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীসের ভেতরে শব্দ এবং অর্থগত এমন পরিবর্তনকে মুসাহ্হাফ বলা হয়, যা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত।[৪৪৯] আল-সাখাবীর মতে, হাদীসে কোন শব্দকে তার প্রসিদ্ধ রূপ থেকে পরিবর্তন করে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়াকে মুসাহ্হাফ বলা হয়।[৪৫০]

৯. আশ-শায ওয়াল মাহফূয: কোন অধিক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর হাদীস অপর কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর হাদীসের ডবিরোধী হলে তাকে শায বলা হয়।[৪৫১] বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অপর কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী এবং হাদীসের বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব অপর কোন কারণে প্রতিপাদিত হয়, এরূপ হাদীসকে হাদীসে মাহফূয বলে।

১০. আল-মু'য়াল্লাল: যে হাদীসের সনদে এমন কিছু সপ্ত ত্রুটি রয়েছে, যা কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অনধাবন করতে পারে না। এরূপ হাদীসকে মু'য়াল্লাল বলা হয়।[৪৫২]

মুহাদ্দিসগণ বর্ণনাকরীর সংখ্যা বিচারে হাদীসকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

এক. মুতওয়াতির: যে হাদীস্ মন অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন, যাঁদের মিথ্যার উপর ঐকমত্য হওয়া সম্ভব নয়, তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়।[৪৫৩]

দুই. **আহাদ:** যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনুরূপ নয়, তাকে আহাদ বলা হয়।[৪৫৪] আহাদ হাদীস আবার তিন ভাগে বিভক্ত: ১. মাশহূর ২ 'আযীয ৩. গারীব।

---

৪৪৭ ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

৪৪৮ ড. নূরুদ্দীন আল-'আতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩২।

৪৪৯ ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

৪৫০ আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীছ, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৫৯।

৪৫১ ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

৪৫২ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৪৫৩ আবুল হাসানাত মুহাম্মদ 'আব্দুল হাই লাখনবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০; আল-যুরজানী, *আত-তা'রীফাত* (বৈরূত: মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৬৯ খৃ.), পৃ. ৭৪-১২০; আবূল ফাতাহ আল-মূতরেয়ী, *আল-মাগরিব* (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'আরাবী), পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

১. **মাশহুরঃ** যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুই -এ অধিক সংখ্যা দ্বারা সীমিত তাকে মাশহূর বলা হয়।[৪৫৫]

২. **আযীযঃ** ঐ হাদীছকে 'আযীয বলা হয়, যার সনদের সর্বস্তরে কমপক্ষে দুই জন বর্ণনাকারী বিদ্যমান থাকে। তবে সনদে বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিন বা ততোধিক হলে কোন অসুবিধা নেই বলে কেউ কেউ মত পোষণ করেছেন।[৪৫৬]

৩. গারীবঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী একজন তাকে গারীব বলা হয়।[৪৫৭]

মুহাদ্দিসগণ সংজ্ঞা বিচারে হাদীসকে আবার তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ

১. মারফূ'ঃ যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পৌঁছেছে তাকে মারফূ' বলা হয়।[৪৫৮] অর্থাৎ যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কথা,কর্ম ও মৌন সম্মতি বিধৃত হয়েছে তাকে মারফূ' বলা হয়।

২. মাওকূফঃ যে হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাওকূফ বলা হয়।[৪৫৯] অর্থাৎ যে হাদীসে তাবি'ঈগণের কথা কর্ম ও মৌন সম্মতি বিধৃত হয়েছে তা-ই মাকতূ' হাদীস নামে পরিচিত।

৩. মাকতু'ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবি'ঈ পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মাকতু' বলা হয়। অর্থাৎ যে হাদীসে তাবি'ঈগণের কথা কর্ম ও মৌন সম্মতি বিধৃত হয়েছে তা-ই মাকতু' হাদীস নামে পরিচিত।[৪৬০]

১৫. সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা যাচাই ও মতামত প্রদান

সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনুল জাওযী লিখেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা.) হাদীসসমূহের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অত্যন্ত দূরূহ কাজ। তবে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে কঠোর পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করে এর একটি সংখ্যা নির্ণয় করার প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন যে, সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ বা এর কিছু কম। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ যুর'আ ছয় লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছিলেন এবং ইমাম আহমাদ সাড়ে সাত লক্ষ-এর অধিক হাদীস যাচাই-বাছাই করে আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন যে, যদি কোন হাদীস সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তাহলে তারা যেন আল-মুসনাদ গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যদি উক্ত হাদীস মুসনাদে থাকে তাহলে তা সহীহ্ বলে গণ্য হবে। অন্যথায় তা সহীহ্ হিসেবে গণ্য নয়। এই

---

৪৫৪ ড. আস-সাব্বাগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪; মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯; ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২; ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

৪৫৫ আবুল হাসানাত মুহাম্মদ 'আব্দুল হাই লাখনবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১; মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।

৪৫৬ মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪; ড. আস-সাব্বাগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩।

৪৫৭ মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

৪৫৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।

৪৫৯ ড. আস-সাব্বাগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৮।

৪৬০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৮-২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুসনাদ গ্রন্থের পুনরুল্লেখসহ হাদীস সংখ্যা চল্লিশ হাজার। আর পুনরুল্লেখ ব্যতীত হাদীসের সংখ্যা দাড়ায় ত্রিশ হাজার। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আল মুসনাদ গ্রন্থে ইমাম আহমাদ ত্রিশ হাজার হাদীস সন্নিবদ্ধ করেছেন। অথচ তিনি সাড়ে সাত লক্ষ শহীহ্ হাদীসের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইমাম আহমাদের এ কথা কিভাবে সঠিক বলা যায়? মুহাদ্দিসগণ এর উত্তরে বলেন যে, সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস দ্বারা সাড়ে সাত লক্ষ্য সনদসূত্রকে বোঝানো হয়েছে। হাদীসের মূলভাষ্যকে নয়। কেননা হাদীস অনেক বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিয়াতের হাদীসের সাত শতের মত বর্ণনাসূত্র রয়েছে।[৪৬১]

হাসান ইবন আহমাদ আল সমরকন্দী লিখেছেন যে, সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা এক লক্ষ। ইমাম হাকিম সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা দম হাজারের কিছু কম বলে অভিমত পোষণ করেন। সিয়াহ্ সিত্তাহ্ গ্রনথসমূহে পৌণে ছয় হাজার হাদীস রয়েচে। আর মুত্তাফাক আলাইহি হাদীসের সংখ্যা হল দুই হাজার তিনশ ছাব্বিশটি। তবে মুহাদ্দিসহগণ যে হাদীসের যতগুলো সনদ রয়েছে সে হাদীসটি তত সংখ্যক বলে গণনা করে থাকেন।[৪৬২]

শায়খ মোল্লা জিউন আহকাম সম্পর্কিত সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা তিন হাজার বলে উলেলখ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ চার হাজার আটশত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ ইউসূপের মতে, এর সংখ্যা এক লক্ষ। ইবনু মাহদী, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তানের মতে, আহকাম সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা হল আটশত। ইমাম আহমাদ বলেন, এই আটশত হাদীস শুধুমাত্র হালাল, হারাম সম্পর্কিত হাদীসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুফইয়ান ছাত্তরী, শু'বা, ইবনুল হাজ্জাজ, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল কাত্তান, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী এবং আহমাদ ইবন হাম্বলের মতে, পুনরুল্লেখ ব্যতীত সনদসূত্রে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা হল, চার হাজার চারশত। ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ্, লিখেছেন যে, সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা সাত হাজার। হাফিয ইবন হাজার আল- 'আসকালীন বলেন, উপরোক্ত মুহাদ্দিসগণ প্রত্যেকেই স্বীয় অনুসন্ধান ও অীভজ্ঞতা অনুসারে পুনরুল্লেখ ব্যতীত সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। ফলে তাঁদের প্রদত্ত অভিমতসমূহে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই ও নিরূপণের পদ্ধতি নির্ধারণে অপরিমেয় অবদান রেখেছেন এবং তাঁরা উল্লেখিত এ সব উপায় প্রয়োগ করে বিভিন্ন হাদীসের যাচাই-বাছাই করেছেন। উক্ত অভিসর্ন্দেভের গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দু ইমাম আল-বায়দাভী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে প্রত্যেক সূরান্তে যে সব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন সেসব হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরিক্ষা করা। এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের উপরিউক্ত পদ্ধতিসমূহ প্রণিধানযোগ্য। হাদীসের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের গৃহিত এসব নীতির আলোকে পরবর্তী অধ্যায়ে 'তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীস: বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার'-শীর্ষক গবেষণার কেন্দ্রীয় অংশটি আলোচিত হবে।

---

৪৬১ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮।

৪৬২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীস: বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার

(আল-ফাতিহা–আশ্-শু'আরা)

سورة الفاتحة

١- عن ابن عباس سألت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عن معنى آمين فقال افعل

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে 'আমীন' অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন, افعل বা 'তুমি কর' (অর্থাৎ হে রব! তুমি তা কর)।[৪৬৩]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب أنا الحسن بن علي بن زياد ثنا عبيد بن يعيش عن محمد بن الفضل عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال سألت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} الحديث

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থ 'আল-কাশ্ফ ওয়াল বায়ান'-এ উল্লিখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৪৬৪]

২. বর্ণিত সনদে উল্লিখিত রাবী 'আল-কালবী' এর পুরো নাম 'আবূন-নাদর মুহাম্মদ ইবন আস-সায়িব ইবন বিশ্র আল-কূফী। তিনি তাফসীর, হাদীস এবং ইতিহাস বিশারদ। তবে হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি 'মাতরূক' রাবী। ইবন হাজার আল-আসক্বালানী বলেন, اسناده واه 'তার বর্ণনা সন্দেহপূর্ণ'।[৪৬৫] তিনি উক্ত বর্ণনাকারীকে 'মুত্তাহিম বিল কিজ্ব' বা 'মিথ্যা দোষে দুষ্ট' বলেছেন এবং তাকে 'রাফেযী' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।[৪৬৬] 'আলীমগণের কেউ কেউ তার 'কুফুরী' করার কথাও বলেছেন। কেননা, তিনি 'রাজ'আত'-এ বিশ্বাস করতেন। এ 'রাজ'আত' আলী (রা.) এর। তিনি বলতেন, জিব্রাইল (আ.) নবী (সা.) এর নিকট ওহী

---

৪৬৩ ইমাম কাযী নাসিরুদ্দীন আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আল-বায়দাভী (র.) (কাযী আল-বায়দাভী (র).), *আনওয়ারুত্-তানযীল ফী আস্রারিত্-তা'বীল (তাফসীর আল-বায়দাভী)*, (বৈরূত: দারুল-ফিকর, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১৭।

৪৬৪ আবূ ইসহাক আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) (আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), *আল-কাশ্ফ ওয়াল বায়ান (তাফসীরুস-সা'আলাবী)*, (বৈরূত: দারু এহইয়াইত-তুরাসিল-'আরাবী, ১৪২২ হি./২০০২ খৃ.) খ. ১, ফাসলুন ফী আ'মীন, পৃ. ১২৫।

৪৬৫ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আস-শাফি ফী তাখরীযি আহাদীসিল-কাশ্শাফ*, (বৈরূত: দারু এহইয়াইত-তুরাসিল-আরাবী, ১৪১৮ হি.), হাদীস নং ৭, পৃ. ৩।

৪৬৬ ইবন হিব্বান, *আল-মাযরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন*, (মিশর: দারুল মা'রিফা, ১৪১২ হি./১৯৯২) খ. ২, পৃ. ১৮৫; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাহযীবুত্-তাহযীব (আত-তাহযীব)*, (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০৪ হি.) খ. ১, পৃ. ৪১৬; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত্-তাক্বরীব*, (হায়দারাবাদ: দারুল মা'আরিফ আল-আসলামিয়্যাহ, ১৩২৫ হি.) খ. ১, পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে এসেছিলেন। নবী (সা.) তাঁর প্রাকৃতিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। 'আলী (রা.) নিকটবর্তী কোন স্থানে বসা ছিলেন। জিব্‌রাইল আলী (রা.) এর নিকট ওহী প্রদান করলেন। তিনি নিজেকে 'সাবি'ঈ' বলতেন। ১৪৬ হি. সনে তার মৃত্যু হয়।[৪৬৭]

৩. ইবন কাছীর তাঁর তাফসীরগ্রন্থ 'তাফসীরুল কুরআনিল-আযীম'-এ হাদীসটি 'জুওয়াইব'-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।[৪৬৮] তার পুরো নাম জুওয়াইবের ইবন সা'ঈদ আল-আজদী আল-বলখী। তিনি কূফার অধিবাসী প্রখ্যাত তাফসীর বর্ণনাকারী। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুর্বল ব্যক্তি। তিনি ১৪০ হি. সনের পর মৃত্যুবরণ করেন।[৪৬৯]

৪. হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।

৫. হাদীসটি মাওযূ' হিসেবে সাবস্ত হয়।

٢- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال علمني جبريل آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "জিব্‌রাইল আমাকে সূরা ফাতিহা পাঠান্তে আমীন বলতে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি বলেন, এটা যেন কিতাবের উপর একটি সীলমোহর।"[৪৭০]

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. হাদীসটি এ শব্দে কোন সনদ পাওয়া যায় না।

২. আয-যাইলা'ঈ বলেন, আমি এরূপ বর্ণনা পাইনি। এ ধরনের শব্দে হাদীসটি বিরল।[৪৭১]

৩. আয-যাইলা'ঈ হাদীসটির মতন সম্পর্কে বলেন, ইবন আবী শাইবাহ তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থের 'কিতাব আদ-দোয়া' শিরোনামে উল্লিখিত হাদীসটির সমার্থক হাদীস নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।[৪৭২]

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ: أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقْرَأَ النَّبِيَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَلَمَّا قَالَ: وَلا الضَّالِّينَ، قَالَ: قُلْ آمِينَ، فَقَالَ: " آمِينَ "

৪. আয-যাইলা'ঈ তাঁর 'তাখরীযু আহাদীস আল-কাশ্‌শাফ' গ্রন্থে ইমাম আল-বায়হাক্বীর আদ-দালাইল গ্রন্থের কথাও উল্লেখ করেছেন।[৪৭৩] এ গ্রন্থেও হাদীসটি علمني جبريل 'আল্লামানী জিব্‌রাইল' কিংবা ان جبريل اقرء النبي 'আন্না জিব্‌রাইল আক্বরাআন্নবী' দু'টির কোনটিই পাওয়া যায় না।

৫. সনদে উল্লিখিত রাবী আবূ মাসিরার পুরো নাম 'আমর ইবন শারাহবীল। বিভিন্ন গ্রন্থে তাকে ইবন মাইসারাহ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইবন আবী শাইবার সনদে হাদীসটি 'মুরসাল'। কেননা, আবূ মাইসারাহ একজন তাবি'ঈ।

---

৪৬৭ ইমাম যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৭, পৃ. ৩।

৪৬৮ আবুল ফিদা 'ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল-আযীম*, (কায়রো: কিতাবুশ-শি'আব, ১৯৭১ খৃ.) খ. ১, পৃ. ৪৮।

৪৬৯ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত্-তাক্বরীব*, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৩৬।

৪৭০ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৮।

৪৭১ জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবন ইউসূফ ইবন মুহাম্মদ আয-যাইলা'ঈ, *তাখরীযু আহাদীস ওয়াল আসার আল-ওয়াক্বিয়াহ ফী আল-কাশ্‌শাফ*, (রিয়াদ: দারু ইবন খুযাইমাহ, ১৪১৪ হি.) খ. ১, পৃ. ২৭-২৮।

৪৭২ ইবন আবি শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, 'কিতাব আদ-দোয়া', (রিয়াদ: দারু আর-রুশদ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ.) হাদীস নং ৭৭৮৬, পৃ. ১০৮৩।

৪৭৩ আয-যাইলা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৬. হাদীসটি উল্লিখিত সনদে মুরসাল হিসেবে সাব্যস্ত হলেও বস্তুত এমন কোন সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি। ফলে হাদীসটি 'মাওযূ'।

٣- قول علي رضي الله عنه آمين خاتم رب العالمين ختم به دعاء عبده

অর্থ: 'আলী (রা.) এর বক্তব্য, 'আমীন' আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সীলমোহর, এর মাধ্যমে তাঁর বান্দার দু'আ শেষ হবে।"[৪৭৪]

সনদ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلاَفُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " آمِينَ خَاتَمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ "

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. ইমাম তিবরানী তাঁর আদ-দু'আ গ্রন্থে 'বাবু ফাযলিত-তা'মীন' শিরোনামে মধ্যে হাদীসটি উল্লিখিত সনদে আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪৭৫]
২. অনুসন্ধানে দেখা যায়, তা আলী (রা.) হতে বর্ণিত হয়নি।[৪৭৬]
৩. ইবন আদ্দী তাঁর 'আল-কামিল' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৪৭৭]
৪. ইবন কাছীর একই সনদে বর্ণনা করেন এবং বর্ণনাকে দৃঢ় করেছেন।[৪৭৮]
৫. ইমাম বায়দাভীর সন্নিবেশিত হাদীসের সাথে হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত মতনের সাথে শেষের দিকে কিছু শব্দের পার্থক্য রয়েছে।[৪৭৯] তবে হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত হওয়ায় তা মারফু'।
৬. তবে হাদীসটি 'দায়িফ' বা দুর্বল। কেননা, তাতে বর্ণনাকারী মু'মাল ইবন আব্দির রহমান আস-সাক্বাফী রয়েছে। ইমাম আবূ হাতিম তার সম্পর্কে বলেন, তিনি ضعيف الحديث و لين الحديث অর্থাৎ দুর্বল বর্ণনাকারী এবং অখ্যাত বর্ণনাকারী।[৪৮০]
৭. ইমাম সুয়ূতী হাদীসটিকে তাঁর বিখ্যাত 'আল-জামি'উ আস-সাগীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং দুর্বল হওয়ার প্রতি ইংগিত প্রদান করেছেন।[৪৮১] তিনি তাঁর 'শিফা' গ্রন্থের প্রান্তটিকাতেও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং উহার সনদ দুর্বল বলেছেন।[৪৮২]

---

৪৭৪ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৮।
৪৭৫ ইমাম তিবরানী, *আদ-দু'আ*, বাবু ফাযলিত-তা'মীন, (বৈরূত: দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৭ হি./ ১৯৮৭ খৃ.) হাদীস নং ২০৩, পৃ. ৭০।
৪৭৬ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।
৪৭৭ ইবন আদ্দী, *আল-কামিল ফী আয-যু'আফা'*, মু'মাল ইবন আব্দির রহমান আস-সাক্বাফী-এর জীবনী, (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০৪ হি.) খ. ৬, পৃ. ২৪৩২।
৪৭৮ ইবন কাছীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪৯।
৪৭৯ বায়দাভীর বর্ণিত ختم به دعاء عبده শব্দটিগুলো কোন সনদে পাওয়া যায়নি।
৪৮০ ইবন আবি হাতিম আল-রাযী, *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল*, (হায়দারাবাদ: দারুল কুতুব আল-উসমানিয়্যাহ, তা.বি.) খ. ৮, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪।
৪৮১ ইমাম সুয়ূতী, *আল-জামি'উ আস-সাগীর*, (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯১ হি.) খ. ১, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ইমাম নাসির উদ্দীন আল-আলবানী তাঁর 'সিলসিলাতুল আহাদীসিদ-দা'ঈফা ওয়াল-মাওযূ'' গ্রন্থে হাদীসটি 'দুর্বল' বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[৪৮৩]

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ، ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " آمِينْ خَاتَمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ "، قَالَ الشَّيْخ: وهذان الحديثان بهذا الإسناد لا يرويهما عن أَبِي أمية بْن يَعْلَى، وإن كَانَ ضعيفا غير مؤمل هذا

৯. হাদীসটি সনদের কারণে য'ঈফ বা দুর্বল।

٤- عن وائل بن حجر أن النبي {صلى الله عليه وسلم} كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته

অর্থ: ওয়াইল ইবন হুজর থেকে বর্ণিত, "নবী (সা.) যখন 'ওয়ালাদ্-দাল্লীন' পাঠ করতেন তখন 'আমীন' বলতেন এবং তদ্বারা তাঁর কণ্ঠস্বর উচু করতেন।"[৪৮৪]

সনদ:

رواه أبو داود في سننه من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن وائل بن حجر أن النبي {صلى الله عليه وسلم} الحديث

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. ইমাম আবূ দাউদ তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে,[৪৮৫] ইমাম তিরমিযী তাঁর 'আল-জামে' গ্রন্থে[৪৮৬] ও ইমাম দারু কুতনী তাঁর 'আস-সুনান'[৪৮৭] গ্রন্থে হাদীসটি উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করে হাদীসটিকে 'সাহীহ' বলে উল্লেখ করেছেন।
২. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী 'আল-কাফী আস-শাফি' গ্রন্থে হাদীসটির সনদকে 'হাসান'[৪৮৮] এবং 'আত-তালখীস' গ্রন্থে 'সাহীহ' বলেছেন।[৪৮৯]

---

৪৮২ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, *ফয়জুল ক্বাদীর ফী শারহিল জামি'স সাগীর,* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯১ হি.) খ. ১, পৃ. ৬০; ইমাম আশ-শাইখ মুহাম্মদ ইবন নাসির উদ্দীন আল-আলবানী, *যায়ীফুল-জামি' আস-সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু,* (বৈরূত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৪১০ হি.) খ. ১, পৃ. ৬১।

৪৮৩ ইমাম নাসির উদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিদ-দা'ঈফা ওয়াল-মাওযূ'আহ,* (বৈরূত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.), খ. ১, পৃ. ৬১।

৪৮৪ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ১৮।

৪৮৫ ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* কিতাবুত-সালাত, বাবু আত-তা'মীনু ওয়ারা'আল-ইমাম, (বৈরূত: দারুল হাদীস, ১৩৮৯ হি./১৯৭০ খৃ.) খ. ১, পৃ. ৫৭৪।

৪৮৬ ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামি',* কিতাবুত-সালাত, বাবু মা জা'আ ফী আত-তা'মীন, (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইলামিয়্যাহ, তা.বি.) খ. ২ পৃ. ২৭

৪৮৭ ইমাম দারু কুতনী, *আস-সুনান,* কিতাবুত-সালাত, বাবু আত-তা'মীনু ফিস-সালাত, (পাকিস্তান: হাদীস একাডেমী, তা.বি.) খ. ১, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪।

৪৮৮ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আস-শাফি, প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৭, পৃ. ৩।

৪৮৯ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আত-তালখীস আল-হাবীর,* (পাকিস্তান: দারু নাশরিল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.) খ. ১, পৃ. ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আবূল ওয়ালীদ আত-ত্বায়ালিসী হাদীসটি তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।[৪৯০]
৪. ইমাম বায়হাক্বী তাঁর 'সুনান আল-কুবরা' তে আবূল ওয়ালীদ আত-ত্বায়ালিসীর বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।[৪৯১]
৫. ইবন হিব্বান তাঁর 'আস-সাহীহ' গ্রন্থে[৪৯২] এবং ইমাম হাকিম আন-নিশাপূরী তাঁর 'আস-সালাত' গ্রন্থে[৪৯৩] নিম্নোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-

عن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن ابي سلمة و سعيد بن المسيب عنه

৬. আল-মুনাদী এ সনদের বর্ণনাকে 'আল-হাসান' বলেছেন। কেননা, তা শায়খাইনের প্রদত্ত শর্তাদীর আলোকে সাহীহ। ইমাম শামছুদ্দীন আয-যাহাবী হাদীসটির সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৪৯৪]
৭. সনদে উল্লিখিত اسحاق بن ابراهيم بن العلاء বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইবন হাজার আল-আসক্বালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী, যদিও অনেক সময় সংশয় পোষণ করেন। তবে তাঁর বর্ণিনা অন্যের কারণে সাহীহ।[৪৯৫]
৮. ইমাম ইবন মাজাহও তদ্রুপ বর্ণনা সন্নিবেশিত করেছেন।[৪৯৬]
৯. হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।

٥- والمشهور عنه أنه يخفيه كما رواه عبد الله بن المغفل و أنس

অর্থ: তার (ইমাম আবূ হানিফা) প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) তা গোপন করতেন। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবন আল-মুগাফ্ফাল ও আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন।[৪৯৭]

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. বর্ণনায় উল্লিখিত عنه দ্বারা ইমাম আবূ হানিফা (র.) কে বুঝান হয়েছে। আল-বায়দাভী পূর্বে তাঁর মত তুলে ধরেছেন যে, ইমাম নামাজে আমীন বলবে না।[৪৯৮]
২. বর্ণনায় উল্লিখিত أنه يخفيه দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমীন গোপনে বলাকে বুঝান হয়েছে।
৩. ইমাম আবূ দাউদ তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি সন্নিবেশিত করেন-

كان رسول الله اذا .....قال .... يسمع من يليه من الصف الاول

---

৪৯০ আবূ দাউদ আত-ত্বায়ালিসী, *মুসনাদুত-ত্বায়ালিসী*, (মিশর: দারু হিজর, তা.বি.) পৃ. ১৩৮।
৪৯১ ইমাম বায়হাক্বী, *সুনান আল-কুবরা*, কিতাবুস-সালাত, বাবুল-জিহরে বিত-তা'মীন, (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.) খ. ২, পৃ. ৫৮।
৪৯২ ইবন হিব্বান, *আস-সহীহ*, কিতাবুত-সালাত, বাবুল-ক্বিরআতি ফীস-সালাত, (বৈরূত: মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, তা.বি.), পৃ. ১২৮।
৪৯৩ ইমাম হাকিম আন-নিশাপূরী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুস-সালাত, খ. ১, পৃ. ২২৩।
৪৯৪ ইমাম আল-মুনাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২।
৪৯৫ ইমাম হাকিম আন-নিশাপূরী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুস-সালাত, খ. ১, পৃ. ২২৩।
৪৯৬ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, ইকামাতুস সালাত, বাবু আল-জিহর বি আমীন, (বৈরূত: দারু এহয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি.) খ. ১, পৃ. ২৭৮।
৪৯৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৮।
৪৯৮ ইমাম আল-মুনাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

"রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন 'গায়রিল মাগদূবী আলাইহিম ওয়া লাদ-দাল্লীন' তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি আমীন বলতেন। এমনকি প্রথম সারিতে তার পাশে যে থাকতো সে তা শুনতে পেত।"[৪৯৯]

৪. ইবন মাজাহও অদ্রুপ বর্ণনা সন্নিবেশিত করেছেন। তবে তিনি فيرتج بها المسجد বাক্যাংশটি বৃদ্ধি করতে দেখা যায়।[৫০০]

৫. তবে তাদের উভয়ের বর্ণনা নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে-

عن بشر بن رافع، عن ابن عم أبي هريرة عنه

সনদে উল্লিখিত بشر بن رافع দুর্বল বর্ণনাকারী এবং ابن عم أبي هريرة عنه অখ্যাত ও অপরিচিত।[৫০১]

৬. তবে বর্ণনাটি আবূ সালামা ও সা'ঈদ ইবন যুবাইরের কারণে ইমাম দারু কুতনীর নিকট বর্ণনা সূত্র সৃদৃঢ় হয়েছে। যেমনটি আবূ সালামা ও ইবনুল-মুসাইয়্যিবের কারণে ইমাম হাকিম নিশাপূরী এবং ইবন হিব্বানের নিকট 'হাসান লি গাইরিহী'র স্তরে উন্নীত হয়েছে।[৫০২]

৭. আল-ওয়ালী আল-'ইরাক্বী[৫০৩] বলেন, হাদীসটি সম্পর্কে আমি অবহিত নই।[৫০৪]

৮. আয-যাইলা'ঈ তাঁর 'তাখরীযু আহাদীস আল-কাশ্‌শাফ' গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি খুবই বিরল।[৫০৫]

৯. তিবরানী তাঁর 'আল-কাবীর' গ্রন্থে আবূ ওয়াইল থেকে বর্ণনা করে বলেন, আলী এবং আব্দুল্লাহ অর্থাৎ ইবন মাস'উদ আমীন উচ্চ স্বরে বলতেন না।[৫০৬]

১০. হাদীসটি 'হাসান লি গাইরিহী' হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

٦- قوله عليه الصلاة والسلام : " إِذَا، قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، فان الملائكة تقول آمين، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

অর্থ: নবী (সা.) এর বক্তব্য, যখন ইমাম 'গায়রিল মাগদূবী আলাইহিম ওয়া লাদ-দাল্লীন' তিলাওয়াত বলেন, তোমরা আমীন বলবে। কেননা, ফিরিস্তারা তখন আমীন বলে। আর যে ব্যক্তির ফিরিশতাগণের আমীন বলার সাথে সমভাবে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৫০৭]

---

৪৯৯ ইমাম আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত-সালাত, বাবু আত-তা'মীনু ওয়ারা'আল-ইমাম, খ. ১, পৃ. ৫৭৪।

৫০০ ইবন মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, ইকামাতুস-সালাত, বাবু আল-জিহর বি আমীন, খ. ১, পৃ. ২৭৮।

৫০১ আহমদ ইবন আবি বকর আল-বসরী, *মিছবাহুয-যুজাজাহ ফী যাওয়ায়িদি ইবন মাজাহ*, (কুয়েত: দারুল 'আরূবাহ, তা.বি.) নং. ৩১৪।

৫০২ ইমাম আল-মুনাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২।

৫০৩ তিনি ওয়ালী উদ্দীন আবূ যার'আহ আহমদ ইবনুল-ইমাম যাইনুদ্দীন আব্দুর-রাহীম আল-ইরাক্বী।

৫০৪ ইমাম আল-মুনাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩।

৫০৫ আয-যাইলা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪।

৫০৬ ইমাম আবূল কাশিম সুলাইমান ইবন আহমদ আত-তিররানী, *আল-মু'জাম আল-কাবীর*, (মৌসূল: মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল-হিকাম, ১৯৮৩ খৃ.) খ. ৯, পৃ. ৩০১-৩০২।

৫০৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الآجُرِّيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. হাদীসটি উল্লিখিত সনদে আবূল কাশিম ইবন বুসরান তাঁর আমালী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[৫০৮]

২. ইমাম বুখারী ভিন্ন সনদে কয়েকটি শব্দের ভিন্নতাসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৫০৯]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

৩. ইমাম মুসলিমও বুখারীতে উল্লিখিত সনদ এবং শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৫১০]

৪. তবে তাদের দু'জনই فان الملائكة تقول آمين অংশটি বর্ণনা করেননি।

৫. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর 'আল-জামি'[৫১১], ইমাম দাউদ তাঁর আস-সুনান[৫১২] ও ইমাম নাসা'ঈ তাঁর 'আস-সুগরা[৫১৩] গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৬. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী হাদীসটি তাঁর ফাতহুল ক্বাদীর[৫১৪] এবং আল-খিসাল আল-মুফকিরাহ[৫১৫] গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও ইবন মাজাহ উভয়েই ইবন ওহাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় وماتأخر অংশটি নেই।[৫১৬]

৭. ইবন আল-জারুদ তাঁর আল-মুনতাকাহ গ্রন্থে[৫১৭] হাদীসটি সন্নিবেশিত করে বলেন, হাদীসটি নিম্নোক্ত সনদের 'মুতাবি'ঈ' বা অনুরূপ-

عن أبي فروة محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والوليد ابني ساج عن أبيه عن أبي هريرة

উক্ত সনদে ইবন জারীর তাঁর কানযুল উম্মাল গ্রন্থে তুলে ধরেন।[৫১৮] তবে এ সনদটি দুর্বল। কেননা, তাতে আবূ ফারওয়া ও তার পিতা রয়েছে।

---

৫০৮ আবূল কাশিম ইবন বুসরান, *আমালী*, পৃ. ২২।

৫০৯ ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুল আযান, বাবুল-জাহরি বিত-তামীন, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৭৮২, খ. ২, পৃ. ২৬৬।

৫১০ ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত সালাত, বাবুত-তাসমী'ঈ ওয়াত-তাহমীদি ওয়াত-তা'মীন, হাদীস নং ৭৬, খ. ১, পৃ. ৩০৭।

৫১১ ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২৫০, পৃ. ১০৬।

৫১২ ইমাম দাউদ, আস-সুনান, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৯৩৬, পৃ. ২৫২।

৫১৩ ইমাম আহমদ ইবন শু'আইব আন-নাসা'ঈ, আল-সুনান আস-সুগরা, (বৈরূত: মুয়াস্সাতু আর-রিসালাহ, ২০০১ খৃ./১৪২১ হি.), হাদীস নং ৯২৮, পৃ. ২৩৯।

৫১৪ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, ফতহুল বারী ফী শারহি সাহীহিল বুখারী, (মিশর: আল-মাকতাবা আস-সালফিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ২৬৫।

৫১৫ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, মা'রিফাতুল-খিসাল আল-মুফকিরাহ লিয-যুনূব আল-মুতাকাদ্দিমাহ ওয়াল-মুতাআখখিরাহ, (বৈরূত: দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৭ হি.), খ. ১, পৃ. ২৬০।

৫১৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭।

৫১৭ ইবন আল-জারূদ, আল-মুনতাকাহ, কিতাবুত সালাত, বাবুল ক্বিরআতি ওয়ারাআ'ল ইমাম, (পাকিস্থান: আল-মাকতাবা আল-আচরিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

৮. হাদীসটি সাহীহর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

٧- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال لأبي بن كعب ألا أخبرك بسورة لم تنزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها قلت بلى يا رسول الله قال فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته

অর্থ: নবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি উবাই ইবন কা'বকে বলেন, "আমি কি তোমাকে এমন একটি সূরা সম্পর্কে বলব না যার সদৃশ তাওরাত, ইনযীল ও কুরআনে আর নাযিল হয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা। নিশ্চয়ই এটি বারবার পঠিত সাতটি আয়াত সম্বলিত সূরা এবং আল্লাহ তা'আলার কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে।[৫১৯]

সনদ:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. হাদীসটির উল্লিখিত সনদটি ইমাম বুখারীর বর্ণনা থেকে নেয়া হয়েছে।[৫২০]
২. ইমাম তিরমিযী,[৫২১] ইমাম আবূ দাউদ,[৫২২] ইমাম নাসা'ঈ,[৫২৩] ইমাম আহমদ,[৫২৪] ইবন মাজাহ,[৫২৫] ইবন খুযাইমা,[৫২৬] ইমাম আদ-দারেমী,[৫২৭] ইমাম আল-বায়হাক্বী,[৫২৮] ও হাকিম নিশাপুরী[৫২৯] হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

৫১৮ 'আলাউদ্দীন 'আলী আল-মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আক্বওয়াল ওয়াল আফ'আল, কিতাবুত সালাত, বাবুত-তা'মীন, (বৈরূত: মুয়াস্সাতু আর-রিসালাহ, তা.বি.) খ. ৭, পৃ. ৪৪৭।

৫১৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮।

৫২০ ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত তাফসীর, সূরাতুল ফাতিহা, বাবু মা যাআ ফী সূরাতিল ফাতিহা, হাদীস নং ৪৭০৪, খ. ৮, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

৫২১ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, ফাযায়িলুল কুরআন, বাবু মা যাআ ফি ফাযলি ফাতিহাতিল কিতাব, হাদীস নং ২৮৭৫, খ. ৫, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

৫২২ আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস-সালাত, আবওয়াবু তাফরী'ঈ আবওয়াবিল বিতর, বাবু ফাতিহাতিল কিতাব, হাদীস নং ১৪৫৮, খ. ২, পৃ. ১৫০।

৫২৩ ইমাম আহমদ ইবন শু'আইব আন-নাসা'ঈ, *আস-সুনান আস-সুগরা, প্রাগুক্ত*, কিতাবু ইফতিতাহুস-সালাত, বাবু আস-সাবউল-মাসানী, হাদীস নং ৩৭৮৫, হাদীস নং ৯১৩, খ. ১, পৃ. ১১০।

৫২৪ ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, (কায়রো: আল-মা'আরিফ, ১৯৫৪), হাদীস নং ৮৪৬৭।

৫২৫ ইবন মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল আদব, বাবু সাওয়াবিল কুরআন, হাদীস নং ৩৭৮৫, খ. ২, পৃ. ১২৪৪।

৫২৬ ইবন খুযাইমা,

৫২৭ ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আদ-দারেমী, আস-সুনান, ফাযায়িলিল কুরআন, বাবু ফাযলি ফাতিহাতিল কিতাব, (বৈরূত: দারু এহয়া আস-সুন্নাহ, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৪৪৫।

৫২৮ ইমাম আল-বায়হাক্বী, আশ-শু'আব, তা'যিমুল কুরআন, (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খৃ.), খ. ২, পৃ. ৩৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩. হাকিম নিশাপুরী বিভিন্ন সনদ উল্লেখ করে হাদীসটি বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি বর্ণনাকারী আব্দুল হামিদের সূত্রে ইমাম মুসলিমের প্রদত্ত সহীহ্ হওয়ার শর্তে বিশুদ্ধ।[৫৩০]

৪. ইমাম আত-তিরমিযী হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, حديث حسن صحيح অর্থাৎ এটি হাসান সাহীহ।[৫৩১]

৫. বর্ণনাকারী أُبَيِّ سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি একজন মদীনার আনসারী সাহাবী। কিন্তু তাঁর নাম নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তিনি ৭৩ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।[৫৩২]

৬. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী বলেন, ইমাম বায়হাকী ঘটনাটি উবাই ইবন কা'ব এবং আবূ সা'ঈদ আল-মু'উলার উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটেছিল। বর্ণনার সূত্র ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার এটাই কারণ।[৫৩৩]

৭. হাদীসটি পবিত্র কুরআনের সূরা হিজর: ৮৭ এবং সূর আয-যুমার: ২৩ নং আয়াতের মর্মার্থের প্রতি ইংগিতবহ।[৫৩৪] আল্লামা আর-রাগিব আল-ইস্পাহানী পবিত্র কুরআনের আয়াতদ্বয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থ তাঁর আল-মুফরাদাত গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।[৫৩৫]

৮. হাদীসটি সাহীহর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

٨- قوله عليه الصلاة والسلام عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إِذ أَتاه مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ فَقَالَ: " أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ "

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বক্তব্য ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পার্শ্বে বসা ছিলাম যখন ফিরিশতা তাঁর নিকট আসলো। তিনি বললেন, এ যে ফিরিশতা (আসলো) এবং বললো। আপনাকে কি এমন দু'টি উজ্জ্বল আলোক সম্পর্কে সুসংবাদ দিবো যা পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। তা হচ্ছে, পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা এবং সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত । এর থেকে যাই পড়া হয় আমি তার (পুরুস্কার) দিয়ে দিই।"[৫৩৬]

---

৫২৯ হাকিম নিশাপুরী, আল-মুসতাদরাক আলাস-সাহীহাইন, (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি,), কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৫৫৭।

৫৩০ *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫৫৭-৫৫৮।

৫৩১ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, ফাযায়িয়িলুল কুরআন, বাবু মা যাআ ফি ফাযলি ফাতিহাতিল কিতাব, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২৮৭৫, খ. ৫, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

৫৩২ ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *আল-ইসাবাহ ফী মা'রিফাতিস-সাহাবাহ*, (বৈরূত: দারু এহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি.) খ. ৪, পৃ. ৮৮; ইবন হাজার আল-'আসকালানী , তাকরীবুত-তাহযীব, (বৈরূত: দারু এহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি.) খ. ২, পৃ. ৪২৭।

৫৩৩ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, ফতহুল বারী ফী শারহি সাহীহিল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ১৫৭।

৫৩৪ আল-কুরআন, ১৫:৮৭ এবং আল-কুরআন, ৩৯: ২৩

৫৩৫ আল্লামা আর-রাগিব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, বাবু আত-তা, (করাচী: মাকতাবা নূর মোহাম্মদ আত-তিজারিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৭৯।

৫৩৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. হাদীসটির উল্লিখিত সনদটি ইমাম মুসলিমের বর্ণনা থেকে নেয়া হয়েছে।[৫৩৭]

২. তবে ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় কিছু শব্দের ভিন্নতাসহ বিশদভাবে বিধৃত হয়েছে। তাঁর বর্ণনায় হাদীসটির বিশুদ্ধতা লক্ষনীয়। নিম্নে তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করা হল-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ، فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: " أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ "

৩. ইমাম নাসা'ঈ তাঁর আস-সুনান আস-সুগরা,[৫৩৮] ইমাম হাকিম নিশাপুরী তাঁর আল-মুসতাদরাক,[৫৩৯] ও আবূ 'আওয়ানা তাঁর মুসতাখরাজ[৫৪০] গ্রন্থে হাদীসটি ইমাম মুসলিমের বর্ণনা সূত্রেই বর্ণনা করেছেন।

৪. ইমাম হাকিম নিশাপুরী তাঁর আল-মুসতাদরাক আলাস-সাহীহাইনে হাদীসটির নিম্নোক্ত সনদ বর্ণনা করেন-

أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৯. হাদীসটি সাহীহর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

٩- عن حذيفة بن اليمان أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة

---

৫৩৭ ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, সালাতুল-মুসাফিরীন, বাবু ফাযলিল ফাতিহা ও খাওয়াতিমুল সূরাতিল বাকারা, হাদীস নং ২৫৪, খ. ১, পৃ. ৫৫৪।

৫৩৮ ইমাম নাসা'ঈ, *আস-সুনান আস-সুগরা, প্রাগুক্ত*, কিতাবু ইফতিতাহুস-সালাত, বাবু আস-সাবউল-মাসানী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৩৭৮৫, হাদীস নং ৯১২, খ. ১, পৃ. ১১০।

৫৩৯ ইমাম হাকিম নিশাপুরী, আল-মুসতাদরাক আলাস-সাহীহাইন, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৫৫৮, পৃ. ৭৪৯।

৫৪০ আবূ 'আওয়ানা ইয়াকূব ইবন ইসহাক আল-ইসরাঈনী, আল-মুসতাখরাজ, (বৈরূত: দারু আল-মা'রিফাহ, ১৪১৯ হি.), হাদীস নং ৩৯০২, খ. ২, পৃ.৪৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: হুজাইফা ইবনুল-ইয়ামান হতে বর্ণিত নবী (সা.) বলেন, "নিশ্চয় কোন জাতির উপর আল্লাহ তা'আলার আজাব/শাস্তি আবশ্যিক হয়ে পড়লে তবে তিনি তা প্রেরণ করেন। তবে যদি তাদের শিশুদের কোন শিশু যদি পবিত্র কিতাব থেকে 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পাঠ করে; আর আল্লাহ তা'আলা তা শুনতে পান এবং তিনি তাদের থেকে সে শাস্তিকে চল্লিশ বছর উঠিয়ে নেন।"[৫৪১]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث أبي معاويه الضريرعن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكره سواء

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থ 'আল-কাশ্‌ফ ওয়াল বায়ান'-এ[৫৪২] উল্লিখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলা হলেও[৫৪৩] তা উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

২. ইমাম আল-মুনাদী তাঁর 'আল-ফাতহুস-সামাবী' গ্রন্থে হাদীসটিকে মাওযূ' বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৪৪]

৩. ওয়ালী উদ্দীন আল-ইরাক্বী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উক্ত হাদীসের বর্ণনাসূত্রে বর্ণনাকারী আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-জূওয়াইবারী এবং মা'মূন ইবন আহমাদ আল-হারূবীকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। তাদের যে কোন একজন এ হাদীসটি জাল করেছেন। ইবন আদ্দী বলেন, সে মুহাম্মাদ ইবন কিরামের প্রত্যাশানুযায়ী হাদীস রচনা করত। ইমাম দারু কুতনী তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।[৫৪৫]

৪. বর্ণনাকারী মা'মূন ইবন আহমাদ আল-হারূবী বা আস-সুলমীও একজন মিথ্যাবাদী। ইবন হিব্বান তাকে 'দাজ্জাল' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি তার নাম মা'মূন ইবন আব্দুল্লাহ হিসেবে সনাক্ত করেন।[৫৪৬]

৫. সম্ভবত হাদীসটি ইমাম দারেমীর 'সুনান' গ্রন্থে উল্লিখিত[৫৪৭] একটি হাদীসের আলোকে জাল করা হয়েছে। হাদীসটির সনদ ও মতন নিম্নোরূপ-

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا رِفْدَةُ الْغَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " إِنَّ اللَّهَ لَيُرِيدُ الْعَذَابَ بِأَهْلِ الْأَرْضِ، فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ الْحِكْمَةَ، صَرَفَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ". قَالَ مَرْوَانُ: يَعْنِي بِالْحِكْمَةِ: الْقُرْآنَ

---

৫৪১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮।

৫৪২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১২৬।

৫৪৩ ইমাম যাইনুদ্দীন আব্দুর-রাউফ আল-মুনাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯।

৫৪৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯।

৫৪৫ ইবন হিব্বান, *আল-মাজরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৪২; ইবন আদ্দী, *আল-কামিল ফী আয-যু'আফা'*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮১; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *লিসানুল-মিযান*, (বৈরূত: মুয়াস্‌সাতু আ'লমী, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১০৬।

৫৪৬ ইবন হিব্বান, *আল-মাজরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৫; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *লিসানুল-মিযান, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪২৯।

৫৪৭ ইমাম আদ-দারেমী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৩২৫০, পৃ. ৭৫০।

Dhaka University Institutional Repository

৬. উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী সাবিত ইবন 'আজনান আল-আনসারী আস-সুলমী আল-হামছী। তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আনাস (রা.) এবং আবূ উমামা হতে বর্ণনা করে থাকেন। ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী তাঁকে 'আস-সাদূক' বা বিশ্বস্ত সত্যবাদী বর্ণনাকারী বলেছেন। তিনি বুখারীর বর্ণনাকারীর অন্তর্ভূক্ত।[৫৪৮]

৭. হাদীসটি মাওযূ' বলে প্রতীয়মান হয়।

سورة البقرة

١٠- عن ابن عباس أن النبي {صلى الله عليه وسلم} لما دعا بهذه الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا الآية قيل له عند كل كلمة قد فعلت

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) যখন এ দু'আসমূহের মাধ্যমে দু'আ করতেন যে, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا তাকে বলা হতো যে, প্রত্যেকটি শব্দে তুমি করেছ।[৫৪৯]

সনদ:

رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان من حديث آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} قولوا سمعنا وأطعنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর আস-সাহীহ[৫৫০] ও ইমাম বায়হাক্বী তাঁর আল-আসমা ওয়াত-সিফাত[৫৫১] গ্রন্থে উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম তিরমিযী আল-জামি'তে[৫৫২] ও ইমাম নাসা'ঈ সুনানে কুবরাতে[৫৫৩] উপর্যুক্ত সনদে বর্ণনা করেন।

---

৫৪৮ ইবন আবি হাতিম আল-রাযী, *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৫৫; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *লিসানুল-মিযান, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৬৪; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাহযীবুত্-তাহযীব, প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১০; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত্-তাক্বরীব, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১৬।

৫৪৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।

৫৫০ ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি আন্নাহু সুবহানানাহু লাম যুকাল্লিফ ইল্লা বিমা যুতাক, হাদীস নং ২০০, খ. ১, পৃ. ১১৬।

৫৫১ ইমাম আবূ বকর আহমদ ইবন আল-হুসাইন আল-বায়হাক্বী (ইমাম বায়হাক্বী), আল-আসমা ওয়াত-সিফাত, (বৈরূত: দারু এহয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি.), বাবু রিওয়াতিন-নব্বী ক্বাওলিল্লাহি ফীল ওয়া'দী ওয়াল ওয়া'ঈদ, পৃ. ২১১।

৫৫২ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত-তাফসীর, সূরা আল-বাকারা, হাদীস নং ২৯৯২, খ. ৫, পৃ. ২২১।

৫৫৩ ইউসূফ ইবন আব্দুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩৯২।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইমাম হাকিম নিশাপুরী 'আল-মুসতাদরাক' গ্রন্থে হাদীসটি আদম ইবন সুলাইমান সূত্রে বর্ণনা করেন এবং 'সহীহুল ইসনাদ' বলেছেন।[৫৫৪] ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে সহমত পোষণ করেছেন।
৪. হাদীসটি সনদের মানদণ্ডে সহীহ্ হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

١١- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل

অর্থ: নবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের গুপ্ত সম্পদ থেকে দুটি আয়াত নাযিল করেছেন যা রহমান (আল্লাহ) নিজ হাতে লিখেছেন সৃষ্টিজগত সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে। যে ব্যক্তি এ দুটি ইশার নামাজের পর পাঠ করে তা তাকে রাত্রি জাগরণের সমান বিনিময় প্রদান করে ।[৫৫৫]

সনদ:

رواه ابن عدي في الكامل من حديث الوليد بن عباد عن أبان بن أبي عياش عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال إن الله أنزل إلى آخره ثم قال والوليد بن عباد ليس بمعروف وليس حديثه بمستقيم انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. ইবন আদ্দী তাঁর 'আল-কামিল' গ্রন্থে হাদীসটি উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনাকারী ওয়ালীদ ইবন 'উবাদাহ সম্পর্কে বলেন, " والوليد بن عباد ليس بمعروف وليس حديثه بمستقيم" তিনি প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীগণের অর্ন্তভূক্ত নয় এবং তার বর্ণিত হাদীস সঠিক নয়।[৫৫৬]
২. তাছাড়া উক্ত সনদে বর্ণনাকারী আবান ইবন আবি সালামা 'আয়াশ "মাতরূক" বা প্রত্যাখ্যাত।
৩. ইমাম তিরমিযী,[৫৫৭] ইমাম নাসা'ঈ,[৫৫৮] ইমাম আহমদ,[৫৫৯] ইমাম আদ-দারেমী,[৫৬০] ও হাকিম নিশাপুরী[৫৬১] হাদীসটি উপর্যুক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।
৪. ইমাম তিরমিযী হাদীসটির সনদকে 'হাসানুন গারীবুন'[৫৬২] এবং হাকিম নিশাপুরী 'সাহীহুল ইসনাদ'[৫৬৩] বলেছেন।

---

৫৫৪ ইমাম হাকিম নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত,* কিতাবুত তাফসীর, খ. ২, পৃ. ২৮৬-২৮৭।
৫৫৫ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৬।
৫৫৬ ইবন আদ্দী, আল-কামিল, *প্রাগুক্ত,* তারজামাতুল আল-ওয়ালীদ ইবন 'উবাদাহ, খ. ৭, পৃ. ২৫৪৫।
৫৫৭ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত,* ফাযায়িলুল কুরআন, বাবু মা যাআ ফী আখিরি সূরাতিল বাকারা, হাদীস নং ২৮৮২, খ. ৫, পৃ. ১৫৯-১৬০।
৫৫৮ ইমাম নাসা'ঈ, *আস-সুনান আস-সুগরা, প্রাগুক্ত,* কিতাবু আমলুল ইয়াওম ওয়াল লাইলা, বাবু যিকরু মা য়ুজিরু মিনাল জিন্নি ওয়াশ-শায়তান, হাদীস নং ৯৬৭, পৃ. ৫৩৭।
৫৫৯ ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ২৮৪।
৫৬০ ইমাম আদ-দারেমী, *প্রাগুক্ত,* ফাযায়িলি সূরাতিল বাকারা ওয়া আয়াতিল কুরসী, খ. ২, পৃ. ৪৪৯।
৫৬১ হাকিম নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত,* কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৫৬২।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইমাম তিবরানী তাঁর আল-মু'জাম আল-কাবীর[৫৬৪] গ্রন্থে হাদীসটি শিদাদ ইবন আউস থেকে বর্ণনা করেন।
৬. আল-হাইসামী বলেন, সনদের সকল বর্ণনাকারী 'সিকাহ'।[৫৬৫]
৭. ইমাম সুয়ূতী বলেন, 'সানাদুন-জাইয়্যিদুন' অর্থাৎ উত্তম সূত্র।[৫৬৬]
৮. অধিকাংশ মুহাদ্দীসগণের মতের আলোকে হাদীসটিকে সহীহ্ হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়।

١٢- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্যে যথেষ্ঠ হবে।"[৫৬৭]

সনদ:

رواه الأئمة الستة في كتبهم فرواه البخاري في المغازي في باب شهود الملائكة بدرا من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه قال عبد الرحمن ثم لقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فحدثنيه انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. ইমাম বুখারী উপর্যুক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৫৬৮]
২. ইমাম মুসলিম তাঁর আস-সহীহ্ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৫৬৯] তাই এটি 'মুত্তাফিকুন আলাইহি' হাদীস। ইমাম তিরমিযী,[৫৭০] ইমাম নাসা'ঈ,[৫৭১] ইমাম আদ-দারেমী,[৫৭২] ও ইমাম

---

৫৬২ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, ফাযায়িয়িলুল কুরআন, বাবু মা যাআ ফী আখিরি সূরাতিল বাকারা, হাদীস নং ২৮৮২, খ. ৫, পৃ. ১৫৯-১৬০।

৫৬৩ হাকিম নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত*, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৫৬২।

৫৬৪ ইমাম তিবরানী, *আল-মু'জাম আল-কাবীর*, (কায়রো: মাকতাবা ইবন তাইমিয়্যাহ, তা.বি.), হাদীস নং ৭১৪৬ খ. ৭, পৃ. ৩৪২।

৫৬৫ নুরুদ্দীন 'আলী ইবন আবি বকর আল-হাইসামী, *মাজমা'উয-যাওয়ায়েদ ওয়া মানবা'উল-ফাওয়ায়েদ*, (দামেস্ক: দারু আল-মামুন লিত-তুরাস, তা.বি.), খ. ৬, পৃ. ৩১২।

৫৬৬ ইমাম সুয়ূতী, *আদ-দুররুল-মানুসুর ফীত্-তাফসীর বিল-মা'ছুর*, (বৈরূত: দারুল-ফিকর, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১৩৮।

৫৬৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।

৫৬৮ ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুল মাগাজী, বাবু শুহুদিল-মালাইকা বাদরান, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৪০০৮, খ. ৭, পৃ. ৩১৭; কিতাবু ফাযাইলুল কুরআন, বাবু ফাযলি সূরাতিল-বাকারা, হাদীস নং ৫০০৮, ৫০০৯, খ. ৯, পৃ. ৫৫ ও বাবু মান লাম ইরা বা'সান আন ইয়াকূলা সূরাতাল-বাকারা ওয়া সূরাতা কাযা ওয়া কাযা, হাদীস নং ৫০৪০, খ. ৯, পৃ ৮৭ ও বাবু ক্বাওলিল-মুক্বরী লিল-ক্বারী হাসবাকা, হাদীস নং ৫০৫১, খ. ৯, পৃ. ৯৪।

৫৬৯ ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু সালাতুল-মুসাফিরীন, বাবু ফাযলিল-ফাতিহা ওয়া খাওয়াতীমি সূরাতিল-বাক্বারা, হাদীস নং ২৫৫-২৫৬, খ. ১, পৃ. ৫৫৫।

৫৭০ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, ফাযায়িয়িলুল কুরআন, বাবু মা যাআ ফী আখিরি সূরাতিল বাকারা, হাদীস নং ২৮৮১, খ. ৫, পৃ. ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ দাউদ[৫৭৩] হাদীসটি উপর্যুক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সবাই হাদীসটি ইবন মাসউদ থেকে আব্দুর রহমান ইবন ইয়াজীদ বর্ণনা করছেন উল্লেখ করেন। তাঁরা বর্ণনাকারী 'আলকামা'র নাম উল্লেখ করেন নি।

৩. ইমাম ইবন মাজাহ তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৫৭৪] ইবন হাজার আল-আসক্বালানী বলেন, তিনি হাদীসটির বিশুদ্ধতার প্রতি ইংগিত করে হাদীসের উপর শিরোনাম প্রদান করেন।[৫৭৫]

৪. নিসন্দেহে হাদীসটি সনদের মানদণ্ডে সহীহ্ হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছে।

١٣- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط فتعلموها فإن تعلمها بركة وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة قيل وما البطلة قال السحرة

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সেই সূরাটি যাতে আল-বাকারা উল্লেখ আছে তা বড় তাঁবু (রক্ষা কবচ)। তোমরা তা শিক্ষা গ্রহণ কর। কেননা, তা শিক্ষা করা বরকতময় কাজ। আর তা ছেড়ে দেয়া দুভার্গ্যজনক। আর তাকে বুতলতা (বীরত্ব) কখনোও পরাভূত করতে পারে না। বলা হল, বুতলতা কী? তিনি বললেন, জাদু। [৫৭৬]

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর আস-সুনান গ্রন্থে আবূ উমামার সূত্রে মারফূ' হাদীস হিসেবে উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেন।[৫৭৭]

২. ইমাম আদ-দাইলামী তাঁর মুসনাদ আল-ফিরদাউস গ্রন্থে হাদীসটি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেন।[৫৭৮] ইমাম সুয়ূতী আদ-দাইলামীর বর্ণনাকে সুদৃঢ় করেছেন।[৫৭৯]

৩. ইমাম আদ-দারেমী তাঁর গ্রন্থে হাদীসটি বাশীর ইবন মুহাজির সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবন বারীদাহ ও তিনি তার বাবা থেকে দীর্ঘ বর্ণনায় হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৫৮০]

৪. বর্ণনাকারী বাশীর ইবন মুহাজির 'লীনুল হাদীস'।[৫৮১]

---

৫৭১ ইমাম নাসা'ঈ, আস-সুনান আস-কুবরা, কিতাবু ফাযালিল কুরআন, (বৈরূত: মুয়াস্সাতু আর-রিসালাহ, ২০০১ খৃ./১৪২১ হি.), পৃ.; ইউসূফ ইবন আব্দুর রহমান, তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতিল-আত্বরাফ, (হায়দারাবাদ: দারল-কায়্যিমাহ, তা.বি.) খ. ৭, পৃ. ৩৩৬; আমলূল-ইওয়ামি ওয়াল-লাইলা, বাব ২০৯, হাদীস নং ৭১৮, ৭২০, ৭২১, পৃ. ৪৩৭-৪৩৮।

৫৭২ ইমাম আদ-দারেমী, *প্রাগুক্ত*, ফাযায়িলি-কুরআন, বাবু ফাযলি সূরাতিল বাকারা ওয়া আয়াতিল কুরসী, খ. ২, পৃ. ৪৫০।

৫৭৩ ইমাম আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত সালাত, বাবু তাহযীবিল-কুরআন, হাদীসনং ১৩৯৭, খ. ২, পৃ. ১১৮।

৫৭৪ ইবন মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, ইকামাতুস-সালাত, বাবু মা যাআ ফীমা য়ুরযা আন্নাহু যুকফা মিন ক্বিয়ামিল লাইল, হাদীস নং ১৩৬৯, খ. ১, পৃ. ৪৩৫।

৫৭৫ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, ফতহুল বারী ফী শারহি সাহীহিল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ৫৬।

৫৭৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৫৭৭ ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু সালাতুল-মুসাফিরীন, বাবু ফাযলিল-ফাতিহা ওয়া সূরাতিল বাক্বারা, হাদীস নং ২৫২, খ. ১, পৃ. ৫৫৩।

৫৭৮ ইমাম আদ-দাইলামী, মুসনাদ আল-ফিরদাউস, হাদীস নং ৩৫৫৭, ।

৫৭৯ ইমাম সুয়ূতী, আদ-দুররুল-মানুসুর ফীত্-তাফসীর বিল-মা'ছূর, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫১।

৫৮০ ইমাম আদ-দারেমী, *প্রাগুক্ত*, ফাযায়িলি-কুরআন, বাবু ফাযলি সূরাতিল বাকারা ওয়া আয়াতিল কুরসী, খ. ২, পৃ. ৪৫০।

Dhaka University Institutional Repository

৫. হাদীস ইমাম মুসলিমের বর্ণনা সূত্রে ও শর্তের আলোকে সাহীহের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে।

سورة آل عمران

١٤ـقوله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ السورة آل عمران اعطي بكل آية منها أمانا علي جسر جهنم

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বক্তব্য "যে ব্যক্তি সূরা আলে-ইমরান পাঠ করে, প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে তাকে জান্নামের সেতুতে নিরাপত্তা দেয়া হবে।"[৫৮২]

সনদ:

من طريق أبي الخليل بزيع بن حسان و مخلد بن عبد الواحد كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان عن زربن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعا قرأ السورة آل عمران اعطي بكل آية منها أمانا علي جسر جهنم انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. ইবন আল-কায়্যিম আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটি উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেন।[৫৮৩]

২. সূত্রে বর্ণিত রাবী أبي الخليل بزيع بن حسان হাদীসের জালকারী।[৫৮৪]

৩. ইবন হিব্বান বলেন, যে বর্ণনাকারী مخلد بن عبد الواحد (মুখাল্লাদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ) একজন 'মুনকারুল হাদীস'।[৫৮৫]

৪. আস-সুয়ূতী বলেন, হাদীসটি মাওজু। কেননা, তা 'উবাই থেকে কুরআনের মহাত্ব সম্পর্কে বর্ণিত। হাদীসের ইমামগণ, সংরক্ষকগণ ও সমালোচনাকারীরা তার থেকে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সর্তক করেছেন। তার হাদীস মাওজু।[৫৮৬]

৫. ইমাম ইবন তাইমিয়া বলেন, জাল হাদীসের মধ্যে আছে সেসব হাদীস যা পবিত্র কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সূরা পাঠের ফযিলত সম্পর্কে বর্ণিত বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত হয়নি এমন হাদীসসমূহ তাফসীরবীদগণের মধ্যে আস-সা'লাবী এবং আল-ওয়াহিদী প্রত্যেক সূরার প্রথমে এবং জামাখসারী প্রত্যেক সূরার শেষে এসব হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন।[৫৮৭]

---

৫৮১ ইবন আবি হাতিম আল-রাযী, *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ৩৭৮; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত্-তাক্বরীব, প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ১০৩।

৫৮২ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

৫৮৩ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত,* আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৫৮৪ ইবন আবি হাতিম আল-রাযী, *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ৪২১; ইবন হিব্বান, *আল-মাজরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন, প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ১৯৮-১৯৯।

৫৮৫ ইবন আবি হাতিম আল-রাযী, *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, প্রাগুক্ত,* খ. ৮, পৃ.৩৪৮; ইবন হিব্বান, *আল-মাজরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন, প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ৪৩; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *লিসানুল-মিযান, প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ৮৩; আল-'আক্বীলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৬।

৫৮৬ আস-সুয়ূতী, হাশিয়াতুন আলা তাফসীরিল বায়দাভী, পৃ.।

৫৮৭ ইমাম ইবন তাইমিয়া, মাজমূ'উ ফাতাওয়া, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৩, পৃ. ৩৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ইমাম শাওকানী তাঁর 'আল-ফাওয়া'ইদুল-মাজমূ'আহ' গ্রন্থে 'উবাই ইবন কা'ব এর বর্ণিত হাদীসকে মাওজু বলেছেন।[৫৮৮]
৭. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী বলেন, এ সূরার হাদীসসমূহ আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ আবূ 'উমামা থেকে অন্যসূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৫৮৯]
৮. ইমাম আয-যাহাবী তাঁর আল-মীযান গ্রন্থে মুখাল্লাদ ইবন আব্দিল ওয়াহিদ জীবনীতে 'উবাই ইবন কা'বকে জালকারী হিসেবে সনাক্ত করেন।[৫৯০]
৯. আল-'আক্বীলী তাঁর আদ-দু'আফাআ' গ্রন্থে بزيع بن حسان কে জাল রচনাকারী বলেন।[৫৯১]
১০. আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফযিলত সম্পর্কে বর্ণিত এ সব হাদীসসমূহ যিনদীক সম্প্রদায়ের জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৫৯২]
১১. সনদে উল্লিখিত বর্ণনাকারীর জীবন-চরিত বিশ্লেষনের পর বলা যায় হাদীসটি মাওযূ'।

١٥- قوله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি জুমার দিবসে ঐ সূরাটি পাঠ করে যাতে আলে ইমরানের আলোচনা উল্লেখ আছে (অর্থাৎ সূরা আলে-ইমরান')। আল্লাহ তা'আলা সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করতে থাকেন এবং ফিরিস্তাগণ অনুগ্রহ কামনা করতে থাকে।"[৫৯৩]

সনদ:

رواه الطبراني في معجمه حدثنا أبو حنيفة محمد بن حنيفة الواسطي ثنا عمي أحمد بن محمد بن ماهان بن أبي حنيفة ثنا أبي عن طلحة بن زيد عن يزيد بن سنان عن يزيد بن جابر الدمشقي عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. ইমাম তিবরানী তাঁর আল-মু'জাম আল-কাবীর গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রা.) এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৫৯৪]
২. আল-হাইসামী তাঁর আল-মাজমা' ও ইবন হাজার তাঁর আল-ক্বাফী আস-শাফি গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন। [৫৯৫]

---

৫৮৮ ইমাম শাওকানী, আল-ফাওয়া'ইদুল-মাজমূ'আহ, বাবু ফাযায়িলিল কুরআন, পৃ. ২৯৬।।
৫৮৯ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি*, হাদীস নং ৩১০, পৃ. ৩৭।
৫৯০ ইমাম আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির-রিজাল, প্রাগুক্ত,* খ.১, পৃ. ৩০৬।
৫৯১ আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন মূসা ইবন হাম্মাদ আল-'আক্বীলী, কিতাবু আদ-দু'আফাআ', (রিয়াদ: দারু আস-সামী'ঈ, খ. ১, পৃ. ১৫৬।
৫৯২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।
৫৯৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।
৫৯৪ ইমাম তিবরানী, *আল-মু'জাম আল-কাবীর*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১০০২ খ. ১১, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ক্বাযী নাসির উদ্দীন আল-আলবানী বর্ণনাকারী 'তালহা ইবন যায়েদ' কে হাদীস জালকরণের দোষে দুষ্ট বলেছেন। তিনি তাকে মাতরূক বলেন।[৫৯৬]
৪. সনদে উল্লিখিত বর্ণনাকারীর জীবন-চরিত বিশ্লেষনের পর বলা যায় হাদীসটি মাওযূ'।

سورة النساء

١٦- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثا وأعطي من الأجر كمن اشترى محررا وبرى ء من الشرك وكان في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهم

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুন-নিসা' পাঠ করে, সে যেন কোন সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে সকল মুমিন নর-নারীর জন্য তা 'সাদাকাহ' বা দান করে দিল এবং তাকে এমন পরিমাণ পূন্য দান করা হবে যেন সে একজন স্বাধীন দাস ক্রয় করল; সে শিরক থেকে মুক্তি পেল; আর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সে ত্যাগ স্বীকার কারীদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।"[৫৯৭]

সনদ:

أخبرنا أبو جعفر كامل بن محمد النحوي أنا أبو عمرو محمد بن جعفر الشروطي ثنا إبراهيم بن شريك الكوفي ثنا أحمد ابن عبد الله بن يونس اليربوعي ثنا سلام بن سليمان المدائني ثنا هارون بن كثير عن زيد بن اسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكره سواء

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থ 'আল-কাশ্‌ফ ওয়াল বায়ান'-এ উল্লিখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৫৯৮]
২. আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ নিম্নোক্ত সনদ উল্লেখ করেছেন।[৫৯৯]

أخبرنا الأستاذ أبو عثمان سعيد بن محمد المقرىء الزعفراني أنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر ثنا إبراهيم بن شريك ثنا أحمد بن يونس ثنا سلام بن سليمان المدائني به

৩. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৬০০]

---

৫৯৫ আল-হাইসামী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬৮; ইবন হাজার, আল-ক্বাফী আস-শাফি, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৩১১, পৃ. ৩৭।

৫৯৬ ক্বাযী নাসির উদ্দীন আল-আলবানী, আদ-দয়ীফাহ, নং ৪১৫, তালহা ইবন যায়েদ; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত্-তাক্বরীব, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৭৮।

৫৯৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৫৯৮ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ., ৩, পৃ. ২৪১।

৫৯৯ আবূল হাসান 'আলী ইবন আহমদ আল-ওয়াহিদী আন-নিশাপপুরী, আল-ওয়াসীত্ব ফী আত-তাফসীরিল-কুরআনিল-মাজীদ, (বৈরূত: দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খৃ.), খ. ২, পৃ. ৩; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি*, হাদীস নং ৩১০, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে উল্লিখিত দু'টি সনদই উল্লেখ করেন।[৬০১]
৫. ইবন হিব্বান তাঁর কিতাবুয দু'আফা গ্রন্থে হাদীসটি সন্নিবেশিত করেন।[৬০২]

قال ابن حبان في كتاب الضعفاء سلام بن سلم الطويل ويقال سلام ابن سليم ويقال سلام بن سليمان كنيته أبو سليمان من أهل المدائن روى عن حميد الطويل وغيره وعنه أبو خالد الأحمر وغيره يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد لها قال ابن معين ليس حديثه بشيء انتهى

৫. সনদে উল্লিখিত বর্ণনাকারীর জীবন-চরিত বিশ্লেষনের পর বলা যায় হাদীসটি মাওযূ'।

سورة المائدة

١٧- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات بعدد كل يهودي ونصراني تنفس في الدنيا

অর্থ: রাসূলূল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুল মায়েদা' পাঠ করে, তাকে দশটি উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হয়, তার দশটি অপরাধ মুছে (ক্ষমা) দেয়া হয় এবং তাকে দশটি স্তরে উন্নীত করা হয়। প্রত্যেক ইয়াহুদী ও প্রত্যেক খৃষ্টান দুনিয়াতে যে পরিমাণ নিঃশ্বাস ফেলে হিসেবে।"[৬০৩]

সনদ:

اخبرنا سلام بن سليم المدائني ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থ 'আল-কাশ্‌ফ ওয়াল বায়ান'-এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৬০৪]
২. আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ উপর্যুক্ত সনদ উল্লেখ করেছেন।[৬০৫]
৩. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৬০৬]
৪. আয-যাইলা'ঈ এ সনদকে সুদৃঢ় করেছেন।[৬০৭]

---

৬০০ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৬০১ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭২।

৬০২ ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭২-৩৭২।

৬০৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

৬০৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫।

৬০৫ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২, পৃ. ১৪৭; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি*, হাদীস নং ৩১০, পৃ. ৩৭।

৬০৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩০।

৬০৭ আয-যাইলা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং মাওযূ বলে প্রমাণ করেন।[৬০৮]

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي بكر بن أبي داود السجستاني ثنا محمد بن عاصم ثنا شبابة بن سوار ثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكره

৬. অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الأنعام

١٨- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوما وليلة

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার উপর 'সূরাতুল আন'আম' একসাথে নাযিল হয়েছে। সত্তর হাজার ফিরিস্তা যৌথ কণ্ঠে গুণকীর্তন ও প্রশংসারত অবস্থায় উহা বহন করে নিয়ে আসে। যে ব্যক্তি উহা পাঠ করে, তার উপর তার সালাম প্রেরণ করে এবং সূরা আন'আমের প্রত্যেক আয়াতের জন্য একদিন ও একরাত হিসাবে ঐ সত্তর হাজার তার উদ্দেশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।"[৬০৯]

সনদ:

قلت رواه الثعلبي في تفسيره من حديث أبي عصمة عن يزيد العمي عن أبي نضرة عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال أنزلت علي سورة الأنعام إلى آخره سواء

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থ 'আল-কাশ্‌ফ ওয়াল বায়ান'-এ হাদীসটি উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেছেন।[৬১০]

২. আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ নিম্নোক্ত সনদ উল্লেখ করেছেন।[৬১১]

رواه الواحدي في تفسيره الوسيط من حديث سلام بن سليم المدائني ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب

৩. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে দু'টি সনদেই হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৬১২]

---

৬০৮ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন দামনি ফাযায়িলিস-সুয়ার ফী হাদীসিন ওয়াহিদিন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০। ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩০।

৬০৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

৬১০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫০।

৬১১ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২, পৃ. ২৫১; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি*, হাদীস নং ৩১০, পৃ. ৩৭।

৬১২ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩০।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ইবন আব্বাস ও অন্যান্যদের সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে আলী ইবন যায়েদ ইবন জাদ'আন রয়েছে। তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।

৫. ইমাম তিবরানী তাঁর আল-মু'জাম আল-কাবীর গ্রন্থে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন।[৬১৩]

قال الطبراني ثنا إبراهيم بن نائلة ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا يوسف بن عطية الصفار ثنا عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد انتهى

৬. জালালুদ্দীন আস-সয়ূতী إبراهيم بن نائلة এর সূত্রে তিবরানী থেকে তা বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি বলেন, يوسف بن عطية থেকে عبد الله بن عون ছাড়া আর কেউ তা বর্ণনা করেনি।[৬১৪]

৭. তিবরানী বর্ণনাকারী عبد الله بن عون কে গারীব আখ্যা দিয়ে বলেন, إسماعيل بن يوسف এর সূত্র ছাড়া আর কোন সূত্র থেকে তা কোন বর্ণনা তিনি গ্রহণ করেননি।[৬১৫]

৮. ইবন কাছীর ও ইমাম সুয়ূতী তিবরানীর এ মতামতকে সুদৃঢ় করেছেন।[৬১৬] বর্ণনাকারী ইউসূফ ইবন 'আতিয়াহকে 'মাতরূক' বা পরিত্যাজ্য বলেছেন।

৯. তবে ইমাম সুয়ূতী আলী, আবূ হুযাইফা ও ইবন মাসউদ (রা.) থেকে এরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করে হাদীসটিকে সুদৃঢ় করেছেন।[৬১৭]

১০. ইমাম হাকিম নিশাপুরী ও বায়হাকী[৬১৮] অনুরূপ জাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেন। হাকিম বলেন যে, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সাহীহ।[৬১৯]

১১. হাদীসটির সনদে মাতরূক রাবী থাকায় হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الأعراف

١٩- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سترا وكان آدم شفيعا له يوم القيامة

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুল আ'রাফ' পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার এবং ইবলিশের মাঝে একটি পর্দা সৃষ্টি করে করে দিবেন। আর আদম (আ.) ক্বিয়ামত দিবসে তাঁর জন্য সুপারিশ করবেন।"[৬২০]

---

৬১৩ ইমাম তিবরানী, *আল-মু'জাম আল-কাবীর*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১২৯৩০, খ. ১২, পৃ. ২১৫।

৬১৪ ইমাম তিবরানী, আল-মু'জাম আস-সগীর, ইব্রাহিম ইবন নায়েলার জীবনী, (মদীনা: আল-মাকাতাবা আস-সালাফিয়্যাহ, ১৩৮৮ হি.), খ. ১, পৃ. ৮১।

৬১৫ ইমাম তিবরানী, আল-মু'জাম আস-সগীর, *প্রাগুক্ত*, আব্দুল ইবন আউফের জীবনী, খ. ৩, পৃ. ৪৪।

৬১৬ ইবন কাছীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৩৪; জালালুদ্দীন আস-সয়ূতী, আদ-দুররুল-মানুসুর ফীত্-তাফসীর বিল-মা'ছূর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৪৩।

৬১৭ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত্-তাক্বরীব, প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৮১।

৬১৮ বায়হাকী, আশ-শু'আব, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬।

৬১৯ ইমাম হাকিম নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত*, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, খ. ২, পৃ. ৩১৫।

৬২০ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي أخبرنا محمد بن القاسم الفارسي ثنا أبو محمد عبد الله ابن أحمد الشيباني ثنا أبو عمرو الحريثي ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا سلام بن سليم المدائني ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থ 'আল-কাশ্‌ফ ওয়াল বায়ান'-এ হাদীসটি উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেছেন।[৬২১]

২. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী বর্ণনাকারী 'উবাই ইবন কা'ব সনদে উল্লেখ থাকায় হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৬২২]

৩. আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ নিম্নোক্ত সনদ উল্লেখ করেছেন।[৬২৩]

ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا سلام بن سليم به

৪. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে দু'টি সনদেই হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৬২৪]

رواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه المتقدمين في آل عمران وذكره أبو شجاع الديلمي في كتاب الفردوس من حديث ابن عباس على عادته في ذكر الراوي وحذف اسم النبي {صلى الله عليه وسلم}

৫. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটি أبي بكر بن أبي داود السجستاني থেকে বর্ণনা করেন এবং মাওযূ' বলে প্রমাণ করেন।[৬২৫]

৬. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الأنفال

٢٠- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال (من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه بريء من النفاق وأعطي عشر حسنات بعدد كل منافق ومنافقة وكان العرش وحملته يستغفرون له أيام حياته في الدنيا)

---

৬২১ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫০।

৬২২ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪২।

৬২৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২, পৃ. ৩৪৭; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি*, হাদীস নং ৩১০, পৃ. ৩৭।

৬২৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩০।

৬২৫ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন দামনি ফাযায়িলিস-সুয়ার ফী হাদীসিন ওয়াহিদিন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০। ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩০।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুল আ'নফাল এবং বারাআ'ত' পাঠ করে, আমি তার জন্যে ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হব; ব্যক্তি 'নিফাক' থেকে মুক্ত ছিল বলে সাক্ষী হব; আর তাকে প্রত্যেক 'মুনাফিক ও মুনাফিকা'র সংখ্যার হিসাবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে; (আল্লাহ তা'আলার) 'আরশ এবং উহার বহনকারীরা তার পার্থিব জীবনকালে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।"[৬২৬]

সনদ:

رواه الواحدي والثعلبي من حديث سالم بن سليم المدائني ثنا هارون ابن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة الأنفال) إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থ 'আল-কাশ্‌ফ ওয়াল বায়ান'[৬২৭] এবং আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আলওয়াসীত্ব[৬২৮]-এ হাদীসটি উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেছেন।
২. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে দু'টি সনদেই হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৬২৯]
৩. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং মাওযূ বলে প্রমাণ করেন।[৬৩০]
৪. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী বর্ণনাকারী 'উবাই সনদে উল্লেখ থাকায় হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৬৩১]
৫. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة التوبة

٢١- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (ما نزل علي القرآن إلا آية آية وحرفاحرفا ما خلا سورة براءة وقل هو الله أحد فإنهما أنزلتا علي ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত, "আমার উপর 'সূরা আল-বারাআ'ত এবং কূল হুয়া আল্লাহু আহাদ' এর পূর্বে আয়াত-আয়াত ও হরফ-হরফ ছাড়া কোন কিছু (এ সঙ্গে) নাযিল হয়নি। আর এ দু'টি সূরা যখন নাযিল হয় তখন সত্তর হাজার সারি ফিরিস্তার সাথে তা নাযিল হয়।[৬৩২]

---

৬২৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।

৬২৭ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৫।

৬২৮ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২, পৃ. ৪৪৩; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি*, হাদীস নং ৩১০, পৃ. ৩৭।

৬২৯ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৫।

৬৩০ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন দামনি ফাযায়িলিস-সুয়ার ফী হাদীসিন ওয়াহিদিন, খ. ১, পৃ. ২৪০।

৬৩১ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬২।

৬৩২ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي أخبرنا محمد بن القاسم بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الله ابن يحيى حدثنا محمد بن الفضل أنا عبد الله بن الحسين حدثنا أحمد بن محمد بن عمار حدثنا حمدان بن عبد الله المروزي حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن زيد العمي حدثنا هشام بن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (ما نزل علي القرآن إلا آية آية وحرفا حرفا ما خلا سورة براءة وقل هو الله أحد فإنهما أنزلتا علي ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة كلهم يقول يا محمد استوص بنسبة الله خيرا)

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে 'আয়েশা (রা.) এর সূত্রে হাদীসটি উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেছেন।[৬৩৩]
২. ওয়ালী উদ্দীন আল-ইরাকী হাদীসটিকে মুনকার এবং ইবন হাযর আল-আসক্বালানী হাদীসটির সনদ অত্যন্ত সন্দেহপূর্ণ বলেছেন।[৬৩৪]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী বলেন, হাদীসটি আসবাবুন নুযূল সম্পর্কে বিদ্যমান অনেক বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে সংঘর্ষিক হওয়ায় মাওযূ' বলে নিশ্চিত হওয়া যায়।[৬৩৫]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة يونس عليه السلام

٢٢- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بيونس وكذب به وبعدد من غرق مع فرعون)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরা ইউনুস' পাঠ করে, তার জন্য 'যে পরিমাণ মানুষ বিশ্বাস করেছিল এবং অবিশ্বাস করেছিল' এবং 'যে পরিমাণ লোক ফির'আউনের সাথে ডুবেছিল', সে হিসাবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে।"[৬৩৬]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكره سواء

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে হাদীসটি উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেছেন।[৬৩৭]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটি নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন।[৬৩৮]

---

৬৩৩ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫০।

৬৩৪ ইবন হাযর আল-আসক্বালানী, আল-কাফী আশ-শাফী, হাদীস নং ১৬৭, পৃ ৮৩।

৬৩৫ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১২।

৬৩৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

৬৩৭ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১১৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫০।

Dhaka University Institutional Repository

من طريق أبي الخليل بزيع بن حسان و مخلد بن عبد الواحد كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان عن زربن حبيش عن أبي بن كعب انتهى

৩. সূত্রে বর্ণিত রাবী أبي الخليل بزيع بن حسان হাদীসের জালকারী।[৬৩৯]

৪. ইবন হিব্বান বলেন, যে বর্ণনাকারী مخلد بن عبد الواحد (মুখাল্লাদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ) একজন 'মুনকিরুল হাদীস'।[৬৪০]

৫. ইমাম শাওকানী তাঁর 'আল-ফাওয়া'ইদুল-মাজমূ'আহ' গ্রন্থে 'উবাই ইবন কা'ব এর বর্ণিত হাদীসকে মাওজু বলেছেন।[৬৪১]

৬. আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ আবূ 'উমামা থেকে অন্যসূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৬৪২]

৭. ইমাম আয-যাহাবী তাঁর আল-মীযান গ্রন্থে মুখাল্লাদ ইবন আব্দিল ওয়াহিদ জীবনীতে 'উবাই ইবন কা'বকে জালকারী হিসেবে সনাক্ত করেন।[৬৪৩]

৮. আল-'আক্বীলী তাঁর আদ-দু'আফাআ' গ্রন্থে بزيع بن حسان কে জাল রচনাকারী বলেন।[৬৪৪]

৯. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة هود عليه السلام

٢٣- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة هود أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح ومن كذب وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وكان يوم القيامة من السعداء)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরা হুদ' পাঠ করে, তার জন্য দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে এ হিসাবে যে, নূহ, হুদ, সালেহ, শু'আইব, লূত, ইব্রাহিম এবং মূসা (আ.) এর প্রতি যে পরিমাণ মানুষ বিশ্বাস করেছিল এবং অবিশ্বাস করেছিল। আর ক্বিয়ামতের দিন সে সুভাগ্যবানগণের মধ্যে পরিগণিত হবে।"[৬৪৫]

---

৬৩৮ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৪০।

৬৩৯ ইবন আবি হাতিম আল-রাযী, *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪২১; ইবন হিব্বান, *আল-মাজরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৮-১৯৯।

৬৪০ ইবন আবি হাতিম আল-রাযী, *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ৩৪৮; ইবন হিব্বান, *আল-মাজরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন*, খ. ৩, পৃ. ৪৩; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *লিসানুল-মিযান, প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৮৩; আল-'আক্বীলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৬।

৬৪১ ইমাম শাওকানী, আল-ফাওয়া'ইদুল-মাজমূ'আহ, বাবু ফাযায়িলিল কুরআন, পৃ. ২৯৬।।

৬৪২ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২, পৃ. ৫৩৮; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি, প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৩১০, পৃ. ৩৭।

৬৪৩ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *লিসানুল-মিযান, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৬।

৬৪৪ আল-'আক্বীলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৬।

৬৪৫ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে ইমাম আয-যাইলা'ঈ উল্লেখ করেছেন।[৬৪৬] কিন্তু তাফসীরে সা'আলাবীতে তা পাওয়া যায় না।

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটি নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন।[৬৪৭]

رواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي بكر بن أبي داود السجستاني حدثنا محمد بن عاصم حدثنا شبابة بن سوار حدثنا مخلد عبد الواحد عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكره

৩. আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ আবূ 'উমামা থেকে অন্যসূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৬৪৮]

ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط أخبرنا الأستاذ أبو عثمان سعيد بن محمد الزعفراني حدثنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر العدل أنا إبراهيم بن شريك الأسدي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا سلام بن سليم المدائني حدثنا هارون ابن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب

৪. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী হাদীসটিতে বর্ণনাকারী 'উবাই থাকায় মাওযূ' বলে মতামত দিয়েছেন।[৬৪৯]

৫. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة يوسف عليه السلام

٢٤-عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال(علموا أرقاءكم سورة يوسف فإنه أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة ألا يحسد مسلما)

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোমাদের দাস-দাসীদের 'সূরাতু ইউসূফ' শিক্ষা প্রদান কর, কেননা, যে কোন মুসলিম তা পাঠ করে এবং তার পরিবার ও তার অধীনতদেরকে তা শিক্ষা দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার মৃত্যুর কষ্ট লাঘব করে দেন এবং তাকে কোন মুসলিমের বিদ্বেষের মুখোমুখি না হওয়ার শক্তি প্রদান করেন।"[৬৫০]

---

৬৪৬ ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫০।

৬৪৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪২।

৬৪৮ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২, পৃ. ৫৬৩; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি*, হাদীস নং ৩১০, পৃ. ৩৭।

৬৪৯ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪।

৬৫০ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث سلام بن سليم المدائني حدثنا هارون ابن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره سواء

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে,[৬৫১] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ[৬৫২] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৬৫৩]

২. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী বর্ণনাকারী 'উবাই সনদে উল্লেখ থাকায় হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৬৫৪]

৩. ইবন কাছীর তাঁর তাফসীরগ্রন্থে 'উবাইকে সকল বর্ণনাসূত্রে মুনকার বলেন।[৬৫৫]

৪. হাদীসটি দুর্বল। কেননা, বর্ণনাকারী سلام بن سليم একজন মাতরূক বা পরিত্যাজ্য রাবী। আবূ হাতিম هارون بن كثير কে মাজহুল বা অপরিচিত রাবী বলেন।[৬৫৬]

৫. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الرعد

٢٥- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر عشر حسنات بوزن كل سحاب مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة وبعث يوم القيامة من الموفين بعهد الله)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুর রা'আদ' পাঠ করে, তার জন্য তাকে যে পরিমাণ মেঘমালা অতীতে বর্ষিত হয়েছে এবং যে পরিমাণ মেঘমালা কিয়ামত পর্যন্ত বর্ষিত হবে সে পরিমাণে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে এবং তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর অঙ্গীকারপূরণকারীগণের অর্ন্তভূক্ত করে উঠানো হবে।"[৬৫৭]

সনদ:

رواه الثعلبي أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم بن أحمد الفارسي بقراءتي عليه حدثنا أبو عمر إسماعيل بن محمد بن أحمد بن يوسف السلمي حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد البوسنجي حدثنا سعيد بن حفص قال قرأت على معقل ابن عبد الله عن عكرمة بن خالد عن

---

৬৫১ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫০।

৬৫২ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২, পৃ. ৫৯৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৯-১৮০।

৬৫৩ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৯-১৮০।

৬৫৪ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬২।

৬৫৫ ইবন কাছীর, তাফসীরগ্রন্থে, খ. ৪, পৃ. ২৯৪।

৬৫৬ ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, আত-তারীখ আল-কাবীর, (মাক্কা আল-মুকাররমা: দারুল-বায, তা.বি.), খ. ৪, পৃ.১৩৩; ইবন আবি হাতিম আল-রাযী, *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৬০।

৬৫৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে,[৬৫৮] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ[৬৫৯] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৬৬০]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটিকে মাওযূ' বলেন এবং যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী বর্ণনাকারী 'উবাই সনদে উল্লেখ থাকায় হাদীসটি মাওযূ'।[৬৬১]
৩. ইবন কাছীর তাঁর তাফসীরগ্রন্থে 'উবাইকে সকল বর্ণনাসূত্রে মুনকার বলেন।[৬৬২]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة إبراهيم عليه السلام

٢٦- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة إبراهيم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل من عبد الأصنام وعدد من لم يعبدها)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতু ইব্‌রাহীম' পাঠ করে, তার জন্য তাকে যে পরিমাণ লোক মূর্তিপূজা করেছে এবং যে পরিমাণ লোক পূজা করেনি সে সংখ্যার হিসাবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে।"[৬৬৩]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم المدائني حدثنا هارون بن كثير حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে,[৬৬৪] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ[৬৬৫] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৬৬৬]

---

৬৫৮ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৫।

৬৫৯ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৫।

৬৬০ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৫।

৬৬১ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৪০; যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬২।

৬৬২ ইবন কাছীর, তাফসীরগ্রন্থে, খ. ৪, পৃ. ২৯৪।

৬৬৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।

৬৬৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩০৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৫।

৬৬৫ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ২২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৫।

৬৬৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটিকে মাওযূ' বলেন এবং যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী বর্ণনাকারী 'উবাই সনদে উল্লেখ থাকায় হাদীসটি মাওযূ'।[৬৬৭]
৩. হাদীসটি মাওযূ''।

سورة الحجر

٢٧- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة الحجر كان له من الأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزئين بمحمد)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুল হিজর' পাঠ করে, তার জন্য তাকে 'মুহাজির, আনসার ও মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি বিদ্রুপকারী ব্যক্তিদের সংখ্যার হিসাবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে।"[৬৬৮]

সনদ:

رواه الثعلبي من طريق يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو الخليل عن علي ابن زيد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره سواء

বিশুদ্ধতা বিচার:
১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে,[৬৬৯] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ[৬৭০] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৬৭১]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটিকে মাওযূ' বলেন এবং যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী বর্ণনাকারী 'উবাই সনদে উল্লেখ থাকায় হাদীসটি মাওযূ'।[৬৭২]
৩. হাদীসটি মাওযূ' ।

سورة النحل

٢٨- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال (من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله بما أنعم عليه في دار الدنيا وإن مات في يوم تلاها أو ليلة كان له من الأجر كالذي مات وأحسن الوصية)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুন নাহল' পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জীবনে তাকে প্রদত্ত 'নিয়ামত' বা অনুগ্রহসমূহের কোন হিসাব নিবেন না; যদি ব্যক্তি যে দিন বা রাতে তা পাঠ করেছে সে দিনে বা রাতে মারা যায়, তবে তাকে এমন

---

৬৬৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৪০; যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪।

৬৬৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।

৬৬৯ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২১।

৬৭০ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৩৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২১।

৬৭১ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২১।

৬৭২ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০; যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির মত পুরুস্কার দেয়া হবে 'যে ব্যক্তি উত্তম 'নসিহত' বা সদুপদেশ প্রদানের পর মৃত্যুবরণ করেছে।"[৬৭৩]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسم عن اسلم عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره سواء

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে,[৬৭৪] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ[৬৭৫] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৬৭৬]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটিকে মাওযূ' বলেন এবং যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী বর্ণনাকারী 'উবাই সনদে উল্লেখ থাকায় হাদীসটি মাওযূ' ।[৬৭৭]
৩. হাদীসটি মাওযূ' ।

سورة بني إسرائيل

٢٩- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنة والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা বনী ইসরাইল' পাঠ করে এবং পিতামাতার স্মরণকালীন তার অন্তর বিনম্র হয়ে যায়, তার জন্য জান্নাতে 'ক্বিনতার' পরিমাণ সম্পদ হবে। আর প্রতি 'ক্বিনতার' এক হাজার দুইশত 'আওক্বিয়ার সমান।"[৬৭৮]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث ابن عمرو محمد بن جعفر بن محمد الشروطي حدثنا إبراهيم بن شريك بن الفضل الكوفي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس اليرعوبي حدثنا سلام بن سليم حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে,[৬৭৯] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ[৬৮০] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৬৮১]

---

৬৭৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০।

৬৭৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫১।

৬৭৫ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৫৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫১।

৬৭৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫১।

৬৭৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০; যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪।

৬৭৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬।

৬৭৯ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৬-২৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটিকে মাওযূ' বলেন এবং যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী বর্ণনাকারী 'উবাই সনদে উল্লেখ থাকায় হাদীসটি মাওযূ'।[৬৮২]
৩. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الكهف

٣٠- عن رسول الله قال (من قرأ سورة الكهف من آخرها كانت له نورا من قرنه إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুল কাহাফ' এর শেষ দিকের অংশ পাঠ করে, তা তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আলোকবর্তিকা হবে; আর যে তা সম্পূর্ণভাবে পাঠ করবে, তা তাজ জন্যে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আকাশ পযর্ন্ত আলোকবর্তিকা হবে।"[৬৮৩]

সনদ:

رواه أحمد في مسنده وأبو بكر بن السني في كتابه عمل اليوم والليلة من حديث ابن لهيعة حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ ابن أنس الجهني قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ أول سورة الكهف كانت له نورا من قرنه إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء) انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ[৬৮৪] ও ইবন আস-সানা তাঁর 'আমলাল ইয়াওম ওয়াল-লাইলা[৬৮৫] গ্রন্থে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।
২. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী বলেন, সনদের মধ্যে ابن لهيعة রয়েছে।[৬৮৬]
৩. ইমাম তিবরানী হাদীসটি নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন।[৬৮৭]

رواه الطبراني في معجمه من حديث رشدين بن سعد عن زبان بن فائد به بلفظ أحمد وبهذا السند رواه الثعلبي في تفسيره وكذلك ابن مردويه في تفسيره

৪. ইমাম তিবরানীর বর্ণনায় উল্লিখিত رشدين بن سعد এর নাম আবুল হুজ্জাজ রিসদীন ইবন সা'দ ইবন মুফলাহ। ইবন ইউনুস বলেন, তিনি দ্বীনিকাজে সংকর্মশীল। কিন্তু

---

৬৮০ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৯৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৬-২৯৭।
৬৮১ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৬-২৯৭।
৬৮২ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০; যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪।
৬৮৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২।
৬৮৪ ইমাম আহমদ, *মুসনাদ, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৩৯।
৬৮৫ ইবন আস-সানা, 'আমলাল ইয়াওম ওয়াল-লাইলা, বাবু মা য়ূসতাহাব্বু আই-ইয়াকরাআ ফীল ইয়াওম ওয়াল-লাইলা, পৃ. ২৫১-২৫২।
৬৮৬ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি*, হাদীস নং ৩৩৪, পৃ. ১০৫।
৬৮৭ ইমাম তিবরানী, *আল-মু'জাম আল-কাবীর*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৪৩, খ. ২০, পৃ. ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সৎকর্মশীলগণের অমনোযোগ তাকে পেয়ে বসে এবং হাদীসের ক্ষেত্রে সে মিশ্রণ করে ফেলে।[৬৮৮]

৫. হাদীসের সনদে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে ابن لهيعة, رشدين بن, زبان সবাই দুর্বল বর্ণনাকারী।[৬৮৯]

৬. ইমাম আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে[৬৯০] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে হাদীসটি ইমাম আহমদের সনদে উল্লেখ করেন।[৬৯১]

৭. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী বলেন, ইমাম বায়দাভী সূরা আল-কাহাফের ফযিলত বর্ণনায় মাওযূ' হাদীস সন্নিবেশিত করা থেকে বিরত রয়েছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন।[৬৯২]

৮. হাদীসটি য'ঈফ বা দুর্বল।

٣١- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ عند مضجعه قل إنما أنا بشر مثلكم كان له في مضجعه نور يتلألأإلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم وإن كان مضجعه بمكة كان له نور يتلألأ من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি শয়নকালে 'ইন্নামা আনা বাশারুম মিছলুকুম' (আয়াতটি) পাঠ করে, তার বিছানায় এমন একটি আলো হবে যা মক্কার দিক থেকে জলজল করতে থাকবে এবং ঐ আলো এমন ফিরিশতা বহন করবে যারা তার নিদ্রা থেকে জেগে উঠা পর্যন্ত তার জন্য অনুগ্রহ কামনা করতে থাকবে। আর যদি তার শয়নস্থল মক্কার মাঝে অবস্থিত হয় তবে তার জন্য এমন আলো হবে যা তার বিছানা হতে বায়তুল মা'মুরের দিকে। ফিরিশতাগণ তার জেগে উঠা পর্যন্ত তার জন্য অনুগ্রহ কামনা করতে থাকবে ।"[৬৯৩]

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده مختصرا أخبرنا النضر بن شميل حدثنا أبو قرة الأسدي ثم الصيداوي رجل من أهل البادية قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ في ليلته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوة الملائكة)انتهى

---

৬৮৮ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত-তাক্বরীব, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৫১।

৬৮৯ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৫১।

৬৯০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৪৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৬।

৬৯১ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৬।

৬৯২ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজূ'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০; যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪।

৬৯৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২।

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. ইসহাক ইবন রাহবিয়া তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে উল্লিখিত সনদে সংক্ষিপ্তভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৬৯৪]

২. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী বলেন, সূরা আলে-ইমরানে বর্ণিত হাদীসের সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৬৯৫]

৩. ইমাম আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে অতিরিক্ত (يصلون عليه ويستغفرون له) অংশটিসহ বর্ণনা করেন।[৬৯৬]

৪. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে হাদীসটি ইমাম আল-বায়দাভীর অনুরূপই উল্লেখ করেন।[৬৯৭]

৫. আল-বারায তার মুসনাদ (কাশফুল আসতার) গ্রন্থে সনদ ও মতনে একইরূপ বর্ণনা তুলে ধরে বলেন, এ হাদীসটি এই সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদে নবী (সা.) হতে উমর বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।[৬৯৮]

৬. তবে হাদীসটির সনদে বর্ণনাকারী أبو قرة الأسدي একজন মাজহুল বা অপরিচিত ব্যক্তি।[৬৯৯]

৭. হাদীসটি য'ঈফ বা দুর্বল।

سورة مريم

٣٢- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال (من قرأ سورة مريم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به ويحيى ومريم وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس وعشر حسنات بعدد من دعا الله في الدنيا وبعدد من لم يدع الله

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা মারয়াম' পাঠ করে, তার জন্য দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে এ হিসাবে যে, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, মারয়াম, 'ঈসা. ইব্রাহিম, ইসহাস, ইয়াকূব, মূসা. হারূন, ইসমা'ঈল এবং ইদরীস (আ.) এর প্রতি যে পরিমাণ মানুষ বিশ্বাস করেছিল এবং অবিশ্বাস করেছিল এবং দশটি উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে এ হিসেবে যে, যে পরিমাণ মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহকে ডাকে এবং যে পরিমাণ ডাকে না।"[৭০০]

---

৬৯৪ ইসহাক ইবন রাহবিয়া তাঁর মুসনাদে,

৬৯৫ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি*, হাদীস নং ৩৩৪, পৃ. ১০৫।

৬৯৬ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৪৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৭।

৬৯৭ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৭।

৬৯৮ আল-বারায, মুসনাদ (কাশফুল আসতার), খ. ৪, পৃ. ২৬।

৬৯৯ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত্-তাক্বরীব, প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৬৪।

৭০০ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم المدائني حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكره إلا أنه قال وبعدد من دعا لله ولدا وبعدد من لم يدع له ولدا) عوض قوله من يدع الله في الدنيا ومن لم يدع

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে,[৭০১] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ[৭০২] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭০৩]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে হাদীসটিকে মাওযূ' বলেন এবং যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী বর্ণনাকারী 'উবাই সনদে উল্লেখ থাকায় হাদীসটি মাওযূ'।[৭০৪]
৩. হাদীসটি মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত।

سورة طه

٣٣- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين والأنصار)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরা ত্বাহা' পাঠ করে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে মুহাজির ও আনসারগণের সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হবে।"[৭০৫]

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭০৬]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭০৭]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৭০৮]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الأنبياء

٣٤- قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ اقترب للناس حسابهم حاسبه الله حسابا يسيرا وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر في القرآن)

---

৭০১ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, ৩৪২-৩৪৩।

৭০২ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ১৭৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪২-৩৪৩।

৭০৩ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪২-৩৪৩।

৭০৪ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০; যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪।

৭০৫ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫।

৭০৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৬।

৭০৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০;

৭০৮ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৫।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি 'ইকতারাব লিন-নাসি হিসাবুহুম' পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সহজ হিসাব গ্রহণ করবেন এবং কুরআনে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী তার সাথে করমর্দন করবেন ও তাকে সালাম দিবেন।"[৭০৯]

সনদ:

رواه الثعلبي أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن الحسين الجرجاني المقرى ء حدثنا أبو علي بن حبيش المقرى ء الدينوري حدثنا أبو العباس محمد بن موسى الرقاق الرازي حدثنا عبد الله بن روح المدائني حدثنا شبابة بن سوار الفزاري حدثنا محمد بن عبد الواحد الفزاري عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭১০] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭১১] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭১২]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭১৩]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৭১৪]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الحج

٣٥- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুল-হজ্জ' পাঠ করে, তার পূর্বে ও পরে (পৃথিবীতে) যে পরিমাণ ব্যক্তি হজ্জ ও উমরা পালন করেছে বা করবে, সে (সাওয়াবের) হিসাবে তার জন্য হজ্জ ও উমরা করার প্রতিদান প্রদান করা হবে।"[৭১৫]

---

৭০৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮।

৭১০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৬৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৩।

৭১১ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ২২৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৩।

৭১২ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৩।

৭১৩ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৭১৪ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩২।

৭১৫ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم المدائني حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭১৬] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭১৭] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭১৮]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭১৯]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৭২০]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة المؤمنون

٣٦- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأسورة المؤمنون بشرته الملائكة بالروح والريحان وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুল-মু'মিনূন' পাঠ করে, ফিরিস্তাগণ তাকে 'রাওহ্' এবং রাইহান' এর সুসংবাদ প্রদান করেন; মৃত্যুর ফিরিস্তার অবতরণের সময় তার চোখ ছানাবড় হয় না।"[৭২১]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث شبابة بن سوار الفزاري حدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭২২] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭২৩] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭২৪]

---

৭১৬ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৩।
৭১৭ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ২৫৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯৬।
৭১৮ ইবন মারদূবীয়া, তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯৬।
৭১৯ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৭২০ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫২।
৭২১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২।
৭২২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, ৪০৮।
৭২৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ২৮৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০৮।
৭২৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০৮।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭২৫]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৭২৬]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

٣٧- قوله لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتى ختم العشر

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বক্তব্য, "নিশ্চয়ই আমার উপর দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে ব্যক্তি সেগুলোর বিধানসমূহ প্রতিষ্ঠিত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর তিনি পাঠ করতে থাকেন 'قد أفلح المؤمنون ' এমনকি দশটি আয়াত পর্যন্ত পাঠ শেষ করেন।"[৭২৭]

সনদ:

رواه الترمذي في التفسير من طريق عبد الرزاق أنا يونس بن سليم الصنعاني عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. ইমাম তিরমিযী তাঁর আস-সুনান গ্রন্থে হাদীসটি উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেন।[৭২৮]
২. ইমাম নাসাঈ বলেন, هذا حديث منكر لا نعلم أحدا رواه غير يونس بن سليم ويونس بن سليم لا أعرفه "এটি একটি মুনকার হাদীস, ইউনুছ ইবন সালীম ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছে বলে আমি জানি না। তাছাড়া ইউনুছ ইবন সালীম সম্পর্কেও আমি অবহিত নই।[৭২৯]
৩. ইবন আবি হাতিম তাঁর 'ইলাল গ্রন্থে বলেন, لا أعرفه ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري ইউনুছ ইবন সালীম সম্পর্কে আমি জানি না। আর এ হাদীসটি জুহুরীর বর্ণনায় নেই।[৭৩০]
৪. ইমাম আল-হাফিজ বলেন, তিনি মাজহুল রাবী।[৭৩১]

---

৭২৫ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৭২৬ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৮।
৭২৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২।
৭২৮ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত-তাফসীর, হাদীস নং ৭১৭৩, খ. ৫, পৃ. ৩২৬।
৭২৯ ইউসূফ ইবন আব্দুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ৮৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, ৪০৯।
৭৩০ ইবন আবূ হাতিম, 'ইলাল; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, ৪০৯।
৭৩১ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত্-তাক্বরীব, প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইমান হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে বলেন, صحيح الإسناد ولم يخرجاه সনদের দিক থেকে সহীহ্ তবে শাইখাইন (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) হাদীসটি বর্ণনা করেননি।[৭৩২]
৬. ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবন রাহবিয়া, আল-বারায তাঁদের মুসনাদ গ্রন্থসমূহে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৭৩৩]
৭. আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফে, বায়হাকী তাঁর দালায়িলুন-নবুওয়াত, ওয়াহিদী তাঁর আসবাবুন-নুযূল গ্রন্থে বর্ণনা করেন।[৭৩৪]
৮. আল-আক্বেলী তাঁর দু'আফা গ্রন্থে হাদীস বর্ণনার পর ইউনুছ ইবন সালীম সম্পর্কে বলেন,[৭৩৫] لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به
৯. ইবন আদ্দীও তাঁর আল-কামিল গ্রন্থে অনুরূপ বলেছেন।[৭৩৬]
১০. হাদীসটি য'ঈফ বা দুর্বল।

٣٨- روي أن سورة قد أفلح أولها وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث آيات من أولها واتعظ بأربع آيات من آخرها فقد نجا وأفلح

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত আছে যে, 'সূরাতুল-ক্বাদ আফলাহা' এর প্রথম ও শেষ 'আরশের গুপ্ত সম্পদের অংশ। যে তার প্রথম তিন আয়াত দ্বারা আমল করে এবং তার শেষ চার আয়াত দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে সে মুক্তি পাবে এবং সে সফল।"[৭৩৭]

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. ইমাম ওয়ালী উদ্দীন আল-'ইরাক্বী বলেন, لم أقف عليه 'আমি হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত নই।[৭৩৮]
২. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী বলেন, لم أجده 'আমি হাদীসটি কোথাও পাইনি।[৭৩৯]
৩. ইমাম আয-যাইলা'ঈ বলেন, غريب جدا হাদীসটি অত্যন্ত গারীব।[৭৪০]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة النور

٣٩- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي)

---

৭৩২ ইমান হাকিম, মুসতাদরাক, *প্রাগুক্ত, খ.* ২, পৃ. ৩৯২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, ৪০৯।
৭৩৩ ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, ৪১০।
৭৩৪ ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, ৪১০।
৭৩৫ আল-আক্বেলী, দু'আফা; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, ৪১০।
৭৩৬ ইবন আদ্দী, আল-কামিল, *প্রাগুক্ত*, তারজামাতুল আল-ওয়ালীদ ইবন 'উবাদাহ, খ. ৭, পৃ. ২৫৪৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, ৪১০।
৭৩৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯২।
৭৩৮ ইমাম ওয়ালী উদ্দীন আল-'ইরাক্বী,; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, ৪০৯।
৭৩৯ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি*, হাদীস নং ৪৫, পৃ ১১৬।
৭৪০ ইমাম আয-যাইলা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, ৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুন নূর' পাঠ করে, তাকে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে এ হিসাবে যে, যে পরিমাণ মুমিন ও মুমিনা পৃথিবীতে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং যে পরিমাণ অবশিষ্ট রয়ে গেছে।"[৭৪১]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث يوسف بن عطية حدثنا هارون بن كثير حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب مرفوعا

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭৪২] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭৪৩] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭৪৪]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭৪৫]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৭৪৬]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الفرقان

٤٠- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة الفرقان لقي الله يوم القيامة وهو مؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأدخل الجنة بغير نصب)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুল ফুরক্বান' পাঠ করে, ক্বিয়ামতের দিন সে আল্লাহ তা'আলার সাথে এমনভাবে মিলিত হবে যে সে মুমিন-'নির্ধারিত সময় নিশ্চয়ই আসবে তাতে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় নেই' এবং তাকে বিনা বাধায় জান্নাতে প্রবেশ করান হবে।"[৭৪৭]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث سلام بن سليم حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭৪৮] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭৪৯] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭৫০]

---

৭৪১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫।
৭৪২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, ৪৫৩।
৭৪৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৩০২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৫৩।
৭৪৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৫৩।
৭৪৫ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৭৪৬ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৯।
৭৪৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫।
৭৪৮ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১২২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, ৪৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭৫১]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৭৫২]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الشعراء

٤١- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم وبعدد كل من كذب بعيسى وصدق بمحمد {صلى الله عليه وسلم}

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'ত্ব-সীন সুলাইমান' পাঠ করে, তার জন্য দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে এ হিসাবে যে, সুলাইমান (আ.) এর প্রতি যে পরিমাণ মানুষ বিশ্বাস করেছিল এবং অবিশ্বাস করেছিল এবং এরূপ হুদ, শু'আইব (আ.)ও এবং এ হিসাবে যে, ঈসা (আ.) এর প্রতি যে পরিমাণ মানুষ মিথ্যাচার করেছিল এবং মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি বিশ্বাস করেছিল ।"[৭৫৩]

সনদ:

قلت رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭৫৪] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭৫৫] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭৫৬]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭৫৭]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৭৫৮]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

---

৭৪৯ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৩৩৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬৯।
৭৫০ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬৯।
৭৫১ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৭৫২ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৫।
৭৫৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯।
৭৫৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৫৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, ৪৮৩।
৭৫৫ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৩৫০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮৩।
৭৫৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮৩।
৭৫৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৭৫৮ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীস: বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার

(আল-নামল- আন-নাস)

سورة النمل

٤٢- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ طس سليمان كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بسليمان وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ويخرج من قبره وهو يقول لا إله إلا الله

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'ত্ব-সীন সুলাইমান' পাঠ করে, তার জন্য দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে এ হিসাবে যে, সুলাইমান (আ.) এর প্রতি যে পরিমাণ মানুষ বিশ্বাস করেছিল এবং অবিশ্বাস করেছিল এবং এরূপ হুদ, শু'আইব, সালিহ এবং ইব্রাহিম (আ.)ও। আর সে তার ক্বর থেকে 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' বলতে বলতে বের হবে।"[৭৫৯]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد المعدل ثنا أبو يحيى البزار ثنا محمد بن منصور ثنا محمد بن عمران بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثنا أبي عن مجالد بن عبد الواحد عن الحجاج بن عبد الله عن أبي الجليل وعن علي بن زيد وعطاء بن ميمون عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعا فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

৫. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭৬০] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭৬১] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭৬২]

৬. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭৬৩]

৭. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৭৬৪]

৮. হাদীসটি মাওযূ'।

---

৭৫৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০।

৭৬০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৮৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩।

৭৬১ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৩৬৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩।

৭৬২ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩।

৭৬৩ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৭৬৪ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯২।

Dhaka University Institutional Repository

سورة القصص

٤٣- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} من قرأ طسم القصص كان له من الأجر بعدد من صدق موسى وكذبه ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقا

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'ত্ব-সীন-মীম আল-ক্বাসাস' পাঠ করে, তার জন্য দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে এ হিসাবে যে, মূসা (আ.) এর প্রতি যে পরিমাণ মানুষ বিশ্বাস করেছিল ও অবিশ্বাস করেছিল এবং আসমান ও যমীনে এমন কোন ফিরিস্তা নেই যে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে না যে, সে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিল।"[৭৬৫]

সনদ:

رواه الثعلبي بنقص من طريق ابن أبي داود ثنا محمد بن حواص ثنا شبابة بن سوار الفزاري ثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن عطاء ابن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ طسم القصص لم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقا إن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭৬৬] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭৬৭] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭৬৮]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭৬৯]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৭৭০]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة العنكبوت

٤٤- قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুল আনকাবূত' পাঠ করে, তার জন্য প্রত্যেক মুমিনের ও মুনাফিকের হিসাবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান রয়েছে।"[৭৭১]

---

৭৬৫ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪।

৭৬৬ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৩২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬।

৭৬৭ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৩৮৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬।

৭৬৮ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬।

৭৬৯ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৭৭০ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ

رواه الثعلبي من حديث يوسف بن عطية ثنا هارون بن كثير ثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة العنكبوت إلى آخره سواء

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭৭২] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭৭৩] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭৭৪]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭৭৫]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৭৭৬]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الروم

٤٥- قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك سبح لله بين السماء والأرض وأدرك ما ضيع يومه وليلته

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুর-রূম' পাঠ করে, তার জন্য দশটি করে উত্তম প্রতিদান রয়েছে এ হিসাবে যে, আসমান ও জমিনের মাঝে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণারত সকল ফিরিস্তার সংখ্যার পরিমাণে এবং প্রত্যেক ফিরিস্তা যে আল্লাহর গুণকীর্তন করছে এবং দিনে ও রাত্রে সে যা হারিয়ে ফেলে তা পেয়ে যাবে।"[৭৭৭]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم المدائني ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭৭৮] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭৭৯] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭৮০]

---

৭৭১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪।

৭৭২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৬৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫০।

৭৭৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৪১২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫০।

৭৭৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫০।

৭৭৫ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৭৭৬ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০০।

৭৭৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২।

৭৭৮ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬২-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭৮১]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৭৮২]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة لقمان

٤٦- قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة لقمان كان لقمان رفيقه يوم القيامة وأعطي من الحسنات عشرا بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতু লুকমান' পাঠ করে, ক্বিয়ামতে দিন লুকমান (আ.) তার বন্ধু হবে এবং তাকে 'সৎকাজের আদেশকারী ও অসৎকাজের নিষেধকারী' এর হিসাবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে।"[৭৮৩]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي كعب مرفوعا

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭৮৪] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭৮৫] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৭৮৬]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭৮৭]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৭৮৮]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الم تنزيل السجدة

٤٧- قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ آلم تنزيل و تبارك الذي بيده الملك أعطي من الأجر كما لو أحيا ليلة القدر

---

৭৭৯ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৪২৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬২-৬৩।
৭৮০ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬২-৬৩।
৭৮১ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৭৮২ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১০।
৭৮৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৭।
৭৮৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩০৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭৯।
৭৮৫ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৪৪০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭৯।
৭৮৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭৯।
৭৮৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৭৮৮ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৮।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি 'আলিফ-লাম-মীম তানযীল ওয়া তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক' পাঠ করে, তাকে লাইলাতুল ক্বাদরে জাগ্রত থাকার মতো প্রতিদান প্রদান করা হয়।"[৭৮৯]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن زيد العمي عن أبي نضرة عن ابن عباس عن أبي بن كعب مرفوعا ليس فيه و تبارك الذي بيده الملك

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭৯০] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭৯১] হাদীসটি উল্লেখ করেন।

২. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন-

رواه ابن مردويه ثنا داود في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد ثنا الحسين بن منصور الروماني ثنا داود بن معاذ المصيصي ثنا فهد أبو الخير الموصلي وعبد الله ابن وهب المصري قالا ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ تبارك الذي بيده الملك و آلم تنزيل السجدة بين المغرب والعشاء فكأنما أحيا ليلة القدر انتهى

৩. ইবন মারদূবীয়া সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদেও হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তাতে بين المغرب والعشاء অংশটুকু নেই।[৭৯২]

৪. ইমাম ওয়ালী উদ্দীন আল-'ইরাক্বী বলেন, لم أقف عليه 'আমি হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত নই। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ হাদীসটিই মাওযূ'।[৭৯৩]

৫. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী বলেন, لم أجده 'আমি হাদীসটি কোথাও পাইনি। তিনি বলেন, বর্ণিত সূত্রে বর্ণনাকারী داود بن معاذ -দাউদ ইবন মুয়াজ একজন ساقط -সাকিত রাবী।[৭৯৪]

৬. ইমাম যাহাবী বর্ণনাকারী داود بن معاذ -দাউদ ইবন মুয়াজ একজন ثقة -সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[৭৯৫]

৭. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৭৯৬]

৮. হাদীসটি য'ঈফ বা দুর্বল।

---

৭৮৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫১।

৭৯০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩২৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮৮।

৭৯১ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৪৪৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮৮।

৭৯২ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮৮।

৭৯৩ ইমাম ওয়ালী উদ্দীন আল-'ইরাক্বী,; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮৮।

৭৯৪ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি*, হাদীস নং ১৯৫, পৃ ১৩১।

৭৯৫ ইমাম যাহাবী, *আল-কাশিফ, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৯২।

৭৯৬ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

سورة الأحزاب

٤٨- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما ملكت يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতুল আহযাব' পাঠ করে এবং তার পরিবার ও অধিভূক্ত দাস-দাসীকে শিক্ষা দেয়, তাকে ক্ববরের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।"[৭৯৭]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৭৯৮] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৭৯৯] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৮০০]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৮০১]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৮০২]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة سبأ

٤٩- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم القيامة رفيقا ومصافحا)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরাতু সাবা' পাঠ করে, ক্বিয়ামতের দিন এমন কোন রাসূল এবং কোন নবী অবশিষ্ট থাকবে না তবে প্রত্যেকে তার বন্ধু ও করমর্দনকারী হবে।"[৮০৩]

---

৭৯৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৫।
৭৯৮ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, প৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৭।
৭৯৯ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৪৫৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৭।
৮০০ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৭।
৮০১ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৮০২ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪২।
৮০৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب مرفوعا فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৮০৪] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৮০৫] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৮০৬]

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৮০৭]

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৮০৮]

৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الملائكة (فاطر)

٥٠- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة أن أدخل من أي باب شئت)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরাতু আল-মালাই'কা পাঠ করে, তাকে জান্নাতের আটটি দরজা ডাকতে থাকে; যে কোন দরজা সে ইচ্ছা করে প্রবেশ করতে পারবে।"[৮০৯]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم المدائني ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة الملائكة دعنه يوم القيامة ثمانية أبواب الجنة) إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৮১০] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৮১১] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৮১২]

---

৮০৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৮।

৮০৫ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৪৮৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৮।

৮০৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৮।

৮০৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৮০৮ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৩।

৮০৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮১।

৮১০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৮।

৮১১ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৫০০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৮।

৮১২ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৮১৩]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৮১৪]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة يس

٥١- قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (إن لكل شيء قلب وقلب القرآن يس ومن قرأ يس يريد بها وجه الله تعالى غفر الله له وأعطاه من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منا عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه وأيما مسلم قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة يشربها وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, " প্রত্যেক কিছুরই হৃদয় আছে; কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াছীন। যে ব্যক্তি 'সূরাতু ইয়াছীন পাঠ করে; তদ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ইচ্ছা করে; আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন, এর দ্বারা তাকে এমন পুরুস্কার প্রদান করবেন যেন সে পবিত্র কুরআন বাইশবার পাঠ করেছে। যে কোন মুসলিমের নিকট তা মালাকুল মাওত অবতরণকালীন পাঠ করা হয়; তখন সূরা ইয়াছীনের প্রত্যেকটি হরফের বিনিময়ে দশজন করে ফিরিস্তা অবতরণ করে; তারা ঐ ব্যক্তির সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং তার জন্য তারা রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে; তার গোশলে তারা উপস্থিত থাকে। তারা লাশের পিছনে পিছনে যায় এবং তারা তার জন্য রহমত কামনা করে এবং তার দাফনে উপস্থিত থাকে। যে মুসলিম ব্যক্তি সূরা ইয়াছীন মুমূর্ষাবস্থায় পাঠ করে, মালাকুত মাওত তার আত্মা গ্রহণ করতে পারে না যে পর্যন্ত না জান্নাতের গোপনভাণ্ডার থেকে তার জন্য সুপেয় পানীয় না আনা হবে এবং সে তা পান করবে অতপর সে তাঁর শয়নাবস্থায় থাকবে; তারপর মৃত্যুর ফিরিস্তা তাঁর আত্মাকে গ্রহণ করবেন এবং সে পরিতৃপ্ত। সে নবীগণের হাউজের মুখপেক্ষী হবে না। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এমতাবস্থায় যে সে পরিতৃপ্ত। "[৮১৫]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث يوسف بن عطية عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب مرفوعا فذكره

---

৮১৩ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৮১৪ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৮।

৮১৫ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৮১৬]

২. ইবন আল-ক্বাদা'ঈ[৮১৭] নিম্নোক্ত সনদ ও মতনে হাদীসটি তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেন যা ইমাম সুয়ূতী[৮১৮] সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন-

رواه القضاعي في مسند الشهاب من طريق محمد بن جرير الطبري ثنا زكريا بن يحيى ثنا شبابة ثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بنى زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (إن لكل شيء قلب وإن قلب القرآن يس من قرأ يس وهو يريد بها الله عز وجل غفر الله له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتي عشر مرة وأيما مسلم قرى ء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون عليه ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه وأيما مسلم قرأ يس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة من الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان ويمكث في قبره وهو ريان ويبعث يوم القيامة وهو ريان ويحاسب وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان) انتهى

৩. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে سلام بن سليم المدائني এর সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৮১৯]

عن سلام بن سليم المدائني ثنا هارون ابن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب مرفوعا بلفظ القضاعي

৪. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৮২০]

৫. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৮২১]

৬. ইমাম তিরমিযী হাদীসটি নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করে হাদীসটিকে غريب বা বিরল বলেছেন।[৮২২]

---

৮১৬ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১১৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৯।

৮১৭ ইবন আল-ক্বাদা'ঈ, মুসনাদ আশ-শিহাব, হাদীস নং ১০৩৫।

৮১৮ ইমাম সুয়ূতী, আদ-দুররুল-মানুসুর ফীত্-তাফসীর বিল-মা'ছূর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৩৭।

৮১৯ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৯।

৮২০ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৮২১ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫১-৯৫২।

৮২২ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, বাবু মা যাআ ফী ফাযলি ইয়াছীন, হাদীস নং ২৮৮৭, খ. ৫, পৃ. ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن ابن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حبان عن قتادة عن انس قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات) انتهى وقال حديث غريب وفي الباب عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وحديث أبي بكر الصديق لا يصح وحديث أبي هريرة منظور فيه

৭. ইমাম তিরমিযী ও ইবন হাজার আল-আসকালানী হাদীসটির সনদে উল্লিখিত রাবী هارون أبو محمد সম্পর্কে বলেন, مجهول 'তিনি একজন অপরিচিত রাবী।[৮২৩]

৮. বলা হয় বর্ণনাকারী هارون أبو محمد আল-হাসান ইবন সালিহ এর শায়খ ছিলেন। তিনি সপ্তম স্তরের অপরিচিত।[৮২৪]

৯. আল-মুনযিরী,[৮২৫] আল-হাফিয ইবন কাছীর,[৮২৬] ইবন হাজার[৮২৭] হাদীসটিকে এ বর্ণনায় গারীব বা বিরল বলেছেন।

১০. আবূ হাতিম সনদে উল্লিখিত مقاتل بن حبان এর নাম مقاتل بن سليمان বলেন। তার মতে এটি একটি বাতিল হাদীস যার কোন ভিত্তি নেই।[৮২৮]

১১. ইমাম নাসির উদ্দীন আল-আলবানী উল্লিখিত مقاتل بن حبان এর নাম مقاتل بن سليمان হিসেবে সাব্যস্ত করেন যা ইমাম যাহাবীও[৮২৯] সনাক্ত করেছেন। সুতরাং مقاتل بن سليمان মিথ্যাবাদী হওয়ায় হাদীসটি মাওযূ'।[৮৩০]

১২. ইমাম মুনাদী বলেন, وفي الباب عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وفاما حديث أبي هريرة فاخرجه البراز وفيه مولي آلعلقمة وهو ضعيف وحديث أبي بكر الصديق فاخرجه الحكيم الترمذي من حديث انس এ সম্পর্কিত হাদীস আবূ বকর ও আবূ হুরাইরার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরাইরা (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি আল-বারাজ উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাধারাটি নিম্নোরূপ-

عن حديث زيد بن الحباب عن حميد المكي مولى آل علقمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه وسلم} (إن لكل شيء قلب وإن قلب القرآن يس) انتهى وقال لا نعلمه يرويه عن حميد إلا زيدا انتهى

---

৮২৩ ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, বাবু মা যাআ ফী ফাযলি ইয়াছীন, হাদীস নং ২৮৮৭, খ. ৫, পৃ. ১৬২; ইবন হাজার আল-আসকালানী, *আল-কাফী আশ-শাফি*, হাদীস নং ২৮৬, পৃ. ১৪০।

৮২৪ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত-তাক্বরীব, প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩১০।

৮২৫ আল-মুনযিরী, আত-তারগীব, খ. ২, পৃ. ২২।

৮২৬ আল-হাফিয ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৪৬।

৮২৭ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাহযীবুত-তাহযীব, প্রাগুক্ত*, খ. ১১, পৃ. ১৫; ইউসূফ ইবন আব্দুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৪৭।

৮২৮ আবূ হাতিম, আল-'ইলাল, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫-৫৬।

৮২৯ ইমাম যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির-রিজাল, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৬।

৮৩০ ইমাম নাসির উদ্দীন আল-আলবানী, আয-যাঈফা, নং ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাতে বর্ণনাকারী مولي آل علقمة রয়েছেন। তার নাম হুমাইদ আল-মাক্কী।[৮৩১] তিনি একজন য'ঈফ বা দুর্বল রাবী।[৮৩২]

৫. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الصافات

٥٢- عن علي قال من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من ألأاجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلى آخر السورة

অর্থ: 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে আশা করে যে ক্বিয়ামতের দিন প্রতিদান থেকে পূর্ণ পাল্লায় প্রদান করা হোক তার বসার স্থান থেকে উঠার সময় শেষ কথা যেন হয় 'সূবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতি আম্মা ইয়াসিফূন' থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত।"[৮৩৩]

সনদ:

رواه عن الرزاق في مصنفه في الصلاة أخبرنا ابن عيينة عن حمزة الثمالي عن الأصبغ بن نباتة قال قال علي بن أبي طالب من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل حين يفرغ من صلاته سبحان ربك رب العزة إلى آخرها

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফে হাদীসটি উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেছেন।[৮৩৪]

২. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে الأصبغ بن نباتة সনদে,[৮৩৫] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৮৩৬] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৮৩৭]

৩. ইবন আবি হাতিম নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مسندا مرسلا فقال ثنا عمار بن خالد الواسطي عن شبابة عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى) إلى آخره

৬. হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।

---

৮৩১ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৩।

৮৩২ ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত্-তাক্বরীব, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০৫।

৮৩৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮।

৮৩৪ আব্দুর রাজ্জাক, মুসান্নাফে, কিতাবুত সালাত, ।

৮৩৫ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮১।

৮৩৬ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৫২১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮১।

৮৩৭ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

٥٣- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ والصافات أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرئ من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه آمن بالمرسلين

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি 'সূরা ওয়াস সাফ্ফাত' পাঠ করে, তাকে প্রত্যেক জ্বীন ও শয়তানের হিসাবে দশটি করে প্রতিদান প্রদান করা হয়; তার থেকে শয়তানের প্ররোচনা দূরে থাকে; তাকে শির্ক থেকে সুরক্ষা দেয়া হয়; তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন তার দুই পর্যবেক্ষণকারী (ক্বিরামান-ক্বাতিবীন) স্বাক্ষ্য দিবে যে সে রসূলগণের (আ.) প্রতি বিশ্বাসী ছিল।"[৮৩৮]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة الصافات) إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৮৩৯] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৮৪০] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৮৪১]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৮৪২]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৮৪৩]

سورة ص

٥٤- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة ص كان له بوزن كل جبل سخره الله لداود عليه السلام عشر حسنات وعصمه أن يصر على ذنب صغير أو كبير)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা ছোয়াদ' পাঠ করে, তার জন্য দাউদ (আ.) এর প্রতি অনুগত করে দেয়া প্রত্যেকটি পাহাড়ের ভারের দশটি প্রতিদান হবে এবং তাকে ছাগিরা (ছোট) বা ক্বাবিরা (বড়) গুনাহ করা হতে সুরক্ষা করা হবে।"[৮৪৪]

---

৮৩৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮।

৮৩৯ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮২।

৮৪০ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৫২১ ; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮২।

৮৪১ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮২।

৮৪২ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৮৪৩ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

ذكره الثعلبي عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} من غير سند

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৮৪৫] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৮৪৬] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৮৪৭]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৮৪৮]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৮৪৯]
৪. হাদীসটি মাওয' বা জাল।

سورة الزمر

٥٥- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر

অর্থ: 'আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক রাত্রিতে সূরা বনী ইসরাঈল ও আয-যূমার' পাঠ করতেন।"[৮৫০]

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. ইমাম তিরমিযী তাঁর আল-জামি' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৮৫১]

رواه الترمذي في الدعوات والنسائي في التفسير في اليوم والليلة من حديث حماد بن زيد عن أبي لبابة مروان عن عائشة قالت كان النبي {صلى الله عليه وسلم} لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل

২. ইমাম নাসাঈ তাঁর আস-সুনান আল-কুবরাতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৮৫২]

---

৮৪৪ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৬।

৮৪৫ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৭৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৯৫।

৮৪৬ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩, পৃ. ৫৩৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৯৫।

৮৪৭ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৯৫।

৮৪৮ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৮৪৯ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬৪।

৮৫০ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮।

৮৫১ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু আদ-দাওয়াত, বাব ২২, হাদীস নং ৩৪০৫, খ. ৫, পৃ. ৪৭৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১১।

৮৫২ ইমাম নাসাঈ তা আস-সুনান আল-কুবরাতে, ; ইউসূফ ইবন আব্দুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১২, পৃ. ৩০৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

لفظ النسائي وكذا قالت كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يصوم حتى نقول إنه لا يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول إنه لا يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والرمز انتهى

৩. ইমাম হাকিম নিশাপূরী তাঁর তাফসীরে তা উপস্থাপন করেন।[৮৫৩] তাছাড়া তিনি তাঁর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থেও হাদীসটি সন্নিবেশিত করেন। তবে তার পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকেন।[৮৫৪]
৪. ইমাম বায়হাক্বী হাকিম থেকে তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে তা বর্ণনা করেন।[৮৫৫]
৫. ইমাম আহমদ,[৮৫৬] ইসহাক ইবন রাহবিয়া[৮৫৭] এবং আবূ ইয়া'লা আল-মাওসিলী[৮৫৮] তাঁদের স্ব-স্ব মুসনাদ গ্রন্থে তা সন্নিবেশিত করেছেন।
৬. হাদীসটি সাহীহুল ইসনাদ বলে প্রতীয়মান হয়।

٥٦- قوله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه يوم القيامة و أعطاه الله ثواب الخائفين

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বক্তব্য, "যে ব্যক্তি সূরা আয-যুমার পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার প্রত্যাশায় ছেদ ঘটাবেন না এবং আল্লাহ তাকে ভীত-সন্ত্রস্তগণের পুরুস্কার প্রদান করবেন।"[৮৫৯]

সনদ:

روى عن طريق أبي الخليل بزيع بن حسان و مخلد بن عبد الواحد كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان عن زربن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعا

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৮৬০]
২. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৮৬১]

---

৮৫৩ ইমাম হাকিম নিশাপূরী তাঁর তাফসীরে, ২/৪৩৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১১।
৮৫৪ ইমাম হাকিম নিশাপূরী, মুসতাদক; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১১।
৮৫৫ ইমাম বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯, ; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১১।
৮৫৬ ইমাম আহমদ, মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১২২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১১।
৮৫৭ ইসহাক ইবন রাহবিয়া, মুসনাদ; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১১।
৮৫৮ আবূ ইয়া'লা আল-মূছিলী, মুসনাদ; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১১।
৮৫৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮।
৮৬০ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৮৬১ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

سورة غافر/ المؤمن

٥٧- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة المؤمن لم تبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلى عليه واستغفر له)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-মুমিন' পাঠ করে, এমন কোন নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও মুমিনের (বিশ্বাসী) আত্মা নেই যে তার জন্য অনুগ্রহ কামনা করে না এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে না।"[৮৬২]

সনদ:

رواه الثعلبي من طريق ابن أبي حاتم ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا شبابة بن سوار ومن طريق ابن أبي داود ثنا محمد بن عاصم ثنا شبابة بن سوار ثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة حم المؤمن لم يبق نبي ولا صديق ولا شهيد وإلا صلوا عليه واستغفروا له) انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৮৬৩] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৮৬৪] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৮৬৫]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৮৬৬]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৮৬৭]
৪. হাদীসটি মাওযূ' বা জাল।

سورة حم السجدة { فصلت }

٥٨- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة السجدة أعطاه الله بكل حرف عشر حسنات)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি 'সূরা আস-সাজদাহ' পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রত্যেক 'হরফ' (অক্ষর) এর বিনিময়ে দশটি করে প্রতিদান প্রদান করেন।"[৮৬৮]

---

৮৬২ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩০।

৮৬৩ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৬৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২২৩।

৮৬৪ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৩।

৮৬৫ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২২৩।

৮৬৬ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৮৬৭ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

ذكره الثعلبي من رواية أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} من غير سند

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে সনদহীন হাদীসটি বণনা করেন।[৮৬৯]
২. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে بعدد كل حرف অংশটুকাসহ হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৮৭০]
৩. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৮৭১]
৪. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৮৭২]
৫. হাদীসটি মাওযূ' বা জাল।

سورة الشورى

٥٩- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ حم عسق كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون له)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরা হা-মীম-আইন-সিন-ক্বাফ' পাঠ করে, সে ঐ ব্যক্তির অর্ন্তভূক্ত হয় যার জন্য ফিরিস্তাগণ কল্যাণ কামনা করতে থাকেন; তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন এবং তার জন্য অনুগ্রহ কামনা করতে থাকেন।"[৮৭৩]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ حم عسق كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويترحمون عليه) انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে[৮৭৪] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৮৭৫]

---

৮৬৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৮।
৮৬৯ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৮৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩০।
৮৭০ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩০।
৮৭১ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৮৭২ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯২।
৮৭৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৬।
৮৭৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩০১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৪৬।
৮৭৫ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৮৭৬]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৮৭৭]
৪. হাদীসটি মাওযূ' বা জাল।

سورة الزخرف

٦٠- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ (سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة بغير حساب)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরা আয-যুখরুফ' পাঠ করে, কিয়ামতের দিন সে ঐসব বান্দাগণের অর্ন্তভূক্ত হবে যাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে হে বান্দাগণ! আজকে তোমাদের কোন ভয় নেই; তোমরা কোন চিন্তাও করো না; তোমরা কোন হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ কর।"[৮৭৮]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرأ سورة الزخرف) إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৮৭৯] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৮৮০] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৮৮১]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৮৮২]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৮৮৩]
৪. হাদীসটি মাওযূ' বা জাল।

---

৮৭৬ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৮৭৭ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮২।

৮৭৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪।

৮৭৯ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩২৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫৬-২৫৭।

৮৮০ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৬৩ ; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৬-২৫৭।

৮৮১ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫৬-২৫৭।

৮৮২ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৮৮৩ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

سورة الدخان

٦١- وعنه {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ حم التي يذكر فيها الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفورا)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরা হা-মীম' যেখানে 'আদ-দুখান' (শব্দটি) উল্লেখ রয়েছে, জুমার রাত্রিতে পাঠ করে; সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে সকালে উপনীত হয়।"[৮৮৪]

সনদ:

رواه الترمذي في فضائل القرآن من حديث عمر بن أبي خثعم ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ حم الدخان) إلى آخره وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعمر بن أبي خثعم يضعف قال محمد منكر الحديث انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেছেন।[৮৮৫] তিনি বলেন, হাদীসটি গারীব। রাবী ইবন আবি খাইসাম যায়ীফ। সত্য কথা হচ্ছে, তিনি আবূ হুরাইরা (রা.) হতে শুনতে পাননি।[৮৮৬] ইমাম আল-আলবানী উক্ত হাদীসকে য'ঈফ বা দুর্বল বলেন।[৮৮৭] তবে এ রাবীকে জালকরণের অভিযোগ করেন।[৮৮৮]

২. ইবনুস সানাই তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।[৮৮৯]

৩. ইমাম বায়হাকী তাঁর গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করে বর্ণনাকারী عمر بن أبي خثعم সম্পর্কে বলেন, منكر الحديث 'মুনকিরুল হাদীস'।[৮৯০]

৪. ইবন হিব্বান বলেন, عمر بن أبي راشد اليمامي وهو الذي يقال له عمر بن عبد الله بن أبي خثعم كان يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل القدح وأسند عن ابن معين انه قال فيه ليس بشيء

৫. হাদীসটি য'ঈফ বা দুর্বল।

---

৮৮৪ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৯।

৮৮৫ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, ফাযায়িলিল কুরআন, বাবু মা যাআ ফি ফাযলি হা-মীম আদ-দুখান, হাদীস নং ২৮৮৯, খ. ৫, পৃ. ১৬৩।

৮৮৬ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮৫।

৮৮৭ ইমাম আল-আলবানী, যায়ীফুল জামি', (বৈরূত: আল- মাকতাবা আল-ইসলামী, তা.বি.) খ. ৫, পৃ. ২৩৫।

৮৮৮ ইমাম আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

৮৮৯ ইবনুস সানাই, ফী 'আমালিল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা, বাবু মা য়ুসতাহাব্বু আই-য়ুকরাআ ফী আল- ইয়াওমি ওয়াল লাইলা, পৃ. ২৫০।

৮৯০ ইমাম বায়হাকী, শু'আবিল ঈমান, আল-বাবু আত-তাসিউ আশার, ১/২/৩৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

سورة الجاثية

٦٢- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ حم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته يوم الحساب)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আল-জাছিয়া' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার গোপনীয়তা ঢেকে রাখবেন এবং হিসাবের দিন তার ভয় দূও করে দিবেন।"[৮৯১]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب مرفوعا

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৮৯২] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৮৯৩] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৮৯৪]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৮৯৫]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৮৯৬]
৪. হাদীসটি মাওযূ' বা জাল।

سورة الأحقاف

٦٣- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال من قرأ سورة الأحقاف كتب الله له عشر حسنات بعدد كل رملة في الدنيا)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আল-আহকাফ' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যে পরিমাণ বিধবা নারী রয়েছে প্রত্যেকের হিসাবে দশটি প্রতিদান প্রদান করবেন।"[৮৯৭]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة الأحقاف

---

৮৯১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৪।

৮৯২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৮৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭৬।

৮৯৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৯৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৬।

৮৯৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭৬।

৮৯৫ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৮৯৬ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯০।

৮৯৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭০।

Dhaka University Institutional Repository

أعطي من الأجر بعدد كل رمل في الدنيا عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات) انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৮৯৮] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৮৯৯] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯০০]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯০১]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯০২]
৪. হাদীসটি মাওযূ' বা জাল।

سورة القتال/محمد

٦٤- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال (من قرأ سورة محمد {صلى الله عليه وسلم} كان حقا على الله أن يسقيه من أنهار الجنة)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা মুহাম্মদ' পাঠ করে তাকে জান্নাতের নদীসমূহ থেকে পান করানো আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়।"[৯০৩]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد البوسنجي ثنا سعيد بن جعفر قال قرأت على معقل بن عبد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة محمد) إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯০৪] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯০৫] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯০৬]

---

৮৯৮ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯১।

৮৯৯ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ১০২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯১।

৯০০ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯১।

৯০১ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৯০২ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯১।

৯০৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৬।

৯০৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০১।

৯০৫ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ১১৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০১।

৯০৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০১।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯০৭]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯০৮]
৪. হাদীসটি মাওযূ' বা জাল।

سورة الفتح

٦٥- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال (من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد {صلى الله عليه وسلم} فتح مكة)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাত্হ' পাঠ করে সে যেন মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে মাক্কা বিজয়ের সময় উপস্থিত ছিল।[৯০৯]

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. ইবন গানাঈম তাঁর গ্রন্থে এভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,[৯১০] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯১১] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯১২]
২. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯১৩]
৩. হাদীসটি মাওযূ' বা জাল।

سورة الحجرات

٦٦- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله عز وجل وعصاه)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি সূরা আল-হুজরাত' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে যে পরিমাণ লোক আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে এবং যে পরিমাণ লোক অবাধ্য হয়, সে হিসাবে তাকে প্রতিদান প্রদান করেন।"[৯১৪]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم المدائني ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة الحجرات) إلى آخره

---

৯০৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৯০৮ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৩।
৯০৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮২।
৯১০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩১৯।
৯১১ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ১৩৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৯।
৯১২ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩১৯।
৯১৩ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৯।
৯১৪ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯১৫] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯১৬] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯১৭]

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯১৮]

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯১৯]

৪. খাবারুন মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত সংবাদ।

سورة ق

٦٧- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال (من قرأ سورة ق هون الله عليه حثارات الموت وسكراته)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা ক্বফ' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর মৃত্যুর কষ্ট ও যাতনাকে লাঘব করে দেন।"[৯২০]

قلت رواه الثعلبي أنا أبو الخير محمد بن القاسم بن أحمد الماوردي ثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن شادة الكرابيسي ثنا أحمد بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن يحيى ثنا سلمة بن قتيبة عن شعبة عن عاصم بن بهدله عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة ق هون الله عليه) إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯২১] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯২২] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯২৩]

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯২৪]

---

৯১৫ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৩।

৯১৬ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ১৪৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৩।

৯১৭ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৩।

৯১৮ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৯১৯ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৬।

৯২০ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৯।

৯২১ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৯২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬১।

৯২২ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ১৬২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬১।

৯২৩ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬১।

৯২৪ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাব্ ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯২৫]
৪. খাবারুন মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত সংবাদ।

سورة الذاريات

٦٨- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة الذاريات أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আয-যারিয়াত' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে যে পরিমাণ বাতাস পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, সে পরিমাণের দশগুণ প্রতিদান প্রদান করেন।"[৯২৬]

قلت رواه الثعلبي في تفسيره من حديث نوح بن أبي مريم عن علي بن زيد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة الذاريات) إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯২৭] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯২৮] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯২৯]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯৩০]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯৩১]
৪. খাবারুন মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত সংবাদ।

سورة الطور

٦٩- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال (من قرأ سورة الطور كان حقا على الله أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه في جنته)

---

৯২৫ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৮।
৯২৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩।
৯২৭ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৭।
৯২৮ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ১৭৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬৭।
৯২৯ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৭।
৯৩০ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৯৩১ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আত-তূর' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার উপর তাকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করা এবং তাঁর জান্নাতে তাঁর নেয়ামত (অনুগ্রহ) প্রদান করা দায়িত্ব হয়ে যায়।"[৯৩২]

সনদ:

رواه الثعلبي أنا أبو الحسن الفارسي ثنا أبو محمد بن أبي حامد ثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الأصبهاني ثنا المؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان الثوري ثنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة والطور إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯৩৩] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯৩৪] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯৩৫]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯৩৬]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯৩৭]
৪. খাবারুন মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত সংবাদ।

سورة النجم

٧٠- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة والنجم أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل من صدق بمحمد {صلى الله عليه وسلم} وجحد به بمكة)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি সূরা আন-নাজ্‌ম' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে যে পরিমাণ লোক পবিত্র মাক্কায় মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং যে পরিমাণ তাকে অস্বীকার করেছিল সে পরিমাণ প্রতিদান প্রদান করবেন।"[৯৩৮]

---

৯৩২ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৭।
৯৩৩ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭৪।
৯৩৪ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ১৮৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৪।
৯৩৫ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭৪।
৯৩৬ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৯৩৭ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১২।
৯৩৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০১।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أمه عن أبي أمامة عن أبي كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة والنجم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد {صلى الله عليه وسلم} وكذب به) انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯৩৯] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯৪০] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯৪১]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯৪২]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯৪৩]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة القمر

٧١- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة القمر في كل غب بعثه الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রত্যুষে 'সূরা আল-ক্বামার' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে এমনভাবে উত্থিত করবেন যে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে।"[৯৪৪]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد العدل ثنا أبو يحيى البزار ثنا محمد بن منصور ثنا محمد بن عمران بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثني أبي عن مجالد بن عبد الواحد عن الحجاج بن عبد الله عن أبي الجليل عن علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة اقتربت الساعة في كل غب بعث يوم القيامة ووجهه على صورة

---

৯৩৯ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬।

৯৪০ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ১৯২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৮৬।

৯৪১ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬।

৯৪২ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৯৪৩ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৬।

৯৪৪ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৫।

Dhaka University Institutional Repository

القمر ليلة البدر ومن قرأها في كل ليلة فهو أفضل وجاء يوم القيامة ووجهه مسفر على وجوه الخلائق) انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯৪৫] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯৪৬] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯৪৭]

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯৪৮]

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯৪৯]

৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الرحمن جل وعلا

٧٢- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة الرحمن أدى شكر ما أنعم الله عليه)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আর-রাহমান' পাঠ করে সে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করে।"[৯৫০]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث سلام بن سليم المدائني ثنا هارون ابن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة الباهلي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة الرحمن رحم الله ضعفه وأدى شكر ما أنعم الله عليه)

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯৫১] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯৫২] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯৫৩]

---

৯৪৫ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৬০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯২-৩৯৩।

৯৪৬ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ২০৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯২-৩৯৩।

৯৪৭ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯২-৩৯৩।

৯৪৮ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৯৪৯ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৯।

৯৫০ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯।

৯৫১ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯।

৯৫২ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ২১৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯৫৪]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯৫৫]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الواقعة

٧٣- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال (من قرأ سورة الواقعة في كل ليله لم تصبه فاقة أبدا)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-ওয়াকি'আ' প্রত্যেক রাতে পাঠ করে তাকে কখনোই আর্থিক অনটন স্পর্শ করবে না।"[৯৫৬]

সনদ:

رواه البيهقي في شعب الإيمان في الباب التاسع عشر من حديث الحجاج ابن منهال ثنا السدي بن يحيى الشبياني أبو الهيثم عن شجاع عن أبي فاطمة أن عثمان بن عفان عاد ابن مسعود في مرضه فقال ما تشتكي قال ذنوبي قال فما تشتهي قال وجه ربي قال ألا ندعو لك طبيبا قال الطبيب أمرضني قال ألا آمر لك بعطائك قال منحتنيه قبل اليوم فلا حاجة لي فيه قال تدعه لأهلك وعيالك قال إني علمتهم شيئا إذا قالوه لم يفتقروا سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول (من قرأ الواقعة كل ليلة لم يفتقر) انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. ইমাম বায়হাক্বী উল্লিখিত সনদে ও মতনে হাদীসটি তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৯৫৭]
২. আবূল আলী আল-মাওসিলী তাঁর মুসনাদে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন।[৯৫৮]

رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن منيب العدني عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي ظبية عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا) فكان أبو ظبية لا يدعها انتهى

---

৯৫৩ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯।
৯৫৪ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৯৫৫ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২১।
৯৫৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৩।
৯৫৭ ইমাম বায়হাক্বী, *শু'আবিল ঈমান*, প্রাগুক্ত, আল-বাবুত তাসিউ আশার, খ. ১, পৃ. ৩৭২।
৯৫৮ আবূল আলী আল-মুসিলী, মুসনাদে,

Dhaka University Institutional Repository

৩. আবূল আলী আল-মাওসিলী বলেন, হাদীসটি আবূ বকর ইবন সানাঈ তাঁর গ্রন্থে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। رواه أبو بكر بن السني في كتاب عمل اليوم والليلة بهذا الإسناد الثاني ومتنه وهو سند جيد

৪. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে নিম্নোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৯৫৯]

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث أبي بكر العطاردي ثنا السري بن يحيى عن شجاع عن أبي ظبية الجرجاني قال دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود فذكر

৫. ইবনুল যূজী তাঁর আল-'ইলাল আল-মুতানাহিয়্যাহ গ্রন্থে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন।[৯৬০]

رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق ابن وهب حدثني السري ابن يحيى أن شجاعا حدثه عن أبي ظبية عن ابن مسعود قال سمعت النبي {صلى الله عليه وسلم} يقول (من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة) انتهى ثم قال قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر وشجاع والسري لا أعرفهما انتهى

৬. ইমাম আহমাদ এ হাদীস ও সনদ সম্পর্কে বলেন, هذا حديث منكر وشجاع والسري لا أعرفهما । অর্থাৎ হাদীসটি মুনকার, শুজা' এবং সির্‌সিকে আমি জানি না।

৭. ইমাম বুখারী হাদীসটি বলেন, إنه هو أبو ظبية।

৮. হাদীসটি য'ঈফ বা দুর্বল।

سورة الحديد

٧٤- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسله)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি 'সূরা আল-হাদীদ' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ সকল ব্যক্তিগণের অর্ন্তভূক্ত করেন যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।"[৯৬১]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم المدائني بسنده المعروف

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে سلام بن سليم المدائني সনদে,[৯৬২] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯৬৩] এবং

---

৯৫৯ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৯৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১২-৪১৪।

৯৬০ ইবনুল যূজী, আল-'ইলাল আল-মুতানাহিয়্যাহ, ; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১২-৪১৪।

৯৬১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৯।

৯৬২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২২৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪২০।

Dhaka University Institutional Repository

ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯৬৪]

২. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯৬৫]

৩. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة المجادلة

٧٥- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-মুজাদালাহা' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন 'হিজবুল্লাহ' (আল্লাহর দলের সদস্য) হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন।"[৯৬৬]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم المدائني ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯৬৭] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯৬৮] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯৬৯]

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯৭০]

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯৭১]

৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الحشر

٧٦- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)

---

৯৬৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ২৪৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪২০।

৯৬৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪২০।

৯৬৫ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২৮।

৯৬৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৩।

৯৬৭ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৫২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৪।

৯৬৮ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ২৫৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৪।

৯৬৯ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৪।

৯৭০ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৯৭১ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-হাশর' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বাপর সব অপরাধ ক্ষমা করে দেন।"[৯৭২]

সনদ:

رواه الثعلبي أنا الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري ثنا ابن حمدان ثنا أبي ثنا محمد بن يونس الكديمي ثنا عمرو بن عاصم ثنا أبو الأشهب عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ آخر سورة الحشر) إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৯৭৩]

২. সনদে উল্লিখিত বর্ণনাকারী يزيد بن أبان একজন كذاب বা মিথ্যাবাদী।[৯৭৪]

৩. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الممتحنة

٧٧- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال (من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-মুমতাহিনা' পাঠ করে মুমিন নর-নারী তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবে।"[৯৭৫]

সনদ:

رواه الثعلبي أخبرنا أبو الحسن الخبازي المقرئ أنا ابن حسان أنا الفرقدي ثنا إسماعيل بن عمرو ثنا يوسف بن عطية ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (من قرأ سورة الممتحنة) إلى آخر

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯৭৬] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯৭৭] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯৭৮]

---

৯৭২ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৮।

৯৭৩ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৬৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪৩।

৯৭৪ তাখরীযু আহাদীসিল বায়দাভী, খ. ৩, পৃ. ১০৩৬ দ্র: টিকা- ৫।

৯৭৫ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩২।

৯৭৬ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৯০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬৫-৪৬৬।

৯৭৭ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ২৮১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬৫-৪৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯৭৯]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯৮০]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الصف

٧٨- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة الصف كان عيسى مصليا عليه مستغفرا له ما دام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقة

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরা আস-সাফ্ফ' পাঠ করে ঈসা (আ.) পৃথিবীতে যতদিন থাকবেন ততদিন তার জন্য রহমতের প্রত্যাশা করবেন; তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং তিনি আখিরাতে তার সঙ্গী হবেন।"[৯৮১]

সনদ:

رواه الثعلبي أخبرنا أبو الحسين الخبازي ثنا ابن حنش المقرئ ثنا أبو العباس محمد بن موسى الرازي ثنا عبد الله بن روح المدائني ثنا شبابة بن سوار الفزاري ثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯৮২] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯৮৩] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯৮৪]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯৮৫]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯৮৬]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

---

৯৭৮ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬৫-৪৬৬।
৯৭৯ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৯৮০ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩৮।
৯৮১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৪।
৯৮২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩০১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮।
৯৮৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ২৯০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮।
৯৮৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮।
৯৮৫ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৯৮৬ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪০।

Dhaka University Institutional Repository

سورة الجمعة

٧٩- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة الجمعة أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة وبعدد من لم يأتهم في أمصار المسلمين

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-জুম'আ' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে মুসলিমগণের শহরসমূহে যে পরিমাণ লোক জুম'আয় আসে এবং যে পরিমাণ আসে না তার তার দশগুণ প্রতিদান প্রদান করবেন।"[৯৮৭]

সনদ:

رواه الثعلبي حدثنا أبو موسى عمران بن موسى ثنا مكي بن عبدان ثنا سليمان ثنا أبو معاذ عن أبي عصمة عن زيد العمي عن أبي نضرة عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة الجمعة إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯৮৮] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯৮৯] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯৯০]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯৯১]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯৯২]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة المنافقين

٨٠- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة المنافقين برئ من النفاق

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি সূরা আল-মুনাফিকুন' পাঠ করে সে 'নিফাক' বা কপটতা থেকে মুক্ত (নিরাপদ) থাকে।"[৯৯৩]

قلت رواه الثعلبي من طريق ابن أبي داود ثنا محمد بن عاصم ثنا شبابة ثنا مخلد بن عبد

---

৯৮৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৬।
৯৮৮ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩০৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯।
৯৮৯ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ২৯৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯।
৯৯০ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯।
৯৯১ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৯৯২ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪২।
৯৯৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

الواحد عن علي بن زيد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[৯৯৪] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[৯৯৫] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[৯৯৬]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[৯৯৭]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[৯৯৮]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة التغابن

٨١- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি সূরা আত-তাগাবুন' পাঠ করে তার থেকে আকস্মিক মৃত্যু তুলে নেয়া হয়।"[৯৯৯]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن علي بن زيد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০০০] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০০১] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০০২]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০০৩]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০০৪]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

---

৯৯৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩১৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৭।
৯৯৫ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩০২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৭।
৯৯৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৭।
৯৯৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৯৯৮ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৩।
৯৯৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪।
১০০০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯ পৃ. ৩২৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪।
১০০১ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩০৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪।
১০০২ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪।
১০০৩ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১০০৪ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

سورة الطلاق

٨٢- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله {صلى الله عليه وسلم}

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি সূরা আত-তালাক' পাঠ করে সে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাতের উপর মৃত্যুবরণ করে।"[১০০৫]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير العبدي عن زيد بن أسلم عن ابيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০০৬] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০০৭] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০০৮]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০০৯]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০১০]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة التحريم

٨٣- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة التحريم آتاه الله توبة نصوحا

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি সূরা আত-তাহরীম' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে 'তাওবাতুন-নাসূহা' প্রদান করেন।"[১০১১]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة الباهلي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

১০০৫ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৫।

১০০৬ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৩১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৫।

১০০৭ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩১০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৫।

১০০৮ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৫।

১০০৯ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১০১০ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৭।

১০১১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০১২] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০১৩] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০১৪]

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০১৫]

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০১৬]

৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الملك

٨٤- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة الملك فكأنما أحيا ليلة القدر

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আল-মুল্ক' পাঠ করে সে যেন লাইলাতুল ক্বাদরে জাগ্রত ছিল।"[১০১৭]

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০১৮] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০১৯]

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০২০]

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০২১]

৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة ن

٨٥- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال من قرأ سورة القلم أعطاه الله عز وجل ثواب الذين حسن الله أخلاقهم

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আল-ক্বলম' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ ব্যক্তিগণের প্রতিদান প্রদান করবেন, যাদের চরিত্রকে আল্লাহ তা'আলা সৌর্দয্যমণ্ডিত করেছেন।"[১০২২]

১০১২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৪৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৮।

১০১৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩১৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৮।

১০১৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৮।

১০১৫ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১০১৬ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫১।

১০১৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫১।

১০১৮ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩২৫ ; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭১।

১০১৯ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭১।

১০২০ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১০২১ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫২।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب مرفوعا فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০২৩] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০২৪] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০২৫]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০২৬]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০২৭]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الحاقة

٨٦- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حسابا يسيرا

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আল-হাক্কা' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার (থেকে) সহজভাবে হিসাব গ্রহণ করবেন।"[১০২৮]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০২৯] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০৩০] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০৩১]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০৩২]

১০২২ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৫।
১০২৩ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৯।
১০২৪ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩৩২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৯।
১০২৫ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৯।
১০২৬ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১০২৭ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৫।
১০২৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৮।
১০২৯ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৫।
১০৩০ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩৪৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৫।
১০৩১ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৫।
১০৩২ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০৩৩]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة المعارج

৮৭- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة سأل سائل أعطاه الله ثواب الذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি 'সূরা সাআলা সা ইলুন' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ ব্যক্তিগণের প্রতিদান প্রদান করবেন, যারা নিজেদের আমানত এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"[১০৩৪]

সনদ:

رواه الثعلبي اخبرني محمد بن القاسم ثنا اسماعيل بن نجيد ثنا محمد ابن ابراهيم بن سعيد ثنا سعيد بن حفص قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة سأل سائل اعطاه الله ثواب الذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০৩৫] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০৩৬] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০৩৭]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০৩৮]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০৩৯]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة نوح عليه السلام

৮৮- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح

১০৩৩ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৬।
১০৩৪ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৩।
১০৩৫ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯০।
১০৩৬ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩৫০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯০।
১০৩৭ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯০।
১০৩৮ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১০৩৯ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আন-নূহ' পাঠ করে সে ঐ সকল মু'মিনগণের অন্তর্ভূক্ত হবে যাদেরকে নূহের দাওয়াত স্পর্শ করেছিলো।"[১০৪০]

সনদ:

رواه الثعلبي اخبرني محمد بن القاسم ثنا محمد بن محمد بن شادة ثنا احمد بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن يحيى ثنا سلم بن قتيبة عن سعيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০৪১] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০৪২] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০৪৩]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০৪৪]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০৪৫]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الجن

٨٩- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جن صدق بمحمد وكذب به عتق رقبة

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আল-জিন্ন' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে যে পরিমাণ জিন্ন মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন (ঈমান) করেছিল এবং যে পরিমাণ জিন্ন মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, সে পরিমাণ দাসমুক্তির প্রতিদান প্রদান করবেন।"[১০৪৬]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث نوح بن أبي مريم عن علي بن زيد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعا فذكره

১০৪০ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৩।

১০৪১ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯৫।

১০৪২ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩৫৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯৫।

১০৪৩ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯৫।

১০৪৪ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১০৪৫ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৮।

১০৪৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০৪৭] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০৪৮] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০৪৯]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০৫০]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০৫১]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة المزمل

٩٠- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة المزمل دفع الله عنه العسرة في الدنيا والاخرة

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি সূরা আল-মুজাম্মিল' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে দুনিয়া এবং আখিরাতের সর্বপ্রকার জটিলতা (কাঠিন্য) কে দূরীভূত করবেন।"[১০৫২]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث المؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان الثوري ثنا أسلم المقرئ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزى عن أبيه عن أبي بن كعب مرفوعا فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০৫৩] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০৫৪] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০৫৫]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০৫৬]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০৫৭]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

১০৪৭ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০৪।

১০৪৮ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩৬১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০৪।

১০৪৯ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০৪।

১০৫০ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১০৫১ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৯।

১০৫২ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৮।

১০৫৩ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৫৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৩।

১০৫৪ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩৭১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৩।

১০৫৫ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৩।

১০৫৬ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১০৫৭ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬২।

Dhaka University Institutional Repository

سورة المدثر

٩١- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق محمدا وكذب به بمكة

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি সূরা আল-মুদাস্‌সির' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে পবিত্র যে পরিমাণ লোক মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন (ঈমান) করেছিল এবং যে পরিমাণ লোক তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তার হিসেবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন।"[১০৫৮]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد ابن اسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة المدثر إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০৫৯] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০৬০] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০৬১]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০৬২]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০৬৩]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة القيامة

٩٢- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة أنه كان مؤمنا بيوم القيامة

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-কিয়ামাহ' পাঠ করে আমি এবং জিব্‌রাইল কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবো যে, সে কিয়ামাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী ছিলো।"[১০৬৪]

১০৫৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭১।

১০৫৯ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৬৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৩।

১০৬০ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩৭৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৩।

১০৬১ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৩।

১০৬২ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১০৬৩ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث محمد بن عمران بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثني أبي عن مجالد بن عبد الواحد عن الحجاج بن عبد الله بن أبي الخليل عن علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره وزاد وجاء وجهه مسفرا على وجوه الخلائق يوم القيامة انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০৬৫] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০৬৬] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০৬৭]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০৬৮]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০৬৯]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الإنسان

٩٣- قال عليه السلام من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنة وحريرا

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা হাল আতা' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত ও রেশমী কাপড়।"[১০৭০]

সনদ:

رواه الثعلبي أخبرنا باقل بن أرقم ثنا محمد بن شادة ثنا محمد بن احمد بن الحسن ثنا محمد بن يحيى ثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن عاصم عن زر عن أبي قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০৭১] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০৭২] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০৭৩]

১০৬৪ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৩।

১০৬৫ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৮১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩০।

১০৬৬ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩৯০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩০।

১০৬৭ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩০।

১০৬৮ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১০৬৯ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৯।

১০৭০ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৬।

১০৭১ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৯৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০৭৪]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০৭৫]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة المرسلات

٩٤- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال من قرأ والمرسلات كتب له انه ليس من المشركين

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আর-মুরসালাত' পাঠ করে তাকে লিপিবদ্ধ করা হয় যে, সে মুশরিকদের মধ্যে পরিগণিত নয়।"[১০৭৬]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث محمد بن عمران بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثني أبي عن مجالد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعا فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০৭৭] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০৭৮] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০৭৯]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০৮০]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০৮১]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة عم

٩٥- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} انه قال من قرأ سورة عم يتساءلون سقاه الله برد الشراب يوم القيامة

১০৭২ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৩৯৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৬।
১০৭৩ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৬।
১০৭৪ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১০৭৫ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭২।
১০৭৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৯।
১০৭৭ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১০৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪০।
১০৭৮ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৪০৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪০।
১০৭৯ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪০।
১০৮০ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১০৮১ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আম্মা ইয়াতাসাআ'লুনা' পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন শীতল পানীয় পান করাবেন।"[১০৮২]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد ابن أسلم عن ابيه عن أبي أمامة قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০৮৩] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০৮৪] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০৮৫]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০৮৬]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০৮৭]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة النازعات

٩٦- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة النازعات كان ممن حبسه الله تعالى في القبر والقيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة المكتوبة

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি 'সূরা আন-নাযি'আত' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিগণিত করবেন যাদেরকে কবরে এবং কিয়ামতে ফরজকৃত সালাতের পরিমাণ সময় (অবস্থান করে) পরে জান্নাতের প্রবেশ করাবেন।"[১০৮৮]

সনদ:

ذكره الثعلبي مقطوعا فقال وروى أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة والنازعات كان حبسه في القبر حتى يدخل الجنة قدر صلاة مكتوبة قال وروي لم يكن حبسه في القبر والقيامة إلا كقدر صلاة مكتوبة انتهى

১০৮২ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮১।
১০৮৩ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১১৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৬।
১০৮৪ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৪১১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৬।
১০৮৫ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৬।
১০৮৬ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১০৮৭ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৮।
১০৮৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০৮৯] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০৯০] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০৯১]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০৯২]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০৯৩]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة عبس

٩٧- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال من قرأ سورة عبس جاء القيامة ووجهه ضاحك مستبشر

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা 'আবাসা' পাঠ করে কিয়ামতের দিন সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়ে আগমণ করবে।"[১০৯৪]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب مرفوعا فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১০৯৫] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১০৯৬] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১০৯৭]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১০৯৮]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১০৯৯]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

১০৮৯ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১২২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫২।

১০৯০ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৪১৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫২।

১০৯১ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫২।

১০৯২ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১০৯৩ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৯।

১০৯৪ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪।

১০৯৫ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৩০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫৯।

১০৯৬ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৪২২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫৯।

১০৯৭ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫৯।

১০৯৮ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১০৯৯ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮১।

Dhaka University Institutional Repository

سورة التكوير

٩٨- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} انه قال من قرأ سورة إذا الشمس كورت) أعاذه الله أن يفضحه حين تنشر صحيفته

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা ইযাস শামছু কুব্বিরাত' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে যখন তার 'সহীফা' (কর্মকান্ডের হিসাব) প্রকাশ করা তখন তাকে অপমান হতে সুরক্ষা দিবেন।"[১১০০]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১০১] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১০২] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১০৩]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১০৪]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১০৫]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الانفطار

٩٩- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} انه قال من قرأ إذا السماء انفطرت كتب الله له بعدد كل قطرة من السماء حسنة وبعدد كل قبر حسنة

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'ইযাস সামাউন ফাতারাত' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে আকাশ থেকে ঝড়া বৃষ্টির প্রতিটি ফোটার সংখ্যা হিসাবে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন এবং প্রত্যেক কবরের সংখ্যার হিসাবে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন।"[১১০৬]

১১০০ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৭।

১১০১ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৩৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৪।

১১০২ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৪২৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৪।

১১০৩ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৪।

১১০৪ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১১০৫ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮২।

১১০৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن اسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره وزاد وأصلح له شأنه يوم القيامة انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১০৭] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১০৮] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১০৯]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১১০]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১১১]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة المطففين

١٠٠- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة المطففين سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি 'সূরা আল-মুতাফিফীন' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন 'আর-রাহীক আল-মাকতুম' (মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয়) থেকে পান করাবেন।"[১১১২]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث سلام بن سليم المدائني ثنا هارون ابن كثير عن زيد بن أسلم عن ابيه عن أبي امامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة المطففين إلى اخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১১৩] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১১৪] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১১৫]

১১০৭ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৪৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৮।

১১০৮ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৮।

১১০৯ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৮।

১১১০ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১১১১ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮৩।

১১১২ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯০।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে নিম্নোক্ত সনদেও হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১১৬]

رواه ابن مردويه في تفسيره حدثنا أبو عمرو احمد بن محمد بن إبراهيم ثنا أبو امية محمد بن ابراهيم ثنا عمرو بن سفيان القطيعي ثنا الحسن بن عجلان وهو ابن أبي جعفر الجفري ثنا علي بن زيد عن زر بن حبيش عن أبي ابن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ ويل للمطففين سقاه الله من الرحيق المختوم قيل يا رسول الله وما الرحيق المختوم قال غدران الخمر انتهى

৩. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১১৭]

৪. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১১৮]

৫. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الانشقاق

١٠١- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة انشقت أعاذه الله أن يعطيه كتابه وراء ظهره

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-ইনশাক্কাত' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার পিছন দিক থেকে তার কিতাব (কর্মকাণ্ডের হিসাবাবলী) প্রদান করা হতে সুরক্ষা দিবেন।"[১১১৯]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث سلام بن سليم المدائني ثنا هارون ابن كثير عن زيد بن أسلم عن ابيه عن أبي امامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة انشقت إلى اخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১২০] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১২১] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১২২]

১১১৩ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৪৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৪।

১১১৪ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৪৪০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৪।

১১১৫ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৪।

১১১৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৪।

১১১৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১১১৮ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮৯।

১১১৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯২।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১২৩]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১২৪]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة البروج

١٠٢- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} انه قال من قرأ سورة البروج أعطاه الله بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة تكون في الدنيا عشر حسنات

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-বুরুজ' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে প্রত্যেক জুমা দিবস ও আরাফাহর দিবসের সংখ্যার হিসাবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান দিবেন।"[১১২৫]

সনদ:

رواه الثعلبي اخبرني محمد بن القاسم ثنا اسماعيل بن نجيد ثنا محمد ابن ابراهيم بن سعد ثنا سعيد بن حفص قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ والسماء ذات البروج إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১২৬] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১২৭] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১২৮]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১২৯]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১৩০]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

১১২০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৫৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৮।
১১২১ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৪৫১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৮।
১১২২ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৮।
১১২৩ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১১২৪ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮৯।
১১২৫ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৩।
১১২৬ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৬৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬।
১১২৭ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৪৫৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬।
১১২৮ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬।
১১২৯ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১১৩০ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯১।

Dhaka University Institutional Repository

سورة الطارق

١٠٣- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة الطارق أعطاة الله تعالى بكل نجم في السماء عشر حسنات

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আত-তারিক' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে আকাশে অবস্থিত প্রত্যেকটি তারকার হিসাবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন।"[১১৩১]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১৩২] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১৩৩] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১৩৪]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১৩৫]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১৩৬]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الأعلى

١٠٤- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال من قرأ سورة الاعلى أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف انزله الله على ابراهيم وموسى ومحمد

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-আলা' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রত্যেক ইব্রাহিম, মূসা ও মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ প্রত্যেকটি অক্ষরের হিসাবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন।"[১১৩৭]

১১৩১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৪।

১১৩২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৭৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯০।

১১৩৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪, পৃ. ৪৬৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯০।

১১৩৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯০।

১১৩৫ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১১৩৬ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯২।

১১৩৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث سلام بن سليم المدائني ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن ابيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১৩৮] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১৩৯] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১৪০]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১৪১]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১৪২]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الغاشية

١٠٥- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة الغاشية حاسبه الله حسابا يسيرا

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-গাশিয়া' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার হিসাবকে সহজ করে দিবেন।"[১১৪৩]

সনদ:

رواه الثعلبي أنا محمد بن القاسم ثنا إسماعيل بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ثنا سعيد بن حفص قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১৪৪] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১৪৫] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১৪৬]

১১৩৮ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৮২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৭।

১১৩৯ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৬৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৭।

১১৪০ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৭।

১১৪১ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১১৪২ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৪।

১১৪৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৮।

১১৪৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৮৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০১।

১১৪৫ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৭৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১৪৭]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১৪৮]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الفجر

١٠٦- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر الله له ومن قرأها في سائر الايام كانت له نورا يوم القيامة

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-ফাজর' যুল হিজ্জার প্রথম দশটি রাত্রিতে পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি তা সকল দিন পাঠ করবে কিয়ামতের দিন তা তার জন্য আলোকবর্তিকা হবে।"[১১৪৯]

সনদ:

رواه الثعلبي اخبرني باقل بن راقم بن احمد الباقي ثنا محمد بن محمد ابن شادة ثنا أحمد بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن يحيى ثنا سلم بن قتيبة عن سعيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১৫০] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১৫১] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১৫২]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১৫৩]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১৫৪]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

১১৪৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০১।
১১৪৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১১৪৮ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৫।
১১৪৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৮।
১১৫০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৯১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৫।
১১৫১ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৭৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৫।
১১৫২ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৫।
১১৫৩ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১১৫৪ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

سورة البلد

١٠٧- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ لا أقسم بهذا البلد اعطاه الله الامان من غضبه يوم القيامة

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ' (সূরাটি) পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন তাঁর ক্রোধ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করবেন।"[১১৫৫]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن علي بن زيد عن زر عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ لا أقسم بهذا البلد إلى اخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১৫৬] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১৫৭] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১৫৮]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১৫৯]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১৬০]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة والشمس

١٠٨- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة الشمس فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আশ-শামস্' পাঠ করে সে যেন প্রত্যেক কিছুতেই বিশ্বাস করলো যার উপর সূর্য ও চন্দ্র উদিত হয়েছে।"[১১৬১]

সনদ:

رواه الثعلبي أخبرني أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي ثنا أبو محمد ابن أبي حامد ثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الاصبهاني ثنا المؤمل بن اسماعيل ثنا سفيان الثوري ثنا أسلم المنقري

১১৫৫ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০০।
১১৫৬ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২০৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৫।
১১৫৭ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৫।
১১৫৮ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৫।
১১৫৯ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১১৬০ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৮।
১১৬১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০১।

Dhaka University Institutional Repository

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১৬২] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১৬৩] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১৬৪]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১৬৫]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১৬৬]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة والليل

١٠٩- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} انه قال من قرأ سورة والليل اعطاه الله تعالى حتى يرضى وعافاه من العسر ويسر له اليسر

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা ওয়া-আল-লাইলা' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন পরিমাণ দান করবেন যে সে তাতে সন্তুষ্ট হবে এবং সর্বপ্রকার কাঠিন্যতা থেকে তাকে মুক্ত করবেন এবং সরলতাকে তার জন্যে আরও সহজ করে দিবেন।"[১১৬৭]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن اسلم عن ابيه عن أبي امامة عن أبي بن كعب مرفوعا فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১৬৮] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১৬৯] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১৭০]

১১৬২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২১২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৯।

১১৬৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৯।

১১৬৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৯।

১১৬৫ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১১৬৬ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৯।

১১৬৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০২।

১১৬৮ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২১৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৩-২২৪।

১১৬৯ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫০১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৩-২২৪।

১১৭০ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৩-২২৪।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১৭১]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১৭২]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة والضحى

١١٠- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة والضحى جعله الله فيمن يرضى بمحمد أن يشفع له وعشر حسنات يكتبها الله بعدد كل يتيم وسائل

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা ওয়া-আদদুহা' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন ব্যক্তিদের অর্ন্তভূক্ত করবেন যার জন্য মুহাম্মদ (সা.) (শাফায়াত) সুপারিশ করবেন এবং প্রত্যেক ইয়াতীম (পিতৃহীন) ও সাহায্যপ্রার্থীর হিসাবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান লিখে দিবেন।"[১১৭৩]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث محمد بن عمران بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ثنى أبي عن مجالد بن عبد الواحد عن الحجاج بن عبد الله عن أبي الجليل عن علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১৭৪] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১৭৫] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১৭৬]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১৭৭]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১৭৮]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

১১৭১ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১১৭২ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০০।
১১৭৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪।
১১৭৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২২২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩২।
১১৭৫ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫০৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩২।
১১৭৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩২।
১১৭৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১১৭৮ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০২।

Dhaka University Institutional Repository

سورة ألم نشرح

١١١- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ ألم نشرح فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আলাম নাসরাহ' পাঠ করে সে যেন আমার নিকট আসে এ অবস্থায় যে আমি পাগড়ী পরিহিত। অতপর সে আমার থেকে তা ছাড়িয়ে নিল।"[১১৭৯]

সনদ:

رواه الثعلبي مسندا من طريق أبي عوانة عن عاصم بن بهدلة عن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال سمعت الله {صلى الله عليه وسلم} يقول فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে[১১৮০] এবং আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১৮১] বর্ণনা করেছেন।

২. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে নিম্নোক্ত দু'টি সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১৮২]

رواه ابن مرديه في تفسيره من حديث علي بن زيد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

رواه ايضا حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا أبو عمارة احمد بن محمد ابن المهدي ثنا محمد بن ضوء بن الصلصال بن الدلهمس ثني أبي ان اباه أعلمه أن النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكره

৩. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১৮৩]

৪. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১৮৪]

৫. ইমাম আবূ আল-ফাতহ্ সালীম ইবন আইয়ূব আর-রাযী তাঁর কিতাব আত-তারগীব গ্রন্থে নিম্নোক্ত সনদ ও মতনে বর্ণনা করেন।[১১৮৫]

১১৭৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৩।

১১৮০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৩২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৫-২৩৭।

১১৮১ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫১৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৫-২৩৭।

১১৮২ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৫-২৩৭।

১১৮৩ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১১৮৪ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৭।

১১৮৫ ইমাম আবূ আল-ফাতহ্ সালীম ইবন আইয়ূব আর-রাযী, কিতাব আত-তারগীব; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৫-২৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

رواه الامام أبو الفتح سليم بن ايوب الرازي الفقيه الشافعي في كتاب الترغيب اخبرنا أبو العباس احمد بن ابراهيم بن تركان أنا أبو احمد القاسم بن أبي صالح ثنا إبراهيم بن الحسن ثنا شاذ بن الفياض ثنا الحسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد بن جدعان عن عاصم عن زر قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ ألم نشرح إلى آخره هكذا وجدته مرسلا

سورة التين

١١٢- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة والتين أعطاه الله خصلتين العافية واليقين ما دام في دار الدنيا فإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأها

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা ওয়া-আত-তীন' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন 'আল-'আফিয়া' (সুস্বাস্থ্য) এবং 'আল-ইয়াকীন' (সুস্থিরতা) প্রদান করেন এবং যখন সে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ ব্যক্তির হিসেবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন যে এ সূরাটি পাঠ করে।"[১১৮৬]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১৮৭] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১৮৮] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১৮৯]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১৯০]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১৯১]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

১১৮৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৪।

১১৮৭ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৩৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৯।

১১৮৮ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫২২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৯।

১১৮৯ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৯।

১১৯০ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১১৯১ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

سورة العلق

١١٣- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرأ المفصل كله

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-আলাক' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন প্রতিদান প্রদান করেন যেন সে 'আল-মুফাস্সাল' (অর্থাৎ পবিত্র কুরআন) সবটুকু পাঠ করেছে।"[১১৯২]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث اسماعيل بن عمرو ثنا يوسف بن عطية ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن ابيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ اقرأ باسم ربك إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১৯৩] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১১৯৪] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১১৯৫]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১১৯৬]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১১৯৭]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة القدر

١١٤- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-কদর' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ ব্যক্তির অনুরূপ প্রতিদান প্রদান করেন যে রমজান মাসের সাওম পালন করেছে এবং লাইলাতুল কাদর জাগ্রত ছিল।"[১১৯৮]

১১৯২ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৫।

১১৯৩ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৪২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৯-২৫০।

১১৯৪ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫২৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৯-২৫০।

১১৯৫ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৯-২৫০।

১১৯৬ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১১৯৭ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১০।

১১৯৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৬।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث عبد الله بن روح المدائني ثنا شبابة بن سوار ثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১১৯৯] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২০০] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২০১]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১২০২]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২০৩]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة لم يكن

١١٥- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة من خير البرية مساء ومقيلا

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা লাম ইয়াকুন' পাঠ করে কিয়ামতের দিন উত্তম বান্দাগণের সাথে তার সন্ধ্যা হবে এবং সে তা পাঠরত থাকবে।"[১২০৪]

সনদ:

رواه الثعلبي من طريق ابن أبي داود ثنا محمد بن عاصم ثنا شبابة ابن سوار ثنا مخلد بن عبد الواحد بالسند الذي قبله وبهذا المتن

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২০৫] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২০৬] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২০৭]

[১১৯৯] আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৪৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৩-২৫৪।

[১২০০] আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৩২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৩-২৫৪।

[১২০১] ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৩-২৫৪।

[১২০২] ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

[১২০৩] যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১২।

[১২০৪] কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৮।

[১২০৫] আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৫৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৭।

[১২০৬] আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৩৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৭।

[১২০৭] ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১২০৮]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২০৯]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الزلزلة

١١٦- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ إذا زلزلت الأرض اربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা ইযা যুল যিলাতিল আরযু' চার বার পাঠ করে সে যেন পবিত্র কুরআন সবটুকুই পাঠ করেছে।"[১২১০]

সনদ:

رواه الثعلبي اخبرنا يعقوب بن احمد السري العروضي انا محمد بن عبد الله العماني ثنا أبو القاسم الطائي حدثني أبي ثني علي بن موسى الرضا ثني أبي موسى بن جعفر حدثني أبي جعفر بن محمد حدثني أبي محمد بن علي حدثني أبي علي بن الحسين حدثني أبي الحسين بن علي حدثني أبي علي بن أبي علي ابن أبي طالب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২১১] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২১২] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২১৩]
২. সনদে উল্লিখিত 'علي الرضا তার পিতা থেকে' বর্ণনাটি একটি اسناد ضعيف বলে স্বীকৃত।[১২১৪]
৩. তবে ইবন আবি শাইবার বর্ণনা এরূপ বর্ণনার সাক্ষ্য দেয়।[১২১৫] আল-বারাযও এরূপ বর্ণনাকে سلمة بن وردان সনদে সাব্যস্ত করেছেন।[১২১৬] অবশ্য উক্ত রাবী سلمة بن وردان কে দুর্বল বর্ণনাকারী বলা হয়েছে।[১২১৭]

১২০৮ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১২০৯ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৩।
১২১০ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৭।
১২১১ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৬৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬২।
১২১২ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৪১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬২।
১২১৩ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬২।
১২১৪ ইবন হিব্বান, *আল-মাজরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন, প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১০৬।
১২১৫ আয-যুআঈলী, মুসনাদ, পৃ. ৭১৭।
১২১৬ আল-বারায, কাশফুল আসতার, খ. ৩, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটির সনদকে দুর্বল সনদ বলে উল্লেখ করেন।[১২১৮]

৬. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة العاديات

١١٧- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ العاديات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من بات في المزدلفة وشهد جمعا

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-আদিআত' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ ব্যক্তির হিসেবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন যে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করেছে এবং সমবেতভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিল।"[১২১৯]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث عبد الله بن روح شبابة بن سوار ثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكر

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২২০] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২২১] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২২২]

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১২২৩]

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২২৪]

৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة القارعة

١١٨- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة القارعة ثقل الله ميزانه يوم القيامة

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-কারি'আ' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দাড়িপাল্লা ভারী করে দিবেন।"[১২২৫]

১২১৭ ইবন হিব্বান, *আল-মাজরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৩৬; ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত-তাক্বরীব, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩১৯।

১২১৮ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৭।

১২১৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৮।

১২২০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৬৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬৭।

১২২১ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৪৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬৭।

১২২২ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬৭।

১২২৩ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১২২৪ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২২৬] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২২৭] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২২৮]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১২২৯]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২৩০]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة التكاثر

١١٩- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ ألهاكم التكاثر لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنيا وأعطي من الأجر كأنما قرأ ألف آية

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আলহা কুমুত তাকাসুর' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে তার উপর প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহের কোন অনুগ্রহের হিসাব নিবেন না এবং এমন (পরিমাণ) প্রতিদান প্রদান করবেন যেন সে এক হাজার আয়াত পাঠ করেছে।"[১২৩১]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২৩২] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২৩৩] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২৩৪]
২. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২৩৫]
৩. হাদীসটি মাওযূ'।

১২২৫ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৯।
১২২৬ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৭৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭৩।
১২২৭ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৪৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭৩।
১২২৮ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭৩।
১২২৯ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১২৩০ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৮।
১২৩১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৯।
১২৩২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৭৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭৮।
১২৩৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৫১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭৮।
১২৩৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭৮।
১২৩৫ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

سورة العصر

١٢٠- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة العصر غفر الله له وكان ممن تواصى بالحق وتواصى بالصبر

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-আসর' পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করেন এবং তিনি তাদের মধ্যে পরিগণিত হন যারা একে অপরকে সত্যের আদেশ প্রদান করেন এবং ধৈর্য্যের নির্দেশ প্রদান করেন।"[১২৩৬]

সনদ:

رواه الثعلبي بغير هذا اللفظ من حديث سلام بن سليم ثنا هارون و ابن كثير بسنده المتقدم مرفوعا من قرأ سورة والعصر ختم الله له بالصبر وكان مع أصحاب الحق يوم القيامة انتهى

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২৩৭] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২৩৮] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২৩৯]
২. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২৪০]
৩. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الهمزة

١٢١- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد {صلى الله عليه وسلم} وأصحابه

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি 'সূরা আল-হুমাযাহ' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ ব্যক্তির হিসেবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন যে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে ঠাট্টা করত।"[১২৪১]

সনদ:

رواه الثعلبي أخبرني أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي ثنا أبو عمرو اسماعيل بن نجيد ثنا أبو عبيد الله محمد بن ابراهيم بن سعيد البوسنجي ثنا سعيد ابن حفص قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال

১২৩৬ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১০।

১২৩৭ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৮৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮১।

১২৩৮ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৫২; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮১।

১২৩৯ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮১।

১২৪০ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২১।

১২৪১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১০।

Dhaka University Institutional Repository

رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة ويل لكل همزة لمزة اعطي من الأجر إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২৪২] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২৪৩] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২৪৪]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১২৪৫]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২৪৬]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الفيل

١٢٢- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة الفيل أعفاه الله من الخسف والمسخ

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আল-ফীল পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে অসম্মান এবং রূপবিকৃতি থেকে পরিত্রাণ করবেন।"[১২৪৭]

সনদ:

رواه الثعلبي أخبرنا باقل بن أرقم ثنا محمد بن شادة ثنا احمد ابن الحسن ثنا محمد بن يحيى ثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن عاصمة عن زر عن أبي مرفوعا فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২৪৮] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২৪৯] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২৫০]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১২৫১]

১২৪২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ.২৮৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৮৯।

১২৪৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৫৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৯।

১২৪৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৯।

১২৪৫ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১২৪৬ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২২।

১২৪৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১০।

১২৪৮ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৮৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৯।

১২৪৯ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৫৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৯।

১২৫০ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৯।

১২৫১ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২৫২]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة قريش

١٢٣- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة لإيلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بها

অর্থ: রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা লি-ঈলাফি কুরাঈশ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে পবিত্র কাবা তাওয়াফকারী এবং কাবায় ইতিকাফকারীর (নির্দিষ্ট শরঈ নিয়ম ও পদ্ধতিতে অবস্থান) হিসেবে দশটি করে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন।"[১২৫৩]

সনদ:

قلت رواه الثعلبي من حديث نوح بن أبي مريم عن علي بن زيد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعا فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২৫৪] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২৫৫] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২৫৬]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১২৫৭]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২৫৮]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة أرأيت

١٢٤- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان للزكاة مؤديا

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা 'আ-রাআইতা' পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন যদি সে যাকাত প্রদানকারী হয়ে থাকেন।"[১২৫৯]

১২৫২ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৩।
১২৫৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১১।
১২৫৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৯৯; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯৩।
১২৫৫ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৬০; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯৩।
১২৫৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯৩।
১২৫৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১২৫৮ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৪।
১২৫৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১২।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم القارئ الفقيه ثنا أبو محمد بن أبي حامد ثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الاصبهاني ثنا مؤمل بن اسماعيل ثنا سفيان الثوري ثنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن ابيه عن أبي بن كعب مرفوعا فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২৬০] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২৬১] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২৬২]

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১২৬৩]

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২৬৪]

৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الكوثر

١٢٥- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل بئر في الجنة ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد يوم النحر العظيم

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আল-কাওসার পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের প্রত্যেক কূপ থেকে পান করাবেন এবং তার জন্য কোরবাণীর দিবসে আল্লাহর বান্দাগণ যে পরিমাণ কোরবাণী করে থাকে তার দশটি করে উত্তম প্রতিদান লিখা হবে।"[১২৬৫]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن اسلم عن ابيه عن أبي امامة عن أبي بن كعب مرفوعا فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[১২৬৬]

১২৬০ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩০৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯৯।

১২৬১ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৬৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯৯।

১২৬২ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯৯।

১২৬৩ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১২৬৪ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৫।

১২৬৫ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১২।

১২৬৬ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩০৭; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৫।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে ويكتب له عشر حسنات ব্যতীত হাদীসটি বর্ণনা করেন।[১২৬৭]

৩. ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন। তিনি হাদীসের মতনে أو يقربونه من أهل الكتاب والمشركين অংশটি উল্লেখ করেন।[১২৬৮]

৪. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১২৬৯]

৫. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২৭০]

৬. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الكافرون

١٢٦- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن وتباعدت منه مردة الشياطين وبرئ من الشرك وتعافى من الفزع الاكبر

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আল-কাফিরূন পাঠ করবে সে যেন পবিত্র কুরআনের এক চতূথাংশ পাঠ করেছে এবং শয়তানের মন্ত্রণা তার থেকে দূরীভূত হবে এবং সে শিরক্ থেকে মুক্তি লাভ করে।"[১২৭১]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث محمد بن عمران بن أبي ليلى ثني أبي عن مجالد عن الحجاج بن عبد الله عن أبي الجليل عن زر بن حبيش عن أبي ابن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة الكافرون

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২৭২] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২৭৩] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২৭৪]

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১২৭৫]

১২৬৭ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৬৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৫।

১২৬৮ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৫।

১২৬৯ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১২৭০ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৮।

১২৭১ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৩।

১২৭২ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩১৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৯।

১২৭৩ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৬৪; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৯।

১২৭৪ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৯।

১২৭৫ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২৭৬]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة النصر

١٢٧- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة إذا جاء نصر الله والفتح أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد {صلى الله عليه وسلم} فتح مكة

অর্থ: রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা ইযা যাআ নাসরুল্লাহ ওয়াল ফাতহ্ পাঠ করে, তাঁকে ঐ ব্যক্তির অনুরূপ প্রতিদান (সাওয়াব) প্রদান করা হয় যে মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে মক্কা বিজয়ের দিন উপস্থিত ছিল।"[১২৭৭]

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২৭৮] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২৭৯] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২৮০]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১২৮১]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২৮২]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة تبت

١٢٨- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ سورة تبت رجوت الا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা তাব্বাত পাঠ করবে .... যে আল্লাহ তা'আলা আবূ লাহাব এবং ঐ ব্যক্তিকে এক গৃহে (আবাসস্থলে) একত্রিত করবেন না।"[১২৮৩]

১২৭৬ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩০।
১২৭৭ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৩।
১২৭৮ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩১৮; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৪।
১২৭৯ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৬৬; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৪।
১২৮০ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৪।
১২৮১ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।
১২৮২ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৩।
১২৮৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৩।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ:

رواه الثعلبي في تفسيره من حديث سلام بن سليم ثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي امامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قرأ سورة تبت إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২৮৪] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১২৮৫] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২৮৬]
২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১২৮৭]
৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১২৮৮]
৪. হাদীসটি মাওযূ'।

سورة الإخلاص

١٢٩- عن النبي {صلى الله عليه وسلم} انه سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد فقال وجبت قيل يا رسول الله وما وجبت قال وجبت له الجنة

অর্থ: নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়তে শুনলেন। তিনি বললেন, ওয়াজিব (অবধারিত) হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করা হল, কী ওয়াজিব হয়ে গেছে? হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! তিনি বললেন, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে।"[১২৮৯]

সনদ:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ مَوْلًى لِآلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " وَجَبَتْ، قُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. ইমাম তিরমিযী আবূ হুরাইরা (রা.) এর থেকে উপরোক্ত সনদ ও মতনে হাদীসটি তাঁর আল-জামি' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।[১২৯০] তিনি হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্

১২৮৪ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩২৩; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৮।

১২৮৫ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৭১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৮।

১২৮৬ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৮।

১২৮৭ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১২৮৮ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৪।

১২৮৯ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৪।

Dhaka University Institutional Repository

গরীব। মালিক ইবন আনাস ছাড়া এবং হুনাইন ছাড়া আর কারও থেকে হাদীসটি সম্পর্কে জানা নেই।

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنُ حُنَيْنٍ هُوَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ

২. ইমাম নাসাঈ তাঁর আস-সুনান আস-সুগরা গ্রন্থে[১২৯১] এবং ইমাম হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে[১২৯২] হাদীসটি সন্নিবেশিত করেছেন।

৩. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী হাসান সহীহ্ বলেছেন।

سورة الفلق

١٣٠- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال لقد انزل علي سورتان ما أنزل علي مثلهما وإنك لن تقرأ سورة أحب ولا أرضى عند الله منهما

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার উপর এমন দুটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যার অনুরূপ আর অবতীর্ণ হয়নি এবং তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট এ দু'টির চেয়ে অধিক প্রিয় ও সন্তুষ্টিজনক কোন সূরা কখনও পাঠ করনি।"[১২৯৩]

সনদ:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ، لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ "

বিশুদ্ধতা বিচার:

১. ইমাম মুসলিম হাদীসটি তাঁর আস-সহীহ্ গ্রন্থে 'উকবা ইবন 'আমির (রা.) হতে উল্লিখিত সনদ ও মতনে বর্ণনা করেন।[১২৯৪]

২. ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন, هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو حَازِمٍ أَبُو قَيْسِ بْنِ حَازِمٍ يُسَمَّى عَبْدُ عَوْفٍ، وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ وَرَوَى عَنْهُ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গরীব। আবূ হাযিম আবূ ক্বায়িস ইবন হাযিমকে 'আবদু 'আউফ নামেও নামকরণ করা হয়। তিনি নবী (সা.) কে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।[১২৯৫]

১২৯০ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, বাবু মা যাআ ফী সূরাতিল ইখলাস, হাদীস নং ২৮৯৭, খ. ৫, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

১২৯১ ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান আস-সুগরা, কিতাবুল ইফতিতাহ, বাবু মা যাআ ফী সূরাতিল ইখলাস, হাদীস নং ৯৯৫, খ. ১, পৃ. ১২০।

১২৯২ ইমাম হাকিম, মুসতাদরিক, ফাযায়িলুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৫৬৬।

১২৯৩ কাযী আল-বায়দাভী (র)., প্রাগুক্ত, পৃ.৮১৫।

১২৯৪ ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু সালাতিল মুসাফীরিন, বাবু ফাযলি ক্বিরআতি আল-মুআব্বিযাতাইন, হাদীস নং ২৬৪-২৬৫, খ. ১, পৃ. ৫৫৭।

১২৯৫ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, বাবু মা যাআ ফী সূরাতিল ইখলাস, হাদীস নং ২৮৯৭, খ. ৫, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইবন হিব্বান তাঁর আস-সহীহ্ গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেন।[১২৯৬] তবে তাঁর এ বর্ণনায় قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ নেই। তবে তিনি জাবির (রা.) এর বর্ণনাতে দু'টি সূরাই উল্লেখ করেছেন।[১২৯৭]

৪. হাদীসটি সহীহ্ হওয়ার সকল শর্ত পূরণ করায় বিভিন্ন সহীহ্ গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত হয়েছে।

سورة الناس

١٣١- عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى كلها

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আল্-মুআওয়াযাতাইন (ফালাক ও নাস) পাঠ করে সে যেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সকল গ্রন্থ পাঠ করল।"[১২৯৮]

সনদ:

رواه الثعلبي من حديث أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن زيد العمي عن أبي نضرة عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأ المعوذتين إلى آخره

বিশুদ্ধতা বিচার :

১. আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লিখিত সনদে,[১২৯৯] আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল-ওয়াসীত্ব-এ সূরা ইউনূসে উল্লিখিত সনদে[১৩০০] এবং ইবন মারদূবীয়া তাঁর তাফসীরে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১৩০১]

২. ইবন আল-জাওযী তাঁর আল-মাওজু'আত গ্রন্থে 'উবাই সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' বলেন।[১৩০২]

৩. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদীও হাদীসটিকে মাওযূ' বলেছেন।[১৩০৩]

৪. হাদীসটি মাওযূ'।

১২৯৬ ইবন হিব্বান, *আস-সহীহ, প্রাগুক্ত*, কিতাবুত-তাফসীর, বাবু আল-মু'আব্বিযাতাইন, হাদীস নং ১৭৭৬-১৭৭৭, পৃ. ৪৩৯-৪৪০।

১২৯৭ ইবন হিব্বান, *আস-সহীহ, প্রাগুক্ত*, কিতাবুত-তাফসীর, বাবু আল-মু'আব্বিযাতাইন, হাদীস নং ১৭৭৮, পৃ. ৪৩৯-৪৪০।

১২৯৮ কাযী আল-বায়দাভী (র)., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১৫।

১২৯৯ আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.), *প্রাগুক্ত*, খ. ১০, পৃ. ৩৪১; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩৩৭।

১৩০০ আল-ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৭৫; ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৩৭।

১৩০১ ইবন মারদূবীয়া, *তাফসীরু ইবন মারদূবীয়া*; উদ্ধৃত: ইমাম আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৩৭।

১৩০২ ইবন আল-জাওযী, *আল-মাওজু'আত*, আবওয়াবু মা তাতা'আল্লুকি বিল-কুরআন, বাবু ফাযায়িলিল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১৩০৩ যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পবিত্র আল-কুর'আন আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ প্রেরিত গ্রন্থ হওয়ায় পার্থিব জীবনের সর্বশেষ মূহুর্ত পর্যন্ত মানুষের বিভিন্ন মুখী তৎপরতার সমাধান তা থেকে গ্রহণ করতে হয়। তাই বিভিন্ন সময়ে পবিত্র কুরআনের বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত হয়েছে। তাফসীরবিদগণ ব্যাখ্যাকালীন সমকালীন পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। তাফসীর গ্রন্থসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, সকল তাফসীর গ্রন্থই বৈশিষ্ট্যতার বিচারে কিছু মৌলিকতায় এক ও অভিন্ন। তাফসীর রচনার অনন্য শর্তারোপের পাশাপার্শি তাফসীরকারকগণের পরস্পরকে অনুসরণ ও অনুকরণের কারণেও তা ঘটেছে। কোন কোন তাফসীরকারক কোন একটি একক বৈশিষ্ট্য ধারণ করলে পরবর্তী তাফসীরকারকগণ সমকালীন পরিবেশ ও প্রতিবেশের কারণেই একে অন্যকে অনুসরণ করেছেন। যেমন আল-ইমাম মাহমুদ ইবন আ'মর আল-যমখশারী কর্তৃক রচিত মু'তাযিলা 'আকিদার প্রাথমিক তথ্যসূত্র হিসেবে পরিচিত 'আল-কাশ্‌শাফ আ'ন হাক্বায়িকি গাওমামিযি আত্-তানযিল ওয়া 'উয়ুনিল আল-আক্বাঈল ফি বুযুহিল তা'বীল' তাফসীর গ্রন্থখানা রচনা করেন। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্যতম মুসলিম মনীষী ইমাম কাযী নাসির উদ্দিন আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-বায়দাভী (র.) (মৃ. ১২৮৯ খৃ.) -এর তাফসীর 'আনওয়ারুত্-তানযীল ফি আস্‌রারিত্-তা'বীল' গ্রন্থখানা আহলুস্-সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে মু'তাযিলা মতবাদের বিপরীতে যৌক্তিক সমাধান উপস্থাপন করেন। তবে তিনি রচনাশৈলী, বর্ণনা, ব্যাপক তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন, ভাষার দূর্বোধ্যতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লামা যমখশারীকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করেন। বিশেষত আল্লামা যমখশারী যেমন তাঁর তাফসীরে পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সূরার তাফসীর শেষে সূরার ফযিলত সম্পর্কে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তেমনি ইমাম আল্লামা বায়দাভীও পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছেন। অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সমকালীন তাফসীরবিদগণের মাঝে নিশাপুর অঞ্চলের তাফসীরকারক ইমাম আবূ ইসহাক আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইব্‌রাহীম আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী (র.) তাঁর 'আল-কাশ্‌ফ ওয়াল বায়ান' এবং ইমাম আবূল হাসান 'আলী ইবন আহমদ আল-ওয়াহিদী আন-নিশাপপুরী তাঁর 'আল-ওয়াসীত্ব ফী আত-তাফসীরিল-কুরআনিল-মাজীদ' গ্রন্থে প্রত্যেক সূরার শুরুতে সূরার মহত্ব সম্পর্কে হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। ইমাম আল-বায়দাভী উক্ত তাফসীরবিদগণের উত্তরসূরী হয়ে তাঁর তাফসীরে অনন্য এ বৈশিষ্ট্যটি ধারণ করেছেন বলা যায়।

কাযী বায়দাভী (র.) প্রতিটি সূরার তাফসীর শেষে সূরাটি তেলাওয়াতের ফযিলত বর্ণনা করেছেন। 'ইলমু হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের যে পদ্ধতিসমূহ উক্ত গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে তার আলোকে তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীসের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার করা হয়েছে যথাক্রমে চতূর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ফযিলত ও মাহাত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে সকল হাদীসের অবতারণা করেছেন এ জাতীয় অধিকাংশ হাদীস সনদের দিক থেকে য'ঈফ ও মাওযূ'। নিম্নের সারণিতে আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতার নিরূপণ গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হল:

হাদীস নং	সূরার নাম	গবেষণার ফলাফল	হাদীস নং	সূরার নাম	গবেষণার ফলাফল
১	সূরাহ্ আল- ফাতিহা	মাওযূ'	৬৭	সূরাহ্ আল-হুজুরাত	খাবারুন মারদূদ
২	সূরাহ্ আল- ফাতিহা	মুরসাল/মাওযূ'	৬৮	সূরাহ্ ক্বাফ	
৩	সূরাহ্ আল- ফাতিহা	যায়ীফ	৬৯	সূরাহ্ আয-যারিয়াত	মাওযূ'
৪	সূরাহ্ আল- ফাতিহা	সাহীহ	৭০	সূরাহ্ আত-তুর	মাওযূ'
৫	সূরাহ্ আল- ফাতিহা	হাসান লিগাইরিহী	৭১	সূরাহ্ আন-নাজম	মাওযূ'
৬	সূরাহ্ আল- ফাতিহা	সাহীহ	৭২	সূরাহ্ আল-ক্বমর	মাওযূ'
৭	সূরাহ্ আল- ফাতিহা	সাহীহ	৭৩	সূরাহ্ আর-রাহমান	মাওযূ'
৮	সূরাহ্ আল- ফাতিহা	সাহীহ		সূরাহ্ আল-ওয়াকিয়াহ্	য'ঈফ

Dhaka University Institutional Repository

৯	সূরাহ্ আল- ফাতিহা	মাওযূ'	৭৪	সূরাহ্ আল-হাদিদ	মাওযূ'
১০	সূরাহ্ আল-বাকারাহ্	সহীহুল ইসনাদ	৭৫	সূরাহ্ আল-মুজাদিলাহ্	মাওযূ'
১১	সূরাহ্ আল-বাকারাহ্	সানাদুন-জাইয়্যিদুন	৭৬	সূরাহ্ আল-হাশর	মাওযূ'
১২	সূরাহ্ আল-বাকারাহ্	সাহীহ	৭৭	সূরাহ্ আল-মুমতাহানা	মাওযূ'
১৩	সূরাহ্ আল-বাকারাহ্	সাহীহ	৭৮	সূরাহ্ আস-সাফ	মাওযূ'
১৪	সূরাহ্ আল-ইমরান	মাওযূ'	৭৯	সূরাহ্ আল-জুমুআহ্	মাওযূ'
১৫	সূরাহ্ আল-ইমরান	মাওযূ'	৮০	সূরাহ্ আল-মুনাফিকুন	মাওযূ'
১৬	সূরাহ্ আন- নিসা	মাওযূ'	৮১	সূরাহ্ আত-তাগাবুন	মাওযূ'
১৭	সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্	মাওযূ'	৮২	সূরাহ্ আত-ত্বালাক	মাওযূ'
১৮	সূরাহ্ আল-আন'আম	মাওযূ'	৮৩	সূরাহ্ আত-তাহরীম	মাওযূ'
১৯	সূরাহ্ আল-আরাফ	মাওযূ'	৮৪	সূরাহ্ আল-মুলক	মাওযূ'
২০	সূরাহ্ আল-আনফাল	মাওযূ'	৮৫	সূরাহ্ আল-ক্বলম	মাওযূ'
২১	সূরাহ্ আত-তাওবাহ	মাওযূ'	৮৬	সূরাহ্ আল-হাক্বাহ	মাওযূ'
২২	সূরাহ্ ইউনুস	মাওযূ'	৮৭	সূরাহ্ আল-মাআরিজ	মাওযূ'
২৩	সূরাহ্ হুদ	মাওযূ'	৮৮	সূরাহ্ নূহ	মাওযূ'
২৪	সূরাহ্ ইউসুফ	মাওযূ'	৮৯	সূরাহ্ আল-জ্বিন	মাওযূ'
২৫	সূরাহ্ আর-রাদ	মাওযূ'	৯০	সূরাহ্ মুযাম্মিল	মাওযূ'
২৬	সূরাহ্ ইবরাহীম	মাওযূ'	৯১	সূরাহ্ মুদাসসির	মাওযূ'
২৭	সূরাহ্ আল-হিজর	মাওযূ'	৯২	সূরাহ্ আল-কিয়ামাহ্	মাওযূ'
২৮	সূরাহ্ আন-নাহল	মাওযূ'	৯৩	সূরাহ্ আল-ইনসান	মাওযূ'
২৯	সূরাহ্ বনি ইসরাইল	মাওযূ'	৯৪	সূরাহ্ আল-মুরসালাত	মাওযূ'
৩০	সূরাহ্ আল-কাহফ	য'ঈফ	৯৫	সূরাহ্ আন-নাবা	মাওযূ'
৩১	সূরাহ্ আল-কাহফ	য'ঈফ	৯৬	সূরাহ্ আন-নাযিয়াত	মাওযূ'
৩২	সূরাহ্ মারিয়াম	মারদূদ	৯৭	সূরাহ্ আবাসা	মাওযূ'
৩৩	সূরাহ্ ত্বা হা	মুরসাল	৯৮	সূরাহ্ আত-তাকবির	মাওযূ'
৩৪	সূরাহ্ আল-আম্বিয়া	মাওযূ'	৯৯	সূরাহ্ আল-ইনফিতার	মাওযূ'
৩৫	সূরাহ্ আল-হাজ্ব	মাওযূ'	১০০	সূরাহ্ আত-তাতফিফ	মাওযূ'
৩৬	সূরাহ্ আল-মুমিনুন	মাওযূ'	১০১	সূরাহ্ আল-ইনশিকাক	মাওযূ'
৩৭	সূরাহ্ আল-মুমিনুন	মাওযূ'	১০২	সূরাহ্ আল-বুরুজ	মাওযূ'
৩৮	সূরাহ্ আল-মুমিনুন	মাওযূ'	১০৩	সূরাহ্ আত-তারিক	মাওযূ'
৩৯	সূরাহ্ আন-নূর	মাওযূ'	১০৪	সূরাহ্ আল-আলা	মাওযূ'
৪০	সূরাহ্ আল-ফুরকান	মাওযূ'	১০৫	সূরাহ্ আল-গাশিয়াহ	মাওযূ'
৪১	সূরাহ্ আশ-শুআরা	মাওযূ'	১০৬	সূরাহ্ আল-ফজর	মাওযূ'
৪২	সূরাহ্ আন-নমল	মাওযূ'	১০৭	সূরাহ্ আল-বালাদ	মাওযূ'
৪৩	সূরাহ্ আল-কাসাস	মাওযূ'	১০৮	সূরাহ্ আশ-শামস	মাওযূ'
৪৪	সূরাহ্ আল-আনকাবুত	মাওযূ'	১০৯	সূরাহ্ আল-লাইল	মাওযূ'
৪৫	সূরাহ্ আর-রুম	মাওযূ'	১১০	সূরাহ্ আদ-দুহা	মাওযূ'
৪৬	সূরাহ্ লুকমান	মাওযূ'	১১১	সূরাহ্ আল-ইনশিরাহ	মাওযূ'
৪৭	সূরাহ্ আস-সাজদাহ্	মাওযূ'	১১২	সূরাহ্ আত-তীন	মাওযূ'
৪৮	সূরাহ্ আল-আহযাব	মাওযূ'	১১৩	সূরাহ্ আল-আলাক	মাওযূ'
৪৯	সূরাহ্ আস-সাবা	মাওযূ'	১১৪	সূরাহ্ আল-ক্বাদর	মাওযূ'
৫০	সূরাহ্ আল-ফাতির	মাওযূ'	১১৫	সূরাহ্ আল-বাইয়্যিনাহ	মাওযূ'
৫১	সূরাহ্ ইয়াসিন	মাওযূ'	১১৬	সূরাহ্ আল-যিলযাল	মাওযূ'
৫২	সূরাহ্ আস-সাবা	মাওযূ'	১১৭	সূরাহ্ আল-আদিয়াহ	মাওযূ'
৫৩	সূরাহ্ আস-সাফফাত	সাহীহ	১১৮	সূরাহ্ আল-কারিয়াহ	মাওযূ'
৫৪	সূরাহ্ আস-সাফফাত	মাওযূ'	১১৯	সূরাহ্ আত-তাকাছুর	মাওযূ'
৫৫	সূরাহ্ সোয়াদ	মাওযূ'	১২০	সূরাহ্ আল-আসর	মাওযূ'

Dhaka University Institutional Repository

৫৬	সূরাহ্ আয-যুমার	সাহীহ	১২১	সূরাহ্ আল-হুমাযাহ	মাওযূ'
৫৭	সূরাহ্ আয-যুমার	মাওযূ'	১২২	সূরাহ্ ফীল	মাওযূ'
৫৮	সূরাহ্ আল-মুমিন	মাওযূ'	১২৩	সূরাহ্ আল-কুরাইশ	মাওযূ'
৫৯	সূরাহ্ হামিম সাজদাহ	মাওযূ'	১২৪	সূরাহ্ আল-মাউন	মাওযূ'
৬০	সূরাহ্ আশ-শূরা	মাওযূ'	১২৫	সূরাহ্ আল-কাওসার	মাওযূ'
৬১	সূরাহ্ আয-যুখরুফ	মাওযূ'	১২৬	সূরাহ্ আল-কাফিরুন	মাওযূ'
৬২	সূরাহ্ আদ-দুখান	য'ঈফ	১২৭	সূরাহ্ আন-নাসর	মাওযূ'
৬৩	সূরাহ্ আল-জাসিয়াহ্	মাওযূ'	১২৮	সূরাহ্ লাহাব	মাওযূ'
৬৪	সূরাহ্ আল-আহকাফ	মাওযূ'	১২৯	সূরাহ্ আল-ইখলাস	হাসান সাহীহ
৬৫	সূরাহ্ মুহাম্মদ	মাওযূ'	১৩০	সূরাহ্ আল-ফালাক	সাহীহুল ইসনাদ
৬৬	সূরাহ্ আল-ফাতহ	মাওযূ'	১৩১	সূরাহ্ আন-নাস	মাওযূ'

পবিত্র কুর'আন তেলাওয়াতে সাধারণভাবে অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন সূরা ও বিশেষ কিছু আয়াত তেলাওয়াতের ক্ষেত্রেও কতিপয় ফলিযত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লামা যামাখশারী, আস-সা'লাবী, আল-ওয়াহিদি ও আল্লামা বায়দাভী (র.) তাঁদের স্ব-স্ব তাফসীরে প্রতিটি সূরার তেলাওয়াতের ফযিলত সম্পর্কে যে সব হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন তা কোন কোন ক্ষেত্রে সনদের বিবেচনায় বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়নি। বস্তুত ইমাম আল-বায়দাভী (র.) তাঁর অগ্রজ আল্লামা যামাখশারী (র.), আল্লামা সা'লাবী (র.) ও আল্লামা ওয়াহিদী (র.)- এর নিতান্ত অনুসরণ ও অনুকরণের কারণেই মাওযূ' ও য'ঈফ হাদীসসমূহ তাঁর তাফসীরে সন্নিবেশিত করেছেন বলে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়।

তবে গবেষণায় এটাও প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা বায়দাভী সূরার ফযিলত সম্পর্কে শুধুমাত্র 'মাওযূ' উদ্ধৃত করেননি; বরং তাঁর তাফসীরে ফযিলত সম্পর্কে বর্ণিত অনেক হাদীস ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারীর আস-সহীহ, ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরীর আস-সহীহ, ইবন হিব্বানের আস-সহীহ, ইবন খুযাইমার আস-সহীহ, ইমাম আবূ দাউদের আস-সুনান, ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযীর আল-জামি', ইমাম দারু কুতনীর আস-সুনান, ইবন মাজাহর আস-সুনান, ইমাম বায়হাক্বীর সুনান আল-কুবরা, ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বলের আল-মুসনাদ, আবূ দাউদ আত-ত্বায়ালিসীর মুসনাদুত-ত্বায়ালিসী, ইমাম আবূল কাশিম সুলাইমান ইবন আহমদ আত-তিবরানীর আল-মু'জাম আল-কাবীর-এর মতো 'ইলম্ হাদীসের প্রাথমিক মৌলিক অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুতরাং সূরার ফযিলত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনার যে বৈশিষ্ট্য তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রত্যেক সূরান্তে ইমাম আল-বায়দাভী (র.) ধারণ করেছেন তার তাৎপর্যও অপরিমেয়। তাফসীর আল-বায়দাভীর গ্রন্থখানা পুরো বিশ্বে সমাদৃত ও সুবিখ্যাত। ফলে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও সূরাসমূহ পাঠ বা অধ্যয়নের ফযিলত বর্ণনার মাধ্যমে তিনি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার পাশাপাশি সূরা সমূহের স্ব-স্ব স্বাতন্ত্রিক মর্যাদা ও মহাত্ব সর্বসাধারণ্যে সহজ, সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপনে সফল হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইমাম কাযী নাসিরুদ্দীন আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আল-বায়দাভী (র.) (কাযী আল-বায়দাভী র.), *আনওয়ারুত্-তানযীল ফী আস্‌রারিত্-তা'বীল তাফসীর আল-বায়দাভী,* বৈরূত: দারুল-ফিকর, তা.বি.।

২. আবূ ইসহাক আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইব্‌রাহীম আস-সা'আলাবী আন-নিশাপূরী র., *আল-কাশ্‌ফ ওয়াল বায়ান তাফসীরুস-সা'আলাবী,* বৈরূত: দারু এহইয়াইত-তুরাসিল-'আরাবী, ১৪২২ হি./২০০২ খৃ.।

৩. আবূল হাসান 'আলী ইবন আহমদ আল-ওয়াহিদী আন-নিশাপপুরী, আল-ওয়াসীত্ব ফী আত-তাফসীরিল-কুরআনিল-মাজীদ, বৈরূত: দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খৃ.।

৪. আবুল ফালাহ আব্দুল হাই ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আল-'ইমাদ আল-'আকরী আল-হাম্বলী র., *শারারাতুয-যাহব ফী আখবারি মান যাহাবা,* দামেস্ক: দারু ইবন কাছীর, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খৃ.।

৫. তাজুউদ্দীন আবূ নাসির আব্দুল ওহাব ইবন 'আলী ইবন আব্দুল কাফী আস্-সুব্‌কী, *তাবাকাত আশ-শাফি'ঈয়্যাহ, আল-কুবরা,* কায়রো: দারু হিজর লিত-তাবা'আ ওয়ান-নাশার ওয়াত-তাওযী'ঈ, ১৪১৩ হি.।

৬. ড. মুহাম্মদ মোস্তফা আয-যুহাইলী, *আল-কাযী আল-বায়দাভী,* দামেস্ক: দারুল কলম, ১৯৮১ খৃ./ ১৪০১ হি.।

৭. শিহাবুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ ইয়াকূত ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামবী আর-রুমী আল-বাগদাদী, *মু'জামুল বুলদান,* বৈরূত: দারু ছাদির, ১৩৯৭ হি./ ১৯৯৩ খৃ.।

৮. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী, *যাফরুল মুহাসসিলীন ফী আহওয়ালিল মুসাননিফীন,* করাচী: দারুল ইশা'আত, ১৯৮৬ খৃ.।

৯. মৌলভী মুস্তাফা ইবন আব্দুল্লাহ আল-কুসতুনতানী হাজ্জী খলীফা হাজ্জী খলীফা, *কাশফুন যুনূন আন আসামিয়াল কুতুবি ওয়াল ফুনূন,* দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খৃ.।

১০. ইসমাঈল পাশা বাগদাদী, *হাদীয়্যাতুল 'আরিফীন,* বৈরূত: দারু এহয়া আত-তুরাসিল আরাবী, ১৯৫১ খৃ.।

১১. আল-হাফিজ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আবি বকর আস-সুয়ূতী, *বাগিয়্যাতুল ওয়া'আত,* বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৮ খৃ.।

১২. আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন আস'আদ আল-ইয়াফি'ঈ, *মারআতুল জিনান,* বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.।

১৩. আল-হাফিজ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আবি বকর আস-সুয়ূতী জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *বুগয়াতুল উ'আত,* কায়রো: মাকতাবাতুস সা'আদাহ, ১৩২৬ হি.।

১৪. আল-হাফিজ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আবি বকর আস-সুয়ূতী জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী,* মদীনা মুনাওয়ারাহ: আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯২ হি.।

১৫. উমর রিযা কাহ্‌হালাহ, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন,* বৈরূত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খৃ.।

১৬. মুহাম্মদ আল-ফাযিল ইবন 'আশূর, *আত-তাফসীর ওয়া রিজালুহু,* তিউনিসিয়া:সদারু সাহনুন, ১৯৯৭ খৃ.।

১৭. আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানি, *তানযীহুল কুরআন আনিল মাতা'ইন,* মুকাদ্দামাতুত তাফসীর, কুয়েত: দারুদ দাওয়াহ, ১৪০৫ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. শায়খ মুহাম্মদ আবদুল আযীম যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন,* কায়রো: দারু এহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, ১৯৮০ খৃ.।

১৯. মুহাম্মদ আলী সাবূনী, *আত তিবয়ান ফী উলূমিল কুরআন,* দামেস্ক: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১ খৃ.।

২০. মাওলানা আমীন আহসান ইসলামী, *কুরআন গবেষণার মূলনীতি,* অনু. সৈয়দ মোহাম্মদ জহীরুল হক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খৃ.,।

২১. ড. সুবহী আস-সালিহ, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন,* বৈরূত: দারুল ইলমিম লিল্ মালায়ান, ১৯৬৫ খৃ.।

২২. ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন,* কায়রো: মাকাতাবাতু ওয়াহবাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ.।

২৩. মহিউদ্দীন শায়খ যাদহ, *হাশিয়া শায়খ যাদহ আলা তাফসীরিল বায়দাভী,* বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৯ খৃ.।

২৪. আল-হাফিজ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন,* কায়রো: মাকাতাবাতু ওয়াহবাহ, ১৩৯৬ হি.।

২৫. আস-সুয়ূতী, *নাযমুল 'ইকয়ান ফী আ'য়ানিল আ'য়ান,* বৈরূত: মাকতাবা আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.।

২৬. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *লিসানুল মীযান,* বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.।

২৭. আবূল আব্বাস শামছুদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবি বকর ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান,* বৈরূত: দারু ছাদির, ১৯৭২ খৃ.।

২৮. শিহাবুদ্দীন ইয়াকুত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা,* বৈরূত: দারুল ফিকহ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খৃ.।

২৯. শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবন আব্দুল হালিম ইবন আব্দুস সালাম ইমাম ইবন তাইমিয়া, *মাজমূ'উ ফাতাওয়া,* রিয়াদ: আর রুআসাতুল আম্মাহ, তা.বি.।

৩০. শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আহমদ আদ-দাউদী, *তাবাকাতুল মুফাসসিরীন,* বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.।

৩১. আবূল ফিদা 'ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর আদ্-দামিস্কী, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম তাফসীরে ইবন কাসীর,* বঙ্গানু, ইফাবা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খৃ.।

৩২. মান্নাউল কাত্তান, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন,* রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযি' তা.বি.।

৩৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মা'রিফুল কুরআন,* বঙ্গানুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৯ হি./ ১৯৮০ খৃ.।

৩৪. আবূল খায়ের শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান আস-সাখাবী আস-সাখাবী, *আদ-দুউল লামি লি আহলিল কারনিত তাসি',* কায়রো: মাতবাআ কুদসী, ১৩৫৫ হি.।

৩৫. আবূল খায়ের শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান আস-সাখাবী আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীস,* জিদ্দাহ: দারুল মানাহিজ, ১৪২৬ হি.।

৩৬. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আয-যাহাবী শামছুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলমিন নুবালা,* বৈরূত: মু'আসসাতুর রিসালা, ১৪০৬ হি.।

৩৭. আল-হাফিজ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ,* কায়রো: দারুদ দায়ায়ন লিত তুরাস, ১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খৃ.।

৩৮. আবুল ফরজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর যাদুল মাসীরের ভূমিকা,* দামেশক: আল মাকতাব আল ইসলামী, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. ড. মুজীবুর রহমান, *আল্লামা যামাখশারী,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খৃ.।

৪০. আল্লামা মাহমূদ ইবন উমর আয-যামাখশারী, *আল-কাশ্‌শাফ আন হাকায়িকিত-তানযীল ওয়া 'উয়ূনিল-আক্বাবীল ফী উয়ূযূহিত-তা'বীল,* বৈরূত: দারুল মারিফা, তা.বি.।

৪১. ইবন হাজার আসকালানী, *আদ-দুরারুল কামিনাহ,* হায়দারাবাদ: ইসলামিক সেন্টার, ১৩৮৮ হি.।

৪২. শায়খ মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী, *আত-তিবয়ান ফী উলূমিল কুরআন,* দামেস্ক: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৪০১ হি./১৯৮১ খৃ.।

৪৩. 'উজাজ আল খতীব, *আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন,* বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ১৩৯১ হি./১৯৭১ খৃ.।

৪৪. ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সাহীহ,* সৌদি আরব: দারুস-সালাম, ১৯৯১ খৃ.।

৪৫. আকরাম জিয়া আল-'উমরী, *বুহুছুন ফী তারিখীন সুন্নাহ আল-মুশার্‌রাফাহ,* মাদীনা: মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪১৫ হি.।

৪৬. মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমদ ইবন হিব্বান ইবন মা'আজ ইবন মা'বাদ ইবন সা'ঈদ ইবন সাহিদ ইবন হিব্বান, *কিতাবুল মাজরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন,* হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩৯০ হি.।

৪৭. আল-হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবন 'আলী আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফাইয়াহ ফী 'ইলমির-রিওয়ায়াহ,* হায়দারাবাদ: দায়িতারুল মা'আরিফ আল-'উসমানিয়্যাহ, ১৩৫৭ হি.।

৪৮. আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ ওয়া যাইলুহু ওয়াল-মুসতাফাদু,* মিসর: মাতবা'আতসি সা'আদাহ, ১৩৪৯ হি.।

৪৯. আল-হাসান ইবন আব্দুর রহমান আর-রামাহারমাযী, *আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বায়নার রাবী ওয়াল ওয়া'ঈ,* দামিস্ক: দারুল ফিকর, ১৩৯১ হি.।

৫০. আবূ মুহাম্মদ 'আলী ইবন সা'ঈদ ইবন আহমদ ইবন হাযম আল-আন্দালুসী ইবন হাযম, *আল-ফিসাল ফীল মিলাল ওয়াল নিহাল,* বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৩৯৫ হি.।

৫১. ইবন হাযম, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম,* বৈরূত: দারুশ শুরুক, তা.বি.।

৫২. মুহাম্মদ আব্দুল 'আযীম আয-যারকানী, *আল মানহালুল হাদীস ফী 'উলূমিল হাদীস,* কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, ১৩৬৬ হি.।

৫৩. প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ শাবান, *কাওয়াইদুল মুহাদ্দিসিন,* কায়রো: দারুস্‌সালাম, ২০০৫ খৃ.।

৫৪. ড. মুহাম্মদ আল-সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন নববী মুস্তালাহুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু* বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮২ খৃ.।

৫৫. ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফী 'উলূমুল হাদীস ওয়া মুতালালুহু,* বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল মালাইয়্যীন, ১৯৮৪।

৫৬. আহমদ মুহাম্মদ শাকির, *আল-বা'য়িছুল হাছীছ শরহু ইখতিছারি 'উলূমিল হাদীস,* রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ.।

৫৭. ড. নূরুদ্দীন আল-'আতার, *মানহাজুন নাকদ ফী 'উলূমিল হাদীস* বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.।

৫৮. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আয-যাহাবী শামছুদ্দীন আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির-রিজাল,* দারুল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ.।

৫৯. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *কাওয়াইদুত তাহদীছ,* বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি.।

৬০. আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আন-নিশাপূরী আল-হাকিম নিশাপূরী, *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস,* বৈরূত: আল-মাকতাবাতুত-তিজারী, তা.বি.।

Dhaka University Institutional Repository

৬১. শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীস,* জিদ্দাহ: দারুল মানাহিজ, ১৪২৬ হি.।

৬২. ড. মুস্তাফা সিবাঈ, *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশরী'ইল ইসলামী* বৈরূত: আল- মাকতাবা আল-ইসলামী, ১৯৮৫ খৃ.।

৬৩. হাফিজ আহমাদ মোল্লাজিউন, *নূরুল আনওয়ার,* দেওবন্দ: আল মাকাতাবাতু রাহীমিয়্যাহ, তা.বি.।

৬৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আস-সান'আনী, *তাওযীহুল আখবার লি তানকীহিল আছার,* বৈরূত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৬৬ হি.।

৬৫. ইবন সুবকী, *জাম'উল জাওয়ামি',* মিশর: মাকতাবাতু 'ঈসা আল-বাবী, তা.বি.।

৬৬. ইবন হাযম আন-আন্দালুসী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম,* কায়রো: মাকতাবাতু আসিমা, তা.বি.।

৬৭. আল-ইছনুবী, *নিহায়াতুস সুউল ফী শারহি মিনহাজিল উসূল,* কায়রো: মাকতাবাতু সা'আদাহ, তা.বি.।

৬৮. যাইনুদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন মূসা ইবন 'উসমান আল-হামিযী আল-হামিযী, *শুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসাহ,* বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ হি./১৯৮৪ খৃ.।

৬৯. 'আবদুল্লাহ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ,* কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি.।

৭০. ড. আবূ শাহবাহ, *দিফা'উন 'আনিস সুন্নাহ* মিশর: মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৮৮ খৃ.।

৭১. আল-হাফিজ আবু আমর 'উসমান ইবন মূসা আল-কুর্দী ইবন-সালাহ ইবনু সালাহ, মুকাদ্দামাহ, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.।

৭২. মোল্লা 'আলী ক্বারী, *মিরকাতুল মাফাতিহ,* মিশর: আল-মাকাতাবাতুল মাইমানিয়্যাহ, ১৩০৯ হি.।

৭৩. ড. মোল্লা খাতির, *মাকানাতুস সাহীহাইন,* কায়রো: আল-মাকতাবাতুল 'আরাবিয়্যাহ আল হাদীসাহ, ১৪০২ হি.।

৭৪. মাওলানা 'আব্দুল হাই লাখনবী, *যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী,* বৈরূত: দারু ইবন হাযম, ১৯৯৭ খৃ.।

৭৫. ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *নুখবাতুল ফিকার,* কায়রো: মাতবা'আতুল কাহিরাহ, তা.বি.।

৭৬. ড. মাহমুদ তহ্হান, *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস,* সৌদী আরব: মাকতাবাতুস ছারওয়াহ, ১৯৮২ খৃ.।

৭৭. ইবনুস সালাহ, *'উলূমুল হাদীস,* বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮১ খৃ.।

৭৮. ড. হামযাহ 'আব্দুল্লাহ আল-মালীবারী, *আল-হাদীসুল মা'লূল কাওয়া'ইদ ওয়া দাওয়াবিত* আলজেরিয়া: মাকতাবাতু দারিল হুদা, তা.বি.।

৭৯. আল-কাত্তানী, *আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফা* করাচী: মাকতাবাতু নূর মুহাম্মদ আত তিজারিয়্যাহ, তা.বি.।

৮০. নবাব সিদ্দিক হাসান ভূপালী, *আল-হিত্তাহ* বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৫ খৃ.।

৮১. ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *'ইলমু রিজালিল হাদীস,* লাক্ষ্ণৌ: মাকতাবতুল ফিরদাউস, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.।

৮২. আল্লামা শিবলী নু'মানী, *সিরাতুন নবী,* করাচি: দারুল ইশা'আত, ১৯৮৪ খৃ.।

৮৩. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২১ হি.।

৮৪. ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *ইলমু রিজালিল হাদীস,* লৌক্ষ্ণ: মাকতাবাতুল ফিরদাউস, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খৃ.।

৮৫. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সাহীহ,* জিদ্দাহ: মাকতাবাতুস সালাম, ১৯৮৫ খৃ.।

৮৬. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *ই'লমুল মুয়াক্কি'ঈন,* বৈরূত: দারুল কিতাব আল 'আরাবী, ১৯৮৫ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

৮৭. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন* বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৪০৪ হি./ ১৯৮৪ খৃ.।

৮৮. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৫ হি./ ২০০৪ খৃ.।

৮৯. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *'উলূমুল হাদীস* রাজশাহীঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১৪২১ হি.।

৯০. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১২ হি.।

৯১. খায়রুদ্দীন আল-যিরকলী, *আল-আ'লাম,* বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি.।

৯২. মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী, *আল-বাদরুত তালি' বিমাহাসিনি মান বা'দাল কারনিস সাবি',* মিশরঃ ১৩৪৮ হি.।

৯৩. আস-সাখাবী, *আত-তারীখুল মাসবুক ফী যাইলিস সুলূক* , মিশরঃ ১৮৯৬ খৃ.।

৯৪. মুহাম্মদ ইবন জাফর ইবন ইদরীস আল-কাত্তানী, *আর রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ লি বায়ানি মাশহুরি কুতুবিস-সুন্নাহ আল-মুশাররফাহ,* করাচীঃ মাকতাবাতু নূর মুহাম্মদ আত-তিজারিয়্যাহ, তা.বি.।

৯৫. আল-হাফিয শামছুদ্দীন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায,* হায়দারাবাদঃ দারুল মা'রিফ আল-'উসমানিয়্যাহ, ১৩৭৪ হি.।

৯৬. সালাহ্ উদ্দীন খলীল ইবন আইবেক আস-সাফাদী, *আল-ওয়াফী বিল ওয়াফিয়াত,* বৈরূতঃ দারু এহয়াইত-তুরাস, ১৪২০ হি./ ২০০০ খৃ.।

৯৭. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফফায,* বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.।

৯৮. আবূ 'উমর ইউসূফ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আবদিল বার ইবন 'আছিম আল-আন্দালুসী ইবন 'আবদিল বার, *আদ-ইসতী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব,* ভারতঃ হায়দারাবাদ, ১৩১৮ হি.।

৯৯. ইউসুফ ইবন আলয়ান ইবন মূসা সারকীস, *মু'জামুল মাতবূ'আত আল-'আরাবিয়্যাহ ওয়াল-মু'আররাবাহ,* ইরানঃ মাকতাবাহ আয়াতুল্লাহ আল-'উজমাহ, ১৪১০ হি.।

১০০. ইজ্জুদ্দীন আবিল হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল করীম আল-জাযারী ইবনুল আছীর আল-জাযারী, *উসদুল গাবাহ,* কায়রোঃ দারুশ শা'ব, তা.বি।

১০১. ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *আল-ইসাবাহ ফী তামঈযিস-সাহাবাহ,* মিসরঃ মুসতাফা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি.।

১০২. ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস,* সৌদি আরবঃ মাকতাবাতুস সারওয়া, ১৪০৬ হি.।

১০৩. ড. মুস্তফা আস-সিবায়ী, *ইসলামী শরী'আহ ও সুন্নাহ,* অনুবাদঃ এ এন. এম. সিরাজুল ইসলাম ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খৃ.।

১০৪. আল-খূলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ,* কায়রোঃ 'ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি.।

১০৫. শায়খ 'আব্দুল হক দিহলবী, *মুকাদ্দামাহ,* তাহকীকঃ সালমান আল-হুসাইনী নদবী লক্ষ্ণৌঃ মুআস্সাতু সাহাফা, তা.বি.।

১০৬. মুফতী সাইয়্যেদ আমিমুল ইহসান, *মিযানুল আখবার,* ঢাকাঃ মাকতাবায়ে রশীদিয়্যাহ, ১৯৮১ খৃ.।

১০৭. আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন ইদরীস ইবন আবী হাতিম আল-রাযী, *'ইলালুল হাদীস,* বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৫ হি.।

১০৮. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আস-সানাঈ, *মুকাদ্দামাহ বুলুগিল মারাম,* ইসকান্দারিয়াহঃ দারু নাশরিস-সাকাফাহ, ১৩৯৬ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

১০৯. যুফার আহমদ আল-'উসমানী আত-তাহাবুনী, *মুকাদ্দামাতু ই'লাইস সুনান,* বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪২১ হি,/ ২০০১ খৃ.।

১১০. আল-খাত্তাবী, *মাআ'লিমুস সুনান,* বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.।

১১১. ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *নুখবাতিল ফিকর,* দেওবন্দ: রশীদিয়্যাহ কুতুবখানা, তা.বি.।

১১২. শায়খ 'আব্দুল হক দিহলবী, *মুকাদ্দামাহ,* লক্ষ্ণৌ: মুআস্সাতুস সাহাফা, তা.বি.।

১১৩. আল-যুরজানী, *আত-তা'রীফাত* বৈরূত: মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৬৯ খৃ.।

১১৪. আবূল ফাতাহ আল-মূতরেয়ী, *আল-মাগরিব* বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'আরাবী, তা.বি.।

১১৫. ইমাম নববী, *তাদরীবুর রাবী,* লাহোর: দারু নাশরিল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.।

১১৬. ইবনুল আছীর আজ-জাযারী, *জামি'উল উসূল,* সম্পাদনা: মুহাম্মদ হামিদ আল-ফাকী, সৌদি আরব: দারুল ইফতা, ১৯৯৫ খৃ.।

১১৭. ইমাম আন-নব্বী, *রিয়াদুস সালিহীন* বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.।

১১৮. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-কাফী আস-শাফি ফী তাখরীযি আহাদীসিল-কাশ্শাফ,* বৈরূত: দারু এহইয়াইত-তুরাসিল-আরাবী, তা.বি.।

১১৯. ইমাম যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, *আল-ফাতহুস সামাবী ফী তাখরীযি আহাদীসিল বায়দাভী,* বৈরূত: দারু এহইয়াইত-তুরাসিল-আরাবী, তা.বি.।

১২০. ইবন হিব্বান, *আল-মাজরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন,* মিশর: দারুল মা'রিফা, ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ.।

১২১. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাহযীবুত্-তাহযীব আত-তাহযীব,* বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০৪ হি.।

১২২. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত্-তাক্বরীব,* হায়দারাবাদ: দারুল মা'আরিফ আল-আসলামিয়্যাহ, ১৩২৫ হি.।

১২৩. জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবন ইউসূফ ইবন মুহাম্মদ আয-যাইলা'ঈ, *তাখরীযু আহাদীস ওয়াল আসার আল-ওয়াক্বিয়াহ ফী আল-কাশ্শাফ,* রিয়াদ: দারু ইবন খুযাইমাহ, ১৪১৪ হি.।

১২৪. ইবন আবি শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ,* রিয়াদ: দারু আর-রুশদ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ.।

১২৫. ইবন আদ্দী, *আল-কামিল ফী আয-যু'আফা',* মু'মাল ইবন আব্দির রহমান আস-সাক্বাফী-এর জীবনী, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০৪ হি.।

১২৬. ইবন আবি হাতিম আল-রাযী, *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল,* হায়দারাবাদ: দারুল কুতুব আল-উসমানিয়্যাহ, তা.বি.।

১২৭. ইমাম সুয়ূতী, *আল-জামি'উ আস-সাগীর,* বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯১ হি.।

১২৮. যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ আল-মুনাদী, *ফয়জুল ক্বাদীর ফী শারহিল জামি'স সাগীর,* বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯১ হি.।

১২৯. ইমাম আশ-শাইখ মুহাম্মদ ইবন নাসির উদ্দীন আল-আলবানী, *যায়ীফুল-জামি' আস-সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু,* বৈরূত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৪১০ হি.।

১৩০. ইমাম নাসির উদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিদ-দা'ঈফা ওয়াল-মাওযূ'আহ,* বৈরূত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.।

১৩১. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* বৈরূত: দারুল হাদীস, ১৩৮৯ হি./১৯৭০ খৃ.।

১৩২. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামি,* বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইলামিয়্যাহ, তা.বি.।

১৩৩. ইমাম দারু কুতনী, *আস-সুনান,* পাকিস্তান: হাদীস একাডেমী, তা.বি.।

১৩৪. আবূ দাউদ আত-ত্বায়ালিসী, *মুসনাদুত-ত্বায়ালিসী,* মিশর: দারু হিজর, তা.বি.।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫. ইমাম বায়হাক্বী, *সুনান আল-কুবরা,* বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.।

১৩৬. ইবন মাজাহ, *আস-সুনান,* বৈরূতঃ দারু এহয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি.।

১৩৭. ইমাম আবূল কাশিম সুলাইমান ইবন আহমদ আত-তিররানী, *আল-মু'জাম আল-কাবীর,* মৌসূলঃ মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল-হিকাম, ১৯৮৩ খৃ.।

১৩৮. আবুল ফিদা 'ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল-আযীম,* কায়রোঃ কিতাবুশ-শি'আব, ১৯৭১ খৃ.।

১৩৯. ইবন হিব্বান, *আস-সাহীহ,* বৈরূতঃ মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, তা.বি.।

১৪০. আহমদ ইবন আবি বকর আল-বসরী, *মিছবাহুয-যুজাজাহ ফী যাওয়ায়িদি ইবন মাজাহ,* কুয়েতঃ দারুল 'আরূবাহ, তা.বি.।

১৪১. ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* কায়রোঃ আল-মা'আরিফ, ১৯৫৪ খৃ.।

১৪২. ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *আল-ইসাবাহ ফী মা'রিফাতিস-সাহাবাহ,* বৈরূতঃ দারু এহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি.।

১৪৩. ইবন হাজার আল-'আসকালানী , *তাকরীবুত-তাহযীব,* বৈরূতঃ দারু এহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি.।

১৪৪. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *ফতহুল বারী ফী শারহি সাহীহিল বুখারী,* মিশরঃ আল-মাকতাবা আস-সালফিয়্যাহ, তা.বি.।

১৪৫. আল্লামা আর-রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন,* করাচীঃ মাকতাবা নূর মোহাম্মদ আত-তিজারিয়্যাহ, তা.বি.।

১৪৬. ইমাম হাকিম নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক আলাস-সাহীহাইন,* বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.।

১৪৭. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *লিসানুল-মিযান,* বৈরূতঃ মুয়াস্সাতু আ'লমী, তা.বি.।

১৪৮. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আদ-দারেমী, *আস-সুনান,* বৈরূতঃ দারু এহয়া আস-সুন্নাহ, তা.বি.।

১৪৯.ইমাম আবূ বকর আহমদ ইবন আল-হুসাইন আল-বায়হাক্বী ইমাম বায়হাক্বী, *আল-আসমা ওয়াত-সিফাত,* বৈরূতঃ দারু এহয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি.।

১৫০. আবূ 'আওয়ানা ইয়াকূব ইবন ইসহাক আল-ইসরাঈনী, *আল-মুসতাখরাজ,* বৈরূতঃ দারু আল-মা'রিফাহ, ১৪১৯ হি.।

১৫১. ইমাম আহমদ ইবন শু'আইব আন-নাসা'ঈ, *আস-সুনান আস-সুগরা,* বৈরূতঃ মুয়াস্সাতু আর-রিসালাহ, ২০০১ খৃ./১৪২১ হি.।

১৫২. ইমাম আহমদ ইবন শু'আইব আন-নাসা'ঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা,* বৈরূতঃ মুয়াস্সাতু আর-রিসালাহ, ২০০১ খৃ./১৪২১ হি.।

১৫৩. ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* কায়রোঃ আল-মা'আরিফ, ১৯৫৪ খৃ.।

১৫৪. ইবন আল-জারূদ, *আল-মুনতাকাহ,* পাকিস্থানঃ আল-মাকতাবা আল-আচরিয়্যাহ, তা.বি.।

১৫৫. ইমাম তিবরানী, *আল-মু'জাম আস-সগীর,* ইব্রাহিম ইবন নায়েলার জীবনী, মদীনাঃ আল-মাকাতাবা আস-সালাফিয়্যাহ, ১৩৮৮ হি.।

১৫৬. ইমাম সুয়ূতী, *আদ-দুররুল-মানুসুর ফীত্-তাফসীর বিল-মা'ছূর,* বৈরূতঃ দারুল-ফিকর, তা.বি.।

১৫৭. ইমাম আল-বায়হাক্বী, *আশ-শু'আব,* রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খৃ.।

১৫৮.নুরুদ্দীন 'আলী ইবন আবি বকর আল-হাইসামী, *মাজমা'উয-যাওয়ায়েদ ওয়া মানবা'উল-ফাওয়ায়েদ,* দামেস্কঃ দারু আল-মামুন লিত-তুরাস, তা.বি.।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৯. ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, *মা'রিফাতুল-খিসাল আল-মুফকিরাহ লিয-যুনূব আল-মুতাকাদ্দিমাহ ওয়াল-মুতাআখখিরাহ,* বৈরূতঃ দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৭ হি.।

১৬০. 'আলাউদ্দীন 'আলী আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আক্বওয়াল ওয়াল আফ'আল,* বৈরূতঃ মুয়াস্সাতু আর-রিসালাহ, তা.বি.।

১৬১. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আত-তারীখ আল-কাবীর,* মাক্কা আল-মুকার্‌রমাঃ দারুল-বায, তা.বি.।

১৬২. আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন মূসা ইবন হাম্মাদ আল-'আক্বীলী, রিয়াদঃ দারু আস-সামী'ঈ, তা.বি.।

১৬৩. ইমাম তিবরানী, *আল-মু'জাম আল-কাবীর,* কায়রোঃ মাকতাবা ইবন তাইমিয়্যাহ, তা.বি.।

১৬৪. ইউসূফ ইবন আব্দুর রহমান, *তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতিল-আত্বরাফ,* হায়দারাবাদঃ দারল-কায়্যিমাহ, তা.বি.।

১৬৫. ইবনুল মানুযূর আল-আফ্রিকী, *লিসানুল আরব,* বৈরূতঃ দারু সাদির, তা.বি.।